দোলা

উপন্যাস

প্রথম ভাগ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

গোড়া অন্তত লিখিত—য়ুরোপে—তিন সপ্তাহে ১৯২৭ সালে—বোধ করি এপ্রিল মাসে। তারপর উত্তরায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার সময় বহু পরিবর্দ্ধিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এই বইখানি

....কে

উপহার দিলাম

ইতি—

তারিখ................

দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলী

উপন্যাস

মনের পরশ	৩ৎ	বহুবল্লভ (সচিত্র) ও দুধারা—২য় সংস্করণ	২ৎ
রঙের পরশ	২॥০		
দোলা—২য় ভাগ	২॥০	তরঙ্গ রোধিবে কে ?	

কবিতা

অনামী (শ্রীঅরবিন্দের বহু পত্র সমেত) ... ৩ৎ

সূর্য্যমুখী (শ্রীরামকৃষ্ণ কণিকা সমেত) ... ২ৎ

নাট্য

আপদ (নাটক) ও কলাভঙ্গ (প্রহসন) একখণ্ডে ১॥০

সঙ্গীত ও ভ্রমণ

গান (দ্বিজেন্দ্রলালের সব গান) ... ২ৎ

ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা ... ২ৎ

স্বরলিপি

নব গীতিমঞ্জরী (শ্রীমতী সাহানা দেবী সহ) ... ২॥০

সুরাঞ্জলি (অতুলপ্রসাদের গানের—
সাহানা দেবী প্রণীত) ১ম খণ্ড ... ১॥০, ২য় খণ্ড ... ১॥০

দ্বিজেন্দ্র-গীতি ১ম খণ্ড ... ১॥০, ২য় খণ্ড ... ১॥০

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের স্বরলিপি ২ৎ

বিবিধ

পত্রাবলী—বীরবল, অতুল গুপ্ত, দিলীপকুমারের
(প্রশ্ন ও বিজ্ঞাপন) ১ৎ

ছন্দের সীমানা (শ্রীঅরবিন্দ, নলিনীকান্ত, সুরেশচন্দ্র,
দিলীপকুমারের পত্র আর্ট সম্বন্ধে) ... ৳০

শ্রীঅরবিন্দের ছয়টি কবিতা (নলিনীকান্ত, অনিলবরণ,
সাহানা দেবী, দিলীপকুমার প্রভৃতির অনুবাদ সহ) ১।০

শুদ্ধিপত্র

সহৃদয় পাঠক পাঠিকা ভুলগুলি দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন এই অনুরোধ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৭	ঠকিয়ে রাখা	ঠেকিয়ে রাখা
১২	১৫	সংযত শ্রীটুকু	সংহত শ্রীটুকু
৭৫	৬	জানো।"	জানো?"
৭৯	১০	দেবীরা	দেবীরা
৯৩	৯	বর্ণ-মাধুরিমায়	বর্ণ-মধুরিমায়
৯৯	৫	রাখতে	রাখতে চেয়ে
১১৯	২১	আবরণের	আচরণের
১২২	১২	করবে	করলে
১৫৫	২৩	প্রবৃত্তিরই	নিবৃত্তিরই
১৬১	২১	কাম্য-সত্য	কাম্য—সত্য
১৭৪	২১	বাকি-কুর্ব্বরে	বাকির কর্ব্বরে
১৮৬	২১	একটা তীক্ষ্ণ	এতটা তীক্ষ্ণ
১৮৭	১১	সাবধান যুক্তি	সাবধানী যুক্তি
১৮৮	৮	গভীর	গম্ভীর
১৮৮	১৮	নিশ্চয়বান যে-	যে-নিশ্চয়বান
১৮৯	৮	সঙ্গীর	সঙ্গিনীর
২১৪	৫	দিলেন	দিলে

২১৯	১	আবদার	আদায়
২৩০	১০	বস্তু মেয়ে	বস্তি মেয়ে
২৩৫	১০	ব্যক্তিস্বপের	ব্যক্তিস্বরূপের
২৮৮	১৩	ঊর্ণজালে	ঊর্ণাজালে
৩১৩	৭	রাণিয়ে	রণিয়ে
৩১৪	২০	ওকে	তাকে
৩১৮	১	গম্ভীর	গম্ভীর
৩১৯	২০	ভালোবাসি	ভালোবাসে
৩২৩	২	ঝড়ো	ঝোড়ো
৩৩৯	৮	দেখলে	দেখল
৩৪৬	১৮	বরাবর	বাবার
৩৫২	৩	জেনে ছিল	জানে
৩৭২	১৮	নয় ? স্পষ্টই	নয় তা সে স্পষ্টই
৩৭৫	৫	রোমও	বাসনাও
৩৯৯	১৯	সুরমায়	সুষমার
৪০৪	৭	একটুকু শ্রদ্ধা	এতটুকু শ্রদ্ধা
৪১৯	৫	ঊর্ণজাল	ঊর্ণাজাল
৪৩৩	২৪	দিশা পেলেই	দিশা না পেলেই

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
রসিক দরদী !

বই ? লেখে তো কতজনাই : সাহিত্যিকের অভাব তবে কোথা ?
ক্রিটিক ? পথে ঘাটে : শুধু বোঝে ক'জন স্রষ্টার ব্যথা ?
তোমার লেখায় হঠাৎ সেদিন এই বাখারি পেলাম দেখা, যার
সাহিত্য-রূপ বাহ্য ভূষণ—হৃদয়-বাণীই আলাপ-অলঙ্কার।
বলবে : "হৃদয় কার না আছে ?" সত্যি আছে ? পাও কি পরিচয়
হৃদয় এর ? পনের আনা শিল্প হৃদয়-নিঃস্ব কি তাই নয় ?

মন্ত্র লিপি-কৌশলী ঢং ? ভঙ্গি রসাল ? মুক্ত নয়ন ? ভাষা ?
হাওয়ার তোড়ে কুমিরগিরি ? ঘুচায় সেটা জাহ্নবী-পিপাসা ?
কলম-কারুর তারাবাজি, আয়না রং কল্পনা-বিলাসী—
ঢের ঘটেছে ডামাডোলে।—অন্যদিকে—তোমায় ভালোবাসি
নয় তো এসব বিত্তরূপে : মূল্য ?—আছে চিত্ত-রঞ্জনায়—
শুধু, যখন আপনা থেকেই উৎসারে সে—অন্তর-ঝঙ্কার।
বিনিয়ে কথায় চমক লেখে এন্টাটিই হয়, হয় না মনচোরা,
তোমার লেখায় নিপুণতা নয় বৈকি, সে—অভিজ্ঞতায় ভোরা।

তার প্রমাণই চাই যে আমি, তোমায় দেখিনি বটে তাই চোখে :
তবু তোমার কণ্ঠ-মিড়ে হৃদয়-বাঁশি বাজল সে-পুলকে—
তার সাথে মোর আছে চেনা সুরের কুপার—(দোহাই রেখো লাজ,
অহঙ্কার এ নয়—আমি যে বলছি কথা সরলভাবেই আজ)—
হয় মনে তাই সত্যি—অচিন প্রিয়ে তুমি পরদেশী নও—নও :
পরদেশের ছদ্মবেশে অন্তরেরই প্রাণের-কথা কও।

গান লেখা নয় পেশা মোর—বহুতালে যারা নেশার রাগে
বুক-সায়রে নাচে—তাদের বাড়িয়ে আমি ফলাই সুরের ফাগে—
এড়িয়ে বাঁধাধরা মতের সুখ-সুবিধা নিয়মহীন রীতি
জীবনে-বাঁকে গগন-ডাকে কোন্ সাড়া দেয় প্রাণ—সে-পরিচিতি
মতো ফোটাই সাধ্যমত—তুমিও তো তাই এই ব্যথারি ব্যথী :
সেই সাহসেই "দোলা" আমার তোমার করে দিলাম, হে দরদী!

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

ইতি—
প্রীত্যর্থী
দিলীপ

দোলা

প্রথম ভাগ

But "for art's sake" alone I would not face the toil of writing a single sentence. I know that there are men who, having nothing to say and nothing to write, are nevertheless so in love with oratory and with literature that they delight in repeating as much as they can understand of what others have said or written aforetime. I know the Leisurely tricks which their want of conviction leave them free to play with…a pleasant parlor-game which they call style…Effectiveness and assertion are the Alpha and Omega of style. He who has nothing to assert has no style and can have none…

BERNARD SHAW

নিছক শিল্প তরে ?—লেখা একটি শ্লোকও বিড়ম্বনা, হায় !
নেই কিছু যার বলবার—তার উদ্দীপনাই ঠকিয়ে রাখা যায় !
করবেই সে প্রতিধ্বনি—অপর সবার ধ্বনির যেটুকু
বুঝতে পারে : নেই বিশ্বাস, তাই তো রটায়—"ঢঙের ধর্মীবাণী
অলস খেলায় ভঙ্গি ছটায় চমকে ওঠেন !" বুঝতে সে না পারে—
সার্থকতার পরিশ্রমেই সকল ভঙ্গি উদ্ভব—অকোর ধারে।
"শিল্প শুধু শিল্প তরেই"—এই ব'লে সে ঠকায় কারে মিছি ?
কিছুই বলার নেই যার—তার ভঙ্গি দেবে কসের পরিচিতি ?

বার্নার্ড শ

বৃদ্ধ আনার দিকে চেয়ে বললেন: "তা হ'লেই দেখছ আনা—ঘরের মধ্যে কেউ যে লুকিয়ে ছিল বলবে তারও জো নেই।" হঠাৎ হেসে: "ভাবছি এ ভূতুড়ে কাণ্ডটা লণ্ডনের 'সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি'কে জানিয়ে একটা প্রাইজ তো যোগাড় ক'রে রাখি, কি বলো?"

স্বপন বলে: "হয়ত কোনো বেড়াল-টেড়াল—"

—"তুমি তো আচ্ছা লোক দেখছি হে। বেড়ালে অতবড় টেবিলটাকে পারে কখনো কাৎ করতে?"

তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে স্বপন কেমন যেন বিব্রত বোধ করে: "হয়ত দমকা হাওয়ায়—"

মসিয়ে লেনার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

—"ভালো লোককে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম যাহোক। চারদিকের দোর-জানালা বন্ধ যে! খুব ব্যাখ্যাকার জুটেছে বটে, কি বলো আনা?"—ব'লেই: "ইনি কে—তা বোধ হয় এঁচে নিয়েছ? ইনি হচ্ছেন আমার সেই নকলচি হিন্দু ছাত্রটি—যাঁর কথা বোধ হয় এর আগে তোমায় বলেছি। বলিনি?"

আনা বলল: "হাঁ, ওঁর ফটোও বোধ হয় দেখিয়েছেন—ঐ কোণের টেবিলের ওপর—ঐটে না?" স্বপন ভারি খুসি হ'য়ে ওঠে।

—"ও হাাঁ হাাঁ—আঃ বড্ড ভুলে যাই আজকাল। বয়সের দশা—উপায় কি বলো?"—ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে: "আর আনা হচ্ছেন আমার একটি নকলচি মডেল—আমার অনেক পুণ্যে-পাওয়া ধন। এঁর কথাও বোধ হয় তোমাকে ব'লে থাকব, না?"

—"হাঁ—ও আধেক-আঁকা ছবিটাও দেখিয়েছেন।"

—"বটে—বটে। কেবল ভুলে গিয়েছিলাম। দেখেছ?—কিন্তু সে কথা যাক। একটু আগে যদি আসতে পেলে, তবে ভুতের আর

তার মিলানই চাই যে আমি, তোমায় দেখিনি বটে তাই চোখে :
তবু তোমার কণ্ঠ-ছিঁড়ে হৃদয়-বাঁশি বাজল যে-সপ্তকে—
তার সাথে মোর আছে চেনা সুরের কৃপায়—(দোহাই রেখো লাজ,
অহঙ্কার এ নয়—আমি যে বলছি কথা সরলভাবেই আজ)—
হয় মনে তাই সত্যি—অচিন হিয়ে তুমি পরদেশী নও—নও :
পরদেশের ছদ্মবেশে অন্তরেরই প্রাণের-কথা কও।

পদ্য-লেখা নয় পেশা মোর—দক্ষহাতে যারা লেখার রাগে
বুক-সাগরে নাচে—তাদের ছাড়িয়ে আমি ফলাই সুরের ফাগে—
এড়িয়ে বাঁধাধরা মন্ত্রের সুখ-সুবিধা শিল্পহীন রীতি
জীবন-বাঁকে গগন-ডাকে কোন্ সাড়া দেয় প্রাণ—সে-পরিচিতি
সত্যে ফোটাই সাধ্যমত—তুমিও যে তাই এই বাঁশরির বাণী :
সেই [illegible] "দোলা" আমার তোমার করে দিলাম, হে দরদী !

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

ইতি—
শ্রীভাই
দিলীপ

আনা

অনুক্রমণিকা

সনাতন হিন্দু জমিদার বংশের নন্দদুলাল সত্যবিবাহিত স্বপন যখন ছবি-আঁকা শিখতে ছুটল প্যারিস তখন তার নব্যা নবোঢ়া সন্ধ্যা বন্ধ-কুলান এসে ঘাটে জাহাজ লাগাতে যাবার বিধি দেয়নি বটে, কিন্তু প্রতি মেলে দীর্ঘপত্র লেখার শপথ আদায় করেছিল বহু মান-অভিমানের পরে।

স্বপন কথা দিল শুধু চিঠি লেখবার নয়—ষড়যন্ত্র করবারও : সে সন্ধ্যাকে দু-বছরে প্যারিসেই নিয়ে আসবে উড়িয়ে। সন্ধ্যা নানা পরীক্ষায় ফার্স্ট, বিলাত-ফেরতের মেয়ে। দু-বছরে বিশ্বাস করেছিল কি না কোথাও লেখে না, কিন্তু উড়ে যাবার কথায় ঠিক অবিশ্বাস করেনি। কে জানত···

• • • • • •
• • •

স্বপনের রাখে-কৃষ্ণ অদৃষ্ট প্যারিসেও তাকে রাখল : সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতে "le vielliard excentrique" * শিল্পী ক্যেত্যের সঙ্গে শুধু দেখা হ'য়ে যাওয়াই নয়, প'ড়ে গেল তাঁর সুনজরে। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রী তরুণ সুদর্শন চিত্রবিদ্যার্থীকে করলেন শিষ্যপদে বরণ।

সুখের স্টুডিয়োটা যেন—অমরাবতী! প্যারিসের সুন্দর উপকণ্ঠ "অতোই"-তে †

* বিচিত্র বুড়ো। † Auteuil.

ভূমিকা

ক্লাইভ বেল সাহেবের একটা কথা মনে বড় লেগেছে : "Because I wish to be understood I shall repeat myself···To say the same thing over and over again is the only way to convince···When I was younger, being rather silly about my fellow-creatures, I used to believe that to convey to them one's meaning one had only to state it clearly and once." (অর্থাৎ, "আমি পুনরুক্তি করবই, যেহেতু আমি চাই পাঠকেরা আমাকে বুঝুক। মানুষকে বোঝানো যায়—কেবল একটা কথা বার বার ব'লে। এক সময়ে, তখন আমার বয়স কম ছিল, আমার সঙ্গী সাথী বন্ধু পরিচিতদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল এমন ছেলেমানুষি গোছের—!—সে সময়ে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমরা তাদেরকে যা বোঝাতে চাই তাই বোঝানো যায়—শুধু একটিবার মাত্র নিজের বক্তব্য বিশদ ক'রে বললে।")

তাই আমার 'বহুব্রত' উপন্যাসটির গোড়ায় এ-কথা বললেও কেন বলতে সাহসিক হচ্ছি যে, 'দোলা' (বা আমার অন্য কোনো উপন্যাসই) নিছক গল্প নয়—গল্প লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়—এই ব'লে বাড়া করতে আমি চাই না জানাতে : কিসের পর কী হ'ল অমুক অমুক পাত্রপাত্রীদের মধ্যে—গল্প আমার কাছে চিরদিনই গৌণ—উপন্যাস নানাবেশী হ'তে পারে ব'লে আমি বিশ্বাস করি—আধুনিক উপন্যাস গল্প হ'তেও পারে, না-ও পারে—ঘটনা-বিবৃতি লক্ষ্য না হ'লেও উপন্যাসের

আর্ট অনবদ্য হ'তে পারে—উপন্যাস বাস্তবভিত্তি হ'তেও পারে না-ও পারে —অর্থাৎ যে-সব স্বপ্ন আদর্শ আশা আকাঙ্ক্ষা জীবনে খুব কমই দেখা যায় ঔপন্যাসিক তার ছবিও আঁকতে পারেন—যে-সব অভিজ্ঞতা অনুভূতি উপলব্ধি খুবই বিরল ও বিচিত্র তাদের আঁকলেও উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে—উপন্যাস প্রাণধর্মীও হ'তে পারে মনোধর্মীও— আর কি? মনে পড়ছে না। তবে বোধ হয় আপাতত এইতেই চলবে। অন্তত এ-সবই আগে বলেছি ভেবে পুনরুক্তি হ'ল বৈ কি। তাই খুসি আছি—এবার হয়তো বোঝানো যাবে—কনভিন্স করা যাবে—পাঠকজনকে। "Hope springs eternal in the human breast!"

আনাতোল ফ্রাঁসের নানা উপন্যাস প'ড়ে মুগ্ধ হবার সময় মনে হ'ত: কত বদলেই না গেছি আমরা এ-যুগে! —মসিয়ে বের্জেরে কত আলোচনাই না করছেন কুকুরের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, পাড়াপড়শীর সঙ্গে—কার সঙ্গে নয়? অপূর্ব স্বষ্টি—কে না মানবে? কিন্তু গল্প নয়—না, তারও বেশি বলা যায়: Monsieur Bergeret à Paris-তে গল্প খুবই কম। নানা চরিত্রের সংঘাতে নানা ভাব ফোটে ভালো—তাই গল্পকে কাজে লাগানো। যা বলতে চাই সেটা ভালো ক'রে বলবার একটা কোটে ব'লেই টাইপকে লাগাই কাজে। আর্টের জন্য আর্ট নয়—আত্মপ্রকাশের জন্য self-expression-এর জন্যেই আর্ট। অবশ্য আর্ট মণিবাতায়নের খুব কম অংশকেই প্রকাশ করে,—বড়ই অপরিসর যে তার চক্ষুঃসীমা। তবু সে সুন্দর তো ছোটর মধ্যেও। তাই তাকে ভালোবাসি। কিন্তু যাকে দিয়ে আর্টের চেয়ে বড় কিছুর সেবা যদি হয় তবে তাকে আরও ভালোবাসা যেতে পারে, তার সার্থকতা গভীরতর হ'তে পারে। এই বড় কিছু হচ্ছে মানুষের প্রেম, ভক্তি, তপস্যা, জ্ঞান, সেবা, অন্বেষণ,

অতীপ্সা, ভয়, দুরাশা—আরও অনেক কিছু যা জীবনকে মহনীয় করে, উদার করে, কৃতার্থ করে। এ-সবকে ভবিষ্যৎ-যুগের আর্ট—কাব্য উপন্যাস নাটক সবই—ঢের বেশি সম্পূর্ণ ক'রে ফোটাবে—আর্টের নানান্ সৌখীন রীতি লঙ্ঘন ক'রে। ইতিমধ্যেই তার নিদর্শন দেখা যাচ্ছে নানা দিকেই যেজন্যে গলসওয়র্দি আনন্দ প্রকাশ করেছেন আর্ট তার সীমান্ত লঙ্ঘন করছে ও সেটা happy omen—শুভ চিহ্ন—ব'লে। * তাই আমার উপন্যাসাদিতে অনৌপন্যাসিক নানা বস্তুকে সাদরেই আমি স্থান দিয়েছি। একজন্যে আমি অননুতপ্ত।

দোলায় এই নানা বস্তুর মধ্যে বিশেষ ক'রেই চেয়েছি আমি মানব-হৃদয়ের নানামুখী সত্য-সন্ধানকে ফুটিয়ে তুলতে—চিন্তায়, তর্কে, চরিত্র-চিত্রণে, বিশ্লেষণে, বেদনায়, স্বপ্নগড়ার আনন্দে, স্বপ্নভাঙার ব্যথায়। তাই শুধু গল্প ছাড়া যাঁরা উপন্যাসে আর কিছুই চান না, সত্য সন্ধানকে যাঁরা অনৌপন্যাসিক মনে করেন, আমি জানি দোলা (বা আমার অন্য কোনো উপন্যাসই) তাঁদের তৃপ্তি দিতে পারবে না। কিন্তু এর তো চারা নেই। কেন না—বলেছি—পুনরুক্তি শুধু মার্জনীয় নয়, সমর্থনীয়—গল্প আমার লক্ষ্য নয়, ঘটনা আমার সেব্য নয়। বিশেষ ক'রে উপন্যাসে আমি এমন অনেক কিছুই ফুটিয়ে তুলতে চাই যার সঙ্গে গল্পের অহি-নকুল সম্বন্ধ ব'লে অনেকেই মনে করেন এখনও। একজন্যও মার্জনা চাই না—কারণ এইটেই আমার আসল, গল্প—গৌণ।

এ-সব বলছি বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে বার বার বলা সত্ত্বেও দেখি নানা সমালোচকই আমার উপন্যাস পড়তে গিয়ে তাতে গল্পই খোঁজেন, উপন্যাসের নিকষেই কষতে চান তাকে। একজন অজ্ঞাতা সমালোচিকা তাই তো এমন আপত্তিও তুলেছেন যে আমার 'রঙের পরশে' কথাবার্তা বড়

* লেখকের "বহুবল্লভ" উপন্যাসে পুরো উদ্ধৃতি দেওয়া আছে গলসওয়ার্দির।

বেশি সুচিন্তিত হ'য়ে প'ড়ে এই অপরাধ হ'য়ে গেছে আমার যে, তাতে কথোপকথনগুলি হ'য়ে পড়েছে "সাহিত্য সভার বক্তৃতা"।

শুনে কিন্তু আশ্চর্য লাগে আমার—শুধু অপরের তরফ থেকেই নয়, পরেরও। বলেছি যিনি এ-অভিযোগ চাপিয়েছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয়। (আরও শ্রদ্ধেয় সম্ভবত এইজন্যে যে, আমার লেখা তাঁর খুব ভালোও লাগে লিখেছেন)—অথচ তাঁর আপত্তি: রক্তের প্রবাহের নায়ক-নায়িকারা যে-ভাষায় কথা কইল তা বড় বেশি সুন্দর ক'রে সাজানো—বড় বেশি চমৎকার। কেন? না, মৌখিক ভাষায় ও-রকম ঢঙে আমরা কথা কই না। তাঁর দীর্ঘ সমালোচনাটি হাতের কাছে নেই কিন্তু এই হ'ল তাঁর মোট কথা।

এ-অভিযোগের একটু উত্তর দেওয়া প্রয়োজন, কেন না এ হ'ল বাস্তববাদীদের যুগ—তাঁদেরই জয়জয়কার।

মানুষের মৌখিক ভাষা—সবাই জানে—সাহিত্যিক হয় ক্রমশ। প্রথম প্রথম মৌখিক ভাষা ও লৈখিক ভাষার মধ্যে থাকে আশুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ—সব দেশেই। লোকের ধারণা থাকে, মৌখিক ভাষায় বড় চিন্তা বড় ভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। ক্রমে শক্তিমান্ লেখকেরা মৌখিক ভাষার মধ্যেই আবিষ্কার করেন অজস্র প্রাণশক্তি, ব্যঞ্জনা, গতিবেগ। তখন দেখা যায় যে, যে-সব চিন্তা ভাব কল্পনা আগে শুধু একটা বিশেষ সম্প্রদায়িত ভাষাযোগে ফুটিয়ে তোলা যেত সে-সবকে চলতি আটপৌরে ভাষায় আরও বেশি উজ্জ্বল ক'রে আঁকা যায়।

তখনও লৈখিক ভাষাপন্থীরা বলেন: আটপৌরে ভাষাতে আপত্তি করছে কে? কেবল তাকে মৌখিকই রাখা হোক না, লেখায় আনার দরকার কি? তখন স্বতই প্রশ্ন ওঠে: যদি মৌখিক ভাষায় নানা চিন্তা লিখতে ইচ্ছে হয়—তা হ'লে? উত্তর—তা হ'লে লৈখিক ভাষায়

যে-সব ভাব শুনতে আমরা অভ্যস্ত মৌখিক ভাষায় সে-সব শোনাবে কৃত্রিম। আমার হুজের পহ্নবের সমালোচিকা খানিকটা এই ধরণের কথাই বলছেন বৈ কি হুজের পহ্নবের নায়ক-নায়িকার কথোপকথন সম্পর্কে। বলছেন—প্রকারান্তরে—এত সুন্দর হবে কেন মৌখিক ভাষা?—এ যে অস্বাভাবিক, যেহেতু—এ-রকম ভাষায় কথা কয় কে?

এর প্রথম উত্তর এই যে, মৌখিক ভাষায় অভ্যাস করলে অনুশীলন করলে সুন্দর চিন্তা গভীর ব্যঞ্জনা এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়—যার ফলে একসময়ে যা কৃত্রিম শোনাত পরে তা কৃত্রিম শোনায় না মোটেই, না বর্ণনাদিতে, না কথোপকথনে। সবাই জানে ফরাসীরা মৌখিক ভাষায় কথোপকথনে কত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে একান্ত সাহিত্যিক ভাব—বর্ণনা কত কী।

মানি, বাংলা ভাষার ঠিক ততখানি শক্তি এখনো হয়নি। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার কোনো বংশগত বা মেজাজগত দোষে নয়—আমাদেরই দোষে—শক্তির দৈন্যে, সাধনার অভাবে। কোনো বড় লাভই বিনা অধ্যবসায়ে মেলে না। বাঙালী জাতের অধ্যবসায় সব চেয়ে কম—কথাবার্তাকে সুন্দর করার দিকে। সে সব চেয়ে অপরাধী—কথোপকথনে। ইংরাজি বুকনিতে বুকনিতে কান ঝালাপালা। কিন্তু শুধু ঐখানেই যন্ত্রণার শেষ নয়। ইংরাজি বুকনিতে কান অভ্যস্ত হ'য়ে হ'য়ে এমনই মুস্কিল হয়েছে যে, অনেক বাংলা কথাই কথোপকথনে বসালে বৈদেশিক শুধু আড়ষ্ট ঠেকে—যাদের ইংরাজি বুকনিতে বললে কানে মধুবর্ষণ করে। যেমন ধরা যাক কালচার বা ডিসাপয়েন্টমেন্ট বা এনজাইমেন্ট। সংস্কৃতি, নৈরাশ্য, আনন্দোমী শ্রেণীর কথা মৌখিক কথায় বসাতে সত্যিই বাধে বৈ কি। কিন্তু কিংকর্তব্যম্? শুধু বিমূঢ়? না, এড়িয়ে যাওয়া, পালিয়ে বেড়ানো? কিম্বা সুবিধামতো এ-সব বৈদেশিক কথাই বসানো

স্বাভাবিকতার খাতিরে? আমার মনে হয় সবাই বলবেন: মেডি মেডি, বাংলা ভাব বাংলা কথায়ই ব্যক্ত করতে হবে শতকরা অন্তত নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে—অবশ্য যেখানে বিদেশী ভাবার প্রতিশব্দই গ'ড়ে ওঠেনি সেখানে ছাড়া।

অঙ্গের পরশ বা বহুবল্লভ বা দোলায় এই পন্থাই সাধ্যমত অবলম্বন করেছি আমি। যেখানেই উপযোগী বাংলা শব্দ পেয়েছি অস্বাভাবিক বা আড়ষ্ট শোনাবে ব'লে ভয় পাইনি—মৌখিক কথায়ও প্রয়োগ করেছি অপ্রচলিত শব্দ। ফলে কোনো স্থলেই অসুবিধা হয়নি বললে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু উপায় কি? যা করতেই হবে তাকে এড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এ ছাড়া আর একটা আপত্তি আছে আমার। সেটা আদর্শগত। এ কথাই আমি মানি না যে, উপন্যাস বা ড্রামার কথোপকথন সুন্দর হ'তে পারে না—অসামান্য হ'লে তার জাত যাবে—তাকে হ'তে হবে সব সময়েই রিয়ালিষ্টিক, গড়পড়তা—স্বাভাবিকতার খাতিরে; মানি না যে, ভাষা আঁধঢাকা উপত্যকায় চারণ করবে না—করবে পাতালে গহ্বরে। সৌন্দর্যেরও অনুশীলন বিনা তাকে অস্বাভাবিক ঠেকে। সুন্দর কথাবার্তা কানে শোনা একদম অভ্যাস না থাকলে মনে হবেই তো তাকে অস্বাভাবিক। এর একমাত্র প্রতিষেধক—সুন্দর কথা শোনা, সুন্দর কথা বলতে চেষ্টা করা—পুরাযুগে গ্রীকদের মতন, মধ্যযুগে রোমানদের মতন, এযুগে ফরাসীদের মতন। বলতে বলতেই ক্রমে সুন্দরকে ভালো লাগবে স্বাভাবিক শোনাবে—সম্রাজ্ঞীরও প্রথমে থাকে অপরিচিতই। কাজেই এ ক্ষেত্রে সুন্দর কথা যথাসম্ভব সুন্দর ক'রেই বলতে হবে—বাস্তবী হ'তে গেলে চলবে না—আদর্শপন্থীই হ'তে হবে।

আধুনিক উপন্যাসে এ-কথা স্বীকৃত হয়েছে। তাই বহু বিখ্যাত আধুনিক উপন্যাসেই কথোপকথন সুন্দর হচ্ছে ক্রমেই। আমার

সমালোচিকা সম্ভবত ‘ঘরে বাইরে’ ‘গোরা’ ‘চার অধ্যায়’ ‘শ্রীকান্ত’ প্রভৃতির কথোপকথনের প্রতি দরদৃষ্টি রাখেননি। রাখলে দেখতেন যে যে-সব ভাব গবেষণা ধারণা এ-সব বইয়ের নায়ক-নায়িকারা সুন্দর ভাষায় উপমার অলং-সম্পদে প্রকাশ করছে সে-ধরণের অনবদ্য ভাষা আমরা মুখের কথায় বলা তো দূরের কথা, প্রবন্ধেও লিখতে ভরসা পাই না অত সুন্দর ক'রে। রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রের প্রতিভা অনন্যসাধারণ কি না সে বিচার এ-ক্ষেত্রে অবান্তর কেন না আমরা এখন সাফল্যের আলোচনা করছি না প্রবণতার আলোচনা করছি। তাই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র যা করেছেন তা দুঃসাধ্য কি সুসাধ্য সে-প্রশ্নই ওঠে না। কেন না রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সবাই নয় এ-কথা মানলেও তাঁদের আদর্শ যে সবারই আদর্শ এ-কথা কেউই অস্বীকার করবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার সাধ্যমত কথোপকথনকে যতদূর সম্ভব সুন্দরই ক'রে তুলতে বাধ্য। জীবনে মুখের ভাষা আমাদের প্রায়ই কুৎসিত, শ্রীহীন, শ্লথ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তাই ব'লে আর্টেও মুখের ভাষার আদর্শ তা-ই হ'তে পারে না। আর্টের যদি কোনো বড় সার্থকতা থাকে তবে তা নিশ্চয়ই এই যে, সে আমাদের এমন অনেক কিছু দিতে চায় ও পারে যা দিতে জীবন অক্ষম। মুখের কথায় ঠিক কথাটি ঠিক যায়গায় (le mot juste) যোগায় না ব'লেই তো শিল্পীর চাই তাকে ঘুচিয়ে দিয়ে আমাদের আশ মেটানো। ওয়াগনারের কথা মনে পড়ে: সত্যিকার আর্টের শুরু যে যেখানে জীবনের হয় শেষ।

নানা সাহিত্যের অজস্র দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-কথা প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু যেহেতু তাতে ভূমিকাটা হবে দৈর্ঘ্যে "লেভিয়াথান", সেহেতু শুধু আমাদের বিকশমান বাংলা ভাষাতে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম উপন্যাস থেকে (অতীন বলছে এলাকে—চার অধ্যায়ে):

"কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে

ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ঐ আঙুলগুলি সত্য মিথ্যে সব কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি খণ্ডিত জীবনের অসম্মান।"—(১২৩ পৃষ্ঠা)

"পাণিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ-সব কথা! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারি কিনারায় এসে বসেছি।"—(১২৫ পৃষ্ঠা)

"জীবনটা জালিয়াৎ, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল ক'রে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ ক'রে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?"—(১১৯ পৃষ্ঠা)

জিজ্ঞাসা করি: এ-ভাষায় কোনো ছেলে কি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারে বাংলা দেশে? এ-উপমা, এ-গাঁথুনি, এ-শব্দবিন্যাস, এ-প্রেরণা?

শিল্পী গুণী স্বপনী যখন আঁকে তখন এত শত ভাবে না। সে লিখে চলে—অন্তরের প্রণোদে—বীণাপাণির ইঙ্গিতে। কোন্ ভাষা স্বাভাবিক, কোন্ ভাষা নয় এ-সব চিন্তা তার স্বধর্ম নয় কারণ অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হয় তারই প্রসাদে—স্বাভাবিক অস্বাভাবিকের চলতি ধারণায় বিপ্লব আসে তারই কল্যাণে। গুণীই তৈরি করে শ্রোতার কান, চিত্রীই দর্শকের চোখ, কবিই প্রেমিকের প্রাণ।

মনে পড়ে, অনেকদিন আগে অনুপম কবি হারীন্দ্রনাথের একটি কথা—কেম্‌ব্রিজে। সূর্যাস্ত দেখছিলাম আমরা দুজনে। হারীন্দ্রনাথ বললেন (ইংরাজিতে): "দিলীপ, এ-সূর্যাস্ত দেখে মনের কূলে কত রঙের ঢেউ

এসে লাগে, প্রাণের পটে রং কলে! মুখে বলি না আমরা সে-সব—কথার প্রথা নেই ব'লেই। কিন্তু যদি থাকত তবে মুখেও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত সে-সব ছোট বাক্যের না বলার বাঁধে আমরা বাণী হারিয়ে।"

কথাটা সত্যিই তিনি বলেছিলেন এই ভাবে—তাই তো আজও ভুলতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথের মুখের কথাও তো অনেকে শুনেছেন? কত সময়ে কি কাব্য ফুটে ওঠে না তাঁর মুখের গল্পেও? সে-কাব্য শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শুধু তাঁর মুখেই নয়, আবার আরও অনেক অখ্যাতনামা ও অখ্যাতনাম্নী বন্ধু-বান্ধবীর মুখে—যাঁরা কত সুন্দর কথার টুকরো স্ফুলিঙ্গে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন আমার মনে। তবে তেমন মানুষ পথে-ঘাটে মেলে না—এ-কথা মানি। তবু তারা আছে। কিন্তু হ'লে হবে কি—হায় রে—বাস্তবিয়ানা যে বড় গলা ক'রেই বলছে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: যে "Only what is earthly is solid, what is high is misty and unreal: the worm is a reality but the eagle is a vapour." বাস্তবীরা বলছেন দৈনন্দিন গড়পড়তা বিষয়ই চিত্রণীয়—বিরল বহু-সাধনালভ্য বিষয়—মায়া।

বাস্তবী যুগের এ-ধরণের কথায় ভারি খুশি। তাই তো আমার সমালোচিকা "অভিজ্ঞতা" কথাটার ওপরও ঠেস দিয়েছেন। ভাবটা এই যে, যে-সব অভিজ্ঞতা গড়পড়তা নয়—ইত্যাদি। কিন্তু এ-ই কি তিনি সত্যিই বলতে চান যে, উপন্যাসে শুধুই গড়পড়তা ফ্যাকাশে অভিজ্ঞতা এমন ফ্যাকাশে ভাষায় লেখা হবে যা পড়লে কারুরই মনে হবে না: এ-সব অবিশ্বাস্য নয়? অনেকের জীবনে সত্যিই অপূর্ব ও আশ্চর্য্য ঘটন ঘটে, চর্মচক্ষে মানুষ নিত্য যা দেখে অনেকের চোখে তার চেয়েও ঢের বড় সত্য ওঠে ফুটে, নানা আশায় রং নানা অভীপ্সায় আলো

অনেকের হৃদয়ে এমন সব কল্লোল তোলে যা বলতে গেলে একটু কবিত্ব-মতন শোনায়ই। তাই ব'লে সেটা হবে নামঞ্জুর, আর তুচ্ছ নগণ্যই থাকবে আর্টে সর্বেসর্বা—তারা বাস্তব ব'লে ? মানি, অসামান্য অভিজ্ঞতা (অসামান্য ব'লেই) খানিকটা আভিজাত্য-ধর্মী না হ'য়েই পারে না, কাজেই সাধারণত তা অবাস্তব এমন কি অসম্ভব লাগাও বিচিত্র নয়। কিন্তু যা সত্য যা সুন্দর তাকে এই অপরাধেই আর্টে রাখতে হবে অপাংক্তেয় ? এ-ই যদি আর্টের শেষ কথা হয়—তবে কী হবে এমন দীন-সম্বল কূপমণ্ডূক আর্ট নিয়ে ?

কিন্তু এ-ই আর্টের শেষ কথা নয়। উপন্যাসেরও নয়। টুকরো ঘটনার মালা গেঁথে তুচ্ছতুষ্টি একটুখানি সৌখীন গন্ধ বিলোনোই তার লক্ষ্য নয়। সুন্দর কথা, গভীর অভিজ্ঞতা, দীপ্ত উপলব্ধি, স্বপ্নের আস্বাদ—এ-সব জীবনে এত কম ধরা দেয়—জীবনের পরিধি বিস্তীর্ণ হয়নি ব'লেই। শিল্পীর কাজ নয় এ-সম্প্রসারের চেষ্টা ? তার কাজ—শুধু অতি-বিশ্বাসযোগ্য গড়পড়তা ঘটনার অপ্রতিবাদ্যতা প্রমাণ করা—স্বপ্নহীন তুচ্ছতারই পসারী হ'য়ে চ'লে ?

বাস্তববাদীরা এই কথাই বলেন। বলুন। তুচ্ছতা নিয়েই যাদের এত মাতামাতি, শ্রীহীন নিয়েই যাদের বেসাতি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ বড় আর্ট বড় শিল্প বড় সাহিত্য কখনো অল্পসম্বল হ'তেই পারে না—এ-অল্পসম্বলতাকে অনন্ত ঐশ্বর্য ব'লে তুচ্ছকে অপরিসীম ব'লে যতই নিপুণভাবে প্রচার করা হোক না কেন।

সোনার প্রচ্ছদপটটির জন্যে নন্দলালের প্রতিভাবান শিষ্য কবি-চিত্রী বন্ধুবর নিশিকান্তের কাছে আমি ঋণী। ইতি—

শ্রাবণ, ১৩৫২

ন যযৌ ন তস্থৌ

ঘরের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে আচমকা ঢুকে প'ড়েই ও যা দেখল তা'তে একেবারে থতমত খেয়ে গেল।

একটি ছোট প্ল্যাটফর্মের ওপর উজ্জ্বল আলোয় একটি তরুণী নগ্ন অবস্থায় একপেশে ভাবে দাঁড়িয়ে। তার কোমরে খুব টাইট একটি রেশমী ফালি মাত্র—সে-ও আবার অবিকল তার গাত্রচর্মের রঙের। তার ডান দিক ও মসিয়ে বেনারের পিঠ দোরের দিকে। মেয়েটি মাটির দিকে চেয়ে, এবং বৃদ্ধ একটি পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা ক্যানভাসের ওপর তার একটা লাইফ-সাইজ ছবি আঁকতে মগ্ন। মেয়েটিও নিজের ভাবে বিভোর।

স্বপন নিঃশ্বাস চেপে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারেই বেরিয়ে যেতে পা বাড়িয়েছে এমন সময়ে মসিয়ে বেনারের টুলটি শব্দ ক'রে উঠল।......বিদ্যুদ্বেগে না ভেবে চিন্তেই স্বপন পাশে একটি রঙীন কাঠের স্ক্রীনের অন্তরালে আশ্রয় নিল। রিফ্লেক্স অ্যাকশন—ওর দোষ দেওয়া যায় না।

আশ্রয় নিয়েই দুরু-দুরু-বক্ষে সে মেয়েটির পানে [illegible] চাইল। তার উৎকণ্ঠা—না—কেউ দেখেনি। উঃ—[illegible]! তারপর মার্জারের মতন নিঃশব্দে পা টিপে টিপে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে যেই পা বাড়াতে যাবে—এমন সময়ে—ও কী! হঠাৎ মসিয়ে বেনারের মুখ ফুটল; কিন্তু তার মনে হ'ল যেন একটা বোমা ফাটল। সে চকিতে উদ্যত চরণটি প্রত্যাহার করল।

কিন্তু হা দুর্ভাগ্য, মেয়েটিকে আরও ভালো ক'রে দেখার জন্যে

বসিয়ে কোমর ঘুরে বসলেন ও একটু দোরের দিকে ফিরে দাঁড়াতে বললেন। স্বপনের বুকের ভেতরে যেন একটা হাতুড়ি কে পিটিয়ে যাচ্ছে! সর্বনাশ! মেয়েটি যে হঠাৎ দোরের দিকেই তাকিয়ে!...অলক্ষিতে বেরিয়ে যাওয়ার পথও একদম বন্ধ! কী হবে? তার অদৃষ্টদেবতা যে এমনি ক'রে নোটিস না দিয়ে তাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবেন—

—"ব্যস ঠিক হয়েছে—আর একটু বেঁকো—ব্যস—হাঁ—নোড়ো না 'শেরি'।" *

বৃদ্ধের এ-কয়টি নিতান্ত নিরীহ কথায়ও স্বপন কেন চমকে ওঠে।

মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে বলল : "আজ আর দাঁড়াতে পারছি না, মসিয়ে।"

স্বপনের অন্তর-দেবতা প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলেন এ-কথায়।

অতি নিবিষ্ট বৃদ্ধের কানে এ-কথা পৌঁছল না। তিনি বিড় বিড় ক'রে বললেন : "এপাতাঁ!" †

এ রকম ক'রে কাটে আরও মিনিট দুই।

স্বপন শেষটায় মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বা করে কি? অথচ কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয় এ-ভাবে মেয়েটিকে দেখতে। না:—এ-ভাবে কোনো—অর্থাৎ অসংভাবে চেয়ে দেখাটা—না—এ বড়ই—

কিন্তু উপায়ই বা কি? তার নিষ্ক্রমণের পথ যে একেবারে বন্ধ! অথচ জালের-মধ্যেকার-মাছের-মতন এ-ভাবে ঘরের মধ্যে আটকপড়ায় তার কেমন যেন হাসিও পায়।

অথচ এখন আত্মপ্রকাশ করেই বা কেমন ক'রে। মিনিট দুই তিন

* Chérie—প্রিয়া। † Epatant—সাবাস্।

আগেও বা চলত—ঘরে ঢুকেই যদি সে কথা প্রার্থনা ক'রে বলত যে দোরে আঘাত না ক'রে ঢোকার দরুণ সে লজ্জিত, অনুতপ্ত ইত্যাদি। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, স্ক্রীনের পাশ থেকে 'পর্বতের চূড়ার মতন সহসা প্রকাশ' হয়েই বা সে কোন্ দুঃসাহসে? নাঃ, ও কল্পনাও করা চলে না। সবাই কি সব পারে?

অগত্যা সে মেয়েটিকেই দেখে। করে কি?

তীব্রতম সঙ্কটের অবস্থাও স্থায়ী হ'লে তার তীব্রতা একটু ফিকে হ'য়ে আসেই। স্বপনের অস্বস্তির ভাবটাও ক্রমে যায় কেটে। এ অবস্থায়ও ক্রমে মেয়েটিকে দেখতে ওর যেন ভালোই লাগতে সুরু করে—ভয়ের প্রথম বিহ্বল ভাবটা কেটে যাবার পর। আশ্চর্য কিন্তু।

অথচ সেই সঙ্গে একটা কুণ্ঠার ভাবও যে না ছিল তা নয়। নানা রকম উল্টোপাল্টা ভাব। কেন এ কুণ্ঠা? সে কি প্যারিসের নানা নৃত্যশালায় নগ্ন নারী দেখেনি কখনো? এ মডেল ব'লে?…কিন্তু তা'তে কি? সে মডেলদের নগ্নাবস্থার কথা তো কত পড়েছে। আর দুদিন বাদে তো তাকে এ-রকম মডেলকে আঁকতেই হবে। তবে?

হঠাৎ ও আবার বিষম চমকে ওঠে—পাতার শব্দে খরগোসের মতন। না কৈঃ—বজ্র নয়—তরুণীর কণ্ঠস্বর মাত্র।

—"আর পারছি না বশির, ভারি দুর্বল—"

বশিরের কানে গেল না। বললেন: "এ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি ভারি উৎরেছে তোমার, আনা!"

আনা হেসে ফেলে। বলে: "ধন্যবাদ। কিন্তু ওটা কি আমার কথার উত্তর?"

বৃদ্ধ আঁকতে আঁকতে যেন কোন্ সুদূর রাজ্য থেকে বললেন: "কোন—?"

—"আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আর ?"

বৃদ্ধ কিছু বললেন না। একবার মেয়েটির দিকে ও একবার তাঁর সামনের ক্যানভাসের দিকে চাইলেন। পরে বললেন : "বেশি না, আর মিনিট চার-পাঁচ।" ব'লেই আবার আঁকতে মগ্ন।

বললেন : "এ-ছবিটা থেকেই তোমার দুঃখ ঘুচবে দেখো, আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে দিচ্ছি—ইচ্ছে হয় লিখে রাখতে পারো।"

মেয়েটি একটু যেন ম্লান হেসে বলে : "তা হ'লে বুঝব আপনি ভাগ্যের চেয়েও বড় ওস্তাদ।"

বৃদ্ধের কানে এ-কথা গেল কি না বোঝা গেল না।

স্বপন হাসি চাপতে পারে না। 'ভিয়েনার এক্‌সেন্ট্রিক'-ই বটে! নইলে এ-হেন একাগ্রতা! ··মেয়েটির দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে জেনেও! এই রকম ক'রে আরও কয়েক মিনিট কাটে।···

বৃদ্ধ হঠাৎ কি-ভেবে সান্ত্বনার সুরে বললেন : "এই হ'য়ে এল।"

স্বপনের মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে বিষম আতঙ্ক আবার জেগে ওঠে। প্রশ্ন জাগে—কার ?

কিন্তু ভেবেই বা উপায় কি ? এখন আত্মপ্রকাশ করা—উঃ—সে কি কল্পনায়ও ভাবা যায় ?

কি করে ? সে কেবল মেয়েটিকে দেখতে থাকে—হাল ছেড়ে দিয়ে।

টেবিল-পর্ব্ব

তার মনের মধ্যে একটা স্বর ধীরে ধীরে প্রকট হ'য়ে ওঠে। মডেলের ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ানোর চিত্র এতদিন পড়বার সময়ে কল্পনায় তো মন্দ লাগত না! কিন্তু দেখে যেন মনে হয়, এ অন্যায়! এ-ভাবে নগ্ন নারীদেহের পানে চাওয়াটা তো দুষ্ট বটেই—আঁকাটাও যেন···

সে কেমন যেন নিজের ওপর নিজেই রুখে ওঠে—অকারণ। অন্যায়! কিন্তু লজিক্!

লক্ষ লক্ষ লোক তো দিনের পর দিন দেখছে ও আঁকছে। তবে?

মনে মনে জপ করতে থাকে: আর্টের জন্যেই আর্ট···চিত্রকরের কাছে দেহ লালসার বস্তু নয়—প্রেরণার বস্তু···তবুও কোথায় যেন একটা কামনার হাতছানি···একটা নিহিত গ্লানি!···একটা কী যে অনির্দেশ্য অস্বস্তি! তবে কি শিল্পীর অনাবিষ্ট মনোভাব এতদিন যা শুনে এসেছে সবই ভুয়ো?

তার শিল্পী মন জেগে ওঠে: ভুয়ো! কখখনো না। ঐ যে বৃদ্ধ চিত্রী ওখানে বিবসনা নারীর ছবি-আঁকায় তন্ময় হ'য়ে গেছেন তিনি কি ওর নগ্নতার মধ্যে নারীদেহের অবচ্ছিন্ন সংযত রেখাটুকু ছাড়া তিল-পরিমাণ অবান্তরও কিছু দেখছেন? বাজি রেখে বলতে পারা যায় না কি যে—?

কিন্তু তার ভদ্র সংস্কার এ-আস্ফালনেও কান দেয় না, মুখ অন্ধকার ক'রে বলে: রোসো, রোসো। শুধু ঐ বৃদ্ধকে দেখলেই তো হবে না। দেখতে হবে শতকরা নিরানব্বই জনের মনের অবস্থা কী দাঁড়ায়। তারা যখন ঐ যুবতীর যৌবন-লাবণ্য উপভোগ করতে ছোটে,

তখন কি সে-উপভোগের মধ্যে সৌন্দর্যের পূজারীর ধ্যানমূর্তিই ফুটে ওঠে, না আর কিছু? বুকে হাত দিয়ে বলো তো!

তার শিল্পী মন আরও রেগে ওঠে: কিন্তু শিল্পের বিচারে শতকরা নিরানব্বই জন অরসিকের চাহিদাকেই বড় ক'রে দেখতে হবে, না ঐ বাকি একজনারই নির্দেশকে? সংখ্যার ওজনে সত্যের বিচার? ছি! আর্টে ব্যভিচার তো অবান্তর। বন্য হরিণীর ললিত নৃত্য বা নভোবিহারী বিহঙ্গের মুক্ত লীলা দেখলেই যাদের মনে হয় শিকারের কথা—খাঁচায় পুরে সম্পত্তি করার কথা,—বলতে হবে তারাই দেখল হরিণকে মুক্ত পাখীকে?

কিন্তু হঠাৎ তার ভদ্র মনটা মাথা নেড়ে ব'লে ওঠে: আচ্ছা তা যেন বুঝলাম, কিন্তু ঐ যে তরুণীকে অর্থের জন্যে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপরিচিতদের সামনে তার সমস্ত কুণ্ঠা আবরু বর্জন করিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে এ-ও কি ভালো বলতে হবে? ছিঃ! এমন নির্লজ্জতা—

উত্তরে তার তার্কিক শিল্পী মন আস্তিন গুটিয়ে বলে: ছিঃ কেন শুনি? নির্লজ্জতার মানে কি?—যত সব কুসংস্কার! প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অসভ্য মানুষ সম্পত্তি-বৃদ্ধির ও একচেটে ব্যবসায়ে যে-লোভকে প্রাণপণে পুষে এসেছে—এ মনোভাব তো তারই ছদ্মবেশী ওয়ারিশান।...

এমন সময়ে ঘরের বিজলি বাতি গেল হঠাৎ দপ্‌ ক'রে নিভে।

মসিয়ে বেনার চেঁচিয়ে উঠলেন: "লাঁবের—লাঁবের—তার ফিউজ—একটা বাতি শীগ্‌গির—"

স্বপন বিদ্যুদ্বেগে ঘরের বাইরে এসে স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বটিত আসার সময়ে একটা টেবিল উলটে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাসে যে কী নিবিড় তৃপ্তি!

মসিয়ে বেনারের চীৎকার তখন সপ্তমে উঠেছে: "কী এ না?..."

মা কোয়া !...আনা, আ ত্যু অঁতঁদ্যু !···বুজি—বুজি !—নানেৎ !—মঁদিয়া ! ভোলার ?···তাব্‌ল্ র‍্যঁভের্সে ? নানেৎ !" *

স্বপনের মন শিউরে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্তবগান করতে থাকে। চারদিকে অন্ধকার যেন জমে পাথর হ'য়ে গেছে। তার একপদও নড়তে ভরসা হয় না আর। বুকের মধ্যে কেবল গুনগুনিয়ে ওঠে। ধন্য লজ্জা-নিবারণ !—যে, দ্রৌপদীর যুগের পরেও কখনো কখনো তুমি দেখা দিয়ে থাকো !

হঠাৎ কে পায়ের ওপর এসে পড়ে।—এ আবার কী ক্যাশাদ ! স্বপন লাফিয়ে স'রে দাঁড়ায়।

স্ত্রীকণ্ঠ চমকে [illegible] : "কে ?"

মর্কেদ্রুক !—[illegible] ক্ষীণকণ্ঠে বলে : "আমি, নানেৎ। মসিয়ে বেনারের [illegible]তে ঢুকতে যাব এমন সময়ে তার ফিউজ—"

নানেৎ বলে [illegible] "পার্ক" মসিয়ে সেন। এ অন্ধকারে—"

স্বপন একটু ভরসা পেয়ে বলে : "ও কিছু না। শোনো—মসিয়ে কি ইডিয়োতে আছেন ?"

নানেৎ বললে : "আছেন মসিয়ে। তিনি মাদাম ত্যুপঁকে ডাকছিলেন। আপনি একটু দাঁড়ান। আমি ঘরের মধ্যে একটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়েই আসছি।"

—"আনা, তুমি কাপড় পরতে পারো এখন, আর [illegible] থাকা হবে না। চোর আর তার-ফিউজে মিলে সব প্রেরণা মাটি। এই যে নানেৎ—এক দেখি ? দেখ তো, দোরের কাছে কি উলটোলো ? মা কোয়া ! অত বড় টেবিলটা ! কে হ'তে পারে !"...

* Qui est la ?...Ma foi ! As tu entendu......Bougie . bougie ! Nanette !—Mon Dieu !—Voleur ?...Table renversée ? Nanette ! —কে—কে ?...অবাক ব্যাপার ! শুনেছ ? বাতি—বাতি। নানেৎ ! চোর ? উলটোলো কি টেবিল ? নানেৎ !

ছবির দোষে সেটাতে হ'ত না।" ব'লেই তার হাত ধ'রে ছবিটির কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন: "এ-রকম মরাল গ্রীবা, সুডৌল বাহু, পুষ্পিতা দেহলতা—এ-সব দেখে মনে হচ্ছে না যে কি ছাই দেখতে পেয়েছে?—যদি মিনিট কুড়ি আগেও আসতে!"

স্বপন এত সঙ্কুচিত বোধ করে! এতখানি মুখ-আলগা—

আনা কিন্তু একটুও অপ্রতিভ না হ'য়ে বলে: "ছবিটা যখন উনি দেখতে পাচ্ছেন তখন অমন আক্ষেপ ওঁর হবে কেন বলুন?—আর্ট রিয়ালিটির চেয়ে বড়—আপনারাই তো বলেন।"

বৃদ্ধ টপ্ ক'রে বললেন: "সেটা তেমন তেমন রিয়ালিটির বড় একটা দেখা মেলে না ব'লে। যেমন ধরো যদি—" ওর [illegible] দিকেই আঙুল দেখিয়ে: "এ-হেন রিয়ালিটি সংসারে পথে-ঘাটে মিলত তা হ'লে কি আর তার ছবি এঁকে ঘরে টাঙিয়ে রাখতে চাইত কেউ?"

আনা সমান সস্মিতস্বরে বলল: "আশা করি প্যারিসের প্রথম আর্টিস্টের কম্প্লিমেন্ট-প্রিয়তার কথা মসিয়ে সেনের জানা আছে?"

মসিয়ে ফেনার বললেন: "তা হ'লে আমার অপরাধ নেই কিন্তু আনা। এর পরের-দিন মসিয়ে সেনের সামনেই তোমায় সিটিং দিতে হবে—উনি নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে দেখুন—আমি শুধু কম্প্লিমেন্ট দিচ্ছিলাম কি না।"

স্বপন কুণ্ঠিত-স্বরে কি বলল বোঝা গেল না।

বৃদ্ধ হাসির সুরে বললেন: "আঃ—এই লজ্জা পেতে লজ্জা বোধ করবে তুমি কবে, সেন, বলতে পারো আমাকে?—ওইটেই তোমাদের—ভারতীয়দের—আর্টিস্ট হবার পথে সব-চেয়ে বড় কাঁটা—জানো?"

আনার অধরপ্রান্তে যেন একটা চাপা হাসির ছায়া খেলে যায়। স্বপন আরও বিব্রত বোধ করে। হাসিটা যেন একটু কেমন-কেমন।

বৃদ্ধ কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বললেন : "অবশ্য যদি তোমার কোনো নৈতিক আপত্তি থাকে—নব-মেহলতার ছবি আঁকতে—"

স্বপন ব্যস্ত হ'য়ে বলে : "না—না, তা নয়। তবে আমি বলছিলাম কি—অর্থাৎ—যদি—"

—"হঠাৎ সেই অন্ধ দেব্‌তাটির বাণ?"

স্বপন আরক্ত মুখে বলল : "না—না, তা নয়—তবে—" কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারে কই? বৃদ্ধের মুখ যে আল্‌গা ও জানত বটে—তবু সাক্ষাৎ তরুণী সুন্দরীর সামনে যে তিনি এ-রকম ডনজুয়ানি ছাঁদে রসিকতা করতে সুরু ক'রে দিতে পারেন!

বৃদ্ধ হেসে [illegible] : "কিন্তু বলো তো আমাকে, এতে এত ভয়ের কী আছে? আরে, এটা তো বুঝতে পারছ যে, যদি সাক্ষাৎ ক্রাকো এসেও এ-কীর্তির ছাঁদাও না মাড়াও তা হ'লে থাকবে কেবল অকীর্তিই তোমার কণ্ঠমালা হ'য়ে। কি বলো অনা?"

অকুণ্ঠিতা খুবই সহজ সুরে হেসে বলে : "সাহস ক'রে কিছু বলি কী ক'রে বলুন? বিশেষতঃ যখন শুনতে পাই যে, আধ্যাত্মিক কারুকীরদের মনে প্রেমের ছোঁয়াচ যদি বা লাগে তবে সে কেবল গোলাপের পাপড়িতে শিশিরের মতন—টিকে থাকতে পারে না—আলগোছে জড় ক'রে থাকে [illegible] ক'রে পড়বে সেই প্রতীক্ষায়।"

—"কিন্তু যদি ধরো সে-শিশিরের সঙ্গে একটু অরুণ-রাগিম-ছোঁওয়া বা মলয়-হাওয়ার-পরাগ মেশানো থাকে, তা হ'লে? তা হ'লেও কি পাপড়ি সে-জলের স্পর্শেই জড়ে উন্মুখ হ'য়ে থাকে না 'শেষি'?" ব'লে হেসে বললেন : "তোমার যা গড়ন তা'তে আমার এ-হেন জরাজীর্ণ নিষ্প্রাণিত মনটাই উজ্জীবিত হ'তে চায়—এর চুবকে—তা মেনে তো নেবেনাইন?"

ব'লে একবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েই ফের আনার দিকে কটাক্ষ ক'রে বললেন: "কিন্তু তবু—একদিক দিয়ে—হয়ত খুব বেশি ভরসা না করাই ভালো। আমার তরুণ বন্ধু একটু বোকা রকমের ভালো ছেলে রয়েছেন যে এখনো—সেইজন্তেই ত বিশেষ ক'রে তোমার উগ্র-মূর্তি এঁকে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাকাতে চাই গো। এটা আর বুঝলে না?"

আনাও সমান কদমে চলল: "কিন্তু উক্তের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল যারা খায় উনি যে তাদেরই সমধর্মী—এটা ধ'রে নিলেন কোন্ যুক্তিতে শুনি?"

বৃদ্ধ বললেন: "আহা—আগে থাকতেই হাল ছেড়ে দাও কেন সখি? একবার দেখই না চেয়ে-চেয়ে। কে বলতে পারে বন্ধু আমার ধর্মচোরা নন? আর তোমার দিক দিয়েও—এক্সপেরিমেন্ট্‌টা বোধ করি নিতান্ত অরুচিকর হবে না—যখন—বন্ধুবরের চেহারাখানিও নেহাৎ—" ব'লে বৃদ্ধ কেশে ছাদের দিকে তাকালেন।

এবার আনা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ফেলল: "—ভদ্রলোকের পাতে দেবার অযোগ্য না হ'তে পারে মানি—কিন্তু কেমন ক'রে জানলেন যে, এক্সপেরিমেন্ট্ করতে আমার এখনো সাধ আছে?"

'আমার এখনো' কথা দুটির ওপর সে জোর দিল। বর্ষিয়ে বেলায় একটু তার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন: "আচ্ছা আচ্ছা। ফের বলি—দেখা যাবে সখি! জীবনে চলার মোটরে তেল জোগাতে পারলে সাধের চাকায় মরচে ধরে কি না একদিন তোমার ওই শ্রীমুখ থেকেই শুনব তা ব'লে রাখছি। আমি তো অন্তত—"

হঠাৎ বাইরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

বৃদ্ধ অমনি বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন: "ও বাবা!"

ডিউক অব ক্লিকওয়াটারকে তাঁর ছবিটি ঘ'ণ্টা আগে পাঠানোর কথা ছিল—একদম ভুলে ব'সে আছি। বোধ হয় ছবিতে তাঁর বিপুল নধর কান্তিটির কী অপূর্ব খোলতাই হয়েছে সেটা আজই না দেখলে তাঁর ঘুম হবে না সারারাত। আমি তাঁকে ছবিটি প্যাক ক'রে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রেই আসছি। তোমরা একটু গল্প করো ততক্ষণ।"

ব'লে বৃদ্ধ দ্রুত-চরণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হ'তে-না-হ'তে তাঁর শুভ্র মাথাটি অর্দ্ধোন্মুক্ত দোরের মাঝে দেখা গেল।

—"ভয় নেই সেন, বেশ ধীরে-সুস্থে গল্প করো তোমরা। ডিউক প্রভুর ছবিটি প্যাক করতে আমার খুব কম ক'রেও আধঘণ্টা লাগবে। কাজেই আমার প্রত্যাগমনের আশু সম্ভাবনার কথা ভেবে যেন তোমাদের বিশ্রম্ভালাপের রসভঙ্গ না হয়।" ব'লেই মাথাটি অন্তর্ধান। স্বপন ও আলো হেসে ওঠে।

অপরিচয়ের গণ্ডি !

আলোর সঙ্গে একলা প'ড়ে গিয়ে স্বপনের যে কী অস্বস্তিই বোধ লাগে! ...না পারে মুখ তু'লে চাইতে, না পারে ঘরের মধ্যেকার পুঞ্জীভূত থমকে-যাওয়া গুমটটাকে লঘু কথার দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে। অথচ একটা-কিছু না বললেও নয়। মেঘ জমে এসেছে, বৃষ্টিও হয় না, হাওয়াও ওঠে না—না কাটে মেঘ, না ঝরে বারিধারা।...এমন অবস্থায় সে কি আর কখনো পড়েছে আগে—যে অতীত অভিজ্ঞতার নজিরে পথ খুঁজে বের করবে?

অগত্যা সে জোর ক'রেই সদ্য-পরিচিতার দিকে তাকায়।...এ কী!

তার দুটি আঁখি—আবার মধ্যে ও কী?—যেন একটা চাপা হাসি না?…কী ব্যাপার? মুখ নিচু করে।—কী মুস্কিল! তরুণীও যে চুপ! অথচ নিজের বিপন্ন মুখের 'পরে ওর আনতদৃষ্টি অনুভব ক'রে স্বপন যেন হাঁপিয়ে ওঠে!…শেষটায় মরিয়া হ'য়ে উঠল, দু-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ব'লে বসল: "ভাই ত, বেড়াল-টেড়ালে অতবড় টেবিলটা দিল উলটে? আশ্চর্য!"

আনা ফস্ ক'রে বলে: "কিন্তু বেড়াল-টেড়াল কিছু তো ওলটায়নি ও-টেবিলটা।" স্বপন সন্ত্রাসে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আনা সহজ সুরে বলল: "তা ছাড়া বেড়ালের প্রসঙ্গটা খুব চিত্তাকর্ষকও নয়।"

স্বপন আনার দিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টিপাত ক'রে: "তা নয় বটে—কিন্তু তা হ'লে—অর্থাৎ—কি প্রসঙ্গ পাড়ব?"

—"কেন? আপনার নিজের।"

—"আমার নিজের!—কিন্তু তাই বা আপনার—অর্থাৎ—কোনো অপরিচিতের কথা আপনার কাছে চিত্তাকর্ষক লাগবে কেন?"

—"তরুণ অপরিচিতের আত্মকথা তরুণীর কাছে চিত্তাকর্ষক না ঠেকে পারে?—তা ছাড়া আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতও তো নন। মসিয়ে জেমারের মুখে আপনার কথা অনেকবার শুনেছি যে।"

স্বপন খুসি হ'য়ে ওঠে।

—"অনেকবার? কিন্তু কই, আপনার কথা তো ওঁর মুখে বেশি শুনিনি।"

আনা ফিক্ ক'রে হেসেই গম্ভীর: "সে বোধ হয় আমার বিষয়ে শোনবার মতন কিছু নেই ব'লে। যদিও তাই ব'লে বলছি না অবশ্য,

যে আমার মধ্যে দেখবার মতনও কিছুই থাকতে পারে না—কারুর কারুর কাছে।"

স্বপন ঢোঁক গিলল : "কি রকম?"

আনা এবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ফেলল।

—"ধরুন, যদি কোনো যুবক কোনো যুবতীকে অনেকক্ষণ ধ'রে লুকিয়ে দেখে তা হ'লে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না কি যে, তার মধ্যে দেখবার মতন কিছু সে দেখে থাকতেও পারে?—বিশেষতঃ যদি নিষ্ক্রমণের জন্যে তা'কে তার-কিউজের অপেক্ষা করতে হয়?"

—"আমি—আমি—আমার—অর্থাৎ—আমি হঠাৎ ঢুকে—জানতাম না যে—" শীতের রাতেও তার চোখ-কান এমন গরম হ'য়ে ওঠে!...

আনা ঘরের মধ্যে রুপালি হাসির বান ডাকিয়ে দিল। পরে ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বলল : "কিন্তু এতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন মসিয়ে সেন? যদি কোনো স্বভাব-বেআব্রু পণের মডেলকে অমন ভাবে দেখেই থাকেন তা'তে সঙ্কোচের এত কি আছে? আপনাদের দেশের কোনো উর্মিতা পর্দানশীনা হ'লেও বা বুঝতাম।" আবার সে হেসে ফেলে খিল্ খিল্ ক'রে।

বেপরোয়া ভাবও লজ্জার মতনই সংক্রামক। স্বপনের কুণ্ঠা তরুণীর প্রগল্ভতায় একটু ফিকে হ'য়ে এল। সে এবার তার হাসিতে যোগ দিয়ে বলে : "বাঃ, তা হ'লে মসিয়ে কেনোয়ের টেবিল-সমস্যাটা আপনি এতক্ষণ বেশ একহাত উপভোগ করছিলেন দেখছি।"

—"অমন অবস্থায় পড়লে আপনিও করতেন না কি?"

ওরা এবার একত্রেই হেসে উঠল।

হাসি থামলে আনা বলল : "কিন্তু—কিন্তু মনে করবেন না মসিয়ে সেন—আপনার [illegible] দরুণ আপনাকে দেখবামাত্র চিনতে-পারা সত্ত্বেও

যখন আপনি অমন ভাবে উধাও হলেন তখন আমার মনে হঠাৎ সন্দেহ হয়েছিল হয়ত আপনি ধরিয়ে দেন না—ছিঁচ্‌কে চোর।"

—"ছিঁচ্‌কে চোর!"

—"আহা অতটা আহত কেন? আপনিই বলুন না এত জায়গা থাকতে আর্টিষ্টের ষ্টুডিয়োতে এসে যদি কোনো আগন্তুক ও-ভাবে লুকোয় আর পালায় তা হ'লে তাকে ছিঁচ্‌কে-চোর ভাবাটা কি কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে অস্বাভাবিক?—রাগ করবেন না, প্রথম সাক্ষাতেই একটা বেপরোয়া ভাবে কথা বলছি ব'লে। আমার স্বভাবটা চিরদিনই এই রকম বে-আব্রু—কি করব বলুন?"

স্বপন কুণ্ঠা প্রাণপণে গোপন ক'রে যথাসম্ভব লঘু সুরে বলল: "কিন্তু তবু যদি রাগ করি—এ বে-আব্রুতায়?"

—"তা হ'লে আপনাকে আরও একটু বে-আব্রু হ'য়ে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, আমি যে ধরিয়ে দিইনি সে কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু এত সহজে ভোলাটা হয়ত খুব পৌরুষের নিদর্শন নয়।" আনা মুখে রুমাল চেপে আবার হাসতে থাকে।

স্বপন বলল: "এ কথা মানি। কিন্তু বে-আব্রু হওয়ার কথাই যখন তুললেন তখন আশা করি রাগ করবেন না যদি একটা কথা আপনাকে আপনারই মতন বে-আব্রু ভাবে জিজ্ঞাসা করি?"

—"স্বচ্ছন্দে। ঠিক সে-জাতের মেয়ে আমি নই যারা প্রতি বে-আব্রু বুলের ঘায় মূর্ছা যান।—কিন্তু বোধ হয় টের পেয়েছি আপনি কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছেন।—"

স্বপন স্মিতমুখে বলল: "বলুন দেখি।"

—"একজন অপরিচিত অতিথিকে অতটা দরদ দিয়ে বাঁচাতে গেলাম কেন? এই না? সত্যি বলবেন কিন্তু।"

স্বপন সবিস্ময়ে বলল : "কেমন ক'রে জানলেন ? সত্যিই আমি—"

আনা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বলল : "মেয়েদের সহজ বোধের কথা শোনেননি কখনো ? তাদের অভিনয়-নৈপুণ্য ?"

স্বপন আরও আশ্চর্য্য হ'ল। নিজেদের সম্বন্ধে এতটা অকুণ্ঠভাবে কথা !—এ-প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল : "সত্যি। একটু আগে আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল—আপনি আমাকে দেখেও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন শুনে—বিশেষতঃ আপনার—অর্থাৎ—ঐ রকম—" ব'লে ঢোঁক গিলল।

আনা হাসল : "অর্থাৎ কি না স্নৈভ অবস্থায়—এই ত ? কিন্তু কেন এত আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল জানতে পারি কি ?"

স্বপন এবার জোর ক'রে তার কুণ্ঠাকে দাবিয়ে বলল : "মেয়েরা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা ব'লে—"

—"এঃ—আপনি যে দেখছি গোড়ায়ই গলদ ক'রে বসলেন।"

—"গোড়ায় গলদ !"

—"নয় ?—জগতে মেয়েদের মতন নির্লজ্জ জাত কি আর দুটি আছে ?"

এবার স্বপনের মনের কোণে পৌরুষের স্থলে যেন একটা [illegible] ভাব জেগে ওঠে। আবার নারীর মুখেই ! প্রথম সাক্ষাতেই ! সে দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : "তার মানে বলতে চান মেয়েরা বেহায়া ?"

—"তার চেয়ে আমি ঢের বেশিদূর যাই। আমি বলি যে লজ্জার মুখোসের ওপর ব্যবসা করতে যাওয়ার মতন লজ্জাকর জিনিষ সংসারে অল্পই আছে।"

স্বপন আরও আশ্চর্য্য হ'ল, কিন্তু তত বিচলিত হ'ল না এবার। বলল : "মেয়েরা স্বভাব-নির্লজ্জই যদি হবে তা হ'লে বলতে পারেন বিধি দুকে কেন

তারা এত বেশি লজ্জার আড়ালে আশ্রয় নিতে চেয়েছে—আবহমান কাল ?"

—"কারণ অধিকাংশ পাখী পড়ালে পাখী পড়েই।"

স্বপন এবার একটু উষ্ণ হ'য়ে ব্যঙ্গের সুর ধরল : "কিন্তু এ-কথার উত্তরে বলা চলে না কি যে পড়ালেই যে-পাখী পড়ে, তার পড়া ছাড়া আর গতিই বা কি ?"

আনা হেসে বলল : "এবার একটা কথা বলেছেন বটে ! কিন্তু পাখীর এত সহজে পড়ার হেতু কি জানেন ? মেয়েরা প্রথমটায় বড় বেশি সহজে পুরুষদের বিশ্বাস করেছিল—যখন তারা স্তবস্তুতি ক'রে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের দিয়ে দাসখৎ লিখিয়ে নিয়েছিল। তারা ভেবেছিল বুঝি এ-দাসখৎ লিখে দিলে সত্যিই পুরুষরা তাদের মাথায় ক'রে রাখবে।"

—"প্রথমটায় না-হয় আমরা ভুলিয়ে-ভালিয়েই দাসখৎ লিখিয়ে নিয়েছিলাম ! কিন্তু আপনারা এতদিন ধ'রে সে খৎ-কে নাকচ করার চেষ্টা করেননি কেন ? কোনো কন্ট্রাক্টই ত চিরন্তন নয় ? বার বার তাকে রিনিউ করতে গেলেন কেন ?"

—"একটা শিকড় যখন মেয়েদের অবচেতনের মধ্যে অনেক দূরে ব্যাপ্ত হয়েছে তখন তাকে উপড়ে ফেলা কঠিন হ'য়ে ওঠে ব'লে। সংসারে পনের আনা মানুষ চায় স্বস্তি। সংঘর্ষের দামে সে আনন্দও চায় না, যদি সহজ আনুগত্যের দামে পায় স্বস্তিকে।"

স্বপন কি-একটা বলতে যাচ্ছিল, আনা বাধা দিয়ে বলল : "এই স্বস্তিই তাকে খানিকটা দিয়েছিল পুরুষে। সেই ঋণের পরিশোধেই নারী উত্তরোত্তর সেজেছে—ভূষিতা, সজ্জিতা, বেশভূষায়—পুরুষেরই মন রাখতে গিয়ে।"

—"মন রাখতে গিয়ে মানে ?"

—"মানে পুরুষ জন্মাগত বলেছে—প্রাণপণে লজ্জাবতীলতার মতন ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনা বলতে শেখো—নইলে আমাদের বাঁচতে পারবে না। বলেছে—লজ্জাকে খোয়ালে মোহের, রহস্যের, কল্পনার ইন্দ্রজালের ভিৎ কখনো পাকা হ'য়ে উঠবে না।"

স্বপন হেসে বলল: "মাফ করবেন মাদ্‌মোয়াজেল। রহস্য, কল্পনা, বর্ণ, গন্ধ সব বাদ দিয়ে বাস্তবের কঙ্কালের বেসাতি যে করে করুক, ওতে আমি নেই। আমার কাছে কুহক ঢের বেশি ভালো—নেশা ঢের বেশি আরামের।"

—"আরামের ত বটেই। নইলে কি আর সাধ ক'রে নারী চিরদিন অভিনেত্রী সেজে এসেছে? না, সাধ ক'রে কেউ তার নিজের চারধারে কুহকের বিড়ম্বনার ঠাসবুনুনি বজায় রাখতে চায়? আমার আপত্তিও ত ঐখানেই। মেয়েরা যদি স্বেচ্ছায় কুয়াশাময়ী অভিনেত্রী সেজে খুশি হ'তে পারত—নিজে, আমি মহা-উৎসাহেই তাদের দল পুরু করতে ছুটতাম! কিন্তু নিজেকে গোপন রাখব অপরের খাতিরে—এটা আমার বরদাস্ত—" ব'লেই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল: "কিন্তু এ-রকম কথা নিশ্চয়ই আপনার হিন্দু কানে ঠিক মেয়েলি-মেয়েলি শোনাচ্ছে না, না? আর ভাবছেন হয়ত, এদেশের মেয়েরা কী শ্রীহীনা—কাঠখোট্টা!"

স্বপন আপত্তি করবার আগেই আনা হেসে বলল: "কিন্তু ভয় পাবেন না মসিয়ে সেন—য়ুরোপেও আমার মতন শ্রীহীনা কাঠখোট্টা মেয়ে পথে-ঘাটে পাবেন না। আমি চিরকালই এই রকম উড়নচ'ড়ে ঝিঝি মেয়ে ব'লে যথাযথ নিন্দা ও কলঙ্কের বোঝা ব'য়ে এসেছি।" ব'লে একটুখানি থেমে বলল: "কিন্তু তবু এত কথা আপনাকে আজ বলতে গেলাম কেন—ভেবে আমার নিজেরই লাগছে আশ্চর্য—সত্যি বলছি—বিশেষতঃ যেখানে এতে আমাকে ভুল-বোঝার সম্ভাবনাই যে আপনার পনের আনা।"

তার শেষ কথাগুলির মধ্যে সহসা কোথা থেকে যেন একটা উদাস ভাবের আমেজ উড়ে এসে পড়ল…যেন একটা ব্যথার রেশ…সঙ্গে নিরাশা…

স্বপনের বিরুদ্ধ ভাবটা মুহূর্তে উবে গেল ও তার স্থলে উদয় হ'ল একটা অনুকম্পা—সমবেদনা। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না—কিছুতেই।

আনা যেন এটা বুঝতে পেরেই তৎক্ষণাৎ বলল: "কিন্তু তাই ব'লে ভাববেন না মসিয়ে, যে আপনার কাছ থেকে আমার এ অদ্ভুত ধরন-ধারণের জন্যে কোনো সহানুভূতি যাচ্ঞা করছি আমি। পুরুষের চোখে বড় হ'য়ে ওঠার কোনো তুচ্ছ লোভই আমার নেই—বিশ্বাস করুন। যদি থাকত তবে প্রথম থেকেই অন্য সুর ধরতাম।"

স্বপন ব্যস্ত হ'য়ে বলল: "না না সে কি কথা? আমি তা ভাবছিলাম না মোটেই। আমি ভাবছিলাম—অর্থাৎ—কিছু মনে করবেন না—আমার আশ্চর্য্য লাগছিল এই বয়সেই আপনি এ-রকম সিনিসিজমের ঢঙে কথা বলতে শিখলেন কেমন ক'রে?"

আনা হাসল: "এই বয়সেই—মানে? আমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ—এই বলতে চাচ্ছেন তো—প্রকারান্তরে?"

স্বপন এবার ললিত সুরে বলল: "আপনার মুখখানি আপনি আয়নায় দেখেছেন কি কখনো?" এতক্ষণে তার অনেকটা সাহস এসে গেছে।

আনাও হাসল। বলল: "মুখ দেখে কি কারুর জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যায় কখনো? না, বয়সটাই অভিজ্ঞতার চরম মাপকাঠি?"

—"মানে?"

—"থাসে চোখের মতন ভ্রান্ত শিক্ষক কি আর দুটি আছে এ-জগতে ?" বলতে বলতে তার কণ্ঠের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ অন্য সুর ফুটে উঠল। সে বলল : "চোখ কতটুকু বোঝে বলুন ? কতটুকু জানে ? একটি ছোট্ট রূপের কোটাটুকুই সে দেখে। কিন্তু যুগ যুগের ব্যথায় যে-ইতিহাস এ কোটায় নেপথ্যে সঞ্চিত থাকে তার দিশা কি পায় সে কখনো ? অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এই চোখের বিচারকে—সাক্ষ্যকেই আমরা সচরাচর সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে চলি এ জীবন-পথে। আশ্চর্য্য নয় ? বলুন ত ?"

স্বপনের মনের মধ্যে খানিক-আগের কারুণ্য নিবিড় হ'য়ে ওঠে··· পরিহাসের তীব্র নিখাদ থেকে এ বাক্‌প্রিয়ার স্বর কেমন ক'রে সহসা এ গ্লানিমার কোমল গান্ধারে নেমে এল ?

আনা তার উদাস সুরের রেশ টেনেই বলতে লাগল : "আমি বেশ জানি মসিয়েঁ সেন, যে নারীর মোহিনী লজ্জাবতী কুহকিনীর রূপ যে তার একটা চিরন্তন ছদ্মবেশ—একটা নিপুণ অভিনয়—আমার এ-সব কথায় হয়ত আপনার পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব নয়। একজনের বেদনার ইতিহাস কি কথার মালা গেঁথে গেঁথে আর-একজনকে ঠিকমত বোঝানো যায় কখনো ?"

স্বপন ঈষৎ আর্দ্রকণ্ঠে বলল : "যাবে না কেন মাদমোয়াজেল—যদি —অর্থাৎ—যদি সত্যকার সমবেদনা থাকে ? কথার পেছনে যে অকথিত সুর থমকে থাকে সে-সুরটি যদি সমবেদনার তন্ত্রীতেও ধরা না পড়বে তা হ'লে দরদ ব'লে কোনো বস্তুর দেখা কি এ-সংসারে মিলত কখনো ? না, একজনকে আর-একজনের কাছে মুহূর্তে চিরপরিচিতের মতন মনে হ'তে পারত ? কখনো অনুভব করেননি কি যে অপরিচয়ের কঠিন গণ্ডি অতিক্রম করা নিমেষে সহজ হ'য়ে ওঠে যদি—"

হঠাৎ ওরা দুজনই চমকে ওঠে : দোরের কাছে মসিয়ে বেনোয়ার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।···আন্না ও স্বপন দুজনেই ঈষৎ আরক্তিম হ'য়ে উঠল।

বৃদ্ধ বললেন : "লজ্জা কি সেন—অপরিচয়ের গণ্ডি ত এমনি ক'রেই অতিক্রম করতে হয়, ওতে এত রাঙা হ'য়ে ওঠবার কি আছে ?"

তিনজনের কলহাস্যে ঘর মুখর হ'য়ে ওঠে।···

চোর না শিল্পী ?

মসিয়ে বেনোয়ার বললেন : "তোমাদের তরুণ-তরুণীর ও গণ্ডি-কাটাকাটির রহস্য তোমাদেরই একচেটে থাক্—কিন্তু এদিকে বুড়োকে যে নানেৎ ভাবিয়ে দিল তার কি ?"

স্বপন ও আন্না প্রায় একত্রেই ব'লে উঠল : "কী ব্যাপার ?"

বৃদ্ধ ঈষৎ চিন্তাকুল স্বরে বললেন : "নানেৎ তো বলে যে, ঘরের মধ্যে চোর না ঢুকলে টেবিল উলটোতেই পারে না। বলে তার [illegible] হ'য়ে পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পালাতে গিয়েই টেবিল উলটেছে। আরে! কেন্ আবস্যর্দিতে !! * এ কখনো হয় ? এমন সময়ে চোর আসে কখনো ? আর এলই যদি—তবে ছাই কী চুরি করতে সে আমার লোহার সিন্দুকের ঘরে না ঢুকেই স্টুডিয়োতে ঢুকল বল দেখি ?" বলেই আন্নার দিকে চেয়ে মুহূর্তে সুর বদলে চোখ মিট্ মিট্ করে : "কি আন্না ? কথা কচ্ছ না যে ? সে তোমার অল্প-সুরক্ষিত একটুখানি পাথেয় জীবনপথের জন্যে

* Quelle absurdité !—কী হাস্যকর কথা !

চোরকে মঞ্জুর ক'রে নিতে এসেছিল না কি? কিন্তু—না [illegible]। তার রুচি আছে বটে—তা হ'লে। কি বলো?"

আনা মুখ ফিরিয়ে শুধু একটু হাসল।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "এমন চোরকে যে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, পেরি? হয় না? একবার ভেবে দেখ দেখি—যে এল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—বসন্তাগমে প্রথম কিশলয়ের মতন; পান করল তোমার অনাবৃত সৌন্দর্যের জ্যোতিধারা—প্রতিমার পদতলে ধ্যানী পূজারীর মতন;—আর চ'লে গেল কি না ঐ পার্থিব টেবিলটাকে পদাঘাত ক'রে—অবজ্ঞাভরা দেবদূতের মতন! এমন চোরকে বাহুপাশে বাঁধব না তো বাঁধব কা'কে শুনি?" তাঁর প্রাণখোলা অট্টহাসিতে ঘরটি ধ্বনিত হ'য়ে উঠল।

হাসি থামতে না থামতে আনা বলল: "কিন্তু মসিয়ে, ধরুন যদি সে চোর না হয়?"

স্বপন সত্রাসে তার দিকে তাকায়! ··

মসিয়ে বেনার সাশ্চর্যে বললেন: "চোর না হয়?···মানে?··· হেঁয়ালি?"

স্বপনের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে।···

—"হেঁয়ালি হ'তে যাবে কেন? ধরুন যদি সে শিল্পী হয়? অন্ততঃ তা'ও তো হ'তে পারে?" তার সুরের মধ্যে একটা চাপাহাসির রেশ ছিল।

বৃদ্ধের মুখ মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হ'য়ে উঠল। হঠাৎ স্বপনের আনত মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। ওর কপালে কয়েকটি স্বেদবিন্দু বিজলি-বাতির আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। নিমেষে তাঁর মুখের পর্দাটি স'রে গেল।

—"তুমি! সেন!! বল কি হে!!!—ও হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—"

[illegible] বলে : "আমি [illegible] [illegible]—"

—"ও হোঃ হোঃ হোঃ—সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা—বোবা মেরে গেছে! কলের মতন দাঁড়—ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" ব'লে একটু থেমে বললেন : "তোমার সে-সময়ের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিন্তু বেশ ঝকঝকে একখানা নাটক লেখা যায় সেন,—হুঃ হুঃ হুঃ—"

আলাও খিলখিল ক'রে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়বার উপক্রম।

স্বপন মাটিতে মিশিয়ে গেল! বিশ্বাসঘাতিনী!...তার লজ্জা—এমন রাগ হচ্ছিল—ঐ প্রগল্‌ভার ওপর!......এ কী রকম আমোদ! অপরকে লজ্জায় ফেলে—

মসিয়ে বেলার স্বপনের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন : "আহা—এতে আর অত লজ্জা কি ভায়া? অমন অবস্থায় পড়লে যে হরিতচরণ পক্ষিরাজেরও চলৎশক্তি রোধ হ'য়ে যায় গো।"

স্বপন মুখ তুলল।

—"আমি—অর্থাৎ—"

কিন্তু আবার সে মাথা নিচু করতে বাধ্য হ'ল। আলা একটা চাপা হাসিতে দুলছিল যে! তার রাগ আরও প্রবল হ'য়ে উঠল এবার।

মসিয়ে বেলার আবার সশব্দে হেসে উঠলেন। পরে বললেন : "সেন, আমি এখনো কিছুদিন তোমাকে দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যই আঁকাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি বেলা বেশি হ'য়ে যেতে দিলে তোমার জীবনে বসন্ত হয়ত আর দেখাই দেবে না।"

ব'লে আলার দিকে চেয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন : "আশা করি সেনের জীবনে কুহুধ্বনি জাগানোর প্রচেষ্টায় তোমার পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে লেদি?"

আনা হেসে ঘাড় নাড়ল—তৎক্ষণাৎ।

বৃদ্ধ "বহুৎ আচ্ছা" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : "শোন, তা হ'লে তরশুদিন সন্ধ্যায়—রবিবারে—তোমার ও আনার ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল আমার এখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।"

ব'লে আনার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে : "তারপর কি হবে জানতে নিশ্চয়ই তোমার মনে রমণীসুলভ কৌতূহল উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে? তবে শোনো। ডিনারের পরে কী হবে জানো? আমরা দুজনে—গুরু-শিষ্যে—একত্রে তোমার দেহ-সুষমার চর্চায় ব্রতী হব; অবশ্য—চিত্রে—ভয় পেয়ো না।"—ব'লে স্বপনের পিঠে এক চাপড় মেরে বললেন : "অত ঘাড় নিচু করে না—মূর্খ—ঘাড় যে ভেঙে যাবে।"

স্বপনের বার্তাবহ!

"ওগো অমল-ধবলে সন্ধ্যারাণি!

"দেব তোমায় আজ একটা খবরের মতন খবর?—কিন্তু ভয়ে ক'ব, না নির্ভয়ে?—নির্ভয়েই কই, কি বল? কারণ এ-খবরে অমল-ধবলাও যদি রুষ্টা হন তবে অন্যে পরে কা কথা? জানই ত 'ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব'—ক্ষুদ্রও শরণাগত হ'লে—সতী আশ্রয়দাত্রী কি প্রসন্না না হ'য়ে পারেন? যাক্ ব্যাপারটা শোনো।

"মশিয়ে বেনোয়ের ষ্টুডিয়োতে সুন্দরী মডেলের শুভাগমন হয়, এ-কথা তোমায় এর আগের দশপাতা চিঠিতে বিশদ ক'রেই লিখেছি। কিন্তু এতদিন ছিল এটা শোনা কথা মাত্র। আজ হ'য়ে দাঁড়াল—দেখা কথা।

কিন্তু অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যে অনেক সময়ে এত মূল্য দিতে হয় যে প্রবন্ধটার মধ্যে হয় দেখা-কথা শোনা-কথা থাকলেই যেন ছিল ভালো। এমন রোমান্টিক রকমে অপ্রতিভ হ'তে হয়েছে এ অসভ্য তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে যে—"

এই অবধি লিখে হঠাৎ থেমে স্বপন খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন ক'রে সুরু করল ও দ্বিতীয় প্যারাটার স্থলে লিখল :

"মসিয়ে বেনার যে মডেলদের নিয়ে এখনো আঁকেন এ-কথা তোমায় ইতিপূর্বে লিখেছি। আজ সন্ধ্যায় তাঁর ষ্টুডিয়োতে এমনি একটি মডেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তরুণী—চিত্তাকর্ষিণী—নাম আনা। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে—মসিয়ে বেনারের কাছে শুনেছি—কিন্তু দেখলে কুড়ি-একুশের বেশি কিছুতেই মনে হয় না। 'তন্বী—শ্যামা'—কিন্তু ভয় নেই রাণী—তোমার মতন 'শিখর দশনা'-ও নন, 'পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী'-ও নন—নইলে লজ্জ মাথে ?

"তবু তাকে সুশ্রী বলতেই হয়—যদিও—"

এই অবধি লিখে স্বপন থেমে গেল—খানিক ভাবল ও লিখল : "যদিও মুখশ্রী তার তোমার মতন অনবদ্য নয়—কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ডেই না—তবে তাঁর চোখ দুটি বড় সুন্দর। নীলহরিৎ ছায়ায় নীচে এমন একটা অতল নীরবতা থমকে রয়েছে যে—"

লিখে কি-ভেবে শেষ ছত্রটি রবার দিয়ে সন্তর্পণে মুছে লিখল :

"কিন্তু না—আমি করছি কি ? নারীর কাছে নারীর রূপবর্ণনা ? সর্বনাশ !

"তবু তার একটি সম্পদের সুখ্যাতি না ক'রেই পারছি না—যাকে তোমরা বল গড়ন। এমন নিটোল গড়ন—"

স্বপন একটু থেমে লিখল:

"কিন্তু এ-সব তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা ক'রে নিতে পারবে; বিশেষতঃ মসিয়ে রেনোয়ারের মতন বিখ্যাত চিত্রকরের কাছে যে সাজে মডেল সবাই লাভ করতে পারে না এটা তোমার মতন কবিনীর পক্ষে কল্পনা করা কখনই কঠিন হ'তে পারে না, কি বলো?"

লিখে স্বপন একটু হাসে: "আনা মেয়েটি দেখতে পুরোদস্তুর মেয়েলি বটে, কিন্তু তার কথাবার্তায় এমন পুরুষালি রোখ সদাসর্বদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়—যে তোমার কখ্‌খনো তাকে ভালো লাগত না—অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে তো নয়ই। তার বব্‌ড্‌ কেশ ও গালে-ঠোঁটে রঙ মাখার অপরাধ তুমি কি ক্ষমা করতে পারবে?

"তবু আমার তাকে ভালোই লাগল।...আশা করি এ-কথা শুনে তুমি ভয় পাবে না গো অকুতোভয়ে? রাগ কোরো না সন্ধ্যারাণী, এ ভয়ের উল্লেখে,—কারণ জান ত শাস্ত্রেই আছে 'রমণী সিংহী ইহ নর মধ্যে, তুল্যা খলু শাবক পরিবর্তে!' মেয়েরা যতই নব্যা হোক না কেন, সম্পত্তিজ্ঞান জিনিষটা চিরদিন তাদের ঠানদিদিদের মতনই টনটনে থাকবে।

"যাক, যা বলছিলাম। অবশ্য প্রথমটায় তার আস্কন্ধ-বিলম্বিত চুল, লোহিতচূর্ণমণ্ডিত গাল ও অত্যন্ত পুরুষালি ঢঙের কথাবার্তা যে আমাকেও একটু আঘাত না করেছিল এমন কথা বলি না। আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, তাকে আমার ভালো-লাগার কাছে তার এ-সব ত্রুটিই গৌণ হ'য়ে উঠেছিল—যেটা তোমার কাছে হ'তে পারত না। এখানে পুরুষের ভালো-লাগা ও নারীর ভালো-লাগার মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ থাকেই, যেহেতু পুরুষের কাছে গৌণ কখনো মুখ্য হ'য়ে উঠতে পারে না যেমন পারে নারীর কাছে—নয় কি?"

বললে একটু হেসে : "কিন্তু তার কী মূল্য যদি তার এ কথা বলি আমার চোখে দোষ হ'য়ে উঠল জানতে নিশ্চয় তোমার কৌতূহল হচ্ছে ? তাই শোনো, আগে তোমার এ-কৌতূহল চরিতার্থ করি—ভণিতা রেখে।

"তাকে আমার ভালো লেগেছে বিশেষ ক'রে বোধ হয় এইজন্যে যে, তার কথার মধ্যে যেন কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথার সুর থেকে থেকে বেজে ওঠে—যদিও জোর ক'রে সে এ-সুরকে নিরন্তরই যেন চাপিয়ে রাখতে চায়।

"কেমন জানো ? আজ সে হঠাৎ রাত্রে বিদায় নেবার সময়ে আমাকে কথায় কথায় ব'লে ফেলেছিল : 'পুরুষের চোখে বড় হ'য়ে ওঠার সার্থকতা কোথায় ?' অবশ্য কথাটা বলেছিল সে খুব বাহাদুরির ঝোঁকে—কিন্তু সে যেন কথা-ফুলের বাহাদুরি—ফোটা-ফুলের অপরাজিত নিয়ে—ওর ব্যঙ্গের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর অশ্রুর আভাষ প্রচ্ছন্ন…এ যেন হারিয়ে-যাওয়া সম্পদকে 'জানি না' বলা—তোমার মনে হয় না ?—আমার মনে হয় ও জীবনে খুব একটা বড় ঘা খেয়েছে এই বয়সেই।

ওর এ-ধরণের আরও দু-একটি কথা আমাকে ভারি স্পর্শ করেছে। অথচ মুস্কিল এই যে, বোঝানো যায় না—কেন স্পর্শ করল এত। কারণ মানুষের মুখের কথার পিছনে তার সমগ্র চিত্ত, পরিপ্রকাশ অনেকগুলি ছোটখাট অনুভূতির পরিমণ্ডল, অনেকগুলি ভাবভঙ্গির পরিবেশ—এক কথায় পার্শ্বনাটিকার সেই কন্‌টেক্সটি থাকে যাকে লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। এক মস্ত বাগ্মী এ-ব্যঞ্জনাটি খানিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি চিত্রশিল্পী—কথাশিল্পী নই। তাই কাল রাত্রে এ-অপরিচিতা আমার মনের মধ্যে যে ঠিক কি ধরণের কৌতূহল ও সমবেদনা, আকর্ষণ ও বিস্ময়, হাসি ও ব্যথাভাবের দুলুক দ'লে তুলেছিল, সে-বর্ণনা করার প্রয়াস পাব না।"

এই কথাটি দিয়ে কমলাদের পাতাটি ভুলায় পড়ল। তারপর ঐটিং ও-পাতাটি ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হ'ল। তারপর পাতাটি আর-একবার প'ড়ে মৃদুস্বরে বলল : "থাক।"

"আজ তাই মসিয়ে বেনোয়ের কথা একটু বলেই এ-চিঠিটা শেষ করি। মসিয়ে বেনোয় যে কি রকম দুখ-আলগা লোক সে-কথা তোমাকে শেষ দুখানা চিঠিতেই লিখেছি। একে ফরাসী, তাতে আবার বৃদ্ধ—রোমান্টিক আর কি। কিন্তু আজ তিনি যাকে বলে সারপাস্‌ড্‌ হিমসেল্‌ফ্‌। উঃ—কাব্যামির কী তোড়, যে, আমাদের নায়েবপুরের কেষ্ট দাদামশাইকেও হার মানান। কালিদাসের আমলের ফুর্তির কথা মনে করিয়ে দেন। একটা নমুনা? শোনো। হঠাৎ আজই ব'লে বসলেন : 'আমার সঙ্গে মিশতে ভয় কেন এত? না-হয় বড় জোর ওর—ই প'ড়ে যাবে।' কিন্তু—খুড়ি—বড় কাঁচা কথা হ'য়ে গেছে। যদি শুনে তুমি আবার ঠানদিদির অনুকরণে মাদুলি ও রক্ষাকবচের খোঁজে ছোটো? ভয় নেই গো, ভয় নেই। আমাকে যখন আজ রাত্রে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম তখন সে খুব এক চোট হেসে বলেছিল যে 'মডেলের সঙ্গে মানুষ বড় একটা প্রেমে পড়ে না, কেননা আবরণের কুহকে নারী নিত্য যে-মিথ্যা মায়াবিলাস সৃষ্টি ক'রে নিজের চারধারে ইন্দ্রজাল বুনে তোলে মডেল সেটিকে গোড়া থেকেই বিসর্জন দিয়ে থাকে, তার গৌরবময়ী লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে।' আমি প্রেম শব্দটি উচ্চারণ ক'রে আপত্তি করতে যেতেই সে ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে বলে : 'ও-সব কথা আমি ঢের শুনেছি বিশ্বাস করুন, কিন্তু কখনো এমন কাব্যময় প্রেম দেখিনি যা তার কবিত্বের জন্যে বর্ণকুহকের কাছে হাত না পেতে পারে।' ব'লে তিক্ত হাসল, বলল : 'আলো চোখে দেখলে দেখা যায় আমাদের বর্ণবিলাস কি আশ্চর্য রকমের

টীকা—যদিও এ-কথা বললে বং-বৌবাজারী ভাব হওয়া স্বাভাবিক, মানি।

"হয়ত তুমি আশ্চর্য্য হবে যে এতটা খোলাখুলি কথাবার্তা!—তার ওপর অপরিচিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে!!—তার ওপর প্রথম আলাপে!!! আমি নিজেও নভেল-টভেলে এ রকমটা অনেক প'ড়ে থাকলেও বাস্তব জীবনে যে এটা সম্ভবপর তা কখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু বাস্তবিক এ রকম জোড়ো রোমান্স এ-সব দেশে সত্যিই বিরল নয়। কেননা, মনে রেখো স্বাধীনতার খোলা-হাওয়ায় যে-জাতের নরনারী আশৈশব মানুষ, তাদের আচরণে সাহসিকতার সীমারেখা আমাদের মতন আলোবঞ্চিত জাতির তরুণ-তরুণীর কল্পিত সাহসিকতাকেও নিত্যই ছাড়িয়ে যেতে পারে। এইজন্যেই ইংরাজীতে একটা প্রবচনে বলে যে, সত্য কল্পনাকেও হার মানায়।"

এই অবধি লিখে স্বপন চিঠিটা আস্তে আর-একবার পড়ল—প'ড়ে একটু হাসল। পরে লিখল :

"তুমি এ নিয়ে কিন্তু অনর্থ বাধিয়ো না যেন তাই ব'লে। যদি বাধাও তা হ'লে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হব যে ও-গানটি তুমি কেন এত গেয়ে থাক :

'যদি আর কারে ভালোবাসো
যদি আর ফিরে নাহি এসো,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি যত দুখ পাই গো!'

"হয়ত স-ক্রন্দনে বলবে : কাব্যি! কিন্তু কাব্যিকে অগ্রাহ্য কোরো না রাণী কোরো না—নইলে কি আর তোমার সঙ্গে মালাবদল হ'তে পারত—এই তোমার অকূলনিধি মোহন রতীন অপ্সরাদের?"

কুহকিনী !

—"না মসিয়ে—ধন্যবাদ।"

মসিয়ে বললেন : "না কেন আনা? মৎস্য-সেবন অতি উত্তম জিনিষ। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট মহা-উৎসাহে খেতেন।"

আনা হেসে বলল : "কিন্তু জীবনে আপনি বা আমি ত ভুলেও কখনো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলিনি মসিয়ে?—না না, সত্যি, আর দেবেন না। আমি আর পারব না। আপনি বড় পীড়াপীড়ি করেন ওরিয়েন্টালদের মতন। ভুলে যান যে আপনার পীড়াপীড়িতে যদি সর্বদা সায় দিতাম, তা হ'লে দু'দিনেই আমার বপুখানি আর মডেলের তন্বী তনু থাকত না—হ'য়ে উঠত বেলুন-লজ্জাদায়িনী।"

মসিয়ে বেনার তবু বাকি মাছের মেয়নেজটুকু স্বপনের পাত্রে ঢেলে দিয়ে বললেন : "তথি! বেলুন-লজ্জাদায়িনী বপু খুব কাম্য নয় মানি—কিন্তু তাই ব'লে না খেয়ে না দেয়ে ইউকালিপ্‌টাস্ প্রতিদ্বন্দ্বিনী হওয়াটাই কি বাঞ্ছনীয় বলতে হবে? হালফ্যাশানের কৃশোদরী দুর্ভিক্ষপীড়িতাদের দেখলে আমার মনে হয় আমার এক তুর্কী কবি-বন্ধুর পারিসিয়েন তন্বীর প্রতি কটাক্ষ :

'কোত্থেকে বা এলে কৃশোদরে?
দমকা হাওয়ায় কখন কাবার 'পরে
পড়বে ভেঙে ভয়েই কবি মরে।'"

তিনি আপনিই খুব হেসে ওঠেন।

হাসি থামলে বৃদ্ধ বললেন : "আর তবু দুর্ভিক্ষিতা হবার ভয়ের

তাতেই তো নয়। কল্পনাভূমির সুনির্বাচন ও একটা আর্ট বটে। দেহের রেখার ফলক হ'তে হ'লেই যে এমন মিঙ-হিয়োল-নকাশিনী বিশ্বপ্রেম-প্রচারিণী কলাটির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ হ'তে হবে তার কি মানে? জীবনের চরম উপলব্ধি যে চার্মনির উপলব্ধি, এ-কথা ভুলবে কী দুঃখে শুনি?"

আনা হেসে বলল: "আপনি 'জীবনের চার্মানিতে রঞ্জনবিলাসিতার মূল্য' সম্বন্ধে একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন না কেন বসিয়ে? হয়ত ফলে ফরাসী আকাডেমিতে স্থান পেয়ে যেতেও পারেন। একটা নাম থেকে যাবে।"

বৃদ্ধ স্মিতমুখে বললেন: "নাম আমার যাবে কে 'পেরি'? আর কিছুর জন্যে যদি না-ও থেকে যায় তা হ'লেও ভক্তনবধা আমার ছবিটির জন্যে যে থাকবেই, এটা ভুলছ কেন?"

—"যদি না থাকে?"

বৃদ্ধ সজোরে মাথা নেড়ে বললেন: "থাকতেই হবে—[illegible] হবে সত্যিই স্রষ্টা রেনোয়ার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—দেখে নিয়ো।"

স্বপন হেসে বলল: "কিন্তু সেটা কি স্রষ্টার গুণ—না সৃষ্টির?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "সা স্ স্ পা মাল মঁশের।* তোমার দেখছি কথা ফুটছে যে ক্রমেই। ব্যাপারখানা কী বলো তো খুলে—শুনি। তোমার অবস্থা যেন ক্রমেই আশাপ্রদ ঠেকছে, না আনা?"

আনা গম্ভীর সুরে বলল: "ঠেকবে না? মিশছেন কার সঙ্গে আজকাল?"

স্বপন ফরাসী কায়দায় মাথা হেলিয়ে অভিবাদন ক'রে বলল: "ধন্যবাদ—মাদ্‌মোয়াজেল—আপনার নম্রতার জন্যে।"

*Ca ce n'est pas mal mon cher—বেশ বলেছ ভায়া।

মসিয়ে বেনার এক-টুকরা আলু কাঁটায় বিঁধিয়ে বললেন : "[illegible]টা বড় বাজে জিনিষ সেন।" ব'লেই আনার দিকে [illegible] হেসে : "বেশ করেছ আনা। আমি ঠেকে শিখেছি যে এ-সংসারে অতি-নম্র থাকাটা কিছু নয়। অহঙ্কারের মুস্কিল এই যে, সত্যি হ'লেও অনেক সময়ে তাকে লোকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু নম্রতার মুস্কিল এই যে, তাকে লোকে বড় বেশি বিশ্বাস ক'রে বসে।"

আনা বলল : "ব্রাভো মসিয়ে। আমিও তো তাই প্রায়ই ব'লে থাকি যে মেয়েদের বেশি নম্র হওয়াটা কিছু নয়—তা হ'লে ছেলেদের অহঙ্কার দূর করতে রইল কে?—তাদের ভদ্র করবে কে? ইংরাজীতে 'দি হোয়াইট ম্যান্স্ বার্ডন্' ব'লে একটা কথা আছে না? ফরাসীতে যে-কথাটার চল হওয়া উচিত ছিল সেটা হচ্ছে 'দি ফিমার সেক্সেস্ বার্ডন্'।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "কথাটার চল আমাদের ভাষায় না-ই বা থাকল সেঞি? সকল-কথা-উদ্ভাবিনী যিনি তাঁর চর্চা তো আছে। তা হ'লেই হ'ল।" ব'লে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে আনার দিকে কটাক্ষ ক'রে বললেন : "তরুণী সুন্দরীর চোখের জ্যোতি, কথার কলধ্বনি, হাসির সুর যে অনেক মিঞাকেই বর্বরতার কোটা থেকে সভ্যতার কোটায় পৌঁছে দেয় এ-কথা কোন্ ফরাসী চাষা অস্বীকার করে?"

স্বপন হেসে বলল : "ফরাসীরা যে কমপ্লিমেণ্ট দিতে জানে শুনে-ছিলাম—কথাটা দেখছি এত সত্যি—"

মসিয়ো বেনার হঠাৎ ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "কমপ্লিমেণ্ট নয় সেন—সত্যিই মেয়েদের ছোঁয়াচ না লাগলে কোনো সমাজের পুরুষরাই হয়ত অসাধ্যসাধনে ছুটতে পারত না। হেলেন না থাকলে আকেলিসকে চিনত কে?"

আনা ব'লে বসল : "কিন্তু যদি বলি যে ও তো গেল পুরাকাহিনী?

আধুনিক যুগে এমন সমাজও কি দেখা যায় না যেখানে মেয়েদের ছোঁয়াচকে পুরুষরা কয়ারান্টিন ক'রে চলে ?" ব'লে সে স্বপনের দিকে মুহূর্তের জন্যে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

স্বপনকে কোথায় বেঁধে। সে বলল : "ধন্যবাদ মাদমোয়াজেল। তবে আপনার সারগর্ভ মন্তব্যটি আরও অমূল্য হ'ত নিশ্চয়ই যদি তেমন সমাজের কোনো মেয়েকে দেখে তবে এ কথা বলতেন।"

মসিয়ে বেনার তাড়াতাড়ি বললেন : "আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত সেন—এ-ক্ষেত্রে।"

আনা বলল : "একমত, মানে? যে-সমাজের মেয়েরা পর্দার আড়ালে—"

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : "আনা, আর একটু বড় হ'লে হয়ত বুঝবে পর্দার আড়াল থেকে বাণ কত বেশি তীক্ষ্ণ হ'য়ে বিঁধতে পারে। অন্ততঃ আমার কাছে যে ঘোমটার আকর্ষণ শর্ট স্কার্টের চেয়ে ঢের বেশি মাদকতাভরা, এ-কথা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।"

আনা একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল : "আপনার কাছে হ'তে পারে—কিন্তু তাই ব'লে ওটা তো যুক্তি নয়।"

মসিয়ে বেনার স্নিগ্ধস্বরে বললেন : "আহা রোসো রোসো। যুক্তি নয় কেন? শান্তভাবে বলতে পারো আমাকে?"

উষ্মার সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক—স্নিগ্ধতা। আনা একটু থতমত খেয়ে বলল : "যুক্তি নয় কেন, মানে?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "তুমি ত নিজেই এ-কথা ব'লে থাকো আনা—এখন ভুলে যাচ্ছ কেন? বাস্তব আমাদের যতই নিরাশা বহন ক'রে এনে দেয়, কল্পনার কাছে কি আমরা ততই হাত পাতি না? ঘোমটার ঘোরালো হাতছানি কি একটা সোজা ডাক? কত ইঙ্গিতময়

ছাড়ি, প্রজাপতির রঙ, ময়ূরের পাখা যে ওর নিচে থেকে আমাদের ডাকে—তার হিসেব করে কে? কি বল সেন?"

খগেন ভারি খুসি হ'য়ে ওঠে বৃদ্ধের অপ্রত্যাশিত ওকালতিতে। কিন্তু উত্তর দিল না।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "আমি তো অন্তত একজন অবগুণ্ঠনবতী কিম্বা পারস্ত তরুণীর সামীপ্যে যতখানি রোমাঞ্চিত বোধ করি তার সিকিও বোধ করি না একজন ঘোড়ায়-চড়া, কুর্তিপরা, সিগারমুখী জ্যাকেট আঁটা-নব্যার সামনে। কি বল সেন? অন্ততঃ এ-বিষয়ে বোধ হয় গুরু-শিষ্যের মতের মিল হবে?"

খগেন প্রীত স্বরে বলল: "একেই আপনারা বলেন 'এঁ কমপ্লিমঁ বিয়ঁ তুর্নে', না?" *

মসিয়ে রেনার সাভিমানে বললেন: "আমার ঘোমটার আন্তরিক প্রশস্তিকে এ-ভাবে কমপ্লিমেন্ট ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কিন্তু তোমার ভারি নিষ্ঠুরের মতন কথা হ'ল সেন।" ব'লেই হেসে ফেললেন ও বললেন: "এ-প্রসঙ্গে আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল অনেক-দিন-আগেকার একটা বিষম মজার ঘটনা। সে-রকম ঘটনা যদি তোমাদের জীবনে ঘটত তবে বুঝতে—আমার ঘোমটা-প্রশস্তি জিনিষটা মোটেই কমপ্লিমেন্ট নয়।" বলতে বলতে তিনি ভারি হাসতে লাগলেন।

খগেন বলল: "আরে গল্পটা বলুনই আগে—তবে তো—"

—"সে ভারি মজার কথা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—শুনলে মনে হবে একটা বানানো গল্প—সত্যি—হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—"

তাঁর হাসিটা সংক্রামক হ'য়ে পড়ে ক্রমে—আর খগেনও হেসে ওঠে শেষটায়।

* Un compliment bien tourné—কমপ্লিমেন্টের নিপুণ সন্ধান।

হাসির মাঝখানে আভা বলল : "আরে—এ তো ভারি মজার ব্যাপার হ'ল দেখছি—ব্যাপারটা কি না-জেনেই আমরা হেসে খুন।"

মসিয়ে হেনার হাসি থামিয়ে বললেন : "মন্দ কি 'শেরি'? জীবনটাকে হেসে যে হালকা ক'রে রাখতে পারে তার চেয়ে জ্ঞানী আর আছে কে? আর কারণ না জেনে যদি হাসতে পার তবে তো তা'তে লাভ আরও বেশি—কেননা সেটা হ'ল নিখরচায় হাসি। কিন্তু যাক, শোনো ব্যাপারটা বলি তা হ'লে।" ব'লে শ্যাম্পেনের গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে চোখ মিটমিট ক'রে বলতে লাগলেন :

"তখন আমার বয়সের ছিল সেই অবস্থা যাকে দুষ্ট লোকে দুষ্টু হেসে বলে 'আঁত্র্ দ্য জাজ'।*—আর তরুণ নই অথচ নই ব'লে স্বীকার করতেও বাধে, বুঝলে না?"

আভা হেসে বলল : "বুঝেছি বই কি মসিয়ে। অর্থাৎ সেই বয়স যখন তরুণীর দিকে তাকাতে আপনার নেশাটা উঠত বটে, তবুও তার নেশাটা যেত ছুটে। এই না?"

বৃদ্ধ উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন : "যা বলেছ আভা—যদিও একটু বে-রসিকী ঢঙে বললে কথাটা। কিন্তু সে যাক, শোনো।

"সেই সময়ে একবার হঠাৎ কনস্টান্টিনোপলে এক মস্ত পাশার ছবি আঁকতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেখানে গিয়ে আমি দু'মাস ছিলাম তাঁর বাড়ীতে অতিথি। পাশা সাহেবের বৃদ্ধ পিতা, মাতুল ও পুত্রের ছবি-আঁকার কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম।

"রোজ সকালবেলা এক-একজন ক'রে সিটিং দেবেন এই কড়ার ছিল। বাকি সময়টা আমি স্বাধীন। কাজেই কী করি ভেবে না পেয়ে মাঝে মাঝে একটু-আধটু পিয়ানো বাজাতাম।

* Entre deux Ages—যৌবনের উপান্তে অথচ প্রৌঢ় বলার সময় না ঠিক।

"একদিন পাশা মহাশয়ের ভাইপো এসে আমায় বলল যে তার কাকীমা, অর্থাৎ শ্রীমতী পাশা, আমার পিয়ানো অন্তরালে থেকে শুনে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে আমার কাছে একটু পিয়ানো শিখতে চান। আমি যদি দয়া ক'রে তাঁকে শেখাতে রাজি হই তবে তিনি অত্যন্ত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"বলা বাহুল্য এ-প্রস্তাবে আমি মনে মনে একটি বিরাট লম্ফ দিয়েছিলাম। পারব কি না? এ-ই যদি না পারব তবে পারব কী—শুনি?"

স্বপন জিজ্ঞাসা করল: "আপনি পিয়ানোও শেখাতেন না কি কখনো কখনো?"

—"ক্ষেপেছ ভায়া? পিয়ানোয় আমার জ্ঞান প্রায় ততখানি যতখানি জ্ঞান এখন তোমার বিবসনাকে ধাঁকা বিষয়ে। কিন্তু অমন অবস্থাতে কি আর সে-কথা কোনো বুদ্ধিমান সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি স্বীকার করে? বুঝলে না?"

মানা বলল: "উনি বুঝবেন কী ক'রে বলুন?—শ্রীমতী পাশা সাক্ষাৎ পরনারী জেনে?"

স্বপন ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দিতে যাবার আগেই মসিয়ে বেনায় হেসে বললেন: "এ-চ্যালেঞ্জের উত্তর কথায় না দিয়ে কাজে দিয়ে ওকে সায়েস্তা ক'রে দিয়ো ভায়া। তখন উনি বুঝবেন তুমি কত বড় দুঁদে। যাক, শোনো।" ব'লে শ্যাম্পেনে ধীরে আর-এক চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন:

"আমি ত গেলাম। শ্রীমতী থাকতেন পাশার এক বাগান-বাড়ীতে। বাড়ীটি সহরের এক উপান্তপল্লীতে। পথে তাঁর গাড়ী ক'রে যেতে যেতে মনে মনে নানা রকম কল্পনা করছি—শ্রীমতী কেমন দেখতে, কী ভাষায় কথা কবেন—ফরাসীতে না ইংরাজীতে, না জানি কী রকম তাঁর হাসির

ছোঁয়াচটুকু, কী ধরণের তাঁর কটাক্ষের দীপ্তিখানি, তাঁর অবগুণ্ঠনের বঙ্কিম ছন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁর মুখখানির সবটুকু দেখা যাবে, না খানিকটা মাত্র? —ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবতে ভাবতে মনটার মধ্যে খাসা একটা ঘোরালো আবেশ ভর ভর করতে লাগল—বুঝতেই পারছ।"

আনা ও স্বপনের হঠাৎ দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই স্বপন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল : "তার পর?"

বৃদ্ধ সস্মিত সুরে বললেন : "একটি হালফ্যাশানের য়ুরোপীয় কায়দায় সাজানো ঘরে গিয়ে ত বসলাম! কোণে একটি পিয়ানোও ছিল।...... পাশের ঘরে কিঙ্কিণী ক'রে উঠল রিণি রিণি আর আমার বুকের রক্ত তার সঙ্গে সমান কদমে পা ফেলে গেয়ে উঠল ঠিণি ঠিণি।

"আমি যথাসম্ভব অ্যাপোলোর মতন চেহারা ক'রে গোঁফ জোড়ার সীমান্তযুগলকে তীরের মতন সুতীক্ষ্ণ ক'রে নেকটাইটা ঋজুতম ক'রে কাঠের মতন হ'য়ে তো ব'সে রইলাম। হঠাৎ সেই ছেলেটি এসে বলল: 'আচ্ছা, এবার তা হ'লে আরম্ভ করুন। ঐ কোণে পিয়ানো আছে।' আমি উঠে পিয়ানোর টুলে গিয়ে ব'সে পিয়ানো খু'লে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলাম। পাশে হঠাৎ একটা খস খস আওয়াজ হ'ল—কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন আমার বুকের মধ্যে দিয়ে একটা টর্পেডো গেল চ'লে। এমনি ক'রে আরও মিনিটখানেক কাটল।

"হঠাৎ সে ছেলেটি বলল : 'কই, শেখাতে আরম্ভ করছেন না মশিয়ে?' আমি এদিক-ওদিক চেয়ে একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম : 'আরম্ভ করব মানে? তোমার কাকীমাকে ডাকো আগে।' ছেলেটি শিউরে উঠে প্রায় জিভ কাটে আর কি : 'সর্বনাশ! কাকীমা! তিনি কি আপনার সামনে বেরুতে পারেন কখনো? তিনি ঐ পাশের ঘরে, আপনি যা শেখাবার আমায় দেখিয়ে দিন, আমি পাশের ঘরের পিয়ানোর

তাকে দেখিয়ে দিয়ে আসব।' ও:—হোঃ হোঃ হোঃ [illegible] হাঃ হাঃ—"

ঘরটি তার অট্টহাস্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল। আনা মুখে রুমাল দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় তো গড়িয়ে পড়ার যোগাড়। তার চোখে জল উপচিত হ'য়ে উঠল—তার হাসির তোড়ে।

কিন্তু স্বপনের হাসির মধ্যে কেমন যেন একটু কুণ্ঠা দেখা দেয়। তার মনে হয় বাংলা দেশের পর্দানশীনাদের কথা। দেশে থাকতে পর্দা-প্রথার সে ছিল ঘোর বিরোধী। কিন্তু বিদেশীয় আক্রমণে তার মনে হয় নানা কথা! পর্দানশীনারা অন্ততঃ প্রগলভা নয়—তা যিনি যাই বলুন না কেন!...

ভালোছেলেমি!

ডিনারের পরে ইুডিয়োতে কফি-সমাপন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হ'লে মসিয়ে বেনার আনার দিকে অর্থপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আনা তৎক্ষণাৎ উঠল ও বিনাবাক্যব্যয়ে একের পর এক তার বেশভূষা খুলতে সুরু ক'রে দিল।

স্বপন প্রাণপণে সহজভাবে তার দিকে তাকাবার চেষ্টা পায়—কিন্তু মনের মধ্যেকার কী একটা কুণ্ঠা কোনোমতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়—আনা যাবার চলতে চলতে তাকে সেদিন একটা কথা বলেছিল যে, লজ্জা কেবল পরিচিতেরই কাছে। আনা মিথ্যা বলেনি। কেননা সে তার পরিচিতা না হ'লে তাকে থাকতে যাবার আগে এ-রকম দুর্নিবার কুণ্ঠা—যাহোক ভরসা এই যে, ঘরের মধ্যে ও একা নয়। মসিয়ের আনত প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ও একটা ছোট খড়ির

নিঃশ্বাস ফেলল। তার মুখে বাকি-টুকুর লজ্জা যেন হঠাৎ দমকা হাওয়ায় কুয়াশার মতনই উড়ে গেছে—আর স্থির হ'য়ে উঠেছে একটা অনাবিল অকুণ্ঠ একটা গভীর মনোযোগ—ছবির বুকে শিল্পীর অনুগত দৃষ্টি! কী অনাসক্ত সে দৃষ্টি…কী অনাবিল!…কিন্তু তবু আনার দিকে আবার তাকাতেই তার মনের মধ্যেকার সেই ক্ষীণ কুণ্ঠাটি ঘন হ'য়ে তার দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ঢেকে দিতে থাকে। এ কী!…

মসিয়ে বেনোয় ঠিক তার ডান দিকেই ব'সে তার রেখাপাতগুলির দিকে মাঝে মাঝে চোখ তু'লে দেখছিলেন আর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন আনার গ্রীবা, কণ্ঠ, উরস, উরু প্রভৃতি নানা অবয়বের গঠন, সঙ্গতি ও আলোছায়ার প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের আঁকা ছবিটির নানা-বর্ণ-সমাবেশের দিকে তাকে মনোযোগ দিতে বলছিলেন ও মৃদুস্বরে ব্যাখ্যা করছিলেন কোথায় কোন্ রেখাটিকে গাঢ় করা দরকার, কোনটিকে ফিকে, কোন্ ইঙ্গিতটিকে ফুটিয়ে তোলা, কোন্‌টিকে উহ্য রাখা, কোন্ আলোর সঙ্গে কোন্ ছায়ার কি ভাবে মিশ্রণ সুষ্ঠু—ইত্যাদি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-ভাবে কাটলে পর তিনি স্বপনের ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে খানিক চুপ ক'রে রইলেন। স্বপন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইল।…তার বুক দুরু দুরু করছিল।

মসিয়ে বেনোয় বললেন: "কণ্ঠ ও গ্রীবা চমৎকার হয়েছে—ঘাড় থেকে স্কন্ধ অবধিও মন্দ নয়—কিন্তু ছবিতেও কোমর ও বুক আঁকতে এমন বিষম লজ্জা? ওখানেই বোঝা যায় যেন তোমার রেখার ভঙ্গীর মধ্যে কোথায় খাদ আছে।"

আনা স্বপনের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

স্বপন বিপন্নস্বরে বলে: "মানে—"

মসিয়ে বেনোয় একটু হেসে বললেন: "অত বিব্রত হবার দরকার নেই

তা ব'লে। তোমাকে ঠাট্টা ক'রে খোঁচা দেবার কোনো দুরভিসন্ধিই আমার নেই। প্রথম প্রথম আমার চোখের দৃষ্টিও কিছু এতটা স্বচ্ছ, কুণ্ঠামুক্ত ছিল না। কিন্তু বন্ধু, দৃষ্টিকে অনাসক্ত অনাবিষ্ট ক'রে তুলতে না পারলে যে শিল্পী, রূপকার বা তুলিকার—কিছুই হওয়া যায় না এ-কথাটি ত ভুললে চলবে না।" ব'লে গম্ভীর হ'য়ে বললেন: "এইখানে দেখ আমার আঁকা—এই—আনার যুগল বক্ষের ফাঁকের স্থানটা—আর সেই সঙ্গে তোমার কৃতিত্বের তুলনা কর—তা হ'লেই বুঝতে পারবে কেন তুমি দেখতে শেখনি বলছি।"

স্বপন কুণ্ঠিত স্বরে বলে: "তা আমার আঁকা ঠিক আপনার মতন হ'তে পারে কখনো?"

—"ঠিক আমার মতনই হ'তে হবে, এ দিব্যি কে দিচ্ছে কে? বাঃ, আচ্ছা লোক তো তুমি? তোমার দেখার ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটুকুই বা তা হ'লে ফুটবে কেমন ক'রে? ঐখানেই না শিল্পকলার মহিমা 'মনামি'!* প্রতি-শিল্পী যে একই চিত্রকে তার নিজের মতন ক'রে ফুটিয়ে তোলে। অর্থাৎ যদিও একদিকে সে চিত্রিতের অনুবর্তন করে তবু তাই ব'লে—সে নিজের দৃষ্টির নিজস্বটুকুকেও পরিবর্জন করে না।"

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল।

—"এই দেখ না কেন, আনার কণ্ঠ ও গ্রীবা তুমি এঁকেছ—চমৎকার। এর মধ্যে শুধু আনার আনাত্বটুকুই না,—সে-আনাত্বকে কী চোখে দেখেছ,: সেটাও ফুটেছে সুন্দর। কিন্তু ওর বুক কোমর-টোমর আঁকবার সময়ে তুমি তাকে কি ভাবে দেখেছ সেটা ফোটাতে অনাবশ্যকই করেছ ইতস্ততঃ। আর কেন করেছ তা-ও তুমি জানো।—শুধু ভালো ছেলে হ'তে গিয়ে। কিন্তু এ-কথাটা ভুলো না বন্ধু, যে প্রাণপণে ভালো ছেলে

* Mon ami!—বন্ধু!

হ'তে চাওয়া ধর্মজগতে চরম আদর্শ হ'তে পারে বটে—কিন্তু শিল্পজগতে —অভিশাপ।")

স্বপন হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

আনা হেসে বলল: "আপনি যদি এখন এই রকম ভাবে বক্তৃতাই চালান তা হ'লে আমি কাপড়-চোপড় প'রে সভ্যা হই।"

—"হ'তে পারো—আমার আজকে সেনকে বোঝাতেই হবে—এই দেখ ডান বাহুর হেলানো ভঙ্গিটুকু—যেখানে কটি অবধি নেমে এসেছে—এই দেখ বাম উরুদেশের স্থাস-ভঙ্গী—তারপর এই দেখ নাভিদেশ থেকে বুকের এই খাঁজটি—" এইভাবে চলল তাঁর উপদেশ আধ ঘণ্টা। শেষে হেসে বললেন: "তাকাতেও এত কুণ্ঠা কেন 'মনামি'? যদি অন্য কিছু করতে হ'ত তা হ'লেও বা বুঝতাম।"

আনা হেসে বলল: "আপনি ভুলে যাচ্ছেন মসিয়ে যে ওঁকে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে হয়েছে। অকুণ্ঠে উনি তাকান কী ক'রে বলুন তো? হ'ত একা একা—" বাকিটুকু উহ্য রেখে আনা শুধু মুখ টিপে হাসল।

মসিয়ে বেনার হো হো ক'রে হেসে বললেন: "বটে বটে, ভুলে গিয়েছিলাম—কলাকাজতে টু ইজ্‌ কোম্প্যানি থ্রি ইজ্‌ নন্‌, না? আচ্ছা বেশ। আনা, পরশু তুমি আমার ষ্টুডিয়োতে না এসে সোজা মসিয়ে সেনের ষ্টুডিয়োতে যাবে। তিনি একাই তোমায় উপভোগ করবেন—মানে —আঁকবেন আর কি—" বৃদ্ধ কাশেন।

স্বপন চেষ্টাসত্ত্বেও অকুণ্ঠভাবে হাসতে পারে না—

কিন্তু আনার হাসির কাকলি বাধা মানে না। মেয়েদের এত বেশি হেসে-গড়িয়ে-পড়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু···স্বপনের মনে জেগে ওঠে একটা কী যে বিরূপতা!

অস্বস্তি !

তার পর দিন। স্বপন সমস্তক্ষণ কী যে একটা অস্বস্তির মাঝখানে কাটায়। অথচ নিছক অস্বস্তিও না।......সঙ্গে একটা মাদকতাও ছিল যে! সে মসিয়ে বেনারের সামনে আনার নগ্ন-দেহলতার দিকে তাকাতে একটা কুণ্ঠা বোধ করেছিল বটে—কিন্তু একা কি এ-কুণ্ঠার নিরসন হবে? তা ছাড়া এ-ভাবে···এ-বেশে···তার নিজের ষ্টুডিয়োতে এনে সে আনাকে এঁকেছে যদি কোনোক্রমে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে? কেবল মন উচ্চারণ করে —সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা! সে মনে করবে কী? মসিয়ে বেনারের আদেশে সে আঁকছে এ ভরসা? কিন্তু কে বলল—সন্ধ্যার কাছে এ-ধরণের আদেশের অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে যে কোনো স্পষ্ট ধারণা আছে? অবশ্য দেশে এ-খবর লিখে না জানালে আপাততঃ এ-সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে বটে—কিন্তু যদি ওর পারিসের অমায়িক বাঙালী বন্ধুদের কেউ কোনো সূত্রে জানতে পারে? চিরদিন কিছু এ রকম খবর তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা যাবে না! তা হ'লে? একলা ওকে আঁকাটা গোপন রাখবে না কি তবে? কিন্তু সন্ধ্যার কাছ থেকে এ খবরটা লুকোনোই কি তার ঠিক হবে? বিশেষতঃ যখন সে জানে যে তার উচ্ছ্বাস-বিরাগিণী অভিমানিনী যদি বা ভয় পায় সে-ভয় প্রাণ গেলেও প্রকাশ করবে না—বা কোনো-রকম আতিশয্যে নিজের আত্মসম্ভ্রম হারাবে না। আর সেইজন্যেই ত সন্ধ্যার কাছে তার বেশি অকপট থাকা কর্ত্তব্য। যেখানে বাইরের দাবী উগ্র হ'তে চায় না, সেখানেই তো ভেতরের দাবি হ'য়ে ওঠে দুর্লঙ্ঘ্য!

একবার ভাবে মসিয়ে বেনারকে সব কথা খুলে ব'লে আনাকে মডেল হ'য়ে আসতে বারণ ক'রে পাঠাবে। কিন্তু তা'তেও আবার আত্মমর্য্যাদায় ও পৌরুষগর্ব্বে আঘাত লাগে যে! বৃদ্ধ হয়ত মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু যে একটি কৃপাহিম চাহনি দেবেন!—নাঃ, ও-কথা ভাবাই যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—মসিয়ে বেনারের আনাকে দেখার সময়ে সেই অনাসক্ত দৃষ্টি, মুগ্ধ মনোযোগ ও উদ্ভাসিত আনন।......আর ও পারবে না?......বিশেষতঃ আজই ওকে ভালো ছেলে ব'লে তাঁর পরিহাসের পরে?......অসম্ভব। ও সন্ধ্যাকে চিঠি লিখতে ব'সে যায়।

আবার পত্র

"ওগো আমার ধীর মলয় ধীর গমনে সন্ধ্যারাণী!

"যদিও মাত্র তরশু দিন তোমার উদ্দেশে একটি চিঠি পোষ্ট করেছি তবুও এ-মেলের সময় হ'তে না হ'তে আজ তোমায় আর একটি চিঠি লিখতে ব'সে গেলাম। কারণ কি জানতে চাও? কিন্তু না—তোমাকে চিঠি-লেখার একটা মস্ত সুবিধে আছে এই যে তোমায় অকারণ চিঠি লিখলেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার নেই।

"যাক্ শোনো—আনার সম্বন্ধে গতবারের চিঠির পরের খবর।

"কাল মসিয়ে বেনারের ষ্টুডিয়োতে রাত দশটা অবধি তিনি ও আমি একত্রে আনার ছবি এঁকেছি। আমার আঁকার অনেক প্রশংসাই তিনি করলেন—যদিও সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে দোষও যে দেখাননি তা নয়। বললেন :"

থেমে স্বপন "বললেন" কথাটি কেটে দিয়ে লিখল :

"বুঝতেই পারছ, আনা ঠিক সুসম্বৃতা ছিল বলা যায় না। তখন ছিল যাকে বলে নগ্ন অবস্থায়।" লিখে 'নগ্ন' কথাটির আগে একটি 'অর্দ্ধ' বসিয়ে দিল। "কিন্তু তা'তে তাঁকে এতটুকুও বিচলিত হ'তে দেখলাম না। তুমি বলবে হয়ত তাঁর যে তিনকাল গিয়ে এখন এককালে ঠেকেছে! কথাটা সত্যি। কারণ প্রথমটা আমি একটু বিব্রত বোধ করছিলাম বৈ কি।" স্বপন কলম রেখে একটু ভাবল, পরে লিখল: "কিন্তু সে অস্বস্তির ভাবটা দেখতে দেখতে কেটে গেল। পাছে আমার লজ্জা কোনো সূত্রে প্রকট হ'য়ে পড়ে সেই ভয়েই লজ্জাকে আমার দাবিয়ে রাখতে হ'ল প্রাণপণে।

"মসিয়ে বেনার আমায় বড় ঠাট্টা করেন আমার ভালোছেলেমিকে নিয়ে। তাই তাঁর কথামত আনাকে আরও কয়েকদিন এ-ভাবে সিটিং দিতে হবে। কাল দ্বিতীয় সিটিং-এর দিন।"

এই অবধি লিখে নতুন পাতায় লিখল:

"কাল সে আমার ষ্টুডিয়োতে একা আসবে—কারণ গুরুর তাই ইচ্ছে।" লিখেই এ-পাতাটি ছিঁড়ে ফেলল।

"কিন্তু সন্ধ্যারাণী, ভয় পেয়োনা যেন আনাকে স্খলিত-বেশে এখনো অনেকগুলি সিটিং দিতে হবে ব'লে। তোমার অঞ্চলের নিধি এতে একেবারে অত সহজে ধুলোয় লুটোবেন না।" একটু থেমে এ-পাতাটিও ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু পরে আর-একবার প'ড়ে কি ভেবে মৃদু হাসল।

"কিন্তু তবু—মনে হয়—গুরুদেব আমাকে একটু সইয়ে সইয়ে সিটিং দেওয়ালে হয়ত মন্দ হ'ত না। মান তো আর তাঁকে ভাঙাতে হবে না! বুঝলে না?

"সব রকম ঠাট্টা-তামাসায়ই কিন্তু তন্বীগৌরী শিখরদশনাটি বিলক্ষণ

সপ্রতিভ দেখা গেল।…অথচ এতটা সপ্রতিভ না হ'লেই কি চলত না এ-প্রশ্নও আমার মনে মাঝে মাঝে উদয় হয়। এ-যেন একটা জাহির করা প্রগল্‌ভতা, সাফালন অকুণ্ঠতা—পাড়াগেঁয়ের হঠাৎ সহুরে-বাবু সাজার প্রয়াসের মতন। বনেদি সহুরের জাতই আলাদা। আজ রাত্রে রাস্তায় যখন তাকে তার বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে চলেছিলাম সেই সময়ে তার ধরণধারণে মনে হ'ল এ-কথা। মনে হবার একটা কারণ এই যে, রাস্তায়ও সে খুব দাপটের সঙ্গেই হাসছিল, পথিকদের সচকিত ক'রে তুলতে একটুকুও সঙ্কোচ বোধ না ক'রে। নানারকম বেপরোয়া ছাদে কথা ব'লে আমাকে সময়ে সময়ে একটু যে অবাক্ ক'রে না দিচ্ছিল এমনও নয়; কিন্তু কি জানো? বীণায় যেমন কোনো কোনো অতি-কোমল পর্দ্দার রাগিণীর আলাপের পরও তার সে কোমল পর্দ্দাটির গুঞ্জন আকাশে-বাতাসে চারিয়ে থাকে অশ্রুতভাবে,—আনার সব হাসির মাঝেও যেন তেমনিই একটি সবে-থেমে-যাওয়া অশ্রুর রেশ একটু কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিত্ব থাক।

"কাল রাত্রে ওকে ওর বাসায় পৌঁছে দেবার পথে—রাত প্রায় এগারটার সময়ে—কাছেই একটা 'কাবারে'তে * ঢোকা গেল তাকে নিয়ে। ওরই অনুরোধে অবশ্য—ভয় পেয়োনা সখী!

"কাবারে জিনিষটা কি তুমি হয়ত বই-টইয়ে প'ড়ে থাকবে। তবু যদি না প'ড়ে থাক তাই একটু বর্ণনা করি। কাবারেতে ভোজন ও নাচগান, দুয়েরি সরঞ্জাম থাকে। অবশ্য নানারকম কাবারে আছে। কোনো-কোনোটাতে দর্শকেরাও নাচে—অনেকটা বলরুমের বা লণ্ডনের নাইটক্লাবগুলির মতন। আবার কোনো-কোনোটাতে নানারকম রঙ্চঙে দৃশ্য, বিভিন্ন নক্সা প্রভৃতি দেখানো হয়। কোনো-কোনো কাবারেতে

* Cabaret = রঙ্গনৃত্য শালা।

আবার—যেমন ধর, পারিসের বিখ্যাত 'লাপ্যানাজিল'-এ * পুরোনো সঙ্গীত হার্প প্রভৃতির সঙ্গে গাওয়া হয় ও দর্শকেরা শুধু রঙীন তরল পদার্থ ও কল স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতির চর্চ্চা করতে করতে শোনে। এ-ধরণের কাবারেতে আলাদা কোনো রঙ্গমঞ্চ থাকে না, এদের উদ্দেশ্য দর্শক ও নর্ত্তকী অভিনেত্রী, গায়ক ও গায়িকা প্রভৃতির মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ গোছের সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলা। আর তোলেও। কিন্তু সে কথা যাক্। আমাদের কাবারের কথাই বলি।

"যে-কাবারেটিতে আমরা ঢুকলাম সেটি পারিসের একটি রুষ কাবারে—বড় সুন্দর। প্রেক্ষাগৃহে ধারে ধারে বক্সে অনেকগুলি ছোট ছোট টেবিল—সামনেই রঙ্গমঞ্চ—ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, নয়নমনোহারী। সে এমন একটা সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া যে মনটা দু'দণ্ডেই ভ'রে ওঠে। আমি নানারকম কাবারেতে গিয়েছি, কিন্তু রুষদের কাবারের মতন আর্টিষ্টিক কাবারে কোথাও দেখিনি।

"আমরা যখন এ-কাবারেটিতে ঢুকলাম তখন কয়েকটি রুষ নর্ত্তকী দু-চারটি রুষ চাষার সঙ্গে রুষদেশের ঘরোয়া নাচ নাচছে যাকে বলে 'ফোক ডান্স'। সে এমন সরল সুন্দর অথচ আবেশময়, সন্ধ্যারাণী, যে—বলতে ইচ্ছে হয়—না, তোমাকে দেখাতে ইচ্ছে হয়।

"আনা ও আমি তো একটি নিরালা বক্সে বসলাম। আমাদের মধ্যখানে একটি ছোট তেপায়া টেবিল। শ্যাম্পেন দিয়ে গেল। সেবন করতে করতে দেখা চলতে লাগল। ফোক ডান্সটি আমাদের দু'জনার সব চেয়ে ভালো লাগল। তার পরেই যবনিকা—মধ্য অঙ্কে আমরা দেখতে এসেছিলাম কিনা।...

* Lapin Agile—পারিসের একটি বিখ্যাত কাবারে—খুব পুরানো ঢঙের এবং মনোহর।

"সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে এ-ভাবে পানাহারের সঙ্গতে কাবারে-সঙ্গীত উপভোগ করার মধ্যে একটা ভারি চমৎকার রস মেলে। কেবল মুস্কিল এই যে, তোমাদের মতন সতীসাধ্বী গৃহিণীদের কাছে সে রসটির বিশ্লেষণ করা এক মহা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, তোমরা জন্মাবধি একটা বিপর্য্যয় দৃঢ় ধারণা গ'ড়ে ব'সে আছ যে অনাত্মীয়ার সঙ্গে অনাত্মীয়ের সখ্য বা 'কামারাদরি'র মধ্যে বুঝি কেবল 'সেই একই সম্বন্ধে'র ইঙ্গিতটি উপ্ত। এ-কামারাদরি-র রসে যে সহজ প্রীতির রাগিণী ললিত মোহন তানালাপের মধ্যে দিয়ে তার নিজের পূর্ণ রূপটিকে ফুটিয়ে তোলে সেটা তোমরা বুঝবে কেমন ক'রে? তবে এতে ঠিক তোমাদের দোষও নেই। এ-ধরণের প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আনার সাহচর্য্যের রসটি এ-ভাবে চেখে চেখে পান না করলে হয়ত আমিও পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম না যে স্বভাব-নন্দিতাদের পর্দ্দাগুণ্ঠিতা ক'রে রেখে আনন্দের বাজারে আমরা কতখানি দেউলে হ'য়ে ব'সে থাকি। হাঁা, কাল এ-প্রসঙ্গে আনা বেশ একটা কথা বলেছিল। কি কথায় কথায় আমাদের দেশের নরনারীর সামাজিক মেলামেশার কথা ওঠে। আনা জিজ্ঞাসা করে: 'আচ্ছা আমার সঙ্গে আজ যে-ভাবে মিশছ তোমাদের দেশে কোনো তরুণীর সঙ্গে কোনো তরুণের সে-ভাবে মেলামেশা কি সম্ভব?' আমি বলি: 'না, তবে আজকাল আলাপিতার সঙ্গে বিবাহ-প্রথার চল হচ্ছে—কোর্টশিপ এর ব'লে।' আনা সব্যঙ্গে বলে: 'বলতে পার, মেলামেশার কথা বলতেই তোমাদের মনে বিবাহ-প্রথার প্রশ্নই সব আগে ওঠে কেন? কেন, কখনো মনে হয় না যে, বিবাহের ধুমধাম বাঁশি নয় প্রেমের অস্ত-রাগেরই ঘণ্টা?' হঠাৎ তার এ গায়েপড়া আক্রমণে আমিও একটু জোর ক'রেই ব'লে বসলাম: 'কিন্তু বিবাহের কথা উঠতে না উঠতে তোমারই বা প্রেমের অস্তরাগের কথা মনে হয় কেন, এ-প্রশ্ন যদি করি?' আনা

বলল : 'সে-উত্তর তোমাকে আর একদিন দেব। কিন্তু শোনো। আমি তোমাদের চির-সুন্দর, অনবদ্য বিবাহ-প্রথাকে আক্রমণ করবার কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে ও-কথা বলিনি—বিশ্বাস কোরো। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে তোমাদের সমাজে কোনো মেয়ে কোনো সর্তের পরোয়া না রেখে কোনো ছেলের সঙ্গে একটু স্বাধীন বিহারের সুযোগ ও স্বাধীনতা পেতে পারে কি না। ধর, এ-রকম 'তেত-আ-তেত'?'* এবার আমাকে একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই 'না' বলতে হ'ল অবশ্য। তা'তে আনা জোর পেয়ে গেল। বলল : "আচ্ছা, তোমাদের কি কখনো মনে হয় না যে এতে ক'রে দেশের নরনারীর জীবনীশক্তি অঙ্কুরেই নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে?' আমাকে নিরুত্তর থাকতে হওয়ার দরুণ ভারি দুঃখ পেতে হ'ত নিশ্চয়ই যদি না ঠিক এই সময়ে রুমকে একটি নতুন সুরে একটি নৌকাবিহারের কাহিনী শুরু ক'ত।

"সত্যি সন্ধ্যারাণী, কাল রাতে ক্যাবারে জিনিষটাকে যে-ভাবে উপভোগ করলাম ও যে-চোখে দেখলাম এর আগে কখনো সে-চোখে দেখিনি। হঠাৎ-পুরী ক্যাবারে-র প্রতি-টেবিলের যুগল-মূর্তিকেই যেন আমার একটু সন্দেহের চোখে দেখতে ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু কাল আনা আমাকে বেশ ভাবিয়ে দিয়েছিল এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে। বলেছিল : 'তুমি যা সন্দেহ করছ যদি সে-সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক না হয় তাতেই বা কি? য়ুরোপে প্রতি নাগরিকের সঙ্গে প্রতি নাগরিকার মেলামেশার আদান-প্রদানে, কোথায় ওরা 'আর-না'-র গণ্ডী টানবে-না-টানবে সে-ভাবনা নিয়ে সমাজের কী এত মাথাব্যথা, বলো তো?' আমি একটু প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলাম : 'কিন্তু সমাজ যে রয়েছে এ-কথা তো অস্বীকার করাও চলে না। আর যেখানে তোমাকে-আমাকে নিয়েই সমাজ—সেখানে

* Tête-à-tête = নরনারীর নির্জন বিশ্রম্ভালাপ।

তোমার-আমার বিপদ হ'লে সমাজের কি কিছুই বলার থাকতে পারে না ? বাঃ !' আনা হেসে বলেছিল : 'এ সব তোমার সেকেলে কথা প্রবীণ-প্রবর ! যখন নারীকে সম্পূর্ণ পুরুষের কাঁধে চ'ড়ে থাকতে হ'ত, তখনকার দিনে নারীর বিপদে নারী খুবই অসহায় ছিল। তাই সে-যুগে সমাজের হয়ত এই পাহারাওয়ালা-ইন্‌স্পেক্টার-রূপের একটু সার্থকতা ছিল।' ব'লেই থেমে সামনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল : 'ঐ দেখ ঐ টেবিলে একটি ইহুদী মেয়ে একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ব'সে। মনে কর কি ও এত অসহায় যে প্রতি কথায় ঠোঁট ফুলিয়ে সমাজের কাছে ছুটবে প্রতীকারের জন্যে ? হয় ওর একটা চলনসই চাকরি আছে, না-হয় কিছু সম্পত্তি আছে। আর তা-ও যদি না থাকে তবে ওর এমন কিছু ভরসা আছে ঐ জাপানী সঙ্গীটির ওপরে যে, ও জানে কোনো বিপদ-আপদ হ'লে ভদ্রলোকটি ওকে একেবারে অথই জলে ফেলে পালাতে পারবেন না। রুশ দেশে ত আজকাল আরও সুবিধা,—অথই জলই আর নেই, কোনো মেয়ের যে অবস্থাই হোক না কেন, একটু-আধটু হাবুডুবু মাত্র সে খেতে পারে—কিন্তু কোনো অপনের জন্যেই অথই জলে ডুবতে পারে না। অর্থাৎ সমাজের ভার স্টেটই নেয়।' আমি বললাম : 'কিন্তু গৃহজীবনকে এ-ভাবে ধ্বংস করাটাই কি ভালো ?' তা'তে ও একটু উষ্মার সঙ্গে বলল : 'না। ভাল হচ্ছে পুরুষের কাঁধে মেয়েদের চাপানো—যেমন চেপেছিল আরব্যোপন্যাসের সেই সিন্ধবাদ নাবিকের ঘাড়ের ওপরকার নাছোড়বন্দ্ বুড়ো।' ব'লেই উষ্মা ছেড়ে ব্যঙ্গের সুর ধ'রে বলল : 'না, মনামি না। একদিন হয়ত নারীর ভরসা ছিল যে ও-ভাবে পুরুষের ঘাড়ে চেপে ব'সে থাকার মধ্যে শেষটায় চরম সার্থকতা মিলবেই মিলবে। কিন্তু আজকের দিনে ও-ভরসা প্রায় নির্মূল হবার উপক্রম। আজ ও-বন্দোবস্তে না স্বস্তি পান আরোহিণীরা, না বাহকেরা। অবশ্য

এখানে আমি গতানুগতিকদের কথা বলছি না, বলছি সেই সব প্রাণবন্ত নরনারীর কথা যাদের জীবন চিরদিন সমাজে স্রোত এনেছে, গতি এনেছে, বাঁধ ভেঙেছে, বাধা ডিঙিয়েছে।'

"আমি একটা জুৎসৈ উত্তরের কথা ভাবচি এমন সময়ে তিন-চারটি মেয়ে প্রায় উলঙ্গিনী হ'য়ে ষ্টেজের ওপর নাচ সুরু ক'রে দিল। আর তার পরে দর্শক ও দর্শনাদের সে কী হাততালি ও 'আঙ্কোর'—'আঙ্কোর'! আমার একটু যেন কেমন-কেমন লাগছিল, কিন্তু আনা নির্বিকার। সে শুধু বলল: 'এ নাচটার মধ্যে কোনো কিছু সৃষ্টি-প্রতিভাই দেখা গেল না। মামুলি গতানুগতিক—বাসি।' খানিক আগে নগ্ননৃত্য নিয়ে আমাদের একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আমি বললাম: 'তা হ'লেই দেখছ আমি যে বলছিলাম নৃত্যকে এ-ভাবে বে-আব্রু করতে গেলে শেষটায় তার পক্ষে হাততালি পাবার জন্মে শুধু নগ্ন হওয়া ছাড়া আর কিছু হবারই দরকার করে না সে-কথাটা নেহাৎ—' আনা বাধা দিয়ে বলল: 'সে-কথা তো আমি অস্বীকার করিনি। আমি বলেছিলাম অঙ্গের যদি সৌষ্ঠব থাকে তা হ'লে নৃত্যছন্দে সে সৌষ্ঠব জাহির করার মধ্যে দোষের কী আছে? নগ্নতা যদি ছবিতে আঁকা চলে তা হ'লে নাচে দেখানোই বা চলবে না কেন—অবশ্য যদি এ নগ্নতা সুন্দর হয়?' খানিকক্ষণ এই নিয়ে ফের কথা-কাটাকাটি চলতে চলতে আর একটি দৃশ্য অভিনীত হ'তে আরম্ভ হল।

"সেটি এক দৃশ্যে একটি ছোট্ট গল্প। একটি মেয়ে-টাইপিষ্টকে একদিন রাস্তায় একটি যুবক চোখ ঠারে। মেয়েটি সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে একটি নাচের ঘরে যায়। সেখানে খুব নাচতে নাচতে তারা পরস্পরের প্রতি ভারি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে। এখন হবি তো হ'—সেই ঘরে ঠিক সেই সময়ে নাচতে এসেছিলেন ঐ মেয়েটির স্বামী যাঁর সঙ্গে তার বছরখানেক

ছাড়াছাড়ি। তিনি স্ত্রীকে দেখে তার কাছে এগিয়ে আসেন ও তাদের মধ্যে একটু কথাবার্তা হয়। তাঁর নব প্রণয়িনীটি পলায়িতা হওয়ার দরুণ তিনি মেয়েটিকে আবার ফিরে আসতে বলেন। মেয়েটি বলে, না, সে আর-একটি ছেলের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছে ইতিমধ্যে। স্বামী প্রভুর এতে ঈর্ষানলে ঘৃতাহুতি পড়ে। তিনি তাঁর স্ত্রীর নবপ্রেমিকের কাছে গিয়ে তাকে রুখে দু-চারটে কথা বলেন। মেয়েটি তা'তে এসে তার গালে এক চড় মারে। মহা গোলমাল—পুলিশ এসে তাদের ধ'রে নিয়ে যায়।

অভিনয়টি হয়েছিল বড় চমৎকার। কিন্তু ভূত প্রণয়ীর রুখে ওঠা দেখে আনার মুখ তো রেগে লাল। ক্রমাগত সে বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগল: 'পশু—পশু - পশু।'

"নৃত্যটি শেষ হবার পর আমি দেখলাম সে ভারি বিচলিত হয়েছে। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিল যে, এখনও যে সভ্য সমাজের মধ্যে এ রকম উলঙ্গ বর্ব্বরতা নিজেকে জাহির করতে পারে এ কথা ভাবলেও তার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। আমি বললাম: 'কিন্তু স্বামীটির কথা যে তুমি একটুও ভাবছ না আনা।' আনা বলল: 'স্বামী আবার কি? মেয়েটি তার সঙ্গে থাকতে চায় না, এই কি যথেষ্ট নয়? এর পরেও কেবল এক বর্ব্বরেই এসে চড়াও হ'য়ে তার ভূত প্রণয়িনীকে এমনভাবে পীড়াপীড়ি করতে পারে।' আমি বললাম: 'কিন্তু তিনি যে বললেন ঐ পুরুষটিকে এত অল্প আলাপে একটা বিশ্বাস করা তার উচিত নয়?' আনা রুষ্ট হ'য়ে বলল: 'সে-কথা তাঁর বলার কি অধিকার? শুধু আইন অনুসারে এখনও মেয়েটি তাঁর স্ত্রী—এই লজ্জাকর অধিকারকেও কি একটা অধিকার ব'লে মানতে হবে নাকি?' আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম: 'লজ্জাকর অধিকার?' আনা

তীক্ষ্ণস্বরে বলল : 'নয়? যেখানে অপর পক্ষ ছাড়তে চায় সেখানে আইনের দোহাই দিয়ে শুভার্থী হ'য়ে তাকে বাঁধতে যাওয়া—উঃ—এর অগৌরবের কথা ভাবলে কি মানুষের ওপর—' ব'লেই আত্মসংবরণ ক'রে বলল : 'সে কথা যাক্। কিন্তু এইমাত্র তুমি ওদের অতি-অল্প আলাপের কথা তুললে কি ক'রে বলো তো? ধরো, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ তো খুবই সামান্য। কিন্তু তাতে কি এতটুকুও এসে যায়? ধরো, যদি রাস্তায় ঐ বর্বরটার মতন কোনো গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করে তা হ'লে আমি তাকে বেশি আপনার মনে করব, না তোমার কাছে প্রার্থনা করব বাঁচাও ব'লে?' আমি কেমন যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলাম—বুঝতেই পারছ। কি উত্তর দেব ভেবেই পেলাম না। আনা কিন্তু হেসেই বলল : 'বন্ধু, সময়ের অনুপাতেই কি ভাববন্ধটি গাঢ় হ'য়ে ওঠে, না প্রীতি বাইরের সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখে? ধরো, তোমাকে দুদিন আলাপের পরই তো এতটা মনের কথা ব'লে ফেললাম, কিন্তু মনে করো কি, আমার যে-কোনো আলাপীর সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গতা হ'তে পারত—শুধু দিনের পর দিন মিশলেই?' আমি হেসে বললাম : 'তা বটে আনা, কিন্তু মনের কথা কই তুমি বললে? তুমি ত শুধু তর্ক করলে প্রাণপণে।' আনা হঠাৎ আমার মুখের ওপর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বলল : 'কিন্তু তর্কের মধ্যে দিয়েই কি অনেক-কিছু বলিনি?' আমি বললাম : 'বলেছ বটে, কিন্তু তবু—' ও একটু হেসে বলল : 'এর চেয়েও বেশি বলতে গেলে কি খোপে টি'কবে গো,—দু'দিনের-বন্ধু?' আমি টপ ক'রে বললাম : 'বিলক্ষণ, বন্ধু দু'দিনেরই হোক আর চারদিনেরই হোক, বন্ধু তো!—তুমিই ত এ-কথা বললে—এইমাত্র।' আনা বলল : 'আচ্ছা, শোনো তবে একটু সুরু ক'রে রাখি আজ—বিশেষ যখন ঠিক এ-মুহূর্তে বলবার মতন মনের অবস্থায় এসে-যাওয়া গেছে।' কিন্তু ঠিক এই সময়ে একটা ভারি

চৈ-চৈ-ওয়ালা নাচ শুরু হ'ল বিশ্রী কাড়ানাকাড়া সমেত। আনা বিরক্ত হ'য়ে বলল : 'চলো উঠি। আজ আর হ'ল না।'

"উঠলাম—কিন্তু মনের মধ্যে ভারি একটা আক্ষেপ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠল, রসভঙ্গ হ'য়ে গেল ভেবে। এ-আক্ষেপ আমার আজ সমস্ত দিনেও যায়নি—কেননা বিদেশিনীর মনের গোপন তারের কাঁপন বিদেশীর কানে একটু বেশি লোভনীয় ঠেকেই। কিন্তু সে ভরসা দিয়েছে যে, এর পরের দিন তার মনের গোপন তারের ওপর দিয়ে একটু বেশিক্ষণ ধ'রেই আলাপ করবে—ক্ষতিপূরণস্বরূপ।

"হ্যাঁ—একটা কথা। এ-সব যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়—তোমার 'কানের দুল' বা 'ভুরুর টিপ' বা 'নাকের নথ' কোনো সইয়ের কাছেই না—না—না। বুঝলে তো? অমন কোনো সই-মিত্রার মৈত্রীতেই এ-স্বামী-মিত্রা রাজিনামা মঞ্জুর করবেন না জেনো। কারণ সইদের জাত যে একাই-একশোর জাত এ-সম্বন্ধে বিদ্বৎসমাজে মতভেদ নেই। একজন জানলেই বিশ্বজগৎ জানবে—সাক্ষাৎ কুন্তীকে কর্ণের শাপ—জানো তো? আর বাবার কানে এ-সব কথার কানাঘুষো গেলেও—বুঝতেই পারছ তো?—আজ এই অবধি গো, বিনত ভুবন বিজয়ি-নয়নে সন্ধ্যারাণী······ তোমার গোপন মোহন স্বপ্নরাজ।"

অতিথি সেবা

স্বপনের ষ্টুডিয়োটি ছোট হ'লেও এধারে কাচ ওধারে কাচ ওপরে কাচ কোণে কাচ—কাচে কাচে ধূল পরিমাণ। পারিসের মতন ঠেকদেশে নক্ষেত্রে যতটা আলোর পানে গগনচোরী কক্ষকে খুলে ধরা

যেতে পারে ততটা বে-আব্রু হ'তে স্বপন ত্রুটি করেনি। কাচের প্রচ্ছদের দাম বেশি—কিন্তু লক্ষ্মীর প্রসাদে স্বপনের চেকবুকেরও সম্মান রাখতে প্যারিসের তিন তিনটে ব্যাঙ্ক ছিল মজুদ—বিনা আপত্তিতে।

আনা এল বিকেলে। বলল: "বেশ চমৎকার ষ্টুডিওটি তো!—আবার সামনেই বাগান!"

স্বপন হেসে বলল: "এই—কর্ত্তব্যের সঙ্গে একটু প্রকৃতির চর্চ্চা আর কি। নইলে, জীবন তো হ'য়ে দাঁড়ায় শুধুই ধুলো। কফি খাও তো তুমি?"

—"হাঁ, তবে দুধ দিয়ো না।"

স্বপন ছোট্ট একটি ইলেক্ট্রিক স্টোভে কফি চড়াতে চড়াতে বলল: "দুধ না দিয়ে কফি মুখে দাও কেমন ক'রে মাদ্‌মোয়াসেল—"

—"ফের! কাল রাত্রে কাবারেতে বর্ণহীন তরল পদার্থের গা-ছুঁয়ে কী দিব্যি করা হয়েছে?—"

স্বপন হেসে বলল: "ক্ষমা। সাক্ষাৎ বাঙালীর ছেলে। একদিনেই কি বিদেশিনীকে নাম ধ'রে ডাকতে পারি? প্রথম প্রথম একটু ভুল হবেই।"

—"তুমিও ত বিদেশী—আনার কাছে। কই, আমি তো তোমাকে বেশ নাম ধ'রে ডাকতে পারছি সোয়পন!"

—"কই পারছ, আমায় দেশে ডাকে শপন ব'লে।"

—"তবে S-এর পরে একটা W জোড়ো কোন্ দুঃখে শুনি?"

—"ও-কথাটা সংস্কৃত কি না। কিন্তু ফনেটিক্সের গবেষণা এখন থাকুক। সত্যি, কফির সঙ্গে দুধ খাবে না মাদ্—আনা?"

আনা হেসে বলল: "এই তো চেষ্টা করতে না করতে সাফল্য। এপাতা! কিন্তু বিনা দুধে কফি খাওয়াতে এত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন? মানুষ জীবনে এর চেয়েও অসাধ্য সাধন করেছে।"

—"যথা ?"

—"কত দৃষ্টান্ত দেব ?"

—"একটা অন্ততঃ।"

—"প্রেমকে চিরস্থায়ী ব'লে তার স্তবগান করা, বিবাহকে ভগবানের বিধান ব'লে মানা—ঐ—ঐ তোমার কেটলির জল ফুটে উঠেছে—নামাও নামাও।"

স্বপন কফি-ফিলটারে গরম-জল ঢালতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। কেবল কফি তৈরি করার সময়ে আজ তার সেদিকে মন ছিল না—আনার কথা কয়টা ···ঘোরাফেরা করে মনের আনাচে-কানাচে।

সদ্য বন্ধু

কফি পান সমাপন হ'লে ব্লাউসে হাত দিয়ে আনা বলল: "তা হ'লে এবার খুলি—?"

স্বপন কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "দাঁড়াও—কয়েকটা এক্লেয়ার* রয়েছে যে। শেষ দেখি—তোমাকে দেওয়াই হয়নি—"

আনা তর্জনী হেলন সহকারে বলল: "এখন না। না-হয় শেষে হবে—আর এক পেয়ালা কফির সঙ্গে। জানো তো তোমাদের গুরুজাতি বিবেকী ইংরাজেরা কি বলেন ?—আগে কাজ পরে আনন্দ।"

স্বপন হেসে বলল: "তা হ'লে তো তোমার সিটিং দেওয়াটাকেই পরের পর্য্যায়ে ফেলতে হয় আনা!"

* Eclair—ক্ষীর পোরা লম্বা কেক।

আনা সকটাক্ষে বলল : "কেন আর স্বপন? অসভ্য তারা সিটি দিলে যারা আনন্দ পায়—তাদের জাতই আলাদা যে।"

—"আচ্ছা—তা! যেন মসিয়ে বেনার একটুও আনন্দ পান না।"

—"তাঁর সঙ্গে তোমার প্রভেদ যে আকাশ পাতাল মনামি, ভুলছ কেন? নারীর নগ্ন-দেহ তাঁকে আনন্দ দেয় ব'লে তোমাকেও দেবে! বাঃ! খাসা যুক্তি তো!"

স্বপন ঈষৎ আহত হওয়া সত্ত্বেও জোর ক'রে হেসে বলল : "যুক্তিটা আমার হয় তো নিখুঁৎ হয়নি—কিন্তু দুজনের শিরায়ই যেটা প্রবহমান সেটা তো একই তরল পদার্থ! তবে তাঁর দ্বারা যা সম্ভব আমার দ্বারা তা—"

—"কী পাগলামি করছ বলো তো? মনে-প্রাণে যে শিল্পী তার রক্ত—আর মনে-প্রাণে যে ভালো ছেলে তার রক্ত? দেখতে দুই-ই লাল ব'লেই কি একই উপাদানে তৈরি বলতে হবে? ইকর ও সাঁ?" *

স্বপন খুব খুশি হ'ল না, কিন্তু চেপে গেল।

আনা ফের বলল : "কিন্তু তোমাকে দেহতত্ত্ব বোঝাবার জন্যে কি আমাকে এখানে তিনি পাঠিয়েছেন মনে করো? প্রস্তুত?" ব'লে ব্লাউজে হাত দিল ফের।

স্বপন বিপন্ন সুরে বলল : "একটু বাদে আনা। দাঁড়াও, আমার তুলিটুলিগুলো আগে বার করি।"

দীর্ঘসূত্রিতা? কিন্তু তার বুকের মধ্যে ভালো ছেলের রক্ত যে আজ হঠাৎ একটু বিশেষ রকম উতলা এ-কথা আনার কাছে ধরা প'ড়ে গেলে

* দেবতার ধমনীতে যে রক্ত বয় তার নাম ichor, মানুষের বেলায়—রক্ত বা sang ফরাসীতে।

সে কি আর কোনোদিন তার বা মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারবে? তাই সে এইসব ছুতোয় যা ঘটবেই তাকে দেয় বাধা—জিনিষপত্র বার করতে করে দেরি। আনা শেষটায় ব'লে বসে :

—"কি-একটা ভাবছ তুমি, না?"

—"কই, না তো!" কয়েক সেকেণ্ড নিস্তব্ধতায় কাটে।

—"যদি কিছু মনে না করো—একটা কথা জিজ্ঞাসা—"

—"স্বচ্ছন্দে। আমি ত য়ুরোপীয় নই যে প্রশ্নবাণ সম্পর্কে ছুঁৎমার্গপন্থী হব।"

—"তুমি বিবাহিত?"

স্বপন চকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল : "হঠাৎ?"

—"আহা বলোই না—এইমাত্র তো বলছিলে যে তুমি য়ুরোপীয় নও। নিশ্চয় বিবাহ না ক'রে তবে এ-দেশে পা দাওনি?"

—"দিয়েছি।" ব'লেই তার ভারি অনুতাপ এল—লজ্জাও।...... তৎক্ষণাৎ বলল : "—অর্থাৎ—ঠিক বিবাহ নয়।"

—"এর মধ্যে আবার অর্থাৎ কি?—ও—বাগ্‌দত্ত?"

স্বপন ব'লে ফেলে : "হাঁ।" ব'লে একটু স্বস্তি বোধ করে যেন তবু।

—"তোমার বাগ্‌দত্তা তোমায় ভালোবাসেন?—না, এত কথা জিজ্ঞাসা করলে আগুন হ'য়ে উঠবে?"

স্বপন তুলিটুলিগুলো পাশে রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করল : "বিলক্ষণ। তুমি যত ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পার—কেবল এই সর্তে যে, আমাকেও অনুরূপ প্রশ্নের অধিকার দেবে।"

আনা হাসে : "সে অনুমতি আমি তোমাকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারি—এবং বিনা সর্তে।"

—"বিনা সর্ত্তে কেন?"

—"যার ত্রিকুলে কেউ নেই, সে নিজের কথা গোপন করতে চাইবে বা কোন্ লজ্জায়, আর আত্মকাহিনী বলার আগে সর্ত্ত করতে যাবেই বা কোন্ কুণ্ঠায়?"

—"আত্মকাহিনী গোপন করতে যায় কি মানুষ ...—"

—"অবিশ্যি। বন্ধুবান্ধবের কাছে যার সম্মানের ... আছে, সমাজে শ্রদ্ধেয় হবার যার উচ্চাশা আছে, প্রিয়জনের প্রীতি ...য় রাখার যার মাথাব্যথা আছে—একটু বুঝে-সুঝে না চললে চলে তার?"

—"কেউ নেই তোমার?"

স্বপনের সুরে একটা কারুণ্য যেন ফুটে ওঠে···চাপতে পারে কই?

—"আছে। স্বামী।"

—"স্বামী!" স্বপন চমকে ওঠে।

আনা হাসির লহর দেয় তু'লে: "অত ভয় কি বন্ধু? মাত্র আইন অনুসারে স্বামী বলছি—তার বেশি না।"

—"ভয় মানে? তার বেশি থাকলেই বা—"

—"তবে 'স্বামী!' ব'লে অমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গি...ছলে কেন? একটা ঢোঁক গিললেই বা কী আতঙ্কে শুনি?"

স্বপন জোর ক'রে ঠোঁটে হাসি টেনে এনে বলল: "তোমাকে বোধ হয় এবার চিনতে পারছি মাদ্‌মো—আনা—একটু একটু ক'রে। তুমি হচ্ছ পুরোদস্তুর ফরাসী মেয়ে! অস্থিতে মজ্জায় ফরাসী বান্ধবী—amie —যার কাজ কেবল বন্ধুকে—ami-কে—কথায় কথায় অপ্রস্তুত করা— O la la, quelle taquine!" *

—"তা হ'লে এবার গম্ভীর হ'য়েই উত্তর দি। তোমার কী প্রশ্ন

* বাপরে, কী ক্ষেপাতে ভালোবাসো তুমি!

ছিল যেন ? ও—হ্যাঁ ; 'আইন অনুসারে স্বামী' কথাটার মানে জানতে তোমার কৌতূহল হচ্ছে, না ?

—"মানে তাইতো—"

—"প্রায়। তবে এখনো কেস চলছে ব'লে আইন অনুসারে তাঁকে আমার স্বামী না ব'লে উপায় কি বলো ?" আনা হাসে। কিন্তু কী এক করুণ রেশ যেন সে-হাসিতে !

—"মাফ কোরো আনা।"

—"এ-কথা তোলার জন্তে ? না, আমার স্বামীর সম্বন্ধে কিছুই না জানা সত্ত্বেও তোমার মনে তাঁর প্রতি একটা বিদ্বেষ জন্মেছে এইজন্তে ?"

—"বিদ্বেষ !" স্বপন ভারি অস্বস্তি বোধ করে। একটু রাগও। এ কী রকম ঠাট্টা !

আনা খিল খিল ক'রে হেসে ফেলে।

—"বিদ্বেষ কথাটা শুনতে যত মন্দ সত্যিই তো আর তত মন্দ নয় বন্ধু, যে, অত রাগ করছ। ভেবে দেখ না, রসিক পুরুষপুরুষের স্ত্রী থাকাটা যে-কারণে তার রোমান্সের পথে কাঁটা, পূর্ণ-যৌবনার স্বামী থাকাটাও কি ঠিক সেই কারণেই অশাস্ত্রীয় নয় ?"

ফের কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে হেসে স্বপন বলে : "হ'তে পারে। কেবল—আমাকে রসিক ঠাওরালে কি জন্তে জানতে পারি কি ?"

—"যে দূরদর্শী শিল্পী সদ্য-পরিচিতা মডেলের সামনেও স্ত্রীকে বাগদত্তা ব'লে পরিচয় দিতে এত ব্যগ্র তাকে যদি রসিকচূড়ামণি না বলব, তো বলব কাকে স্বপন ?"

স্বপনের মুখ হ'য়ে ওঠে টকটকে লাল !

আনা ফের তার হাসির বান ডাকিয়ে দিল : "কিন্তু কি রকম

blague * ক'রে ধরেছি সেটা বলো ?—আরে ছ্যাং বন্ধু। এতে অত লজ্জা কি ? আমার তো আজ তোমার প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা এল।"

স্বপন হাসবার ক্ষীণ চেষ্টা করে : "মিথ্যে বলার জন্যে ?"

—"নিশ্চয়। মিথ্যা বলে মানুষ কখন ? না, যখন জীবনের বেখাপ্পা অসঙ্গতি ও বেরসিক যোগাযোগ সম্বন্ধে তার চোখ ফোটে। এ-অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখে উপায় আছে ?"

স্বপন অপ্রতিভস্বরে বলে : "মানে ?"

—"এই ধরো না কেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি ঠিকই বুঝেছিলে—তা মুখে স্বীকার করো বা না-করো—যে, ঘরে তোমার পত্নী থাকাটা তোমার-আমার মধ্যে—অর্থাৎ কি না—হৃদ্যতার পথে—একটা মস্ত কাঁটা হ'তে বাধ্য। অথচ কোনো যোগাযোগে যে তোমার প্রেমাস্পদ তোমার চলার পথে কাঁটা হ'তে পারেন এ কি তুমি এর আগে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলে ?—পারোনি তো ?—তা হ'লেই দেখ—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমার এমন একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে—যার ফলে তোমার সত্যসন্ধী মুখ দিয়েও হিস্ক্রেক্ষ আক্রন্দনের মতনই বিদ্যুদ্বেগে বেরুল মিথ্যা। কিন্তু এতে কুণ্ঠা কেন 'মনামি' ? হৃষ্ট হও। এটা তো উন্নতিরই সূচনা করে।"

স্বপন ফের ব্যর্থ হাসির চেষ্টা ক'রে বলল : "কিন্তু তুমি যে এত ভেবে-চিন্তে—"

—"ভেবে-চিন্তে না। স্ত্রী নেই ব'লেই তুমি খতমত খাওয়াতে আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু শোনো, স্বপন। সত্যি আমায় ক্ষমা কোরো তুমি বিবাহিত কি না জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে নিতান্তই মেয়েলি কাজ হ'য়ে গেছে। কাজেই গর্হিত।"

* ধাপ্পা

স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'ল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রীতও। আনা তার দিকে অচঞ্চল নেত্রে তাকিয়ে ফের বলল : "সত্যি, আমার অন্যায় হয়েছে এতটা—"

—"বাঃ, তা'তে আবার হয়েছে কি? পরশু কাবারেতে কি কথা হয়নি যে, এখন থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুর মতনই আচরণ করব? আর বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে ঠাট্টা করবে না তো করবে কি সাধুসন্ত?" ব'লে ঈষৎ গ্যালান্ট্রির সুরে বলল : "বিশেষ ক'রে বন্ধুর কাছে বান্ধবীর সাত খুন মাফ্ যে—ভুলছ কেন?"

আনা এ-ঠাট্টায় সাড়া না দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত স্বপনের মুখের ওপর তার ডাগর নীল নিষ্পলক চোখ দুটি স্থাপিত ক'রে পরে হঠাৎ মৃদুস্বরে বলল : "স্বপন, তুমি সত্যি আমার বন্ধু হবে?"

স্বপন একটু যেন কেমন-কেমন বোধ করল। ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্ত্তন-শীলার ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে চলা ভার! কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সস্মিত সুরে বলল : "হব মানে? বন্ধু কি আমরা নই নাকি এখনো?—বিশেষত পরশু রাত্রে অত কথার পরে?—বাঃ!"

—"সত্যি বলছ?"

আবার সেই অস্বস্তি। যাহোক, মুখে হেসে স্বপন বলল : "বাঃ, সত্যি না তো কি? যদিও মনে রেখো পরশু তুমি যা বলতে যাচ্ছিলে তা বলোনি।"

আনা একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল, হঠাৎ সোজা উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল : "বলব 'মনামি'—বিশেষতঃ যখন তুমি হ'লে আমার সত্য বন্ধু—সত্যি বন্ধু। কিন্তু এখন না। বড় বেশি বিশ্রম্ভালাপ হ'য়ে গেছে আসল কাজ রেখে। মসিয়ে বেনোর বলবেন কি?"

ব'লেই ব্লাউজটা ফেলল খুলে।

স্বপনের বুকের রক্ত দুলে ওঠে। তার দিকে একবার চকিতে তাকিয়েই পরে যেন যন্ত্র-চালিতের মতন চট্ ক'রে গিয়ে দোরে চাবি দিয়ে এল।

আনা তার চিরাভ্যস্ত ললিত সুরে বলল : "জানো বন্ধু, এ-কাজটি তোমার অত্যন্ত কাঁচা কাজ হ'য়ে গেল—যদি ধরা পড়ো।"

স্বপন ত্রস্ত সুরে বলল : "ধরা?—কি রকম?"

আনা হেসে বলল : "যদি কেউ দোরে আঘাত করে ও তারপরে তোমার চাবি খোলার শব্দ হয় তা হ'লে সেটা যে তোমার ও আমার বিরুদ্ধে চরম সাক্ষ্য, জানো বোধ হয়? চাবি না দিলে তুমি তাকে সোজা 'এসো' বলতে পারতে—কিছুই হ'ত না। কিন্তু তালার মধ্যে চাবির ঐ একটি আবর্তনে পৃথিবীর আবর্তনের মতোই দিনটা হ'য়ে পড়ে স্রেফ্ রাত।"

স্বপন রক্তিম হ'য়ে বলল : "আমি ভেবেছিলাম কি—অর্থাৎ যদি আমি 'এসো' বলবার আগেই কেউ ঢুকে পড়ে।"

আনা তার হাসির ঢেউ বিছিয়ে দিয়ে বলল : "তা'তে এমনই বা কি ক্ষতি হ'ত শুনি? দেখত আমি সিটিং দিচ্ছি। আর অপরিচিত হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকলে যে আমি ঠিক আত্মহারা হ'য়ে পড়ি না এ-সত্যের সঙ্গেও তো তোমার পরিচয় আছে। নেই কি?"

স্বপন দোর খুলতে উঠল।

আনা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বলল : "ভয় নেই মঁশের, * ভয় নেই। আমার স্বামী খবর পাবেন না। আর পেলেই বা কি? আমাকে খুবার ক'রে তো আর ডাইভোর্স করতে ছুটবেন না।" ব'লে

* Mon cher—প্রিয় সখা

তার আমার হাতটা ধ'রে টেনে বলল : "বোসো।" স্বপনের মুখ-চোখে কে যেন ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে।

আনা তবুও নিষ্করুণ স্বরে বলে : "আর আমিও যে এই দোরে চাবি দেওয়ার কথা ব'লে কোর্টের স্মরণ নেব না এটুকু বিশ্বাস আশা করি বন্ধু বন্ধুর কাছে দাবি করতে পারে?"

—"না—তা নয়—তবে—"

—"যেতে দাও স্বপন, প্রগল্‌ভতা ক্ষমনীয়। এখন তোমার কাজ সুরু কর।"

ওর চোখ দুটোতে ঠিকরে বেরোয়—কৌতুক।

"বাক্যের ঝড়, তর্কের ধুলি"

মিনিট পনের ধ'রে স্বপন একাগ্রচিত্তেই আঁকল। আনার প্রগল্‌ভতার জন্যেই হোক বা আরম্ভের প্রথম বাধা অতিক্রম করার দরুণই হোক স্বপন আজ আর প্রথম দিনের মতন অস্বস্তি বোধ করছিল না। হয়ত আনার একাকিত্বের মধ্যে একটা নিঃসহায় ভাবও তাকে খানিকটা আর্দ্র ক'রে তুলেছিল।···তাছাড়া কৌতূহল কি মানুষকে পরস্পরের খানিকটা কাছে না এনে পারে?···

হঠাৎ তার কি মনে হয়। সে তুলি পাশে রেখে কোমল কণ্ঠে বলে : "তুমি যদি ঠায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ক্লান্তি বোধ করো তা হ'লে একটু বিশ্রাম ক'রে নাও না, নেবে?" ব'লেই জাগে কুণ্ঠা। এত দরদ দেখালো ও কী ভেবে?

আনা ওর দিকে একবার সস্মিত কটাক্ষ ক'রেই পূর্ব্ববৎ একভাবেই

দাঁড়িয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল। স্বপন আবার তুলি ধরল। কিন্তু কেবলই মনে হ'তে থাকে অতটা কোমলতা স্বরের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে গেল কেন ?···

হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল, এই একভাবে দাঁড়ানোর মধ্যে যে-দৃঢ়তা, যে-লৌকিকতাবিরাগ যে-সাহসের ইঙ্গিত রয়েছে সে-ইঙ্গিতটি কি আনার চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য নয় ? অথচ—কই ?—তার ছবিতে তো এই ইঙ্গিতটিই ফুটেছে সব চেয়ে কম !···

প্রায় মিনিট পনের নানাভাবে চেষ্টা করল—এখানে ছুঁয়ে ওখানে বুলিয়ে সেখানে মুছে···এই বিশিষ্টতাটুকু ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু ক্রমাগতই কেন যেন মনে হয় : যতই বদলাচ্ছে ততই যেন আনার মুখ-চোখের মধ্যে নির্ভীকতার স্থলে ফুটে উঠছে একটা কারুণ্য, কুণ্ঠা, লজ্জা···দূর্। আচম্কা তুলি রেখে দিয়ে ও ব'লে ওঠে : "আজ আর হবে না।"

আনা ঘরের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বলল : "কিন্তু এক ঘণ্টা তো এখনো হয়নি, মিনিট দশেক বাকি যে এখনো।"

—"হোক। শিল্পীর কাজ মজুরি-কুরন নয়। আমি নিজের প্রতি আজ হতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছি।"

আনা কর্সেট পরতে পরতে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ ফিক্ ক'রে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল : "কেন ?"

—"তোমার মুখে যে-ছবিটি দেখছি সেটি কোনোমতেই রেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম কই ?"

—"ম' দিয়া।* আমার মুখে কী ছবি আবার দেখলে তুমি এরই মধ্যে ?"

—"আমি আঁকতে পারি ছবি—কাজেই ছবিতেই যা ফোটাতে পারলাম না, মুখে তা ফোটাব কেমন ক'রে বলো দেখি ?"

* Mon Dieu !—বাপ্‌রে !

—"কেন? ক্রমাগত বিশ্লেষণ ক'রে, পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, নানা দিক থেকে দেখতে চেষ্টা ক'রে? মুখে কথা ফোটে কি অন্নে?"

—"ভাবের আলোয় যা ধরা না পড়ল—বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদের হাত-ছানিতে তা পড়বে? ইন্‌টুইশনের—"

—"এই ধরণের ধোঁয়াটে কথা শুনলে আমার ভারি রাগ হয়। যে-সব সহায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের পথভ্রান্ত করে তাকে দিশারী ব'লে মানা?"

—"ইন্‌টুইশনকে মানো না?" স্বপন ফের আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠল। "না সত্য-নির্ণয় ওতে হয় না কখনো বলতে চাও?"

—"হবে না কেন? বাজি-ফেলেও ত অনেক সময় জেতা যায়। কিন্তু তাই ব'লে কি বাজি-ফেলার পদ্ধতিকেও সত্য-নির্ণয়ের পদ্ধতি ব'লে মেনে নিতে হবে না কি?"

—"তবে কাকে মেনে নিতে হবে শুনি?"

—"কেন?—যুক্তি, পরীক্ষা, বিচার—"

—"ওদেরও কি ইন্‌টুইশনের মতনই ভুল হয় না?"

—"সম্ভাবনা কম। অন্ততঃ নেশার ঘোরে চলার চেয়ে সাদা চোখের দৃষ্টি অনুসারে চললে খানায় পড়তে হয় কম।"

স্বপন হেসে বলল: "এ তোমার গায়ের জোরের কথা আনা মাফ কোরো। যদি সাদা চোখের দৃষ্টিতেই মানুষকে সব চেয়ে বেশি চেনা যেত তা হ'লে প্রেম-দেবতার রঙীন নেশা বহুদিনই হ'য়ে যেত বাতিল।"

আনার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ তিক্ত ব্যঙ্গের আভা উঠল ফুটে: "বাতিল হবেন কী দুঃখে? মৌতাতীকে তো প্রতি পদেই সুখদীর্ঘ জ্ঞান হারাতে হয়! তাই ব'লে কি নেশাভাঙ বাতিল হয়েছে জগতে?"

—"আশ্চর্য্য করলে আনা। প্রেমের দীপ্তি আর নেশাভাঙ এ-দুই সমান হ'ল?"

—"নয় কেন ? প্রেমের দীপ্তি প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা শুনতে বেশ ঘোরালো গোছের ঠেকে বটে ; কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে, ও-দীপ্তি আমাদের মদের নেশার মতনই খানায় ফেলে—প্রায়ই ?

—"তা'তে প্রমাণ হ'ল কী ?"

—শুধু এই যে, প্রেম-টেম হচ্ছে একটা ভাবালুতা—ঐ যা বললে—রঙীন নেশা। যদি নেশা কথায় তোমার এতই আপত্তি থাকে তা হ'লে না-হয় বড় জোর চোখের-ঘোর অবধি বলতে রাজি আছি। কিন্তু তাই ব'লে প্রেমের পদে-পদে-ভ্রান্ত-রায়কে দীপ্তি, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়ে উঁচু ক'রে তু'লে ধরতে পারিনে। ইনটুইশন ? দূর্।"

আনা ঠিক ঠাট্টা করছে না কি ?···কই না!···মুখ তো খুব গম্ভীরই! তবে ? স্বপন মুখে হাসি টেনে এনে বলল : "তুমি ঠাট্টা করছ—নিশ্চয়ই —নইলে—"

—"মোটেই না। ধরো না কেন আমারই দৃষ্টান্ত। আমার স্বামী ঐ প্রেমের—কি বলছিলে ?—হাঁ হাঁ, দীপ্তি—না ? আমার স্বামী ঐ প্রেমের দীপ্তিতে আমাকে যা বুঝেছিলেন, সুস্থ-বুদ্ধি দিয়ে তো দেখতে পাই তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝেছিলেন। তবু প্রেমোচ্ছ্বাসীর ইনটুইশন-স্তবে কথায়-কথায় গদ্গদ হ'য়ে উঠতে হবে ?"

—"তোমার স্বামী কি তোমাকে না ভালোবেসে শুধুই মস্তিষ্কের সাহায্যে তোমাকে বুঝতে গিয়েছিলেন বলতে চাও ?"

আনা সামনের জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের বাগানে একটা লতা-নিকুঞ্জের দিকে চেয়ে খানিক চুপ ক'রে রইল। আনত সন্ধ্যা।···অস্ত-রবির শেষ রক্তরাগ তার চারদিকে এমন আদরে ঘিরে!···তারই ফাঁক দিয়ে একটুকরো মেঘের কপালে ছোট্ট একটি সোনার কালি। মেঘের নিচের দিকে একরাশ ঘন ছাইয়ের রঙ উঠেছে অপরূপ হ'য়ে নীলাভ আকাশের

পটভূমিকার 'পরে। ঘরের মধ্যে গোধূলির ধূসরিমা যেন হঠাৎ উঁকি মেরে যায়! খানিকক্ষণ দুজনেই বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে—হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে আনা বলল: "সে ভারি জটিল ব্যাপার স্বপন। দু'কথায় তার বর্ণনা হয় না ও-রকম ভাবে। তাছাড়া খানিকটা অনুরূপ অবস্থার ধারণা না থাকলে ঠিক বোঝানোও যায় না এ-সব কথা। আঁবিয়াস* ব'লে একটা কথা জানো।"

স্বপন কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "আমি বুঝতে পারিনি আনা; যদি কোনো রকম অযথা কৌতূহল প্রকাশ হ'য়ে গিয়ে থাকে—"

মুহূর্তে সুর সহজ ক'রে নিয়ে আনা বলল: "তা নয় স্বপন। কৌতূহল যদি জেগেই থাকে তো প্রকাশ করায় দোষই বা কোথায় বলো?—বিশেষত এই খানিক আগে আমাদের বন্ধুত্ব পাতানোর পরে? আর তোমাকে বলতে আমার যে সত্যি কোনো আপত্তি আছে তা-ও নয়—"

—"যদি থাকেই—তা হ'লেই বা—"

—"কিন্তু নেই যে—সত্যি বলছি। মনে নেই তোমাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম যে নারীর মধ্যে কোনো-একটা বিশেষ অজানা, রহস্যময় গৌরব আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না?"

—"আছে। কিন্তু তাই কী?"

—"শুধু এই যে, যা নেই তাকে রঙ্-চঙ্ দিয়ে সাজিয়ে, রাংতা দিয়ে মুড়ে 'আছে' ব'লে জাহির করাকে আমি বিশ্বাস করি না।"

—"বাঃ! সাজানোর আর্ট ব'লে কোনো জিনিষ তুমি মানো না?"

—"মানে?"

—"এই কালই তুমি রাস্তায় যেতে যেতে বললে না মডেলের সঙ্গে যে

* Ambiance = পরিমণ্ডল, আবেষ্টনী।

মানুষে সচরাচর প্রেমে পড়ে না তার কারণ, সে তার দেহের ওপর থেকে আবরুর ও রহস্যের ইন্দ্রজালটি ফেলেছে ছিঁড়ে ?

—"হ্যাঁ। তাই কী ?"

—"তা হ'লে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় না কি যে, নারীর পক্ষে তার রহস্যের ঘোমটাটি বজায় রাখার একটা সার্থকতা আছেই ? রঙ্গমঞ্চের পেছনের দড়িদড়াকেই বলব তার চরম রিয়ালিটি, আর সামনের রঙ্-চঙ্ সাজসজ্জাকে বলব মায়া ? মুখের মাংস, আভা, রক্ত, প্রাণ সব ছেড়ে কঙ্কালকেই মানতে হবে চরম সত্য ?"

আনা চকিতে হাসে। তার পরেই গম্ভীর হ'য়ে বলল : "তর্কের স্থলে উপমায় আমার ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তোমার এ-কথাটা খুব মন্দ হয়নি মানছি। কিন্তু—" ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল : "কিন্তু একটা কথা বলবে আমাকে সহজ ভাষায়—কাব্যিয়ানা বাদ দিয়ে ?"

—"কী !"

—"আখেরে এ সব প্রশ্নের নিষ্পত্তি করে কে ? যে ক্রেতা—যে দাম দেয়—সেই না ? আমি তো একবারও বলিনি যে কারুর কাছেই এ-সব রঙ্-চঙ্ সাজসজ্জার দাম নেই। যার কাছে এ-রকম ছদ্মবেশে এ রকম মনভোলানো রঙ্-চঙের বেসাতি—প্রেমের উঞ্ছবৃত্তি ভালো লাগে তার কাছে যে এ-ধরণের হাবভাবের দাম খুবই বেশি হবে—এ তো জানা কথা। আর সেইজন্যেই না পনের আনা লোক নিত্য প্রেমে পড়ে।" আমি এ-জলজ্যান্ত পনের আনা লোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছি না কি ?"

স্বপন হেসে বলল : "তবে কি অস্বীকার করেছ শুনি ?"

—"সেই মনোবৃত্তির মূল্য—যা সাবধানতা, গোপনতা, ইঙ্গিত ও ছলের আওতার বাইরে বাঁচতে পারে না—যার আলগা পাপড়ি বাস্তবের খোলা

আলো-হাওয়ার স্পর্শমাত্রেই যায় ঝ'রে। অন্ততঃ এ-রকম পত্রপদানত মহিমাকে ঠিক মহিমা ব'লে মেনে নিতে আমি নারাজ।

—"কিন্তু মানতে নারাজ হ'লেই কি মহিমাকে দেওয়া যায় উড়িয়ে? অনেক সন্ন্যাসী নেই কি যারা মাতৃস্নেহের মহিমাকেও দুর্বলতা ভেবে করে অস্বীকার?"

আনা ওর দিকে চেয়ে একটু কৃপার হাসি হাসে যেন। হঠাৎ বলে: "আচ্ছা স্বপন, আমার একটা কথার স্পষ্ট উত্তর দেবে—অকপটে?"

—"কী কথা?"

—"তুমি কি সত্যিই অন্তরের মধ্যে অনুভব করেছ যে নারীর মধ্যে এমন একটা বিশেষ মহিমা আছে যা নেই পুরুষের মধ্যে?"

স্বপন আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "বাঃ—কে না করেছে?—নইলে—" ব'লেই থেমে গেল।

—"নইলে কি?—আচ্ছা শোনো—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে পারো—ঠিক কোথায় নারীর এ মহিমার মূল্য?"

স্বপন একটু ভাবে: "ধরো—এই চিত্রকলারই কথা। প্রথমতঃ ধর নারীর দেহ। যদি নারীদেহের মধ্যে একটা বিশেষ মহিমা না থাকবে তবে জগতময় নগ্ন-পুরুষের চেয়ে নগ্ন-নারীরই বা এত আদর কেন? আমাকে তুমি না এঁকে তোমাকেই বা আমি আঁকতে যাই কেন?"

—"তার ঢের কারণ আছে। যেখানে পুরুষ জীবন-সংগ্রামের কর্ণধার সেখানে নারীকে সৌন্দর্যের মহিমার আধার না ক'রে গতি কি? নারীকে যদি খেটে খেতে হ'ত ও পুরুষ থাকত ঘরে, তা হ'লে নগ্ন-পুরুষের দেহই হ'য়ে উঠত সৌন্দর্যের আকর ও ঘোমটা টানত সে-ই।"

স্বপন অবাক হ'য়ে কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে চেয়ে রইল: "তুমি ঠাট্টা করছ আনা—নিশ্চয়।"

আনা হেসে বলল : "যা শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই তাকে ঠাট্টা ব'লে উড়িয়ে দেওয়াটা তর্কের কৌলীন্য-প্রথা হ'তে পারে বটে কিন্তু বরেণ্য-প্রথা নয়।"

—"কিন্তু ইতিহাসে এ-রকম কোনো দৃষ্টান্ত আছে? বাঃ!"

—"কেন থাকবে না? মিশর দেশে এক সময়ে স্ত্রী ও পুরুষের স্থান সমাজে ছিল ঠিক উলটো। তখন নগ্ন-পুরুষের ছবি ও মূর্ত্তিরই বেশি আদর ছিল। 'Dominant Sex' ব'লে বিখ্যাত বইটি পড়নি? তা'তে দেখবে গ্রন্থকার আরও অনেকগুলি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে নারী যেখানে প্রধান সেখানে অবলার পার্ট নিয়ে থাকে পুরুষেই। সুতরাং নারীর নারীত্বের যে ধারণাটি সমাজের কোনো বিশেষ আবহাওয়ায় গ'ড়ে ওঠে সেটাকেই তার স্বরূপের যথার্থ পরিচয় বলা চলে না।"

স্বপন ঠাট্টার সুরে বলল : "অতএব—প্রমাণ হ'য়ে গেল যে নারীর মধ্যে অবলাত্ব নেই?"

—"প্রমাণ-টুমাণের কথা রাখো। এ-সব কথা প্রমাণ হোক বা না হোক তা'তে মানুষের লাভ কতটুকু বলো?"

—"*তা হ'লে লোকের কথা রেখে তোমার মনোগত কথাটিই না-হয় বললে একবার।*"

—"সেটা খুবই সাদা। আমি শুধু বলি—যে-কথা সেদিনও বলেছিলাম—নারীর চারধার থেকে এই মিথ্যা রহস্যের পর্দ্দা দাও সরিয়ে। তাকে দেবীত্ব ও কাব্যকুয়াশার আড়ষ্ট প্রতিমূর্ত্তি ক'রে রেখো না—দাও তাকে কথা বলতে, দাও মাটিতে হাঁটতে। পুরুষের মাধুর্য্যের ধারণার যূপকাষ্ঠে তার নিজত্বকে পদে পদে দিও না বলি।"

স্বপন কি বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

আনা তার চিন্তানত মুখের ওপর অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে বলল : "তাই

আমি শুধু দেহের দিক দিয়ে আবরণ-মোচনের চেয়ে ঢের বেশি মূল্য দেই—মনের রহস্যের ঘেরা-টোপটি ছিঁড়ে ফেলার।—কারণ এই দেবীরা চান সদাসর্ব্বদা দুর্ব্বোধ্য থেকে তাঁদের বাজার-দর বাড়াতে। তাই যদি হঠাৎ কোনো দেবী একবার ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেন যে তাঁরা শুধু যে রহস্যময়ী ত্রিদিবচারিণী নন, তাই না—সাধারণ নারী মাত্র, কিম্বা যদি বলেন তাঁরা আগে মানুষ তারপরে নারী, তা হ'লে এই দেবীরা দলকে-দল ওঠেন ক্ষেপে।"

—"কেন ?"

—"উঠবেন না ? বাঃ! পুরুষের যে-বিশ্বাসের ওপর তাঁদের অন্ন নির্ভর করছে সে-বিশ্বাসের মূলে আঘাত করলে দেবীরা আগুন হ'য়ে না উঠে পারেন ? তুমিই বলো না ? দেবী হোন্ বা নাই হোন্, সব-আগে তো চাই বাঁচা ?" ব'লেই আনা হেসে ফেলল।

স্বপনও যোগ দিল হাসিতে। বলল : "দেবীদের চরিত্র দুর্ব্বোধ্য এ-খ্যাতি রটে গেছে কি তাঁদের এইজন্যেই নাকি ?"

—"নইলে এতবড় ভুল খ্যাতি কি এ-রকম বিপর্য্যয় টঁ্যাকসই হ'ত মনে কর ?"

—"ভুল খ্যাতি ?"

—"নয় ? কেন তোমরা মনে করো শুনি যে আমরা এমন একটা উপাদানে গড়া যা আলোসহ নয় ? কাপড়ের নিচে তো সবাই নগ্ন! মেয়েরা নিজেরা তো জানে—তারা কি উপাদানে গড়া। যদি কোনো সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিমতী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করো তো দেখতে পাবে সে বেশ জোর ক'রেই বলবে যে, তার পুরুষ বন্ধুর চেয়ে সে আসলে একতিলও বেশি দুর্ব্বোধ্য নয়। অবশ্য এখানে আমি হিষ্টিরিয়ামগ্রীর কথা বলছি না, মনে রেখো।"

—"এ একটা তোমার কথাই নয় আনা। মানুষের চরিত্রের যদি সবটুকু স্বচ্ছ ও সুবোধ্য হ'ত তা হ'লে কি আর্টেরই সৃষ্টি হ'ত, না দর্শন চিন্তারই কোনো কদর থাকত ?"

—"সবটুকুই সুবোধ্য বলছে কে ? আমার বক্তব্য এই যে নারী নারী ব'লেই যে সে বেশি ক'রে দুর্বোধ্য তা নয়। কেবল সে দুর্বোধ এ দুর্নাম রটলে তার লাভ আছে ব'লেই সে এতদিন এ-ইঙ্গিতে মৌন সায় দিয়ে এসেছে।"

—"বাঃ! নারীর চরিত্রে রহস্যচ্ছায়াচ্ছন্ন একটা অংশ নেই ?"

—"থাকবে না কেন ? পুরুষের চরিত্রই কি সবটুকু স্বচ্ছ ? আমার বক্তব্যটা কেন তুমি ধরতে পারছ না স্বপন ? কথাটা কি এতই শক্ত ? আমি শুধু বলি যে, নারীর মধ্যেও কুহেলিকাময় একটা অংশ থাকতে পারে—কিন্তু সেটুকু তার মানব হবার দরুণ—মানবী হবার দরুণ নয়—এই আর কি।"

স্বপন একটু ভাবে চুপ ক'রে : "তাই বুঝি এইমাত্র বলছিলে যে তোমার স্বামী বুদ্ধি দিয়ে তোমার মধ্যেকার ছায়াচ্ছন্ন মানুষটিকে বেশি বুঝেছিলেন ?"

—"অবিকল। তাই শুধু বুদ্ধি দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অপর একজনকে তিনি আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসলে ব্যথা আমি পাবই—যদিও—"

আনার শেষ কথাগুলি মৃদু হ'য়ে আসতে আসতে এখানে হঠাৎ থেমে গেল।

স্বপন অবাক হ'য়ে গেল। আনার মুখের ভাব কেন্ন বদলে গেছে! কী আশ্চর্য! যেন শরতের আকাশ—মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি এত পাশাপাশি অথচ এত দ্রুত! কত রকমেরই না চঞ্চল পেলব আলো-ছায়া

সে মুখের 'পরে শরতের মেঘ-রৌদ্রের মতন পর-পর খেলতে থাকে! হাসি-অশ্রুর কত রকমেরই না পটপরিবর্তন! আনার মুখের দিকে সে খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। কোথায় ওর সেই একটু-আগের খররৌদ্রোজ্জ্বল কলহাস্য? কোথায় সেই নিষ্করুণ কাঠিন্য ও ব্যঙ্গদীর্ণ ওষ্ঠকম্পন? তার স্থলে অধর-উপান্তে এ কী এক অনুকম্পার ছায়া, মুখের নিষণ্ণ রেখায় হৈমন্তী অপরাহ্ণের নিথর স্তব্ধতা, আনত পল্লবের প্রান্তরেখায় গোধূলির মূক ম্লানিমা!

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই অন্যমনস্ক। আনা হঠাৎ চোখ দুটি তুলতেই হয় ওদের চারি চক্ষুর বিনিময়। আনার কপোলে অনুরাগের রক্তিমা যায় বিছিয়ে। কিন্তু সে জোর ক'রে একটু হেসে বলে:

—"আমার কুণ্ঠার জন্যে আশা করি কিছু মনে করবে না স্বপন? না, মনে মনে ব্যঙ্গের সুরে বলছ 'কেন আর? মুখে যতই কেন না বড়াই করো স্বভাবে যে বিধাতা তোমাকে রমণী ক'রে গড়েছেন বন্ধু, যাবে কোথা!'"

আশ্চর্য! ঠিক এই কথাই যে ওর মনে বিদ্যুতের মতন ঝিলিক মেরে গেল একটু আগে! ও কুণ্ঠিত স্বরে "না তা নয় তবে—" বলতেই আনা হেসে বলল: "তাই। আর, আমার থেকে-থেকে কুণ্ঠার ভাব এখনো এসে-পড়ার জন্যে যদি এমন কথা ভেবেই থাকো তো তোমাকে খুব দোষও দেব না। কেবল আমাকে এ-ভাবে বিচার করতে যাবার আগে ভুলো না যে, অন্য মেয়েদের মতন আমাকেও ছেলেবেলা থেকে ক্রমাগত শোনানো হয়েছিল যে, মেয়েদের চরিত্র একটা অদ্ভুত ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনা উপাদানে গড়া। তাই যতই বলিনা কেন, এখনো হৃদয়ের ব্যাপারে সহজভাবে কথা কওয়া আমাদের পক্ষে অনেক সময়ে মুস্কিল হ'য়ে ওঠেই, বুঝলে না?" ব'লে একটু থেমেই ওর কণ্ঠের মধ্যে খানিক

আগের কুণ্ঠার সুর নাবিয়ে বলল: "কিন্তু সেটা আমাদের ভুল-শেখানোর দরুণ, আমাদের কোনো সত্যিকার কুয়াশা-প্রীতির জন্যে নয়।"

স্বপন তার অপ্রতিভ স্বরে কেমন যেন খুসি হ'য়ে ওঠে, বলে: "মানলাম। কিন্তু তাই ব'লে এ-কথাও কি সাব্যস্ত হ'য়ে গেল না কি যে, হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে, রহস্য কোনো মাধুর্যই আনে না কখনো? ধর, এই যে তুমি সলজ্জ কুণ্ঠা বোধ করলে, এর মধ্যে কি কোনো লাবণ্য, কোনো সুষমাই নেই?"

—"কেন থাকবে না? মায়া তো আর ছায়া নয়। নিজের রাজ্যে সে-ও যে আছেই। ক্লিপ্রটিক্‌সের মন্ত্রে তো কুইনিনকেও মিষ্টি করা যায়। এ-ঘুমে মন্ত্রমুগ্ধ যে, তার কাছে কুইনিন খুব মিষ্টি লেগেছে এ-কথাও অকাট্য! কেবল, তাই ব'লে তো বলা চলে না যে মিষ্টতাই কুইনিনের যথার্থ স্বরূপ। 'চলে কি'?"

—"এ তোমার যেন গায়ের জোরের কথা আনা। প্রেমের ব্যাপারে সবই কি তিক্ততা বা মিষ্টতার মতন এত কাটাছাঁটা, স্পষ্ট, বোধগম্য? বলতে পারো, কেন আমরা এত লোক থাকতে একজনকেই করি বরণ, এত স্বরের মধ্যে একটা স্বরকেই শুনি মধুময়, এত লোকের মধ্যে বিশেষ ভাবে একজনের জন্যেই স্বীকার করি দুঃখ? জগতে লোকের তো অভাব নেই! তবু একজনের জন্যেই বা কেন ক্লান্তি হয় উৎসাহ? বলতে চাও কি এ-সব কেনর উত্তরই ল্যাবরেটারীতে কুইনিন বা চিনির রসায়নের মতন বিশ্লেষণ ক'রে বোঝানো যায়? হৃদয় যেখানে হৃদয়কে টানে সেখানে সে-আকর্ষণের মাঝখানে কোথায় যে একটুখানি আড়াল থেকে যায়, কোথায় যে একটুকরো মেঘ সমস্ত আদান-প্রদানকে ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙিয়ে তোলে—কোথায় যে—"

অনুভূতি অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য মেনে চললে বড় বেশি ঠকি না। বেশ কথা —এ-সব অভিজ্ঞতাকে মেনে চলো—যাদের মেনে চললে ঠকতে কম হয়। কিন্তু এর মধ্যে স্বর্গীয়তা, অপরূপত্ব, রহস্যজাল, মাদকতার কুয়াশা এ-সবের ইঙ্গিত টেনে আনো কেন বলো তো? তা'তে কি শুধু ঠকাই সার হয় না বন্ধু?"

—"কিন্তু ভালোবাসার মধ্যে মাদকতা ব'লে কি কিছু নেই? বাঃ—"

—"সেটা কোন্‌খানে—বুঝিয়ে দেবে? তুমি তোমার স্ত্রীকে আজ ভালোবাসো। বেশ কথা। বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। তুমি তাকে চুম্বন করলে আনন্দ পাবে এ-সিদ্ধান্ত করতেও তাই বেগ পেতে হয় না কাউকেই। কিন্তু এর মধ্যে রহস্য বা মাদকতার ধোঁয়া টেনে আনো কেন আমাকে বোঝাতে পারো? বলবে—এটা তোমার একটা অকাট্য অভিজ্ঞতা। এই তো?—কে অস্বীকার করছে? কিন্তু এ অকাট্য অভিজ্ঞতা যে আবার কালই উলটো অকাট্য অভিজ্ঞতার চাপে নাকচ হ'য়ে যেতে পারে—যে-মুহূর্তে একটি অন্য মেয়েকে তোমার ভালো লাগবে। তখন? তখন তুমি তোমার স্ত্রীকে চুম্বন ক'রে হয় তো আর তেমন আনন্দ পাবে না। কিম্বা হয় তো দুজনকেই চুম্বন ক'রে সমান আনন্দ পাবে—একই কথা—কারণ ওতেও আমার মূল যুক্তি না-মঞ্জুর হয় না। আমি আপত্তি করি কেবল তখন যখন কল্পনার কুজ্‌ঝটিকায় অভিজ্ঞতার গদ্যময় সাক্ষ্যকে তোমরা আবছা ক'রে তোলো। নইলে যত ইচ্ছে কবিত্ব করো না, নেশায় মাতোয়ারা হও না, আপত্তি করছে কে? নেশাকে নেশা ব'লে মানলেই আমি বলব: 'ব্যস্, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ নেই।' বুঝেছ কি এবার কী বলতে চাইছি এতক্ষণ?"

স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে আনার মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইল। এতটা উদ্দীপনা ও আশা করেনি। ওর মনের মধ্যে এই সত্যপরিচিন্তার

প্রতি কথায় রহস্যছায়া কেটে না গিয়ে ঘনিয়েই উঠতে থাকে। কিন্তু ও তার কৌতূহলকে দাবিয়ে রেখে ধীর স্বরে বলল: "মানুষ যে পথ চলে অনুভবের স্থূল মাটির ওপর দিয়ে—কল্পনার ব্যোমমার্গে ভেসে না—এ-কথা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই ব'লে কি বলতে হবে যে তার কল্পনা-জগৎ একেবারেই অবাস্তব? মানুষ তার আনন্দ-লোকের অনেকখানিই যে কল্পলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে আনা। এ যে তার হৃদয়ের একটা নিহিত কামনা, অদম্য উচ্চাশা! তাই না যাকে ভালোবাসি তাকে এ-চোখে দেখতে ভালো লাগে না, কল্পনার শিবনেত্রে ডাগর ক'রে না দেখে তৃপ্তি হয় না। আমার স্ত্রীকে—অর্থাৎ ধরো যদি কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে চুম্বন করে তখন এই গন্ধময় ভালো লাগাটুকুই কি চুম্বনতত্ত্বের শেষ কথা? না, শুধু যৌন-আকর্ষণের নিকষে ভালোবাসার মাদকতা, অনির্বচনীয়তা, রহস্য—সবই ক'ষে পাওয়া যায় কখনো? আর জীবনের সমস্ত রহস্য, কল্পনা, বর্ণ, গন্ধ, আবেশ প্রভৃতি বাদ দিলে জীবনের থাকেই বা কী?"

বোধ হয় আনাও এতটা উচ্ছ্বাসের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে শুধু জিজ্ঞাসা করল: "থাকে কী? তার মানে?"

—"তার মানে যা থাকে তা প্রেমও নয়, চুম্বনও নয়, নরনারীর [illegible]ও নয়, নৃত্যলীলাও নয়—থাকে শুধু একটা কঙ্কাল।"

—"ও-সব বাদ দিতে আমি ঠিক বলছি না—আমি বলছি যে জীবনে বিজ্ঞানকে তো মানতে হবে? যা প্রাণ চায় তাকেই সত্যের মূল্য দেব?"

স্বপনের কানে এ কথা যেতে-না-যেতেই সে ঈষৎ উত্তপ্তস্বরে ব'লে বসল: "রাখ তোমার আনা, আমি জীবনকে এ-ভাবে বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখাটা কিছুতেই বড় মনে করতে পারি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে

পারি না যে প্রেম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের অন্তর্দৃষ্টি শিল্পীর, মরমীর, প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টির পাশে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারে—ওদের সব বাড়াবাড়ি, ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও।"

আনা এতটা উদ্দীপ্ত স্বর স্বপনের কাছে আশা করেনি। সে ঈষৎ বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাল। স্বপন একটু অপ্রতিভ বোধ করল ও কণ্ঠস্বরে একটু সহজ সুর টেনে এনে হেসে বলল: "আমি জীবনে বিজ্ঞানের সার্থকতা অস্বীকার করতে চাই মনে কোরো না। আমি বলি প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে একেশ্বর হ'য়ে থাকুক—অনর্থক অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চ্চা না করুক। বিজ্ঞান আছে ব'লে কবিত্ব কল্পনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ও-ও আছে। কাজেই ওর থাকার মূল্য বিজ্ঞানের অস্তিত্বের চেয়ে এক চুল কম বাস্তব কেমন ক'রে শুনি?"

আনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "কবিত্ব কল্পনা যে অবাস্তব ঠিক তা'ও আমি বলতে চাইনি। হয় তো আমি ঝোঁকের মাথায় কল্পনাকে, কবিত্বকে একটু বেশি আক্রমণ ক'রে থাকব। তর্কের ক্ষেত্রে এ-রকমটা অনেক সময়েই হয়: মানুষ তার মনোভাবের একটা অংশকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অন্য নানা অংশকে ছায়াময় রেখে যেতে বাধ্য হয়। আমার বক্তব্য ছিল শুধু এইটুকু যে, কল্পনার স্থান ঠিক বিচারের রাজ্যে নয়—ভোগের রাজ্যে। তাই বিচারের রাজ্যে কল্পনার আমদানি ক'রে দৃষ্টিকে ঘোলাটে ক'রে লাভ নেই।"

—"মানে তুমি বলছ এই তো যে জীবনে কল্পনার বানকে খুব বেশি ফাঁপিয়ে তুললে—"

—"মানুষ শেষটায় বড় সহজপন্থী হ'য়ে পড়ে। কল্পনার প্রতি একটু কটাক্ষ করার এই-ই ছিল আমার সমর্থ।" ব'লে ঈষৎ হেসে বলল:

"মানুষ বড় অলস-প্রকৃতি, স্বপন। আর অস্পষ্টভাবে ভাবাটা আলস্যের প্রতিবেধক নয়।"

—"যেন ভাবলে সব-কিছু স্পষ্ট হ'য়ে যায়ই যায়।"

—"সব-কিছু না হোক—অনেক-কিছু যায়।"

—"তা হ'লে তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার এখনকার সম্বন্ধকে জটিল ব'লে জাহির করছিলে কেন খানিক আগে?"

আনা একটু অপ্রস্তুত সুরে বলল: "ঠিক জটিল বলতে আমি চাইনি—"

—"বাঃ, এইমাত্র যে—"

—"বলেছি বটে—জটিল কথাটাই। কিন্তু সেটা সম্বন্ধটা আসলে জটিল ব'লে নয়। তোমার কাছে পরিষ্কার ক'রে বলাটা শক্ত ব'লে।"

—"কেন? আমি বিদেশী?"

আনা খানিকক্ষণ কোনো উত্তর দিল না। পরে চিন্তাবিষ্ট সুরে বলল: "না সেজন্যে নয়, এ-কথা বোধ হয় বলতে পারি। কেননা ছেলেবেলা থেকে বিদেশীকে জানতে আমার বেশি ক'রেই কৌতূহল হ'ত—বিদেশীর প্রতি বিমুখ হওয়া তো দূরের কথা। তা ছাড়া মডেল হওয়ার পরেও বিদেশী শিল্পীর সঙ্গে মিশতে হয়েছে নিতান্ত কম নয়। ক্রি চাং ব'লে একজন চীনে বন্ধুও আমার আছে। কিন্তু সে-কথা থাক।" ব'লে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "তবে কি জানো স্বপন? খানিকটা অনুরূপ অভিজ্ঞতা না হ'লে মানুষ অপরের অভিজ্ঞতাকে ঠিক মতন বুঝতে পারে কি? তাই বোধ হয় জটিল বলেছিলাম। তা ছাড়া বলা জিনিষটাও তো সহজ নয়! নইলে আর ওকে আর্ট বলেছে কেন? সকলেই যদি নিজের অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারত তা হ'লে সংসারে শিল্পী এত বিরল হ'ত কি?"

স্বপন হেসে বলল : "তুমি বেশ জানো আনা যে তুমি শুধু সাদামাটা ফরাসিনী নও—জাত-সাপ,—অর্থাৎ রীতিমত বাক্‌চতুরা ফরাসিনী—যা বলতে চাও বেশ বলতে পার। তবে কেন আর এ-বিনয়ের বিড়ম্বনা ?"

আনা প্রীত স্বরে বলল : "আমি ব'সেই রইলাম বটে, কিন্তু আমার মন উঠে দাঁড়িয়ে তোমার মনের করমর্দ্দন করল জেনো।"

স্বপন বলল : "কিন্তু শুধু মনের করমর্দ্দনেই আমি রাজি নই। ওর চেয়ে ভালো পুরস্কার চাই।"

—"কী পুরস্কার বলো ?"

—"কাল কাবারেতে যে-কথা বলতে যেয়েই বাধা পেয়ে থেমে গেলে।"

আনা মুখ নিচু ক'রে খানিক কি ভাবল। পরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : "আচ্ছা, তা হ'লে আজ বলি একটু আমার কথা। কিন্তু তার আগে তোমার কাছে অনুতপ্তভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। আজ হয় তো প্রেমকে ব্যঙ্গ ক'রে কয়েকটা অকরুণ কথা ব'লে ফেলেছি। যাক, শোনো, না আগে একটু কফি করো। তোমার এক্লেয়ার এবার পরিবেষণ করতে পারো।"

আত্মকাহিনী !

বাইরের আলো মেঘের ছায়ায় আসে ম্লান হ'য়ে। হাওয়া ওঠে। স্বপনের বাঁ-দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দেয়। সার্সির ভেতর দিয়ে দেখা যায় কেবল গাছপালাদের দোলা-দোলা। আকাশের যে-টুকরোটুকু গবাক্ষপথ দিয়ে দেখা যায় তা'তে সূর্যাস্তের আভা একটুও আর লেগে নেই। ক্ষতিপূরণ করেছে উদীয়মান চন্দ্রবন্ধুর আবছা রূপালি ছোঁওয়া।

সামনের বাগানে একটা পত্রবিরল গাছের ডালপালায় এখানে-ওখানে কুয়াশার ঝিকিমিকি। ম্লান চাঁদের আলোয় তার শুভ্রতা একটা করুণ রঙের স্তিমিত ঘেরাটোপ পরেছে।...

আনার কণ্ঠস্বর এই পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন আরও ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে এল :

"আমার স্বামী কবি। তরুণ হ'লেও ফ্রান্সে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত কম না। তাঁর সব চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি ছাত্র-মহলে বটে, কিন্তু প্রৌঢ়-সম্প্রদায়ও তাঁর প্রতি উদাসীন নন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রেম—"

ব'লে আনা থেমে গিয়ে মুখ নিচু ক'রে জুতোর ডগা দিয়ে পায়ের নিচের গালিচার ওপরে বৃত্ত টানে—একের পর এক।...

স্বপন বলল : "যদি বলতে কোনো সঙ্কোচ হয়—"

আনা মুখ তু'লে জোর ক'রে হেসে বলল : "কের সঙ্কোচের কথা? বলিনি যে আমি সে-জাতের মেয়েই নই—কিন্তু এ-বড়াই এখন থাকুক। মরিসের সঙ্গে আমার পূর্ব্বরাগের সূচনা থেকেই সুরু ক[illegible] জীবন-কাহিনী তো গল্প নয় বন্ধু, যে, যেখান-সেখান থেকেই সু[illegible] করা চলে। আমি কোথা থেকে আরম্ভ করব তাই ভাবছিলাম।...

"আমি যখন প্রথম মরিসের প্রেমের কবিতা পড়ি তখন আমার এত ভালো লেগেছিল যে বলতে পারিনে। কিশোরীর মনের মন্দিরে প্রেম কেমন ক'রে তার মায়া-প্রতিমা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করে এই ছিল তার L'adolescente কবিতাটির বিষয়। এ-ভাবটি কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উপমার পরে উপমার মধ্যে দিয়ে অপূর্ব্বভাবে উঠেছিল ফুটে—আর তার উপমাগুলি আমার মনের মধ্যে যে একটা কী অপূর্ব্ব আবেশের পরিমণ্ডল গ'ড়ে তুলেছিল...যে সে...আমার মনে হয়েছিল যেন আমার নিজের

জাগন্ত মনের একটা ছবি সে কোথা থেকে উঁকি মেরে দেখে চুরি ক'রে চুপি চুপি নিয়েছে এঁকে। কিশোরীর মনের বিকচোন্মুখ কলিকায় প্রেমের রাঙিমা যেন শুধু একটি অনাগত অতিথির চুম্বন-বর্ষিপাতেরই প্রতীক্ষায় আছে—যেমন থাকে তন্দ্রায়মান উষার হাসিটুকুর প্রতীক্ষায় শেষ রাত্রের বনবীথি। তারপর ধীরে ধীরে আধফোটা কুঁড়িটুকু ঐ উত্তপ্ত চুম্বনের স্পর্শে ওঠে জেগে,—যেমন জেগে ওঠে বালারুণের সোহাগ-স্পর্শে সুপ্ত বিহগকাকলি। এ নিখিল যেন পথ চেয়ে আছে—সেই অনাগতের নূপুরধ্বনির জন্যে—কান পেতে। কিশোর মন যৌবনোন্মেষের মাহেন্দ্রক্ষণে পরম অতিথির কিঙ্কিণীর জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে তেমনিই অধীর সংশয়ে, তেমনিই দোলায়মান আশা-ভয়ের মাঝে, তেমনিই কম্প্র আগ্রহের আঁচল বিছিয়ে। ধরণীর বুকে ফোটে ভাষা—চাঁদের আলোয়, তারার চাহনিতে, পাখীর গানে, কবির তানে। কিশোরীর বুকে ফোটে যৌবন—চির-কিশোরের প্রথম সম্ভাষণে, সেপব মূর্চ্ছনায়, অভিসারের অপ্রদোতে। এ যেন ঘরছাড়া বাঁশির অচেনা আহ্বান, অজানা মধু। তার মুরলহরীতে বুকের মধ্যে ভয়ের কাঁপনও জাগে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সব-ছাড়ার বেদনায় সব-হারানোর কল্লোল উদ্বেল হ'য়ে না উঠেও পারে না। এ যেন—" ব'লেই আনা থেমে গিয়ে স্বপনের দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল: "দেখছ কবিবন্ধু! কবিত্ব-কল্পনা যে আমার প্রাণের তারে কোনো কাঁপনই কখনো তোলেনি তা নয়?"

—"যেন এখনই তোলে না আর কি। নইলে এ-উচ্ছ্বাসের রং-ঝুরি—এ-কথায় ছবি-আঁকা—"

—"না, এ এখন ছবিই। আজ এ-সব এতই সুদূর—যেন একটা অর্দ্ধবিস্মৃত স্বপ্নরাজ্যের মতন! স্মৃতিতেও মাদকতা আছে না? তাই এ-বর্ণনায় এখনো কোথায় যেন হৃদয়ের একটা গোপন তার ওঠে কেঁপে

কেঁপে ; কিন্তু এ-সব হচ্ছে বিগত সৌরভের কাহিনী, ঝরা ফুলের প্রথম ফোটার ইতিহাস। এ-সবে এখন আর সাড়া দিই বলতে পারি না।"

—"মিথ্যে নিজেকে প্রতারণা করছ আনা। একটা আঘাতেই কি কিশোর হিল্লোল চিরদিনের মতন থেমে যায়? মানুষের হৃদয় কি ঠিক বীণার তার যে, একবার তুমড়ে গেলেই অচল?"

—"জোড়া লাগে কি? দাগ যাবে কোথা?"

—"দাগটাই কি জীবনের পথচলায় অক্ষয় হ'য়ে রইল?"

—"না স্বপন, ফের সব কাঁদিয়ে এসে যাচ্ছি। ও-সব আকাশকুসুমকে বিদায় দেব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি—ও-সব আর না। দাগকে যে মেনে নিতে চায় নিক—আমি পথচলায় জোড়াতাড়া দেওয়ার বিশ্বাস করি না। যাকে সমস্ত হৃদয়ের অধীরতা দিয়েও বাঁধা যায় না—প্রেমের নিবিড় নিগড়েও ধ'রে রাখা যায় না—নারীর চিত্তলোক সে চিরপলাতকের জন্যে নয়। তার জন্যে আকুল নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে থাকে কারা জানো?—ঐ অবোধ ভুঁই ফুলবালারা। কিন্তু আমি তো তাদের একজনা নই। আমি আমার হৃদয়ের সুধা এ রকম সুখের পায়রার জন্যে অপব্যয় করতে রাজি নই। তাই আমার অমার্জনীয় কবিত্ব-উচ্ছ্বাসের জন্যে মার্জনা চেয়ে দীর্ঘশ্বাসটাই বলি আগে।"

ব'লে আনা তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটু জোর ক'রেই একটা লঘু সুর টেনে এনে বলতে লাগল :

"কিন্তু আমার এ-ধরণের কবিত্ব সম্পূর্ণ অমার্জনীয়ও নয় স্বপন। আমার উদ্দেশ্য ছিল খানিকটা বর্ণনা করা—সে-সময়ে আমার মনের অবস্থাটা ঠিক কি রকম ছিল। স্বপ্নভঙ্গের পরেও স্বপ্নের স্তিমিত আবেশকে কল্পনায় উপভোগ করা কি খুব দূষ্য?"

—"ধীরে বন্ধু, ধীরে। একে যৌবন, তার ওপর প্রাচ্যদেশের মেঘলা আবেশ। অতখানি কুহেলিকা আমার সইবে না। অবশ্য কবিত্ব, আবেগ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, কুয়াশা এ-সব যে নিছক মন্দ তা বলছি না। একটু আগেই বলছিলাম না যে মায়ার রাজ্যে সেও মায়া নয়—প্রত্যক্ষ বাস্তব! ওদের বেলায়ও ঠিক তাই। নিজেদের ক্ষেত্রে ওরাও সুপ্রতিষ্ঠ—বিরাজ। কেবল নিষ্করুণ সত্যের সঙ্গে ওদের সই পাতাতে যেও না—তা হ'লেই পড়বে বিপদে! এইটুকু মাত্র আমার বক্তব্য।"

স্বপন ভারি দুর্বল বোধ করে। দরদী চেয়ে যখন মেলে তার্কিককে—সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে: "বাঃ! বেশ তুমি। কবিত্ব, মেঘ, কুয়াশা, ইন্দ্রধনুকে এ-ভাবে দু'কথায় ডিশ্‌মিশ্‌—যেন ভুল হওয়াটাই বাস্তবতার একমাত্র অভিজ্ঞান।"

—"ও-কথা আমার ঘাড়ে চাপালে কেন স্বপন? ওরা নেই এ-কথা বললাম আমি কবে? আমার বলবার কথা ছিল শুধু এই যে, কাব্য কুয়াশা প্রভৃতিকে তাঁদের কল্পলোকের রংমহালে খোষ মেজাজেই বিরাজ করতে দাও, কেবল যুক্তির রাজ্যে না—না—না বন্ধুবর।"

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আনা বাধা দিয়ে বলল: "তুমি এইমাত্র অনেকের মধ্যে একজনকে ভালো লাগার কথা বলছিলে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেকের মধ্যে একজনের চেয়ে বেশি মানুষও মনের-মানুষ হ'তে পারে। কিন্তু একজন হোক, পাঁচজন হোক সে তর্ক এখন থাক। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—এর মধ্যে রহস্য কোথায় বল দেখি? রূপগুণের কোনো বিশেষ যোগাযোগ, সমন্বয় বা সমাবেশ সুন্দর লাগে—মানে, চাই দেখতে। আর এক রকমের কোনো সমাবেশকে অসুন্দর লাগে—মানে, দেখতে চাই না। বেশ তো, যে-সমাবেশকে দেখতে বেশি ভালো লাগে সে-সমাবেশকে যতটা পায় দেখ,

ভোগ ক'রে নাওনা। যা ভালো লাগে না, যতটা পারো চলো এড়িয়ে। কেবল এর মধ্যে রহস্য, কুজ্ঝটিকা ও মিথ্যা বর্ণজালের অবতারণা কোরো না। বুঝলে এবার ?"

—"কিন্তু জীবনের মূল অভিজ্ঞতাগুলি—"

—"কে অস্বীকার করছে ? জগতে সুন্দর ও কুৎসিতের প্রকাশে মনটা যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাড়া দেয় এ-কথা অস্বীকার করতে পারে শুধু গোঁয়ারে ও সন্ন্যাসীতে। যা উপভোগ্য তা কাম্য, যা নয় তা বর্জ্জনীয়, —এ-কথা না মানবে কে ? আমি কেবল বলি যে সুন্দর কেন সুন্দর, প্রেম কেন প্রেম, এ-সব চির-অজ্ঞেয় সমস্যা নিয়ে আবোল-তাবোল গবেষণাকে আর যে নাম ইচ্ছে দাও—শুধু 'সত্য চর্চ্চা' নামটা বাদে। কল্পনা বা কবিত্ব ব'লে যত ইচ্ছে এলিয়ে পড়—শুধু তাকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা সমস্যা-নিষ্পত্তি নাম দিয়ে ভাল ঠুকো না।"

স্বপন এ-উষ্মায় একটু থতমত খেয়ে মৃদুস্বরে বলল : "কিন্তু ভালোবাসাকে, প্রেমকে তাই ব'লে ও-রকম কাটাছাটা ভাবে দেখা চলে কি ? না, রহস্যকে অস্বীকার করলে— বা নিছক কবিত্ব ব'লে উড়িয়ে দিলে—"

আনা আতপ্ত স্বরে বলল : "উড়িয়ে দিচ্ছে কে ? কেন তুমি এই সাদা কথাটা বুঝতে পারছ না বল দেখি যে ভালোবাসা বা—প্রেমই ? ওকে নিয়ে আলপনা বুনলে কি ও এক তিলও সুবোধ্য হয় ? প্রেম—যতদিন আছে ততদিন আছে, যে-মুহূর্তে নেই সে-মুহূর্তে নেই। এর মধ্যে রহস্য কোন্‌খানটায় ? আমার স্বামী এক সময়ে আমাকে ভালোবাসতেন, আজ বাসেন না। এক সময়ে আমাকে কাছে পেলে তাঁর তৃপ্তি হ'ত, আজ আর-একজনকে পেলে হয়। আমি তাঁকে কাছে না পেলে অতৃপ্তি বোধ করি, কারণ তাঁর প্রতি আমার এখনো একটা টান রয়েছে। এ-সবকে মানি, কেননা এ-সব আমরা অনুভব করেছি। আর মোটামুটি এ-বকমের

—"ভুলছ কেন যে আমি ঐ স্বপন-পসারীরই দলের একজন? আমার কাছেও এ-স্বপ্নের ওকালতির এত ভণিতা?"

—"না, ওকালতি নয়। আমার বক্তব্য ছিল এই যে যখন কিশোরীর প্রাণে এই আধজাগা-ঘুমঘোরে-ভাব প্রথম উদয় হয়, যখন তার আধফোটা হৃদয়ের পাপ্‌ড়িগুলির মধ্যে স্বপ্নের আগমনী বেজে ওঠে, তখন সে সন্ধিলগ্নটি নারীর শত দুর্ব্বলতা, দৈন্য, অক্ষমতা সত্ত্বেও বড় সুন্দর—বড় পবিত্র। কেন না বাস্তবকে সে অস্বীকার ক'রে দাঁড়াতে চায় এই ম্লান পরাজয়েরই মধ্যে। আসল পরাভবকে ছাপিয়েও সে একটা দীপ্তিতে ভূষিত হ'য়ে ওঠে এই গৌরবের বর্ণ মাধুরিমায়। কবিরা জীবনে মিলনের চেয়ে বিরহকে বড় বলেন বোধ হয় এইজন্যে যে বিদায়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই বিরহ গ'ড়ে তোলে তার বিজয়-তোরণ। রূঢ় বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে স্বপ্নদেখার মধ্যে তাই একটা গৌরবও হয় তো আছে—এ-কথা পরাভবের অগৌরবের পরও মনে হয় আমার সময়ে সময়ে। কিন্তু সে থাক। ফের আমি কাব্য-কুয়াশার স্তবগান সুরু করেছি দেখছ?" ব'লে আনা ব্যঙ্গ হাসির চেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘ পল্লবের নিচে একটা বেদনার ছায়াসম্পাতে সে-ব্যঙ্গ যায় মিলিয়ে। সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল: "থাক। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা এই যে, আমার জীবনের এই সন্ধিলগ্নেই মরিস বঁপার আমার কাছে হিরো হ'য়ে উঠেছিলেন, এ-কথা ভুলো না।"

স্বপন হেসে বলল: ভুলব না, ভয় নেই। তোমার প্রেমকে ক্ষমা করতে না পারি, অন্ততঃ অনুকম্পার চোখে দেখতে অসম্মত হব না—এত-শত কৈশোর, যৌবন সন্ধিলগ্ন প্রভৃতির দোহাই পাড়ার পর।"

আনাও হাসল: "এক হাত যে বেশ নিলে! কিন্তু এ-সব বাক্যবাণের ঝলকি এখন থাক। নইলে কাহিনীটা আজ সমস্ত রাতেও ফুরবে না হয়ত।" ব'লে আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে সুরু করল:

"প্যারিসে একটি বল নাচে হঠাৎ মরিসের সঙ্গে আমার দেখা। আমার এক মাসিমা তাকে চিনতেন। তিনিই আলাপ করিয়ে দেন নাচের সময়ে। আমি তার কবিতার অনুরাগিণী জেনে মরিস তার পরের সপ্তাহে আমাকে ও আমার মাসিমাকে রোস্তাঁর রোম্যান্টিক 'সিরানো দ বর্জেরাক্' দেখতে নিমন্ত্রণ করে।

"অভিনয়ের দিন হঠাৎ মাসিমার করল অসুখ। তাই আমি একাই মরিসের সঙ্গে যাই। বুঝতে পারছ বোধ হয় এতে আমি দুঃখিত হইনি?"

স্বপনও মুচকে হাসল: "তা বোধ হয় পারছি।"

—"পারছ না কি? তবে তো তোমার অবস্থা ক্রমেই আশাপ্রদ হ'য়ে উঠছে বন্ধু—বলতেই হবে।" ব'লে কফিতে পুনরায় চুমুক দিয়ে আনা আবার তার শান্ত সুরে আরম্ভ করল: "সে-অভিনয়ে নায়কের প্রেমের ট্র্যাজিডির ও নানারকম মহত্বের দীপ্ত ব্যাখ্যা মরিসের মুখে শুনতে শুনতে আমার মনে এ-বিশ্বাস জন্মাতে দেরি হ'ল না যে, মরিসকে বিধাতা সত্যি প্রেমের অগ্রদূত রূপেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফল যা হবার: আমি তার প্রেমমুগ্ধ হলাম।"

—"সে?"

—"সে-ও হ'ল। আমি যে দেখতে নিতান্ত মেনি-মুখো নই তা আশা করি আমার অসাক্ষাতেও তুমি বলবে। আর কোন্ তরুণ তার কাব্যানুরাগিণীর কাছে দেবতা হ'তে ভালো না বাসে—যদি অবিশ্যি ভক্তিমতীর দেহের অর্ঘ্য নিতান্ত অরুচিকর না হয়? ফলে আমরা পনের দিনের মধ্যেই চুম্বনে ও এক মাসের মধ্যেই বাগ্দানে সম্মত হলাম। দু'মাসের মধ্যেই হ'ল আমাদের বিবাহ।"

ব'লে আনা যেন আপন মনেই একটু হেসে বলল: "সে একটা সময় গেছে বটে। তর যেন আর সয় না। কবে মরিসের চিরসঙ্গিনী হব—

তার সঙ্গে মেশে মেশে বেড়াব অথাবেশে—কি রকম ক'রে 'মধুচক্র' রাখন করব—তাকে আমার প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলব—উঃ—তখন কে ভেবেছিল যে এতে পুরুষের শ্বাসরোধ হয় জলে-ডোবার মতনই।"

—"তোমার থেকে-থেকে এই ধরণের সব সিনিক মন্তব্য কিন্তু বড় রসভঙ্গ করে আনা। জানো তো আর্টে মন্তব্যগুলো পাঠক বা শ্রোতাকেই করতে দেওয়া ভালো। সিনিক হ'তে হয়—দর্শন লেখো, গল্প বলতে যেয়ো না।"

—"সিনিক না হ'য়ে উপায় আছে স্বপন? বলো তো? যে-ভালোবাসা এত কথা দেয় ও পরে কথা রাখে না, যার কাছে আমরা প্রথমে এত আশা করি ও শেষে এত ঠকি তার সম্বন্ধে কৈশোরের আদর্শবাদ অটুট রাখা চলে? কিন্তু সে যাক। তোমার আদর্শবাদ হয় তো এখনও একটা ঘা খায়নি। তাই তোমার ইচ্ছামতন তোমাকে দু-চারটে ভালো ভালো কথা বলি।" ব'লে আনা আবার তার সহজ সুর ধরল: "কিন্তু ভালোবাসা কথা দিয়ে তার কিছুই রাখে না বললে একটু বেশি বলা হবে। প্রণয়ের মধ্যে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যে-কয়মাস থাকে সে-কয়মাসে পাওয়া যায় অঢেল। এ-কথা আমি আমার সবচেয়ে দুঃখের সময়েও স্বীকার করেছি। প্রণয়ের সে প্রথম কয় মাস—উঃ! ভাবতে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার—এ রূঢ় স্বপ্নভঙ্গের পরও। কেবল… যদি সে-স্বপ্নকে ধ'রে রাখা যেত…আজও মনে হয় আমার সে-সময়ের নানা অনুভূতির কথা, প্রাণের নানা হিল্লোলের কথা, অনভিজ্ঞ মুগ্ধার প্রথম আল্পনা-আঁকার কথা। একজন মানুষ যে আর-একজনের কাছে এমন মধুর হ'য়ে উঠতে পারে…জীবনের প্রতি অনুভূতির পার্শ্বচর হ'তে পারে… চোখের সামনের প্রকৃতির সমগ্র রূপকে বদলে দিতে পারে…এ দীনসম্বল জীবনের এ একটা মহিমময় অনুভূতি বৈ কি। ক্ষণিক স্বপ্ন বটে…

কিন্তু তবু আমি বলব যে, এর দোল যে না খেয়েছে সে জীবনের একটা মস্ত রসে চিরবঞ্চিতই থেকে গেছে। নাও—হ'ল তো তোমার আদর্শবাদ ?"

স্বপন রাগ ক'রে বলে : "ছাই আদর্শবাদ। পদে পদে কুণ্ঠার সঙ্গে কথা ব'লে ও প্রতি উচ্ছ্বাসের সময় সঙ্কোচ বোধ ক'রে কারুর আদর্শবাদ সোয়াস্তি পেতে পারে নাকি কখনো ?"

আনা হেসে বলল : "রাগ কোরোনা বন্ধু। কয়েকবছর বাদে তোমার কাছে শোনার ইচ্ছে রইল প্রেমের আদর্শবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা। দেখব তখন কতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার সাহস থাকে তোমার।" ব'লেই হঠাৎ ব'লে বসল :

"আমার ইচ্ছে হয়—জানো ?—সে-সময়ের-মরিসের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে। তা হ'লে আর-কিছু না হোক অন্ততঃ চুটিয়ে আদর্শবাদের চর্চ্চা করতে পেতে।"

—"মরিস কি খুব—"

—"উঃ—হবে না ? কবি যে। ভুলছ কেন ? তার ওপর পুরুষ। রাজযোটক কি একেই বলে না ! কথায় কথায় সে উচ্ছ্বাসের ঢল নামত তার জিভে। বলত : 'প্রেম স্বর্গীয় থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ সে থাকে নিরঙ্কুশ।' বলত : 'প্রেমের গতি সাবলীল থাকে কেবল ততক্ষণ যতক্ষণ কর্ত্তব্যবোধ তার স্বপ্নচারণের বুকে চেপে না বসে।' বলত : 'দম্পতী যে-মুহূর্ত্তে ভালোবাসাকে সুরক্ষিত করার জন্যে তার চারধারে বিধি, নীতি, আইন, অনুশাসনের পরিখা কাটে সে-মুহূর্ত্তে বুঝতে হবে প্রেমের দুর্গ জখম হ'য়ে পড়েছে।'"

—"কথাটা বেশ কিন্তু—তবুই তাকে তুমি কবি ব'লে ঠাট্টা কর।"

—"কথা কখনো খারাপ হয় স্বপন ? আর শুভতায় কাকে কাকে

ভালো ভালো কথা দিয়ে তাকে খানিকটা ভোলানো যায় ব'লেই না কথা কয় মানুষে ?"

স্বপন রাগ করতে গিয়ে ব্যঙ্গের সুর ধরে : "এ ঢঙের কথা ও রুচি মুখে ঠিক মানায় কি না কখনো ভেবে দেখেছ কি আনা ?"

—"উঃ—শুধু ড্যানিয়েল তো নয়—সাক্ষাৎ পিতামহ কম্‌ টু জাজ্‌মেন্ট দেখছি যে ! আচ্ছা আচ্ছা, নিছক্‌ ভালো ভালো কথাই বলি শোনো তা হ'লে যা এ শিশুমুখে মানায়। আর তা'তে তোমার মন রাখাও হবে।"

স্বপন এবার রাগ করে : "থামো তুমি। মন রাখার জন্যে ভালো ভালো কথা আমি শুনতে চাইনে।"

আনা হেসে বলে : "হায় মনামি—যদি সে-সময়ের-আনাকে তুমি দেখতে হয়তো মনে ধরতো। কিম্বা হয়তো স্বপ্নময় ভালো ভালো কথার স্রোতে হাঁপিয়ে উঠতে।"

স্বপনও হাসল : "কথাটা মন্দ বলনি আনা। নরনারীর প্রকৃতি অনেকটা বিদ্যুতের মতন না।—বৈসাদৃশ্যেই তারা পরস্পরের প্রতি ঝোঁকে বেশি।"

আনা মৃদু বিদ্রূপের সুরে বলল : "যেমন আমরা, না স্বপন ?"

স্বপন উলটিয়ে নিয়ে বলল : "এ-চঙ ছেড়ে গল্পটাই বলবে ?"

—"কী বলব বলো ? তুমি চাও মুখ-ফেরে-আসে এমন মিষ্টি। তাই তো বলছিলাম যে এ-জিনিষ তোমায় পাতে দিতে পারত—সে আজকের অগ্নোখিতা নয়—সেদিনকার স্বপ্নখিতোরা।"

কথাগুলো কোথায় যেন স্বপনকে স্পর্শ করল, একটু আর্দ্র সুরে বলল : "না-হয় তোমার সেদিনকার স্বরূপের গল্পই একটু করবে আজ—মুখ বদলাতে ?"

—"কী গল্প করব বলো ? তুমিই প্রশ্ন করো না-হয়।"

—"মরিসের উচ্ছ্বাসে তুমি কি-রকম সাড়া দিতে জানতে ইচ্ছে হয়। খালি পালটা উচ্ছ্বাস, না—"

—"না, সংশয় দ্বিধা কুণ্ঠা এ-সবও ছিল নিশ্চয়ই। মানুষ যতই আকাশে উড়ুক না কেন বন্ধু, মাধ্যাকর্ষণকে তো অস্বীকার করতে পারে না। তাই মরিসের ও-ধরণের ভাবাবেগে আমার মনে নানারকম উলটো-পালটা অনুভূতির উদয় হ'ত। একদিকে যেমন হ'ত পুলক ও গর্ব, অন্য দিকে তেমনি জাগত অজ্ঞাত আশঙ্কা ও দ্বিধা!"

—"দ্বিধা বুঝি, কিন্তু আশঙ্কা কেন?"

আনা একটু ভেবে বলল: "কি রকম জানো? যেমন ধরো কখনো যদি একটু ভয়ে ভয়ে মরিসকে জিজ্ঞাসা করতাম ভালোবাসার বন্ধন শিথিল হবার উপক্রম করলে দম্পতীর কী কর্তব্য, তা হ'লে তার উচ্ছ্বাস প্লাবনের বন্যার মতনই উদ্বেল হ'ত। ও বলত: 'সে-ক্ষেত্রে দম্পতীর কর্তব্য পরস্পরকে সব বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া।' এতে ভয় করে না, বলো তো? আর শুধু কি এই? কত কথাই না বলত সে। বলত: 'যতদিন ভালোবাসা স্বয়ং-সার্থক ততদিনই সে সত্য, আর যে-মুহূর্তে কোনো কল্পিত সমাজহিতের দোহাইয়ে তাকে বাঁধতে যাওয়ার দরকার হয় সে-মুহূর্তে সে হ'য়ে ওঠে একটা ছবিহীন কাঠাম, প্রাণহীন দেহ।' বলত: 'বাঁধন হচ্ছে বর্বরতার অস্ত্র—মনুষ্যত্বের না; প্রেম আপনা-বিলোনো বনফুল, কর্তব্যের টবের মধ্যে বাঁচে না।' চমৎকার চমৎকার কথা নয়? কি বলো? মানাচ্ছে তো এবার?—আহা—হা বাধা দিয়ো না। আরও ভালো ভালো কথা শোনো—চুটিয়ে শোনো—যত প্রাণ চায়। বলত: 'প্রেমের মহিমা, গরিমা, সৌরভ সবই বন্য, বাঁধন ছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল;—আটপৌরে সুবিধার খাঁচায় তাকে ধ'রে রাখলে সে ম'রে যাবেই যাবে।' আমি ভয়-ভয়ে জিজ্ঞাসা করতাম: 'তা হ'লে তাকে ধ'রে রাখার

উপায় কি নেই ?' তা'তে ও বলত : 'তা বলা যায় না, প্রেম স্থায়ী হ'তেও পারে বিশেষ বিশেষ যোগাযোগে। কেবল, কেমন ক'রে যে এ-যোগাযোগ ঘটে তার দিশা মানুষ পায়নি আজ অবধি। তবে এটা ঠিক, প্রেমকে পাবার আশা করতে পারে কেবল সে-ই যে হারাতে প্রস্তুত।' আরও বলত : 'ফুলের ঝরার দুঃখও বরং ভালো, কিন্তু জোর ক'রে জীইয়ে রাখতে তাকে ড্রইংরুমের ফুলদানিতে বন্দী ক'রে রাখার মতন বিড়ম্বনা আর নেই।' এমন কত সুন্দর সুন্দর চিত্তমোহিনী বাণী—বুঝলে না ?"

—"তোমার টীকাটিপ্পনিগুলি বাদ দিয়ে নির্ভেজাল কাহিনীটা বলবে এবার ?"

—"ঐ দেখ—ভুলে গিয়েছিলাম আবার। দেখেছ বক্তাবক্তার বজ্জাতি ? তোমার হৃদয়ের সবুজ আদর্শবাদ যে সিনিকনিন্দিত ধুলো-কাদায় তার নিষ্কলঙ্ক সবুজত্ব বজায় রাখতে পারে না এটা সে কোনো মতেই বুঝবে না।"

—"কের ব্যঙ্গ ?"

—"আচ্ছা আচ্ছা শোনো, ব্যঙ্গকে বাদ দিয়েই এবার কথা বলছি।" ব'লে আনা তার তৃতীয় পেয়ালা কফি নিঃশেষ ক'রে শুরু করল : "আমার দেহের প্রতি অণুপরমাণু যেন কান পেতে শুনত—মরিসের প্রতি কথা। কাজেই কেমন ক'রে তার কাছে নিজের নির্ভীকতা প্রমাণ করা যায় সেই হ'য়ে উঠল আমার জীবনের সব চেয়ে বড় উচ্চাশা। আমি যে ভয় করি না, প্রেমকে বাঁধতে চাই না, বিধি-নিষেধের টবে তাকে জীইয়ে রাখতে আগ্রহ বোধ করি না এটা তাকে কেমন ক'রে বোঝাব ?—এক কথায় আমার আদর্শবাদ নিরন্তর সুযোগ খুঁজতে লাগল অসাধারণ হবার।"

—"সুযোগ এল না ব'লেই বুঝি ট্র্যাজিডি ?"

—"না স্বপন, খুঁজলে সুযোগ আসেই আসে। এ জীবনের অনেক দৈন্য আছে বটে, কিন্তু এ কখনো হয় না যে বীরত্বের সুযোগ-অভাবে একজন হ'তে-পারত-বীর আমরণ কাপুরুষই র'য়ে গেল। আমার ট্রাজিডি সুযোগ না-আসার দরুণ নয়—সুযোগ বড় বেশি তাড়াতাড়ি এল ব'লে। এখনও সত্যি সময়ে সময়ে আক্ষেপ হয়, কেন এত সাততাড়াতাড়ি অসাধারণ হবার এ দুর্বুদ্ধি চাপল?" ব'লে হঠাৎ একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল : "কিন্তু হয়তো এ ভালোই হয়েছে। মুক্তির মাঝে যে ধরা দিল না, আঁকড়ে ধ'রে রাখতে গেলে কি সে অভিশাপেই রূপান্তরিত হ'ত না? রিক্ততার ধূ-ধূ মরু বরং ভাল। কিন্তু ধিক মরীচিকাকে সরোবর ব'লে বরণকে!…অথচ স্বপন… আশ্চর্য্য এই যে, তবু মন হা-হুতাশ করে, কিছু হারালে মনে করে বুঝি ফিরে পাওয়াই হারানোর প্রতীকার।…সে জানে না যে, যা হারায় তাকে ফিরে পাওয়া এ-জগতে সয় না—যা যায় তা কখনো ফেরে না।… অথচ… তবু…সোনার হরিণকে মায়া জানা সত্ত্বেও…বার বার মনটা কেন যে তারই পানে ছুটতে যায় বলতে পারো?"

স্বপনের মনের কোনো একটা তার যেন উঠল বেজে।… আবার সেই প্রচ্ছন্ন অভয় রেশ যে!…এ কি সে সইতে পারে? ব্যথমুখচ্ছ প্রসন্নতা তরুণীকে সে হঠাৎ কোমল স্বরে বলল : "যাকে সোনার হরিণ বলছ তার মধ্যে কিছু সোনা হয়তো আছে আনা!"

—"খুব ঠিক কথা স্বপন। প্রেমের সবটুকুই খাদ নয়। কেবল সোনা জলে শুধু প্রথম দিকে। শেষে যা—তা কেবল ছায়া—কঙ্কাল—ধূ ধূ মরুর রিক্ততা। প্রথম দিকে আত্মহারা বন্দী চৌপ বেঁধে বাঁদের মতন খানিক দূর নাচতে নাচতে এগোয় বৈ কি। ওহো—দেখ, কেবল ভুলে গিয়ে ব'সে আছি যে তোমার নৃত্যলীলার এই সবে প্রথম অঙ্ক। না

না, আমার কথা শুনো না বন্ধু, খুব চুটিয়ে মেতে নাও যে-দুদিন পারো, কারুর কথা শুনো না। ইংরাজীতে একটা কথা বলে না—Why meet evil half-way? টোপ যতক্ষণ বঁড়শি হ'য়ে না বিঁধছে ততক্ষণ তরল-লীলা—তোমার স্বপ্ন চালাও। যেটুকু মেলে।"

স্বপন এবার ঈষৎ শুষ্ক স্বরে বলল: "ধন্যবাদ এ-উপদেশের জন্যে। কিন্তু সব স্বপ্ন, কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে টোপ ব'লে বিদ্রূপ করাটাই যে বিজ্ঞতার শেষ অঙ্কের চরম বাণী এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাধে।"

আনা হঠাৎ এ-রূঢ় উত্তরের প্রত্যাশা করেনি। সুর নামিয়ে বলল: "কিছু মনে কোরো না বন্ধু। সত্যি আমি হয়তো একটু—কিন্তু তার কারণ আছে।"

বলতে বলতে হঠাৎ আনার কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল। স্বপন সচকিতে ওর মুখের পানে তাকাল। ও মুখ ফিরিয়ে একবিন্দু উদ্গত-অশ্রু ব্লাউসের হাতায় মুছে নিয়ে কম্পিত অধর দংশন ক'রে শক্ত হ'য়ে বসে।...

স্বপন ওর একটা হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল: "কিছু মনে কোরো না আনা, যদি ভু'লে একটু রূঢ় হ'য়ে থাকি। আর এ-কাহিনী আজ না-হয় থাক। এ পূর্বস্মৃতিতে তোমার মনে এত ব্যথা জেগে উঠবে জানলে—"

আনা জোর ক'রে অশ্রু-সজল কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে বাধা দিয়ে বলল: "না স্বপন। রূঢ় আবার তুমি কখন হ'লে? আর সিনিক চঙ তোমার ভালো না লাগলে আমি ব্যথা পাবই বা কেন? না না—আমি বলবই—তোমার কোনো ভয় নেই, এ-রকম আর হবে না।—বিশ্বাস কোরো আমি ভারি লজ্জিত যে হঠাৎ—"

ব'লেই থেমে কেটলি থেকে আর-একটু কফি ঢেলে নিতে গেল। স্বপন বলল: "গরম আছে কি? না, আবার একটু ক'রে দেব?"

আনা বলল : "না—ধন্যবাদ—চলবে এতেই।"

স্বপন পেয়ালায় হাত দিয়ে দেখে বলল : "কই—বাঃ! ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। একটু দাঁড়াও আমি ক'রে দিচ্ছি।—না না, এ ইলেক্‌ট্রিক কেটলি—কতক্ষণই বা লাগবে।......"

নীরা

কফিতে চুমুক দিয়ে আনা সুরু করল : "আমার একটি বাল্যসঙ্গিনী ছিল। নাম নীরা। দেখতে খুব যে সুন্দরী তা নয়—কিন্তু মুখের মধ্যে ছিল তার একটা কমনীয়তা—চটকও। আর তেমনি মিষ্ট ছিল তার স্বভাব। যে দেখত ভালো না বেসে পারত না।

"এক ধরণের মেয়ে জন্মায় না, যাদের জীবনের পথে একটা দুঃখের ছোঁয়াচ নিরন্তরই ছায়া হ'য়ে পিছু নেয়?—যাদের সব দিক দিয়েই সুখী হওয়া উচিত, সুখী হওয়ার জন্যেই যারা তৈরি মনে হয়—অথচ যেখানে তারা যায় সেখানেই যেন দুঃখ তাদের পেয়ে বসে। এ-ধরণের মেয়ে আমি কয়েকটি দেখেছি।" ব'লে একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে বলল : "এরা শুধু যে নিজে অসুখী হয় তাই নয়—শুধু সার্থকতাই তো সংক্রামক নয়—ব্যর্থতাও যে তাই—অপরকেও করে অসুখী। অথচ সুখী হবার সুখী করবার সব উপাদান এদের থাকে। এ-রকম মেয়ে দেখেছ তুমি?"

—"হ্যাঁ। আমাদের দেশে এ-ধরণের মেয়েকে বলে অপয়া। অবশ্য কুসংস্কারই এর কারণ।"

আনা চিন্তিত সুরে বলল : "জানি না তাই কি না। হয়তো এমন

কোনো নিয়তি—ঐ দেখ, আমিও এত বক্তৃতার পরেও কেমন নোঁয়াটে হ'য়ে পড়ছি।—যাক। নীরা ছিল এই ধরনের মেয়ে। তার মা তাকে প্রসব করার সময়েই তাকে ছেড়ে যায়। তার বাবা তাকে যেমন ভালোবাসত তেমনি মারত। একদিন মদ খেয়ে অকারণ তার উপর রেগে সন্ন্যাস-রোগে মারাই গেল। নীরা হ'য়ে পড়ল তার এক মামার গলগ্রহ। আবার মামার গৃহে যেতে-না-যেতে তার এক মামাতো ভাই তার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে বিষ খায়। ফলে নীরাকে তার মামা দেয় তাড়িয়ে। অপয়া বৈ কি!—এর সবই কি কুসংস্কার?—শোনো, আরও আছে। নীরা তার দূরসম্পর্কীয় এক মাসিমার হয় অতিথি। হ'তে-না-হ'তে টাইফয়েড, ও তাকে শুশ্রূষা ক'রে সারিয়ে তুলতে মাসিমাও ঐ রোগেই যান মারা। দেখছ?" ব'লে আনা থেমে গিয়ে কি ভাবে খানিক। হঠাৎ চমক ভাঙে:

"আমি নীরার সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম। এ-সময়ে ওকে আমার সঙ্গে থাকতে ডাকি। ও এল না। বলল, 'না ভাই, আমি তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার অমঙ্গল হবে হয়তো।' আমি অনেক আপত্তি করাতেও শুনল না। একটা বোর্ডিং-হাউসে আশ্রয় নিল। সৌভাগ্যক্রমে ওর বাবা মেয়ের জন্যে হাজার পঞ্চাশেক ফ্রাঙ্ক ইনশিওর ক'রে গিয়েছিলেন। কাজেই ও নিতান্ত নিরবলম্ব হ'য়ে পড়েনি। বোর্ডিং থেকেই 'সরবনে' নানা লেকচার শুনতে আসত ও শিক্ষালাভ করছিল মসিয়ে বেনোয়ের উপদেশ অনুসারে।"

—"মসিয়ে বেনোয়া?"

—"হ্যাঁ, নীরার বাবা তাঁর কিরকম ভাই হতেন। মারা যাবার সময়ে মসিয়ে বেনোয়াকে অনুরোধ ক'রে যান যেন নীরাকে একটু দেখেন শোনেন।"

—"তারপর ?"

—"এই সময়ে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে আমি আবার নীরাকে বলি আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে। নীরা তা'তে ঐ একই উত্তর দেয়। অগত্যা আমি ওর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে নানা সূত্রে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতাম ওকে।"

—"তোমার বিবাহের পরও সময় পেতে ?" স্বপনের অধর প্রান্তে স্নিগ্ধ পরিহাসের রেশ ফুটে উঠল। কিন্তু আনা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল : "বিবাহের পরে আমার নিঃসঙ্গ মানুষের কথা ভাবলে আরও বেশি দুঃখ হ'ত। মরিসের প্রেমে সুখ আমার যতই অসহ হ'য়ে উঠত, ততই ব্যথা বাজত কাউকে একলা বা অসুখী দেখলে। এমনিই সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়েছিলাম সে সুখের মাঝে যে, বললে বিশ্বাস করবে না, নিঃসঙ্গতার ওপরে কয়েকটা গোটা কবিতাই লিখে ফেললাম।"

স্বপন হেসে বলল : "বল কি ? এতবড় সাংঘাতিক কাণ্ড !"

আনাও হাসল : "সাংঘাতিক ব'লে সাংঘাতিক। এবং ব্যাপারটা আরও সঙীন হ'য়ে উঠল যখন মরিস দু-একটা মাসিক পত্রিকায় এ-ধরণের কবিতা আমায় না ব'লে দিল ছাপিয়ে। ছাপার-অক্ষরে সে উচ্ছ্বাস দেখে আনন্দ ও লজ্জায় আর বাঁচি না।"

—"আনন্দ বুঝি—কিন্তু লজ্জা কেন ?"

—"ঝোঁকের মাথায় কবিতা লিখে আনন্দ পায় না কে বলো ? কিন্তু ঝোঁক কেটে গেলে কি চিরজীবন লজ্জা পেতে হয় না 'করেছি কী' ভেবে ?"

—"সেটা নির্ভর করে রুচির ওপর আনা। অন্ততঃ আমি তো ভালো হোক মন্দ হোক কোনো কবিতা লেখা বা গান গাওয়াকেই চিরজীবনের কলঙ্কের কীর্তিস্তম্ভ ব'লে গণ্য করতে পারি না। কিন্তু এ তর্ক

থাকুক, গল্পটাই শুনি। যে তার্কিক তুমি—এ-বয়সের প্রতি মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গেলে—"

—"আজ রাতটা আমাকে এখানেই কাটাতে হবে, এই তো? আচ্ছা গো বন্ধু, আচ্ছা—ভয় নেই। গল্পটা তাড়াতাড়িই শেষ করছি।"

—"বাঃ—তাড়াতাড়ি শেষ করতে কখন বললাম শুনি? যেন গল্পটা আমি উপভোগ—"

—"করছ? দিচ্ছ ভরসা? তা হ'লে শোনো।" ব'লে আনা আবার কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুরু করল: "নীরা আমাদের ওখানে নানা সূত্রে প্রায়ই আসত। আমাদের ওখানে তার ম্লান মুখখানির মেঘ একটু কাটত দেখে আমি ওকে ক্রমে আরও বেশি ডাকতাম নানা ছুতোয়—পিক্‌নিকে, ভ্রমণে, সাইক্‌ল-টুরে—কত কী?"

মাস-দুই এ রকম কাটবার পরে নীরা বেশ একটু বদলে গেল যেন: অন্তত ওর মুখের ওপর থেকে সে নিঃসঙ্গতার ছায়াটা যেন খানিকটা কেটে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কোণে কোথায় যেন কি-একটা বিঁধত। অথচ সে-কথা নিতান্ত নিরালায় নিজের কাছে স্বীকার করারও আমার জো ছিল না। এইভাবে আরও মাস-দুই কাটল।

"ক্রমে এমন হ'ল যে, নীরা অনেক সময় না-ডাকতেই এসে হাজির হ'ত। সেই সময়ে আমার মনের কোণে সেই অস্বস্তির কাঁটাটা আরও মাথা তু'লে দাঁড়াল যেন। হঠাৎ চোখে পড়ল যে শুধু নীরা নয়, মরিসেরও চোখ-মুখ একটু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে নীরার সান্নিধ্যে। ভাবতেও লজ্জায় মাথা কাটা যেত, অথচ একটা আবছা অস্বস্তি, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কাকেও তো পারতাম না ঠেকাতে। মরিসের প্রেম চুম্বন আলিঙ্গনের মধ্যে কেমন যেন একটা শ্লথ ভাব—কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক সুর—অথচ মনকে বোঝাই, সব আমারই কল্পনা।

"হঠাৎ একদিন মরিস আমায় অবাক ক'রে দিল। বলল : 'আমাদের মধ্যে নীরাকে অত বেশি না ডাকলেই ভালো হয়।'

"আমি হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। কিন্তু তখনি গভীর লজ্জায় মরিসকে বললাম : 'ছী মরিস!'

"মরিস বুঝল। কিন্তু তবু একটু একগুঁয়ে টোনে বলল : 'ছী কেন আনা? যখন নবদম্পতীর প্রেমের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির—'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম : 'মরিস! এ কি তোমার কথা!! প্রেমকে আগলে বজায় রাখা? ছী!'

"মরিস আর কিছু বলল না। কেবল একবার তার মুখের ওপর দিয়ে একসঙ্গে যেন হর্ষ-উদ্বেগের আলোছায়া খেলে গেল বিজ্‌লির মতন। যেন একটা বেদনাদায়ক কর্তব্যপালন করার দায়দারা মতন। বুঝলে না?

"কিন্তু যেই আমার কথায় তার মুখের ওপরে মেঘটা গেল কেটে, সেই সে-মেঘ উড়ে এল আমার হৃদয়ের আকাশে। এতদিনের-চেপে-রাখা অজ্ঞাত অরূপ আশঙ্কা যেন নিমেষে রূপ নিল। থেকে-থেকে একটা অনির্দেশ্য ত্রাসে হৃদয়ের গোপন লোকের নিরুদ্বেগ শান্তি-কমলটি যেন মুদিত হ'য়ে আসতে থাকে। মনকে ক্রমাগতই তিরস্কার করি, একটা অভিমানী সাহসে ফু'লে উঠি;—অথচ আবার পরক্ষণেই পড়ি নুয়ে। হায় রে! জোর ক'রে মুঠো করলেই কি আর সুধাকে বন্দী ক'রে রাখা যায় অঞ্জলিতে?"

আনার আনত পল্লবের কোলে আবার সেই বিষাদ রেখা ওঠে ফুটে। খানিক চোখ ফিরিয়ে নিল। আনা চকিতে আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে আবার জোর ক'রে পূর্ববৎ সহজ সুরে বলতে লাগল :

"এমন সময়ে হঠাৎ নীরার কঠিন অসুখ। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা

—অনিদ্রা। ডাক্তারে বলল, স্নায়বিক উত্তেজনা, বিশ্রাম চাই ও সমুদ্রতীরে গেলে খুবই ভালো হয়। নীরা সমুদ্রতীরে 'দিনার'-এ চ'লে গেল —অনেকটা মরিসের বেনারের উপরোধেই।

"আমার মনের মধ্যে একটা স্বস্তির হাওয়া বইল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা চাপা ধিক্কারও। নীরাকে না আমি নিজের বোনের মতন ভালোবাসি?......কিন্তু তবু আনন্দ চাপতে পারি কই? সঙ্গে-সঙ্গে আবার একটা সংশয়ও ফুটে ওঠে মনের কোণে। নীরার অনিদ্রা, স্নায়বিক উত্তেজনা, মাথা-ঘোরা এ-সবের অর্থ কী? তার মনে কিসের এত অন্তর্দ্বন্দ্ব? সে চিরদিনই সুস্থ, সাধাসিধে, স্নেহময়ী, গভীর-প্রকৃতি মেয়ে। তার মনের-ছবিটা যদি কেউ এঁকে আমাকে দিত আমি খুব সাগ্রহে দেখতাম। এক-আধ দিন এমনও ইচ্ছে হয়েছিল, নীরার দৈনন্দিন ডায়ারিটা লুকিয়ে দেখি। চেষ্টা করলে দেখতে পারতাম। কিন্তু এ-রকম চিন্তা মনে উদয় হচ্ছে দেখে আরও পড়ি কুণ্ঠিত হ'য়ে।

"ও চ'লে যাবার পর প্রথম কয়দিন মরিস বেশ প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু কেন জানি না আমার ক্রমাগতই মনে হ'ত যেন এ-প্রফুল্লতার মধ্যে একটু বেশি জাহিরিপনা রয়েছে। মাঝে মাঝে ডাকপিয়ন ওর অনুপস্থিতিতে আমার হাতে মোটা-মোটা চিঠি দিয়ে যায়। কিন্তু শিরোনামা টাইপ করা। আর এ-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নবাদ করা—বুঝতেই তো পারছ? তাছাড়া আমরা কখনই পরস্পরের চিঠিপত্রাদি সম্বন্ধে প্রশ্নবাদ করতাম না। মরিস বরাবরই বলত: 'দম্পতীর মধ্যেও একটা আব্রু থাকা ভালো—সবদিক দিয়েই।'

"একদিন মনে হ'ল মরিস একটু বেশি অন্যমনস্ক। না জিজ্ঞাসা ক'রে পারলাম না। কিন্তু ও অস্বীকার করল। সেদিন সকালবেলা একটা

মোটা চিঠি এসেছিল আমি জানতাম। আমার মাথায় ক্রমে একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। বলি।"

এক চুমুক কফি। পরে আনা বলতে লাগল :

"এমন আশ্চর্য্য পরিষ্কার মনে পড়ে কি ক'রে এল এ দুষ্টুবুদ্ধি। আমি ও মরিস 'বোয়া দ্য বুলোনে'র মধ্যেকার ছোট্ট দ্বীপটির 'কাফে'টিতে ব'সে কফি খাচ্ছি। মরিস হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল : 'নীরা কেমন আছে খবর পাও?' আমি তার মুখের পানে চেয়ে ঝোঁকের মাথায় ব'লে বসলাম : 'তার খবর তো তুমি আমার চেয়ে বেশি রাখো মরিস।' মরিসের মুখ-চোখ যেন কী একরকম হ'য়ে গেল। কিন্তু ও তৎক্ষণাৎ রুমাল বের ক'রে কপাল মুছে হাসির ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বলল : 'সে কি! ত'সপ্তাহ আগে নীরা একটিমাত্র চিঠি লিখেছিল, সে-চিঠি তো আমি তোমাকে দেখিয়েছি।' মিথ্যাকথার স্পন্দন—স্পষ্ট! আমি ব্যথা চেপে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম : 'আহা—ঠাট্টাতে অত ব্যস্ত হ'য়ে ওঠো কেন?'—'ব্যস্ত কোথায়? মানে—' এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে বিল চাইতে লোক এল—মরিস বেঁচে গেল।

"এমনি একটা ভারি বিষাদ লুকোচুরির মধ্যে আরও দিন সাতেক কাটার পর একদিন হঠাৎ নীরার একটা চিঠি পেলাম। সে প্রায় দু-তিন সপ্তাহ চিঠি না লেখার জন্যে নানা ওজর দেখিয়ে লিখেছিল। সেপ্টেম্বরে দিনারে সমুদ্রের হাওয়া খুব মধুর, ভারি চমৎকার সময়, সে অনেকটা ভালো হ'য়ে উঠেছে; আর মাস খানেকের মধ্যেই ফিরবে, আমি যেন তাকে চিঠি লিখি, ইত্যাদি।

"মরিসকে দেখালাম চিঠিটা। ও বলল : 'দিনারে সময় চমৎকার শুনে কোনো সমুদ্র-তীরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আনা। চলো না দোভিলে যাওয়া যাক—যাবে? প্যারিসে এখন যা বিশ্রী গরম পড়েছে!' আমি

ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম—বোধ হয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। মরিস বলল : 'অমন ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ?' আমি সে কথাকে পাশ কাটিয়ে বললাম : 'চলো দিনারেই যাওয়া যাক না কেন মরিস ?'

"ওর কর্ণমূল ঈষৎ রঞ্জিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। আমার দৃষ্টি থেকে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়ে অত্যন্ত সহজ সুরে বলল : 'দিনারে ? আচ্ছা, যখন বলছ তাই চলো না-হয়।'"

"আমার আর সন্দেহ রইল না। মরিস ঔদাসীন্যের একটু বেশি অভিনয় ক'রে ফেলেছিল সেদিন। যাক।" ব'লে একটু থেমে স্বপনের মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল : "এ-সব বিষয়ে নিঃসংশয় হ'তে চাওয়ার মধ্যে কেমন যে একটা আগ্রহ থাকে অথচ ভয়ও কী ভাবে আশেপাশে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় সেটা তুমি হয়তো কল্পনা করতে পারবে না স্বপন, কিন্তু তবু কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। নীরা 'দিনারে' চ'লে যাওয়ার মাস দুই আগে থেকেই মরিসের আচরণে আমার মনে শঙ্কা সন্দেহ জাগে। দিনে দিনে এ-সন্দেহের স্পষ্টতা যতই ফুলে উঠতে থাকে মনের মধ্যে একটা আশাও ততই প্রতিযোগিতা করে সুরু। মনে হয় : হয়তো আশঙ্কা অমূলক। অথচ এ অনিশ্চিত সন্দেহের ও আশার মধ্যে সন্দেহটাকেই মন যেন সত্য ব'লে চিনতে চায়। আশ্চর্য্য না ?"

স্বপন কোনো কথা কইল না। আনা আবার তার সহজ সুরে বলতে লাগল : "কিন্তু সন্দেহ ঘোচার পরে মনের অবস্থাটা হ'ল আমার বড় আশ্চর্য্য : মরিসের ওপর একদিকে যেমন জাগল ক্ষোভ—তার সঙ্গে একত্র থাকতে বাধ্য-হওয়ার দরুণ, অপরদিকে মনে হ'ল তাকে হারানোর মতন ব্যথা বুঝি আর কিছুই নেই। মন যখন কুণ্ঠিত হ'য়ে

তার প্রতি বিরূপ হ'তে চায়, হৃদয় ঠিক তখনই তার পায়ে পড়ে লুটিয়ে।··· দুর্বোধ—থাক।

"সেদিন রাত্রে কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করলাম। স্থির করলাম ভাঙব, তবু নুইব না। গভীর রাত্রে উঠে অসহ্য ব্যথায় মধ্যে অন্য ঘরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে মরিসের প্রেমের কবিতাগুলি বারবার পড়লাম। মনে হ'ল এই-ই তো সুযোগ। পেছুব না। দিনারেই যাব—দোভিলে নয়। ভয় পেয়ে পেছুব—প্রেমকে আমার আগলে বজায় রাখতে? ধিক্।

"দিনারে পৌঁছতেই সন্দেহের যেটুকু বাকি ছিল গেল উবে। নীরা ষ্টেশনে এসেছিল। তার মুখের ওপর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক গেল খেলে। সে-ঝলক কেটে যেতেই দেখলাম তার মুখের পুঞ্জীভূত আকাশে মেঘ পলকে হ'য়ে উঠেছে বর্ষণোন্মুখ—মেদুর। মরিস খুব সহজভাবে 'কেমন আছ নীরা' ব'লে তার সঙ্গে করমর্দন করলে বটে, কিন্তু আবার সেই জাহিরকরা সহজতা। ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে পৌঁছবার সময় মনে মনে প্রাণপণে প্রার্থনা করলাম আমি অনেক দিন পরে···।"

—"তুমি!"

—"কেন? আমাকে কি নাস্তিক ভাবো না কি?"

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "না—ঠিক—নাস্তিক নয়—তবে কি না—"

আমা হেসে বলল: "কথাটা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে অমনিই দাঁড়ায় বটে, এই না? কিন্তু কুণ্ঠা কেন স্বপন? আমার মনে হয় মানুষমাত্রেই সাধারণতঃ নাস্তিক—কেবল বিপদের সময়ে আস্তিক।"

—"কে—ও সেই সিনিসিস্‌ম্?"

—"জগতের রীতিনীতি ও মতিগতির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকলে সিনিসিজ্‌ম্‌ না এসে পারে কি, উচ্ছ্বাসময় ? কিন্তু এ-তর্ক থাকুক। বিপদে প'ড়ে আমি যে ভগবানকে ডেকেছিলাম সে-ডাকা তেমনিই হয়েছিল অবিমিশ্র—কিন্তু সে যাই হোক, বল আমি পেলাম। ভগবানকে ডাকার সময়ে না হোক, পরে একটা বল পাওয়া যায় অনেক সময়ে। লক্ষ্য করেছ কি ?"

—"এটা নাস্তিকের মতন কথা, না, আস্তিকের ?" স্বপনের অধর-প্রান্তে একটা লুকোনো ব্যঙ্গের আভা !...

—"নয় তো কি বলতে চাও যে সত্যিই ভগবানের কাছ থেকে বল পায় আস্তিকের দল ? দুঃখের সময়ে হৃদয় হাত পাতে তার নিরালা শক্তি-উৎসের কাছে। বল আসে সেই উৎস থেকেই। কিন্তু দুর্বল মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, এল—বাইরে থেকে। অন্তত মসিয়ে রেনার তো তাই বলেন। কথাটা বেশ কিন্তু, না ?"

—"কে জানে ? এ রকম ক'রে ব্যাখ্যা তো যে-কোনো জিনিষের করা যায়। কিন্তু এ-সব তর্ক থাক না আনা ! মানুষের বিশ্বাস অনুভূতি প্রভৃতি তার অভিজ্ঞতা ও ঝোঁক দিয়ে যে কত বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়, তা তো জানো ? একই ঘটনা তো দুজনের কাছে দুরকম বিশ্বাসের খোরাক যোগায়। জান তো সেই দুজন সৈনিকের কথা— যাদের মধ্যে একজন বলেছিল যে, গত যুদ্ধে প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে ঈশ্বর একটা কুসংস্কার ও অন্যজন বলেছিল যে ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই সে যেন শুধু একবার গত যুদ্ধের কথাটা মনে করে। কাজেই থিওরি ও মন্তব্য ছেড়ে গল্পটাই ব'লে চলো। এ-সব কচকচিতে লাভ কতটুকু বলো ?"

আনা তার দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর মুখ টিপে হেসে বলল : "তুমি দেখতে যতটা ভালোমানুষ ভেতরে ভেতরে ততটা নও

দেখছি বন্ধুবর! এ-সব মতামতের পেছনে দেখছি কেমন একটা গোঁ আছে তোমার।"

স্বপন হেসে বলল: "যেটা শুধু মেয়েদেরই একচেটে সম্পত্তি সেই বস্তুটির ওপর কি না পুরুষদের ভাগ বসাতে যাওয়া? স্পর্ধা বৈ কি!"

দুজনেই হেসে ওঠে। ঘরের মধ্যের বিষাদের কালিমা একটু লঘু হ'য়ে আসে। আনা গরম কফির পেয়ালায় ফের চুমুক দিয়ে ব'লে চলে: "নীরা অবশ্য তারই হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করেছিল। তার ঘরটি ছিল আমাদের শোবার ঘরের পাশেই।

"সন্ধ্যাবেলা আমার ভারি মাথা ধরল। বুকের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ব্যথা গুমরে গুমরে ওঠে। আমি খাওয়া-দাওয়ার পর রাত প্রায় সাড়ে নটার সময় হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে সমুদ্রতীরে গেলাম চ'লে। মরিস আমার সঙ্গে আসতে চাওয়ায় আমি বললাম: 'না মরিস, একটু একাই বেড়াব। মনে হয়: সমুদ্রের ধারে একটু বেড়ালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠব। বেশি দেরি করব না, ভয় নেই, ফিরব ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। তুমি শুয়ে পড়ো।'

"সমুদ্রের ধারে গিয়ে কিন্তু আমার আরও খারাপ মনে হ'ল। জ্বরভাব। মাথাটা সমুদ্রের শীকরে একটু ঠাণ্ডা হ'ল বটে কিন্তু বড় শীত করতে লাগল। আমি ঘণ্টাখানেক ব'লে মিনিট পনেরর মধ্যেই এলাম ফিরে।

"ঘরের মধ্যে খুব নিঃশব্দেই এলাম ও কাপড়-চোপড় অন্ধকারেই ছেড়ে শুয়ে পড়লাম তেমনি নিঃশব্দে—পাছে মরিসের ঘুম ভেঙে যায়। কারণ আমি জানতাম, মরিস ক্লান্ত।

"শুয়ে পড়েই দেখি পাশে মরিস নেই। আর ঠিক তখনি মনে হ'ল যেন নীরার ঘরে একটা খুব মৃদু ফিস্ ফিস্ শব্দ। আমার বুক ধুক ধুক

ক'রে উঠল। ভাবলাম, হয়তো আমার ভুল হ'য়ে থাকবে। মীরার ঘর ও আমাদের ঘরের মধ্যের দেয়ালে একটা কাঠের দরজা ছিল। আমি ভালোমন্দ না ভেবে সেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম ও 'কী-হোলে' কান পেতে শুনতে লাগলাম—উচিত-অনুচিত ভুলে।

"হবি তো হ'—মীরার বিছানাটা ছিল সেই দরজারই গায়ে লাগানো। স্পষ্ট শুনতে পেলাম মীরা বলছে: 'আর না, দোহাই তোমার, এখন যাও।' তা'তে মরিস উত্তর দিল: 'আর একটু—মীরা।' তা'তে মীরা ব'লে উঠল: 'কিন্তু যদি—' মরিস বলল: 'কেন মিথ্যে ভয় করছ, মীরা? বলিনি, আনা ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরবে বলেছে, এখন ত কুড়ি মিনিটও হয়নি—তুমি ও-রকম না না কোরো না।' মীরা বলল: 'আমার কি অসাধ মরিস—কেবল—' মরিস বলল: 'না গো না সাবধানী—সাধে কি বলে মেয়েরা—' তার পরের কথাটা শুনতে পেলাম না, শুধু একটা মৃদু চুম্বনের শব্দ। উঃ—" ব'লে আনা থেমে গেল। স্বপন দেখল, তার মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। আনার সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হ'তেই আনা কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ ক'রে বলল: "আমায় মাপ কোরো যদি আমি এত বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও এ-ধরণের তুচ্ছ পূর্ব্বস্মৃতিতে এখনো একটু বেশি বিচলিত হ'য়ে উঠি—"

স্বপন আর্দ্রস্বরে বলল: "আনা, মুখে কোনো-কিছুকে তুচ্ছ বললেই যদি তা বাস্তবিক তুচ্ছ হ'য়ে যেত তা হ'লে জীবনে অনেক ট্রাজিডিরই নিরসন হ'ত।" ব'লে স্বপন থেমে গেল, কারণ আনা এ-সব শুনছিল না: চুপ ক'রে মেজের কার্পেটে আঁকা একটা রঙীন ফুলের দিকে একদৃষ্টে ছিল চেয়ে। স্বপন বলল: "আজ থাক্ আনা। এসো অন্য কথা কই।"

আনা হঠাৎ যেন নিদ্রোত্থিতের মতন তার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু তার দৃষ্টির পেছনে তখনও তার মনের ঘোর কাটেনি। চমকে উঠল

যেন···সঙ্গে সঙ্গে মুখ তার হ'য়ে উঠল রক্তাক্ত। সে আরও কুন্ঠিত হ'য়ে বলল : "না না স্বপন। তোমার সমবেদনার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমার এ দুর্বলতাকে আমার জয় করতেই হবে। আমি বাকিটুকুও বলব—তা'তে যতই ব্যথা লাগুক না কেন।" ব'লে রুমাল বের ক'রে মুখ মুছল। তারপর সহজ সুরেই বলতে লাগল : "আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না—হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বিছানার দিকে যেতেই একটা তেপায়া কি রকম ক'রে আমার কয়েকটা জিনিষপত্র শুদ্ধ সশব্দে প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা ড্রেসিং গাউন প'রে বেরিয়ে আমাদের সামনের করিডোরের শেষে একটা খোলা ব্যালকনিতে একখানা বেঞ্চির ওপর ব'সে দু'হাতে মুখ ঢাকলাম।" আনার স্বর একটু গাঢ় হ'য়ে এল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ জোর ক'রে কণ্ঠে শান্ত সুর টেনে এনে বলতে লাগল : "আমি বেঞ্চে ব'সে মিনিট দুই-তিন কান্নার পরেই নীরার ঘরের দোর খোলার শব্দ পেলাম। আমার বেঞ্চটা একটু আড়ালে ছিল। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, মরিস খুব পা টিপে টিপে নীরার ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এল ও নিচে চ'লে গেল। আমি একলা খানিকক্ষণ খুব কাঁদলাম। মিনিট কুড়ি এই রকম কান্নার পরে ঘরে গেলাম। দেখি, মরিস কখন ফি'রে এসে শুয়ে একটা বই পড়ছে। আমায় জিজ্ঞাসা করল : 'কোথায় গিয়েছিলে?' আমি বললাম : 'স্নানের ঘরে স্নান করতে।' ও বলল : 'এত রাত্রে?' আমি মুখ ফিরিয়ে অস্ফুটস্বরে বললাম : 'মাথা ধরার জন্যে।' ও কী বলবে? বলল : 'সমুদ্রের দিকে বেড়াতে যাওনি তা হ'লে বুঝি?' আমি বললাম : 'গিয়েছিলাম, বেড়িয়ে ফিরে এসেই তো স্নানের ঘরে ঢুকেছিলাম।' আমার খেয়াল ছিল না কি-রকম উল্টো-পাল্টা কথা বলছি, কেননা ড্রেসিং-গাউন প'রে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম

বলাটা যে কি রকম—" ব'লেই আনা একটু থেমে বলল : "কিম্বা বোধ হয় আমার গ্রাহ্যই ছিল না ধরাপড়ার। তাই যা মনে আসছিল তাই উত্তর দিচ্ছিলাম। মাথাও ঘুরছিল। ও বলল : 'তারপর ?' আমি বললাম : 'ঐ দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসেছিলাম একটু।' মরিস হেসে বলল : 'ঘরে ফিরতে বুঝি ইচ্ছে করছিল না ? আমাকে একলা ফেলে রেখে—' ব'লে কৃত্রিম অভিমান ক'রে দু'হাত বাড়াল।

"আমার চোখের মধ্যে জলে মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠল। কী দরকার ছিল এর ? আমি কোনো মতে আত্মসংবরণ ক'রে 'আসছি' ব'লেই সেইভাবে ব্যালকনিতে গিয়ে বেঞ্চিতে ব'সে একেবারে ভেঙে পড়লাম এবার। এই কি সেই মরিস ? সেই আদর্শবাদী, আদর্শ প্রেমিক, সত্যপন্থী—উঃ!···আমাকে সোজা বলতে কী হয়েছিল ?···আমি কি ওদের সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে থাকতাম ?—যদি ও সত্য বলত যে মীরাকে ভালোবাসে তা হ'লে ব্যথা খুবই বাজত কিন্তু এ-ভাবে আমার শ্রদ্ধা তো হারাত না ? হয়তো·····কতদিন থেকে এই রকম প্রবঞ্চনা করছে আমাকে !······কে জানে ?······

"এমন সময়ে হঠাৎ মরিস আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধ'রে চাপা সুরে বলল : 'আমায় ক্ষমা করো আনা।' আমি বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে ব'সে বললাম : 'ছেড়ে দাও।' মরিস দাঁড়িয়েই কাতরভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : 'আমি সত্যিই অনুতপ্ত।' আমি একটু চুপ ক'রে থেকে শুষ্ককণ্ঠে বললাম : 'অনুতপ্ত ? কিসের জন্যে ?' মরিস একটু চুপ ক'রে থেকে আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতে যায়। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম : 'অনুতপ্ত কিসের মরিস ? তুমি তো নানা কবিতায় লিখেই থাকো : প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদ্‌পদ্ম ভালি নিঃশেষ হ'লে তাকে ভাঙতে পারে এমন সবল

মানুষের নেই। তবে?' আমার কথার শুরু দাহে মরিস প্রথমটায় একটু চমকে গেল। কিন্তু কোনো তর্ক না ক'রে শুধু বলল: 'চলো আনা, কালই আমরা প্যারিসে ফিরে যাই।' আমি শুধু মাথা নাড়লাম। মরিস আমার দুটো হাতই তার দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কাতর কণ্ঠে বলল: 'লক্ষীটি, আনা, চলো। আপত্তি কোরো না। সত্যিই আমি অনুতপ্ত, বিশ্বাস করো। চলো কালই ফিরে যাই।' এবার ওর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন একটা গাঢ় আন্তরিকতার সুর উঠল বেজে। আমি যথাসাধ্য শান্ত স্বরে বললাম: 'ফিরে যাওয়া অসম্ভব। নীরা ভাববে কি?' মরিস ব্যগ্র স্বরে বলল: 'ভাবুক, যখন জীবন নিয়ে আশঙ্কা, তখন কে কি ভাবল সে নিয়ে অত মাথা ঘামাতে গেলে চলে না।'

"আমি মরিসের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। পরে বললাম: 'মরিস, এ-ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচাতে চাও কা'কে?' মরিস বিস্মিত সুরে জিজ্ঞাসা করল: 'তার মানে?' আমি বললাম: 'মানে!—মানে আমি যাব না।' মরিস অভিমানের সুরে বলল: 'তার মানে তুমি আমাকে চাও না।' এ সময়ে তার অনুতাপের স্থলে অভিমানের সুর এমন বেসুরো বাজল! নরম হ'তে গিয়ে শক্ত হ'য়ে বললাম: 'চাই মরিস। তোমাকে আমি আজও চাই, সত্যিই চাই। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মরিসকে চাই, পঙ্গু মরিসকে না।' এবার ও পরুষ-কণ্ঠে বলল: 'পঙ্গু আবার কি? ও-সব থিয়েটারি ঢং ছাড়ো। চলো—পাগলামি কোরো না—ঘরে চলো।' ব'লে আবার আমার কাছে এসে আমার কটিবেষ্টন ক'রে আমাকে ঘরের দিকে টানল।

"এই জোর ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টায় উলটো উৎপত্তি হ'ল। অন্তত যদি আমাকে আগেকার মতন অনুতপ্ত সুরে খানিক বোঝাত তবে হয়তো সেদিন রাত্রে অমনধারা একটা কেলেঙ্কারী হ'ত না। কিন্তু ওর টানা-

টানিতে, পরুষ-কণ্ঠে, 'থিয়েটারি ঢং' বলার সুরে—সব তাতেই ছিল একটা মিথ্যা পৌরুষের দাবি, একটা রূঢ় সম্পত্তিজ্ঞানের ঝাঁঝ। খানিক আগে যে নীরার পায়ে লুটিয়ে মিনতি জানিয়েছে সে নিমেষে সে-কথা ভুলে গিয়ে তার স্ত্রীর দেহকে এমন অকুণ্ঠে জড়িয়ে ধরে! ধরতে সাহস করে!! আমার নিস্তব্ধ ক্রোধ আবার দপ্ ক'রে উঠল জ্ব'লে। আমি তার হাত সজোরে ঠেলে দিয়ে বললাম: 'ছেড়ে দাও বলছি—লজ্জা করে না?' মরিসের হাতটা আমার ঠেলাতে ছিটকে গিয়ে পাশের একটা রেলিঙের কোণায় ঠক্ ক'রে লাগল। ও রুক্ষকণ্ঠে বলল: 'বুঝেছি। তুমি আমাকে ভালোবাসো না—ভালোবাসো শুধু তোমার আত্মাভিমানকে। —অথচ মুখে কতই না ক্ষমাশীলতা, কতই না কোমলতা, কতই না সহিষ্ণুতার অভিনয় ক'রে এসেছ এতদিন!' আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম: 'মরিস! অভিনয় করি—আমি! খানিক আগের—' আমার কথাটা শেষ হ'ল না—দেখি, পাশে নীরা।

"সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রোধের আগুনে পড়ল ঈর্ষার আহুতি। আর আমি আত্মসংবরণ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল চারদিকের সবই ঘুরছে। আমি জোর ক'রে পাশের রেলিং চেপে ধ'রে মুখ ফিরিয়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা টলছিল।"

আনার শেষ কথাগুলির মধ্যে যেমন মৃদুতা তেমনি জ্বালা।……স্বপন মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল। আনা থামতে তার চমক ভাঙল। বলল: "নীরা কি সব শুনেছিল?"

প্রশ্নটা আনার কানেই যায়নি। সে বলল: "আজ আমার ভারি আশ্চর্য মনে হয় স্বপন ভাবতে, যে, যদি সেদিন ঠিক ঐ সময়ে নীরা হঠাৎ উপস্থিত না হ'ত তা হ'লে আমার জীবনটা একেবারে উলটো একটা পরিণতি নিত কি না?"

—"কেন ?"

—"কারণ বেশ মনে আছে মরিস রাগের মাথায় কথাটা ব'লেই ভুল বুঝেছিল। তার ওপর সে আমার লাফিয়ে ওঠার ভয়ও পেয়েছিল একটু। তার মুখের মধ্যে অনুতাপ আবার ফুটে উঠেছিল ভয়ের সঙ্গে মিশে। তার সে-সময়ের মুখ এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সব ব্যাপারটা বলতে এত সময় লাগছে, কিন্তু ঘটেছিল বিদ্যুতের মতন এক নিমেষে। মানুষ সঙ্কট সময়ে কত দ্রুত কত রাশি রাশি ভাবনা ভাবতে পারে কখনো লক্ষ্য করেছ কি ?"

—"করেছি।"

—"আমাদের জীবনে এক-একটা মস্ত সঙ্কট সময় যখন হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় তখন আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি দেখতে পাই এক পলকে—যেমন দেখা যায় সমস্ত দিগন্তের তল অবধি বিদ্যুতের একটিমাত্র লেলিহান চাউনিতে। সে-লাফিয়ে-ওঠার মুহূর্তে মরিসের মুখে ত্রাস, লজ্জা, বিস্ময়, অনুতাপ ও সম্ভ্রমের যে-সমাবেশটি দেখেছিলাম সেটা আজও মনে পড়ে একটা স্পষ্ট প্রকৃতির চিত্রের মতন। মনে পড়ে, আমি ভাবলাম মরিস আমাকে এবার থেকে সম্ভ্রম করতে শিখবে, অনুতাপ তা'তে ইন্ধন দেবে এবং আমি তাকে ক্ষমা ক'রব—কিন্তু ধীরে ধীরে ; তাকে বুঝিয়ে দেব যে আমি শুধু প্রেমে-আত্মহারা দুর্বল রমণীমাত্র নই, আমার মধ্যে একজন আছে যে সম্রাজ্ঞী, যে নারী ; সে শত্রুতা সইতে পারে কিন্তু অবজ্ঞাকে ক্ষমা করতে জানে না।"

ব'লে আনা থেমে একটু ম্লান হেসে বলল : "কিন্তু হায় রে নিয়তি! —প্রেরণার আলোর যে-সম্ভ্রম ওঠে ফুটে—সে যে কত দুর্বল, কত ক্ষণ-ভঙ্গুর তার কি আমরাই হিসেব রাখি ? নীরার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে এ-কথাটা স্পষ্ট অনুভব করলাম। আমার সব কল্পনার সৌধই যেন

নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল ! কোথায় গেল আমার সম্ভ্রম, আভিজাত্য, ক্ষমা-বিতরণের গৌরব, মন্মিলের মিনতির চিরে আত্মপ্রসাদ ! আমি জলে উঠলাম একজন অতি সাধারণ মেয়ের মতন—দুর্বার ঈর্ষার—দীপ্তীন জালায় ! আর মুহূর্তের উন্মাদনায় সব হারালাম !" ব'লে একটু থেমে আনা যেন আপন মনেই বলতে লাগল : "তবু আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনাই করি !—এটা কত বড় পরিহাস তাই আজ ভাবি—যখন একটা অতি-তুচ্ছ অবান্তর ঘটনা আমাদের জীবনের সাগরমুখী স্রোতকে এমন নিষ্করুণভাবে মরুপথের দিকে দিতে পারে ঠেলে !" ব'লেই ওর যেন সম্বিৎ এল ফিরে। ঈষৎ লজ্জিত সুরে বলল : "আঃ—কি বাজেই বকছি ! ছিঃ—আমি যে এখনো এত সেন্টিমেন্টাল হ'তে পারি—"

যখন স্নিগ্ধ সুরে বলল : "হৃদয়ের সব অতীন্দ্রাকে যদি সেন্টিমেন্ট ব'লে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেত আনা, তা হ'লে কি খুব ভালো হ'ত ? কেমন ক'রে জানলে যে, এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তোমার চরিত্র চিরদিনের মতন সমৃদ্ধি লাভ করেনি ?"

আনা অল্প হেসে বলল : "মনাজি, এ-সব মিত্রের মতন দার্শনিক সান্ত্বনার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে কে বলবে ? যাক শোনো।" ব'লে আবার তার বিষাদমিশ্রিত শান্ত সুরে বলতে লাগল : "নীরাকে দেখেই আমার হৃদয় শক্ত হ'য়ে উঠল। মন্মিলের মুখের চেহারাও গেল বদলে। তার অনুতাপের বায়গায় ফুটে উঠল—পৌরুষের সম্ভ্রম যেন। অবিচারের বোঝা আমারই আবরণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে আবার উঠল কঠিন হ'য়ে। যে-মিলনধারা আমাদের বনায়মান ক্রোধ ও অভিমানের মধ্যে কূলোন্মুখ হ'য়ে এসেছিল, তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের ঝড়ে উড়ে গেল মুহূর্তে।

"নীরা বলল : 'আমি সব শুনেছি আনা। কালই চ'লে যাচ্ছি আমি। আমায় তুমি ক্ষমা করো। মরিসের কোনো দোষ ছিল না এতে।'

"মরিস যেন একটু স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠল তার প্রতি। অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঈর্ষা ফের উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। উঃ—কী মহীয়সী ক্ষমাশীলার অভিনয়! মরিসের অনুতপ্ত চোখে সে এ-কথায় যতটা উঁচুতে উঠল আমার ঈর্ষার চোখে সে ঠিক ততটাই নিচে নেমে গেল। কিন্তু আমি যথাসাধ্য সম্ভ্রম বজায় রেখে শুষ্ককণ্ঠে বললাম : 'তোমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছ এতে ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? আর, মরিসের ওকালতি করার এ-বিড়ম্বনাই বা কেন? তোমায় যেতে হবে না, আমিই চ'লে যাব কাল। সংসারে কাঁটারই সব আগে বিদায় নেওয়ার কথা, একবৃন্তে দুটি ফুলকে বিচ্ছিন্ন করা কি ভালো?' নীরা আমার বিদ্রূপ গায়ে না মেখে ক্ষুব্ধস্বরে বলল : 'তুমি যাবে কোথায় আনা? আর কাঁটা তো এ-ক্ষেত্রে আমিই।' আমি বললাম : 'না। তুমিই হ'লে আসল ফুল—এখানে। আমারই দাঁড়ানো উচিত স'রে।' নীরা বলল : 'কেন আমাকে ফুল ব'লে ব্যঙ্গ করছ আনা? আমার কিসের অধিকার? সমাজে—' আমি অধীর স্বরে ব'লে উঠলাম : 'যেখানে ভালোবাসাই না রইল—সেখানে সমাজের কৃপানিক্ষিপ্ত অধিকারের টুকরোকে ন্যায্য স্বত্ব ব'লে মনে করার উঞ্ছবৃত্তি থেকে যেন রক্ষা পাই নীরা। না, তোমার স্বত্ব তুমিই ভোগ করো, আমি নিজের পথ বেছে নেব।' মরিসের মুখে আবার সেই অনুতাপের ছায়া এল ঘনিয়ে। কিন্তু নীরা সামনে, কী বলবে? শুধু জিজ্ঞাসা করল : 'সে কি—কী পথ বেছে নেবে তুমি শুনি?' আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম : 'সে-ভাবনা তোমার করতে হবে না। যে-পথই বেছে নিই না কেন, তোমার কোনো

সুপারিশের দরকার হবে না।' মরিস নীরার দিকে চকিতে চেয়েই লাল হ'য়ে উঠল। বলল : 'আঃ—কী পাগলামি করছ বলো তো? তুমি উত্তেজিত হয়েছ, এসো, শোবে এসো।' ব'লে আবার আমার হাত ধরল। নীরার সামনে আমার হাত ধরা!—আমি ওর হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম : 'কেন মিথ্যে মিথ্যে আমাকে জ্বালাতন করছ মরিস? আজকের পর তোমার সঙ্গে কখনো একত্র শুতে পারি আমি? যে শোবে তাকে ডেকে নিয়ে যাও।' নীরা অস্ফুটস্বরে চিৎকার ক'রে মুখ ফেরাল। মরিস আহত হ'য়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'তবে তোমার যা ইচ্ছে করো—' ব'লে দুম্ দুম্ ক'রে নিজের ঘরে চ'লে গেল। নীরাও ধীরে ধীরে নতমুখে তার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিল।"

স্বপন রুদ্ধকণ্ঠে বলল : "তার পর?"

আনা ম্লান হেসে বলল : "এরও পর?"

—"মরিস আর সাধাসাধি করেনি?"

—"সুযোগ দিলে তো। সেই রাত্রেই আমার বুদোয়ার * থেকে নিঃশব্দে আমার সুটকেস হাতে ক'রে ট্রেনে চ'ড়ে প্যারিসে রওনা।"

—"সেই রাতেই? মরিস—"

—"বললাম না, নিঃশব্দে রওনা দেই? মরিস হয়তো রাত্রে আমার খোঁজ ক'রে থাকবে। কিন্তু সে যাক। যেটা দরকারী কথা সেটা এই যে তারপর মাস কয়েক বাদে কাগজে বেরুল, খ্যাতনামা তরুণ কবি মরিস বঁপারের পত্নী মাদাম আনা বঁপার অমুক হোটেলে অমুকের সঙ্গে রাত্রিবাস করার দরুণ মসিয়ে বঁপার তার নামে কোর্টে ডাইভোর্সের কেস এনেছেন।"

স্বপন চমকে উঠল : "সে কি!"

* Boudoir—মেয়েদের ছোট্ট বসবার ঘর।

গল্পালাপ অন্তে যখন শেষটায় আনা উঠল তখন রাত প্রায় একটা। পারিসের মেট্রো, বাস বন্ধ। স্বপন একটা ট্যাক্সি ডাকায়। পথে দুজনেই নীরব। কেবল আনার বাসার রাস্তায় ট্যাক্সিটা বেঁকতেই সে স্বপনের একটি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আজকের রাতের উচ্ছ্বাসের জন্যে ভারি লজ্জা বোধ করতাম স্বপন—যদি—"

—"যদি কি?"

—"যদি না তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু অনুভব করতাম যাতে মনে হ'ত: তুমি বুঝেছ। সত্যি, তোমাকে আজ এত—" হঠাৎ দুজনের চোখোচোখি হয়: রাস্তার একটি স্তব্ধ ল্যাম্পের আলোয় আনার চোখ দুটি চিক্ চিক্ করে।···স্বপন তার হাতের চাপের উত্তরে আরও নিবিড় চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। আনা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে: "অর্থাৎ যদি এত—অনেক দিনকার চেনা না মনে হ'ত তা হ'লে সত্যি আজ ভারি লজ্জায় প'ড়ে যেতাম।"

স্বপন হেসে বলে: "এজন্যে লজ্জা পাওয়ার হাত থেকে না-হয় বেঁচে গেলে। কিন্তু অন্য একটা কারণে লজ্জা-পাওয়া থেকে আমি তোমায় ঠেকাব কেমন ক'রে বলো দেখি?"

আনা প্রশ্নোৎসুক মুখে ওর পানে চাইতে স্বপন সেই সুরেই বলল: "মানে—গত কয় দিনের অবিশ্রান্ত সিনিসিজ্‌মের অভিনয় ধরা-প'ড়ে যাওয়ার দরুণ?"

আনার টলটলে অশ্রু পড়তে পেল না। কৃত্রিম কোপের সুরে ও বলল: "অভিনয়? কক্ষনো না।"

—"আনা, নারী হচ্ছে স্বভাব অভিনেত্রী—তুমি গায়ের জোরে কক্ষনো না বললেই শুনব?"

—"আহা হা—নারী চরিত্রের কতই খবর রাখেন যেন উনি!"

—"কেমন ক'রে জানলে রাখি না?"

—"শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায় মশাযি।"

ট্যাক্সি আনার দোর গোড়ায় থামে হুশ ক'রে।

বাড়ীর দরজা 'ল্যাচ কি' দিয়ে খুলে আনা ফিরে দাঁড়ায়। স্বপন তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসে। আনা হাত নেড়ে বলে: "ও রিভোয়া—" *

—"ও রিভোয়া।"

স্বপন-সন্ধ্যা সংবাদ

সেদিন রাত্রে প্রায় দুটোর সময় ফিরে স্বপন হঠাৎ কলম ধরল:

"স্বর্ণোজ্জলে সন্ধ্যারাণী,

"যদিও কালই একটা দীর্ঘ চিঠি ডাকে দিয়েছি, তবুও আজ আবার লিখতে বসলাম। কারণ আজ রাতে মনটা আমার ভ'রে আছে, তোমার সঙ্গে একটু প্রাণখুলে গল্প না ক'রে থাকতে পারছি না যে। তুমি আজ কতদূরে!...আনার জীবন-কাহিনী শুনে সত্যি আমার এত ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতে!

"ইচ্ছে করছে কেন?—শুধু দেখাতে যে, যে-সব ঘটনাকে বাঙালী সতী-সাধ্বীরা নভেলিয়ানা ব'লে এক কথায় বরখাস্ত ক'রে দেন সে-ধরণের অঘটনের সঙ্গে এ-দেশে কত সহজে সাক্ষাৎ-সুযোগ ঘটে। সত্যি, আনার জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে আজ আমার ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল যে,

* Au revoir—বিদায় আপাততঃ, আবার শীঘ্রই দেখা হবে।

যে-সমাজে নস্তেলিয়ানার অবকাশ আছে কেবল সেই সমাজই আটপৌরে একঘেয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম; আর যে-সমাজে নস্তেলিয়ানা নিতান্তই নস্তেলিয়ানা সে-সমাজে গন্ধময় বাস্তবের জগদ্দল বাঁধে জীবনের সব সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যস্রোতই যায় মাঠে মারা। কেননা, এ-রকম বাঁধে জীবনের স্রোতস্বিনী হ'য়ে ওঠেন বদ্ধ জলা আর কি—বুঝলে না? এর জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে—আমাদের সমাজ। বাস্তবিক তোমার কল্পনা কি তোমায় বলে না যে, যে-সমাজে অবাস্তব ঘটনা নিত্য বাস্তব হ'য়ে উঠতে পারে কেবল সে-সমাজেই সত্যি বাস্তবতার জন্ম সম্ভব? আনার আজকের জীবন-কাহিনী স্বকর্ণে শুনলে এ-কথা মেনে নিতে তোমার বাধত না কখনোই। সত্যি, আজ আমি যেন প্রথম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলাম যে, এদেশের নরনারী আমাদের চেয়ে কত এগিয়ে, তাদের হৃদয়ের নানা স্বপ্ন কত জীবন্ত, তাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা কত বেশি সূক্ষ্ম, সুকুমার! আমরা মাথা ঘামাই উচিত-অনুচিত সুনীতি-দুর্নীতি শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় নিয়ে;—ওরা ঘামায় ওঠা-পড়া পাওয়া-ছাড়া বরণ-বিসর্জন নিয়ে। তাই তো এদের আইডিয়ার পরিমণ্ডলে এত রকম অপরূপ বর্ণের ইন্দ্রজাল দেয় ধরা।

"কিন্তু আনার আজকের কথাগুলির মধ্যে যে-স্পন্দনটি তার সমস্ত কাহিনীর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল এ-চিঠির বাসি অক্ষরে তাকে মুড়ে পাঠাব কেমন ক'রে বলো? চিঠিতে আখরই পাঠানো যায়, কিন্তু প্রাণের রাঙিমাটুকু! সামীপ্যের বারতা দূরত্বের মধ্যে দিয়ে যায় কি ফোটানো?"

শেষ ছত্রটি সে কেটে দিল। তারপরে আনার কাহিনী আগাগোড়া লিখল—তার ও আনার নানা মন্তব্য ও তর্ক সমেত। কেবল আনাকে ট্যাক্সি ক'রে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার ও ট্যাক্সির মধ্যে কথাবার্তার কোনো উল্লেখ করল না।

শেষে লিখল : "আজ সন্ধ্যাবেলা আমার চোখের সামনে থেকে যেন একটা ঘন পর্দা স'রে গেছে, সন্ধ্যারাণী ! লেকচার শুনে বা বই প'ড়ে এ-পর্দা কখনো এমনভাবে অপসৃত হ'তে পারে না—পারে না—পারে না। পারে শুধু—ঐ যে বললাম—জীবন্ত মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-অশ্রু-ছন্দিত হৃদয়টির রক্তরাঙা উত্তাপে। অনুভূতির স্থান কি কখনো যুক্তি বা কল্পনা দিয়ে পূরণ করা যায় ? আনার জীবন-কাহিনীর বিষয় আমার একটা মস্ত অনুভূতি, তোমার ভালোবাসা পাওয়ার প্রগাঢ় বিস্ময়টিরই মতন। তাই, আনা আজ ঠিকই বলেছে যে অনুরূপ অনুভূতি না থাকলে কাউকে কোনো কথা ব'লে ঠিক বোঝানো যায় না। আমার মনে হয়, আনার কথা আমি কখনই ঠিক বুঝতে পারতাম না—প্রেমের জন্যে সে তার প্রেমাস্পদকেও ছাড়তে পেরেছিল কেমন ক'রে, এ-সমস্যা আমার কাছে কখনই পূরণ হ'ত না—যদি না তোমাকে পেতাম। কারণ মূল অনুভূতিটি থাকলে ডালপালা দিয়ে বাকিটা সাজিয়ে কল্পনা করা যায় কিন্তু শুধু অনুমানের বিজলিপাত তো আর হৃদয়ের নিবাত-নিষ্কম্প অনুভূতির স্থান অধিকার করতে পারে না ! পারে কি ? তাই আনার প্রেমের অনুভূতি ও সব-ছাড়ার ব্যথা আজ আমার কাছে এত জীবন্ত হ'তে পেরেছে। তবে এজন্যে যদি কেউ আমার নমস্য থাকে হে সন্ধ্যারাণী—তবে 'তুমি সে-ই,—তুমি সে-ই গো'।—ইতি তোমার চলচঞ্চল স্বপনরাজ"

টেলিফোন

স্বপনের ঘুম ভাঙল দেরিতে—পরিচিত কণ্ঠস্বরে। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করছিল : "মসিয়ের কি অসুখ করেছে ? কফি দুবার এনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি যে।" সে ভারি লজ্জা বোধ করল। বলল : "কটা বেজে ?"

—"সাড়ে দশটা।"

—"সা—ড়ে দ—শ—টা !!"

—"হাঁ মসিয়ে। মাদাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন ফোনে আপনার কথা—দু-দুবার!"

—"কিনি ?"

—"যিনি কাল রাতে এসেছিলেন।"

স্বপনের মনে হয় রসিকা পরিচারিকার ঠোঁটের কোণে যেন একটা ছদ্মহাসির আভা। সে মুখ নিচু ক'রে বলল : "আচ্ছা, তুমি কফি রেখে যাও—আজ দুপুরে এখানে খাব না আমি।"

—"যে আজ্ঞে, মসিয়ে।"

স্বপন উঠে কফি খেয়েই তাড়াতাড়ি আনাকে ফোন করল।

—"কে ?"

—"মাদমোয়াসেল স্ত্যুপ আছেন ?"

—"আছেন। কার নাম বলব ?"

—"মসিয়ে সেন।"

—"আচ্ছা, একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে।"

* * * * * * * * *

—"বঁ জুর স্বপন!" *

—"বঁ জুর আনা!"

—"এত দেরি ঘুম থেকে উঠতে! আমি দু-দুবার ফোন ক'রে—"

—"রাতে কি ঘুম হয়েছিল না কি ?"

* Bon jour!—সুপ্রভাত!

—"স্বপ্ন দেখেছিলে কা'কে ?"

—"স্বপ্ন না। ঘুম হয়নি ভালো—সত্যিই।"

—"তা হ'লে তো আমার ওপর রেগে আছ ?"

—"ঘুম না হওয়ার জন্তে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"থাকতাম—যদি স্বপ্নে খানিকক্ষণ তোমার দেখা পেয়ে ক্ষতি না পূরত।"

—"বাঃ, বেশ ফরাসী কায়দায় কম্‌প্লিমেন্ট-দেওয়া শিখে নিয়েছ যে দেখছি।"

—"শুধু শোনার জন্তে বুঝি যে, ওটা কম্‌প্লিমেন্ট নয়—খাঁটি সত্য ?"

আনার কলহাস্ত শোনা গেল: "কোন্ মেয়ে কম্‌প্লিমেন্টের চেয়ে খাঁটি সত্যকে বেশি পেয়ার না করে ?"

—"উ—শ্। মেয়েরা পুরুষ কি না !"

—"আ—হা—হা! ভারি গর্ব যে দেখছি পুরুষ হওয়ার দরুণ। তবু যদি ওজন্তে বাহাদুরি নিজের হ'ত!—থাক শোনো, তোমায় আমি দু-দুবার ফোনে ডেকেছিলাম কেন জিজ্ঞাসা করছ না কেন ?"

—"এই করছি: কী ব্যাপার ?"

—"আবার সিটিং দিতে হবে নাকি ?"

—"হবে না ? বিলক্ষণ !"

—"তবে কবে—বলো না কেন ছাই ?"

—"যবে তোমার সুবিধে।"

—"দুদিন রোজাই ?"

—"অমৃত সেধনে রোজাই ?"

—"বাঃ! পাখী পড়ছে তো বেশ। কাল ?"

—"আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতে বলে শুভকার্যে৷ বিলম্ব ঘটায় অনর্থ-ই। আজই নয় কেন?"

—"তুমি যদি পথ চেয়ে থাকবে ভরসা দাও তবে আজ কেন, এক্ষুণি না-হওয়ারও কোনো কারণই নেই।"

—"ঘড়ির সেকেণ্ড হ্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকবার মতন তারুণ্যও কি আমার নেই মনে করো?"

—"বেশ, তবে আজই যাব—ডিনারের পর।"

—"না শোনো, এখানেই ডিনার কোরো।"

—"তোমার গৃহাধিষ্ঠাত্রী?"

—"খুব ভালো লোক—খাওয়ানও মন্দ নয়। একটু বেশি কথা হবে 'খন।"

—"বহু ধন্যবাদ। ও রিভোয়া। 'আ স্য সোয়ার্'।" *

—"আ স্য সোয়ার্।"

আনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্বপনের প্রথমটায় ভারি ফুর্তি হ'ল। য়ুরোপীয় জীবনের কী অচিন্তনীয় স্বাধীনতা! বান্ধবীরূপিণী তরুণী মডেলের হোস্ট হওয়ার কল্পনায় তার আত্মপ্রসাদ যেন মহা খুসি হ'য়ে গোঁফে চাড়া দিতে থাকে!···

কিন্তু দুপুর বেলা ক্রমাগত আনার কথা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হয় আনার সঙ্গে এত দ্রুত ঘনিষ্ঠতাটা যেন···। কিন্তু তক্ষণি সে বলে:
—"বাঃ—কী হয়েছে তা'তে?"

* A ce soir—আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।

আশাভঙ্গ

সমস্ত দুপুরটা স্বপন কী এলোমেলো ভাবনাই না ভাবল!·· নানা বই নিয়ে কয়েক পাতা উলটেই রেখে দেয়, নানা অর্দ্ধ-অঙ্কিত চিত্রে দু-একটা আঁচড় দিয়ে 'দূর' ব'লে তুলি দেয় ফেলে, শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে অন্যান্যে উঠে পড়ে· শেষটায় বেলা তিনটের সময় সে জুতোর ব'লে 'বুলোন বনে' বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। সেখানেই কি তার চাঞ্চল্য কাটে? অবশেষে সে সন্ধ্যার অপেক্ষায় কোনোমতে সময় কাটাতে না পেরে লুভরের মিউসিয়ামে ঢুকে পড়ল। জেরা·র বিখ্যাত 'আমুর ও সাইকে'র ছবিটা বহুক্ষণ ধ'রে দেখে হঠাৎ মনে হয় এ-ছবিটা এতো ভালো বোধ হয় কখনো লাগেনি। এক-একটা বিশেষ মুহূর্তে এক-একটা চিরপরিচিত ছবি বা দৃশ্যও যে কি অপরূপ রঙ নিয়ে জ্ব'লে ওঠে!···চিন্তিবিন্তি আরও কত কী ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর একটা প্রকাণ্ড কাফেতে ঢুকে কফি খেয়ে একটা ট্যাক্সি ক'রে Arc de la Triomphe. Place de la Concorde, Avenue de Champs Elysee প্রভৃতি নানা স্থানে অর্থহীনভাবে ঘুরে বাড়ি পৌঁছে দেখল ট্যাক্সিওয়ালার মিটারে চল্লিশ ফ্রাঁ উঠে গেছে। ঘড়ি খুলে দেখে ছ'টা। মহাপ্রসন্ন চিত্তে ট্যাক্সিওয়ালাকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট দিয়ে চেঞ্জ ফেরত না নিয়ে তার ধন্যবাদ কানে না তু'লে ঘরে ঢুকল।

ঘরে টেবিলের ওপর একটা 'প্নামাতিক' * চিঠি দেখে তু'লে নিল ত্রস্ত-হাতে। লেখা—

* প্যারিসে কিছু বেশি পয়সা দিলে এক রকম দ্রুত-প্রেরিত চিঠি ডাকে দেওয়া যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছোয়। এদের নাম Pneumatique.

"প্রিয় বন্ধু,

ঘণ্টা-দুই আগে মরিস টেলিগ্রাম করেছে—এখন বেলা পাঁচটা—ভার্সেঁএ তার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করতে। এ দুঘণ্টায় তোমায় চার-পাঁচবার টেলিফোন ক'রে না পেয়ে শেষটায় এই চিঠি লিখে আজকের নিমন্ত্রণটা স্থগিত রাখতে বাধ্য হলাম। এ-চিঠি তুমি নিশ্চয় সাতটার মধ্যে পাবে। ততক্ষণ আমি ভার্সেঁএ। আশা করি ক্ষমা করবে এ অভদ্রতার জন্যে। কাল নিশ্চয়ই তোমার ওখানে যাব সন্ধ্যাবেলা। যদি তুমি বাড়ি না থাকো তো জানিয়ো একটু। টেলিফোনে তোমাকে পাওয়া ভার ব'লেই জানাতে বলছি তোমাকেই।

ইতি—আনা

পুঃ। আমার ভার্সেঁএ যেতে যে খুব ইচ্ছে করছে তা বলতে পারিনে, বা মরিসকে দেখলে যে বিশেষ ভালো লাগবে তা'ও মনে হয় না। মসিয়ে বেনারকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনি বলেন, মরিস নিশ্চয় পুনর্মিলন প্রার্থনা করতে ডেকেছে। 'এখন' পুনর্মিলন? ভাঙা-হৃদয় কি আর জোড়া লাগে? কে একজন গ্রীক দার্শনিক বলেছেন না যে, মানুষ এক নদীতে কখনো দুবার স্নান করতে পারে না? এক অনুভূতি কি দুবার আসে?"

স্বপন চিঠিটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে। রাগে ক্ষোভে তার মুখ কালো হ'য়ে উঠেছে। অথচ কার ওপর রাগ!... আর কী অধিকারে!...ভেবে একটা বাঁকা হাসিও ওঠে ফুটে ওর অধরপ্রান্তে।

উদ্বৃত্ত

সোফায় কুড়ি মিনিট মনে হয় ওর কুড়ি দিন। এতই খারাপ লাগে!···যেন সমস্ত জগতের প্রতিই একটা বিতৃষ্ণা! ছেলেমানুষি বৈ কি!···অথচ মুস্কিল এই : যুক্তি-তর্কে কাটে কৈ? এতে একদিকে ও যেমন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ওঠে, অপর দিকে নিজের 'পরে ওঠে চটে। এ কী এ! বিশেষ দরকারে পড়েই আনা একটা সান্ধ্যভোজনে আসতে পারেনি—এতে ক্ষোভের প্রশ্ন ওঠেই বা কি ক'রে? আনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বানের জলের মতন হু হু ক'রে দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে বটে, কিন্তু ধরতে গেলে আলাপ ওদের ক'দিনের? আর এ অভিমান আশাভঙ্গের সামান্য অকৃতার্থতাটুকুকে এত বড় ক'রে দেখা—সারাদিনের এ অহেতুক চাঞ্চল্য—কী এ-সব? নিজের 'পরে ও ভারি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। ছি ছি, যদি সন্ধ্যা তার আজকের এ সেন্টিমেন্টালিটির কথা কোনো সূত্রে টের পেত···ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দেয়!···আনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যে কী অসম্ভব দ্রুতবেগে ফুলে উঠছে এক নিমেষে ওর চোখে প'ড়ে যায়।

ওর দৃষ্টি কুণ্ঠিত মনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশেও একটু অনধিকার-প্রবেশ ক'রে বসে। এ-কয়দিন একটা প্রবর্দ্ধমান আবেশের মধ্যে নিজের সদ্বিচারবুদ্ধিকে ও যে কি ভাবে এড়িয়ে চলেছে, নিজের কাছে অকপট স্বীকারোক্তির সঙ্গে কি ভাবে লুকোচুরি খেলেছে, আনার আকর্ষণী শক্তিকে সমবেদনার অজুহাতে তার মনের অন্তঃপুরে কতটা প্রবেশাধিকার দিয়েছে—ভাবতে ভাবতে কেমন যেন একটা গ্লানি জমা হ'য়ে ওঠে।

জোর ক'রে হেসে বলে বটে : "দূর্‌—তিলকে তাল করা এ।" সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষিত মনের মালিন্যের ওপরও রাগ করে বটে, কিন্তু তবু একটা আবছায়া মূর্তি তার মনের কোণে হঠাৎ কায়া গ্রহণ করে। সমস্ত দিন কী সে অস্বাস্থ্যকর চাঞ্চল্য, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে-বেড়িয়ে কোনোমতে সময় কাটানো, মিউজিয়ামের নানা প্রেমের চিত্র অত মনোযোগ দিয়ে দেখা, ট্যাক্সিওয়ালাকে চল্লিশ ফ্রাঙ্কের স্থলে পঞ্চাশ দেওয়া,—কী এ-সব!

এ-সব নিদর্শনকে অকিঞ্চিৎকর মনে ক'রে মন থেকে ডিশ্‌মিশ করার উপক্রম করে। কিন্তু এমন একটা ত্রাস ধীরে ধীরে রূপপরিগ্রহ করতে চায় যে, তাকে বাধা দিতেও পারে না! শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর রোমাঞ্চ ওঠে জেগে,—ঘৃণ্য সরীসৃপকে হঠাৎ মাড়িয়ে ফেললে যেমন হয়। অথচ মুস্কিল এই যে, যেখানেই ওর মনকে ও ফেরাতে যায়, সেখানেই এই চিন্তাসরীসৃপ ওর চলার সামনে এসে পথ রুধে দাঁড়ায় ও ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকে। প্রথম প্রথম চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একে অবজ্ঞা করতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যাতে দেহমন এমন ক'রে কণ্টকিত [illegible] ওঠে—তার কী যে একটা অনির্দেশ্য আকর্ষণ আছে!...

চিন্তাটা মরিসের। তার যে কী খারাপ লাগে!...অথচ এ-আবিষ্কারকে তো কণ্ঠরোধ ক'রেও মারা যায়। কেন সে এত বিরক্ত হচ্ছে মরিসের 'পরে? আনাকে তার ক'রে হয়তো সে খুব ভালোই করেছে। হয়তো ওদের পুনর্মিলন হবে আবার। ভালোই তো। আনা মরিসের কাছে ফিরে গিয়ে সুখী হ'লে শুভার্থী বন্ধুর তো আনন্দই হবার কথা। অথচ ওর কেন মরিসের ওপর রাগের উদয় হয়? গ্লানি?

হঠাৎ ওর দেহে মনে আবার সেই অস্বস্তিকর রোমাঞ্চ জেগে ওঠে! ও চোখ বুঁজে হঠাৎ সবলে মাথা নেড়ে ব্যঙ্গ হাসে : এত সে? কল্পনাপ্রবণ

এত ভয়ভরাসে ? দূর্—তা কখনো হয়। মনকে খুব ঝাঁকিয়ে বলে : "না না না।"

হঠাৎ ঐ সঙ্গে কিন্তু আবার একটা খুসিরও উদয় হয়। অথচ এ-খুসিতেও আবার যেন কোথায় কুণ্ঠা বাজে!…আনা তাকে পুনশ্চের মধ্যে যেন একটু পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেছে। মনের একটু পরশ। ছিটেফোঁটা—তবু তা'তেই ও এতটা আরাম বোধ করে কেন ? এতখানি পুলকের কী কারণ ?

সবই যেন অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে তাকে প্রশ্ন করে—"কুত্র গচ্ছসি ?" তাই কি ? সে কি ধীরে ধীরে মোহে—

আবার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি।…সেই শ্বাসরোধের ভাব। কী এ! ও ভয় পেয়ে যায় এবার সত্যিই। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু রাস্তায় যতই ভাবে এ-চিন্তাকে আমল দেবে না, ততই কি মনের গোপন তূণ থেকে এ-মোহ নানান্ অতন্দ্র চিন্তাবাণ একের-পর-এক অলক্ষিতে উড়ে এসে ওকে বিদ্ধ করতে থাকে! আর সে-সব উদ্ভট কল্পনা যেন স্বপ্নের চিন্তার মতনই দুর্নিবার অসংলগ্ন ধারায় আসে—ঠেকানো যায় না!…সন্ধ্যার প্রতি তার প্রেম ধীরে ধীরে শ্লথ হ'য়ে যাওয়ার কথা, আনার সঙ্গে তার কল্‌কাতা ফেরার কথা, তার পিতা-মাতা আনাকে দেখে কি ভাববেন না-ভাববেন সেইসব কথা, তার বন্ধুবান্ধবেরা—দূর্! যত সব আজগুবি—

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ধরে। "কোথায় যাবেন মশিয়ে ?" স্বপনের চমক ভাঙে। "কোথায় ? হাঁ—চলো—বোয়া দ্য মদ্যাঁ।" *

মেঘ কেটে গেছে। মাঝে মাঝে আর্দ্র বাপটা পথিককে কাঁপিয়ে

* Bois de Meudon.

তোলে—কিন্তু তবু বোয়া স্ত যদি তার এত ভালো লাগে!···ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে এ-পথে সে-পথে হাঁটতে থাকে। এখানে-ওখানে গাছের মধ্যে দিয়ে কৌমুদীর আলোছায়া। অষ্টমী হবে। আলো ঝাপসা। কিন্তু কী সুন্দর! গাছ সে এত ভালোবাসে!···কত রকম লম্বা, খাটো, শীর্ণ, স্থূল গাছ। কয়েকটা দেবদারু গাছের ডালে তখনও আজকের সকালে-পড়া তুষার লেগে। তার ওপর চাঁদের সোনালি আদর। তুটো পাইন গাছের সব পাতা এখনও ঝরেনি। সেগুলো পাশে দাঁড়িয়ে হেলে দোলে—চাঁদের দিকে বাড়ায় বাহু—কত রকম ভঙ্গিতে ডাকে!···একটা হিবিস্কাসের গাছে কয়েকটা রাঙা জবা। পাশেই একটি বেঞ্চিতে আলিঙ্গনবদ্ধ যুগলমূর্ত্তি। স্বপনকে দেখে যুবক-যুবতী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে স'রে ভদ্র হ'য়ে বসে। স্বপন কুণ্ঠিত হ'য়ে গাঢাকা দেয়। কিন্তু এ-দৃশ্য দেখার পরে কেমন যেন আরও একলা বোধ হয় ওর। এ-পথ ও-পথ সে-পথে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘু'রে বেড়ায়, আকাশ আরও ম্লান ঠেকে!··· চাঁদ থেকে থেকে যায় ঢেকে। মেঘের গায়ে তাঁর ছোঁয়া-লাগা রঙীন হাসি—কী সুন্দর ঐ ইন্দ্রধনু রঙের বৃত্ত দুটি!···কাছেরটি উজ্জ্বল, দূরেরটি একটু ঝাপসা। কিন্তু এত স্পষ্ট!···ঐ—ঐ—দূরে এক [illegible] ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছায়া তাদের গ্রাস করতে আসে। করে—করে—[illegible]রে বুঝি। না পারল না। কালো মেঘের চারিধারে ঘিরে ওরা কী সুন্দর একটা পরিমণ্ডল গড়ে!···কোথায় একটা কুকুর ডাকে। মাথার ওপরে আনত আপেল গাছের শাখায় একটা লক্ষ্মীপেঁচার মতন পাখী পাখার ঝাপট মারে। এখানে-ওখানে সিক্ত পথ, লুটিয়ে-পড়া গাছের ছায়া, কোথাও-বা তুষার পথ চেয়ে রয়েছে চাঁদের আলোর জন্যে আপীত অঞ্চল বিছিয়ে!

স্বপনের বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে!···অনেকক্ষণ

বেড়াবার পরে একটু সুস্থ বোধ করে। হঠাৎ মনে হয় তার কিছু খাওয়া হয়নি যে !

বাড়িতে তার ও আনার আহার্য্য তৈরী। স্বপন দু' রকম মেয়নেজ, তিন রকম অঁত্রে, আর্তিশো, পুডিং টার্ট, ডেসার্টে, কমলা লেবু, আঙুর,—কত কি ফর্ম্মাস দিয়েছিল। দুপুরবেলা একটিন অ্যাস্‌পারাগাস্‌ও কিনে নিয়ে গিয়েছিল কত আগ্রহ ক'রে, আনা আস্‌পারাগাস্‌ ভালোবাসে ব'লে। কিন্তু এত ক্ষুধা সত্ত্বেও এখন আর তার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে হয় না। সে বোয়া দ্য ম্যদঁ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট কাফেতে ঢুকে মাত্র কয়েক স্লাইস রুটি ও চীজ ও এক পেয়ালা শোকোলা (chocolat) খেয়ে—হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ডেকে মসিয়ে বেনারের বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। তার সঙ্গে আনার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবেই আজ খোলাখুলি ভাবে। এ কী উদ্ভট অস্বস্তি !·· হালকা ওকে হ'তেই হবে।

উষ্মা

যখন স্বপন মসিয়ে বেনারের দোরে টোকা মারল তখন রাত ন'টা হবে। তুষারপাত খানিকক্ষণ হ'ল থেমেছে। মেঘের ঘোমটা থেকে চাঁদের চাপা আলো থেকে থেকে উঁকি মারে। আশে পাশের দু-একটা রিক্তপল্লব গাছের কঙ্কাল সে-আলোয় কি-রকম যেন দেখায় ! কোনো শাখার তুষারগুণ্ঠনের 'পরে ঘুমন্ত চাঁদের আলো চক্‌চক্‌ করে। কোনো শাখার বা পাশ দিয়ে গ'লে সিক্ত মাটির ওপরে লুটিয়ে প'ড়ে মাটিতে আলোছায়ার চিত্রবিচিত্র ছক কাটে। স্বপন চুপ ক'রে আকাশ দেখতে দেখতে পাশের একটা জানালার ওপরকার ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে :

এই আলো—এই মেঘ। ওর মনে পড়ে মসিয়ে বেনারের কিছুদিন-আগে-আঁকা একটি কৌমুদীম্লান সান্ধ্য ছবি। প্রকৃতির দৃশ্য দেখলে কেন যে ছবির কথা মনে হয়!···যেমন অনেক সময়ে জাগ্রত মুহূর্ত্তকে মনে হয় স্বপ্ন—না? মন খুসি হ'য়ে মাথা নাড়ে এ-উপমায়।

উত্তর না পেয়ে স্বপন ফের দোরে টোকা মারে। মসিয়ে বেনার এ সময়ে তো কই বেরোন না বড় একটা! তার ওপর তাঁর যে দারুণ কাশি!···নানেৎ তো বলল লাইব্রেরিতেই আছেন! আনার কথা যে আজ পাড়তেই হবে তাঁর কাছে। কুণ্ঠাকে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা আর না··

তবু ভেতর থেকে সাড়া-শব্দ নেই। স্বপন ভাবে হয়তো কোনো একটা খবরের কাগজ কিম্বা বইটই পড়তে পড়তে বৃদ্ধের ঢুলুনি ধরেছে। সে দোরটা একটু খুলে সকুণ্ঠে উঁকি মারে।

মসিয়ে বেনার কি-একটা অ্যালবামের মধ্যে ডুবে। সে ফিরবে কি না ভাবছে, এমন সময় তিনি হঠাৎ অ্যালবামটা পাশে রেখে হাই তুললেন।

—"আরে! কে-ও? সেন যে! এ সময়ে!! হঠাৎ!!!" ব'লেই একটু হেসে বলেন: "বৃথা আশা প্রিয়বর, লাইব্রেরির দোরে টোকা না-মেরে ঢুকলে কি আর ইন্টিরিয়োর কিসমৎ মেলে?"

স্বপনও হেসে ফেলে: "টোকা দিয়েছিলাম মসিয়ে—দু-দুবার।"

—"ও—পার্দ'। আমি অ্যালবামটার মধ্যে একটা কিউচারিষ্ট ছবি দেখছিলাম। এ-সব কিউচারিষ্ট কাণ্ডকারখানায়—বুঝলে হে—ওরা কী যে প্রকাশ করতে চাইছে ওরা নিজেরাই জানেনা।—আরে বোস, বোস, দাঁড়িয়ে কেন? খবর কি?"

—"ভালোই, ধন্যবাদ। আপনার?"

—"আর ভায়া, গাছে যখন পোকা ধরে তখন তাকে যদি কোনো প্রশ্ন করতেই হয় তবে কেবল এই প্রশ্ন কোরো—কবে সে অক্ষ গাছকে স্থান ছেড়ে দেবে!"

স্বপন হাসিমুখে বলল: "এর চেয়ে চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন কিন্তু আমার আছে আজ।"

—"আছে নাকি? Alors soyez le bienvenu. * কী একঘেয়ে যে লাগছিল এক তথাকথিত উদীয়মানের আঁকা কয়েকটি ছবি! যার বিন্দু পরিমাণ কথাও বলবার নেই তার সিন্ধু পরিমাণ বুলি আওড়াতে যাওয়ার সেই চিরন্তন ট্র্যাজেডি আর কি, বুঝলে না? এরা মুদ্রাদোষকে ভাবে স্বকীয়তা! ফাজিলপনাকে ভাবে বীরত্ব। তরুণ কি না! কিন্তু অত দূরে কেন? বাঃ। কাছে এই চেয়ারে—না না—এই—এই সোফাটাতেই বোসো।" ব'লে সোফাটি থেকে পা নামিয়ে নিয়ে বললেন: "ঘনিষ্ঠ হ'য়ে না বসলে কি আর প্রেমালাপ জমে হে।"

—"ধন্যবাদ। কিন্তু—ব্যস্ত নেই তো আজ? প্রেমালাপটা 'আ লা ওরিয়েন্টাল' এমন যখন-তখন হ'য়ে পড়ছে যে—"

—"সেইজন্যেই তো ব্যস্ত হই না হে। অকসিডেন্টে মাঝে মাঝে এ-রকম ওরিয়েন্টালি মুখ না বদলালে চলে? তোমাকে এত পেয়ার করি কি সাধে?"

স্বপন হেসে বলল: "তা হ'লে এ-বৈচিত্র্যবাদীকে ভরসা দিচ্ছেন তো? কিন্তু কাজ নেই সত্যিই তো? না, ভদ্রতা করছেন?"

—"ভদ্রতা? ও বস্তুটি যে আমার ধাতে লেখেনি—একদিনেও বোঝোনি কি? সহজে কি আর 'ডিরেক্টার এক্স'ত্রিক উপাধি লাভ

* তবে তো তুমি স্বাগত হে।

হয় হে বন্ধু ? যে-কোনো 'সোব্রিকে' * আদায় করতে অনেক কাঠখড় লাগে। আর তাছাড়া আজ যে বুধবার হে—আমার আলসেমির দিন, জানো না ?"

স্বপন হাসিমুখে বলল : "আচ্ছা, রবিবার বেচারীকে বয়কট ক'রে বুধবার দিনটাকে বিশেষ ক'রে আলসেমির জন্যে নির্দিষ্ট করলেন কেন ? পাছে লোকে প্রথাভক্ত বলে এই ভয়ে ?"

—"না, পাছে খৃষ্ট-ভক্ত বলে এই ভয়ে।"

—"খৃষ্টানিটি-ভক্ত বলুন।"

—"না। আমার আসল রাগ ত 'ক্রীকের' 'পরে না, 'ক্রীকের' প্রস্থতির 'পরে। আর আমি যাকে সম্বোধন করি তাকেই উদ্দেশ করি। খৃষ্ট বলতে খৃষ্টকেই বুঝি, তাঁর কুরূপ সন্তান—খৃষ্টানিটিকে না।"

স্বপন হাসল : "খৃষ্টানিটির 'পরে আপনার প্রগাঢ় প্রেমের কথা বুঝতে পারি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বেচারী খৃষ্টের ওপর আপনার এতটা নেকনজর কেন ? খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব ও খৃষ্টানিটির লেকচার এ দুই তো এক বস্তু নয় ?"

—"কেমন ক'রে বলি—নয় ? ও দুয়ের যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ হে ! ইস্পাত ছেড়ে কি শুধু তার কাঠিন্য ভাবা যায় ? খৃষ্টের বীজে খৃষ্টানিটি ছাড়া অন্য কিছু জন্মাতে পারত ?"

স্বপন এ-ধরণের উত্তর আশা করেনি, তাই একটু মুস্কিলে পড়ল। "কিন্তু···তাই ব'লে···" ব'লে মাঝপথে থেমে গেল।

—"তাই ব'লে কথাটার অর্থ এখানে কী ?—একটু খুলেই বললে না-হয়।"

স্বপন একটু ভেবে বলল : "প্রথমতঃ খৃষ্টানিটির দানকে এ-ভাবে

* Sobriquet = ডাকনাম।

হেয় প্রতিপন্ন করতে যাওয়াকে আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয় মসিয়ে, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার এ-কথাটা না-হয় না-ই ধরলাম ;—কারণ আপনার আসল রাগ যখন খৃষ্টানিটির বিকৃতিরই ওপরে —খৃষ্টানিটির ওপরে নয়, তখন—"

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন : "এইমাত্র বলিনি কি যে আমি একের নাম করতে আর-কে বুঝি না? আমার লক্ষ্য খৃষ্টানিটি তো বটেই—খৃষ্টও।"

—"আপনি কি গম্ভীরভাবে বলছেন এ-কথা? না পরিহাস?"

—"খৃষ্ট যখন বলেছিলেন যে গাছকে তার ফল দিয়ে বিচার করতে চাওয়াটা অযৌক্তিক নয়, তখন তাঁর কথাটা কি গম্ভীর ছিল, না পরিহাস?" ব'লে যেন কৃপার হাসি হেসে বললেন : "তুমি খৃষ্টানিটির বিকৃতির জন্যে যাদের দোষী করছ তাদের—অর্থাৎ খৃষ্টের চেলা-চামুণ্ডা ঐ পাদ্রি বিশপ কার্ডিনাল পোপদের—দূর—ওদের প্রতি আমি কী বোধ করি শুনবে? এক টুকরো অনুকম্পা। ব্যস্।"

—"মানে—"

—"মানে আমার রাগ খোদ কর্তাটির ওপরে। চেলা চামুণ্ডা-পাণ্ডা-পুরুতের দোষ কী বল? যারা শুধু ধামা ধরতেই জানে, তারা সত্যের দামামা বাজাবে কোন্ শক্তিতে? যারা শুধু অনাসৃষ্টিতেই পটু, তাদের কাছে সত্যদৃষ্টি আশা করবে কোন্ মুখে শুনি?" ব'লে স্বপনের দিকে মিট্ মিট্ ক'রে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

স্বপন সে-দৃষ্টির সামনে চোখ নিচু করল। বৃদ্ধ কি মনে মনে হাসছেন, না তার ভালোছেলেমিকে খুঁচিয়ে আমোদ পেতে চাইছেন? বেনার মুখ টিপে হাসলেন : "কী? মুখে রা নেই যে?"

—"আপনার···অর্থাৎ··· আপনি কি সত্যিই বলতে চান যে খৃষ্টই

খৃষ্টানিটির সব কুকর্মের জন্যে দায়ী ? বাঃ—তিনি জগতে কত সৌন্দর্য্যের বীজ ছড়িয়ে গেছেন বলুন দেখি ?"

—"আবার কত সৌন্দর্য্যের বিকচ কলিকাকে নিষ্পিষ্ট করছেন বল দেখি ?"

—"সে খৃষ্টানিটি—খৃষ্ট না ! খৃষ্টানিটি ও খৃষ্ট এ-দুয়ের মধ্যে আপনি গোলমাল করছেন কেন বলুন তো। বাঃ !"

—"গোলমাল কোথা ? আমি শুধু খৃষ্টানিটি-রূপ ফলটি চেখে খৃষ্ট-রূপ বৃক্ষকে বিচার করতে চাইছি। বলছিলাম না—এ-বিষয়ে স্বয়ং খৃষ্টেরই নজীর রয়েছে ?"

স্বপন এবার রোখ ক'রে ঘাড় নেড়ে বলল : "এ আপনার একটা কথাই নয়। কোনো কিছুর ব্যভিচার দিয়ে তার বিচার চলে না। বিজ্ঞান, আর্ট, সেবাধর্ম্ম কোন্‌টার ব্যভিচার নেই বলুন ?"

মসিয়ে রেভাঁর মুচকে হাসলেন : "তোমার এ-ধরণের কথা হচ্ছে কি রকম জানো ? তুমি আগে ধ'রে নিচ্ছ যে খৃষ্ট বড়—তারপরে তাঁর নীতিবাদকে বিচার করতে যাচ্ছ এই অ্যাডমিরেশন কমপ্লেক্সের গদগদ-দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু এমন ধারা কোনো পার্তি প্রি * দিয়ে কি কোনো-কিছুর গুণবিচার হয় ? আমি বিজ্ঞান, আর্টকে যে বড় বলি সে কোনো বৈজ্ঞানিক মহজ্জনের প্রতি পক্ষপাত-বশে নয়। বলি—ওর প্রেরণার মহত্ত্ব হৃদয়ের প্রতি রক্তকণা দিয়ে অনুভব করি ব'লে। কিন্তু খৃষ্টানিটির নীতি সম্বন্ধে ও-কথা বলা চলে কি ? খৃষ্টানিটির আমরা স্তবগান করি কি শুধু খৃষ্টের রোমান্টিক ছবির হিপ্‌নটিজ্‌মেই নয় ?" স্বপন কি-একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন : "আর আমার রাগ যে আসলে তাঁর নীতিবাদেরই ওপরে হে !—তাঁর আইডিয়লজির ওপরে—তাঁর প্রচারিত

* Parti pris—ধ'রে নেওয়া ধারণা।

আদর্শের ওপরে। অথচ তুমি আগে থাকতেই মেনে নিলে যে, এ-নীতিবাদ, এ-আইডিয়লজি, এ-আদর্শ ঢাকল মহীয়ান্। যাকে প্রমাণ করতে হবে তাকেই ধ'রে নিচ্ছ স্বতঃসিদ্ধ ব'লে। ইংরাজিতে একেই বলে : begging the question."

স্বপন আরও থতমত খেয়ে গেল। গোড়াকার প্রত্যয় নিয়ে টানাটানি যে! কিছু ভেবে না পেয়ে বলল : "বাঃ—এ একটা···অদ্ভুত কথা শোনালেন বটে। কিন্তু···মানে···আচ্ছা—তাঁর কোন্ নীতিবাদ বা আদর্শের ওপরে আপনার এমন বিষম আক্রোশ শুনি।"

—"কোন্‌টা নয়—তাই জিজ্ঞাসা করো বরং। তাঁর ভয়বাদ, দুঃখবাদ, সন্ন্যাসবাদ, নিরানন্দবাদ কা'কে ছেড়ে কা'কে বলি?" ব'লে একটু থেমে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলতে লাগলেন : "প্রথমে দেখ ভয়। এ-জগতে ভয় একেই কম নয়। তার ওপর তিনি এ ভয়ের বোঝা কত বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন একবার ভাবো তো দেখি। পোপের ভয়, পাণ্ডা-পুরুতের ভয়, ইন্‌কুইসিশনের ভয়—এ-সবের দিন না-হয় খানিকটা গতই হয়েছে—যদিও এখনো সম্পূর্ণ যায়নি মোটেই। কিন্তু নরকের ভয়, ওরিজিন্যাল সিনের ভয়, পাপের ভয়—কত বলব!" ব'লে হেসে বললেন : "ভাবো তো দেখি, হোলি গোষ্টের বিরুদ্ধে কথাটি কয়েছ কি নরকের কোতোয়ালরা তোমাকে ভাজতে আরম্ভ করেছে! শুনলে কার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে না যায় বলবে আমাকে?"

—"এ কিন্তু আপনার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে মসিয়ে। প্রথমতঃ দেখুন, খৃষ্টের বাণীর শ্রোতা ও গ্রহীতা ছিল কারা? দেখ্‌লেমে একদল গোঁড়া ইহুদি, একদল নিরক্ষর ধীবর ও একদল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্ধশিক্ষিত রোমান। তারা তাঁর নীতিকে যে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বুঝে থাকতে পারে এ-সংশয় কার মনে না উদয় হয় বলুন? কে না জানে : মানুষ

দিতে পারে কেবল গ্রহীতার গ্রহণ-অনুপাতেই। খৃষ্টদেহ যদি গ্রীকদের মতন যোদ্ধা শ্রোতা পেতেন তা হ'লে বাইবেলের চেহারা কি-রকম বদলে যেত কে বলতে পারে? পেরিক্লিসের গ্রীস্ ও পন্টিয়াস্ পাইলটের রোম— এ দুয়ের তফাৎ কত ভাবুন তো।"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন: "ও কি আর একটা যুক্তি হ'ল হে? জানো তো ইংরাজিতে একটা কথা আছে প্রজা যেমন হয় রাজাও জোটে তেমনি? খৃষ্ট যদি লাওৎসেকে পেতেন তা হ'লে হয় জন্মাতেন চীনাদের মধ্যে, না-হয় রোমানদের ক'রে নিতেন চীনে।"

—"চীনাদের মধ্যে জন্মাতেন মানে? এ যে আপনার খানিকটা মিস্‌টিক্ কথা হ'য়ে গেল, তার হুঁশ আছে? জানেন না কি জন্মান্তরবাদের একটা গোড়াকার কথাই এই যে, জীবাত্মা নিজের অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যেই জন্মায়?"

মসিয়ে বেনার একটু অপ্রতিভ সুরে বললেন: "বড় ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছ হে। একটু কাবু করেছ, বৈ কি।···কিন্তু কি জানো? যুক্তি তো আর মানুষকে সদাসর্ব্বদা চালায় না—ঐখানেই না গোল। আমার মধ্যেও তাই অনেক সময়ে অযৌক্তিক মিস্‌টিসিজম কোত্থেকে যে লুকিয়ে এসে বাসা বাঁধে মনের কোন্ ছায়াগুহায়—" ব'লে কথাটা অসমাপ্ত রেখে গম্ভীর সুরে বললেন: "কিন্তু তুমি আমাকে আমার দ্বিতীয় উক্তিটা বিশদ ক'রে বলতে দাওনি ব'লেই অপ্রস্তুত করতে পেরেছ মনে রেখো।"

—"কোন্ উক্তিটা?"

—"যে, বড় দাতা গ্রহীতাকে খানিকটা তৈরী ক'রে নেয়, খানিকটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বাড়িয়ে নেয়। কোন্ বড় মানুষটা—যদি সত্যই সে বড় হয়—তার সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে না যায় বল দেখি? খৃষ্ট খৃষ্ট ব'লেই

না বোঝানর হ'য়ে দেন বোঝান ! অন্ততঃ খৃষ্টের বদলে ও-ভাবে আপ্রায়রি ধ'রে নিলে তো চলবে না। আগে প্রমাণ কর তিনি বড় জ্ঞাতা ছিলেন তবে না মানব-গ্রহীতারা ছিল ছোট !"

স্বপন চিন্তিতমুখে বলল : "ও-রকম নিক্তির ওজনে কি মহতের বিচার চলে মশিয়ে ? কল্পনাকে তা হ'লে তো বেকার হ'য়েই ব'সে থাকতে হয়। আমরা নিজেদের দিয়েই কি দেখতে পাই না যে যা-কিছু আমরা বলি, করি, ভাবি আমাদের ভেতরকার মানুষটা তাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায় ? আর খৃষ্টের বেলায়ই শুধু তাঁর কথিত বাণী দিয়ে তাঁকে বিচার করতে যাবেন ? তাঁর অকথিত বাণী কল্পনা—"

—"আমি তো সত্যিই খৃষ্টের বাণীর মধ্যে এমন কোনো নূতনত্ব, এমন কোনো প্রতিভা, এমন কোনো গভীর জ্ঞানের ইঙ্গিত কখনো পাইনি, যার জোরে বলতে পারি যে উনি জাতসাপ।"

—"এ আপনার একটা কথাই নয়—"

—"কেন শুনি ? তাঁর একটা কথা বলো তো যার জোরে তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে ?"

স্বপন মুস্কিলে প'ড়ে গেল। এমন জেরায় সে কি ছাই কখনো পড়েছে আজ অবধি ? বলে : "বাঃ—কত কথা—"

—"তা হ'লে দু-একটাই উদ্ধৃত কর না বন্ধুবর !"

—"কী আশ্চর্য্য ! ধরুন না কেন—ইয়ে—হ্যাঁ—যেমি মডলিনকে যখন লোকে শাস্তি দিতে যায়—"

—"তখন বেশ একটা অনুকম্পার কথা বলেছিলেন ? মানি। কিন্তু এমনই কী অপূর্ব্ব কথা বোঝাবে আমাকে ? সক্রেটিসের ছত্রে ছত্রে ঢের গভীর অনুকম্পা মেলে, অনুবাদেও কবীরের কয়েকটা উক্তিতে ঢের

বেশি করুণ ফুটে উঠেছে, এমন কি ভক্তিরেতভক্তিও সত্য অনুকম্পায় ওঁর চেয়ে নিশ্চয়ই বড়।"

—"তাঁর কত সুন্দর সুন্দর উপমা—প্যারাব্‌ল্‌—বাঃ, কী চমৎকার—স্বীকার করেন না ?"

—"উপমা আবার কোথায় ? Lilies in the field ? সেন, সেন, তুমি না রামকৃষ্ণের দেশ থেকে এসেছ। তাঁর উপমা-সম্ভারের মাধুর্য্য যে অনুবাদে পড়েই আমি মুগ্ধ হে—আর তুমি কি না উপমার জন্যে হাত পাতছ খৃষ্টের কাছে। অন্ধ আর কা'কে বলে ?" স্বপন কি-একটা বলতে যেতেই বাধা দিয়ে বললেন : "আর প্যারাব্‌ল্‌ ? ঈশপ্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে আনাতোল ফ্রাঁস অবধি ঢের সাহিত্যিক দেখাতে পারি যাদের প্যারাব্‌ল্‌ খৃষ্টকে হাজারবার ছুয়ো বলতে পারে ? এমন কি মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌ ও-জ্ঞানেও তিনি লাওৎসে, বুদ্ধ, প্লেটো, হেরাক্লিটাস্‌, নীট্‌শে এদের চেয়ে ঢের নিচে। আর ধরো যদি খৃষ্টের উপমা ও প্যারাব্‌ল্‌কে অনবদ্য ব'লে মেনেও নাও, তা হ'লেও অনাবিষ্ট চোখে দেখলে কি শুধু ওর জোরে খৃষ্টকে একজন বিরাট মানুষ বলা চলে ? নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে বলো তো ?"

—"কিন্তু আপনি যে খৃষ্টের একটা মস্ত কীর্ত্তিই ভুলে যাচ্ছেন ?"

—"অর্থাৎ একটা আদর্শের জন্যে প্রাণ দেওয়া—এই তো ? কিন্তু মার্টার হওয়াটাই যদি এত বড় মনে করো তবে ওঁর চেয়ে বড় লোক ওঁর আগেও তো জন্মেছে।"

—"ওঁর আগে ! বাঃ, আপনি যে আশ্চর্য্য করলেন এবারে—"

—"সক্রেটিসের নাম কি কখনো শোনোনি ?"

—"শুনেছি। কিন্তু খৃষ্টের চেয়ে তিনি বড় মার্টার বলেন আপনি ?"

—"একশোবার, এথেন্সের বিচারগৃহে যখন জজেরা তাঁকে প্রাণদণ্ড

দিল তখন তিনি যে অপূর্ব্ব বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার শেষ কথাগুলির সঙ্গে খৃষ্টের শেষ কথা তুলনা ক'রে দেখো তো দেখি একবার! যে-বিচারকেরা বিনাদোষে তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিল তাদের বিরুদ্ধেও একটুকু তাপ নেই, দ্বেষ নেই, এমন কি তাদের 'পরে অনুকম্পাও নেই। এ কি সোজা কথা! তাদের কী বলেছিলেন মনে আছে তো?—'But it is now time to depart, for me to die, for you to live. But which of us is going to a better state is unknown to every one but God'; কী বিনয়, অথচ কী আত্মসমাহিত তেজ ভাবো তো দেখি!"

—"মানলাম, কিন্তু খৃষ্টের শেষ কথাগুলিই কি খারাপ? 'Father, forgive them, for they know not what they do!' ভাবুন তো!"

—"ভাবছি। কিন্তু এর মধ্যে কি একটা উচ্চাঙ্গের অবজ্ঞা লুকিয়ে নেই? যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করছে তারা যে নরকে না-ও যেতে পারে এ-বিনয় কি ওর মধ্যে পাও?—না, বন্ধু, না। খৃষ্টের প্রতি ভাব, প্রতি ভঙ্গি, প্রতি উপদেশ, প্রতি ক্ষমার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে এক বিরাট সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। সক্রেটিসের সঙ্গে ওঁর তুলনাই হয় না। সক্রেটিস যখন ভর্ৎসনাও করেছেন তাঁর বিচারকদের তখনও তার মধ্যে ছিল বিনয়ের সঙ্গে সম্ভ্রম। নইলে প্রাণদণ্ডদাতা'কে কেউ বলতে পারে: 'Punish my sons, O judges, when they grow up if they think themselves to be something when they are nothing, reproach them, as I have you, for not attending to what they ought'? এ-হেন সক্রেটিসকে মানুষ কত কম জানে—খৃষ্টের তুলনায়! কারণ সত্যিই তো বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রের সমৃদ্ধিতে, বন্ধুত্বে, রসিকতায়, জ্ঞানে, মানবচরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিতে এমন কি সত্যাকার ক্ষমায়ও সক্রেটিস খৃষ্টের চেয়ে ঢের বড় ছিলেন। অথচ দুঃখ

এই যে, সক্রেটিস যে একজন সত্যিকার মার্টার ছিলেন সে-কথা আজকের দিনেও কাউকে কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয়।" ব'লে ঈষৎ হেসে বললেন: "কিন্তু এজন্তে দুঃখ করাটাও হয়তো বিড়ম্বনা। সংসারে পনের আনা মানুষ তো সত্য মহত্ত্ব বোঝে না—বোঝে এক জ্বালা, ভঙ্গিমা, বীরত্বের অভিনয়। বাইরণকে জানে সকলেই, কিন্তু রাবেয়ার নাম ক'জন শুনেছে বল দেখি? ট্রট্‌স্কিকে জানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু বাকুনিনের নাম জানে ক'টা লোক?"

স্বপন কী বলবে ভেবেই পায় না। বুদ্ধ, খৃষ্টের বিরাট মহত্ত্ব যে কেউ অস্বীকার করতে পারে এ সে কখনো কল্পনাই করেনি যে! আমতা আমতা ক'রে বলে: "না-হয় খৃষ্টকে সক্রেটিসের সমকক্ষ ব'লেই মানলাম—কিন্তু—না, তাই বা বলি কি ক'রে বলুন তো? সুদূর ইতিহাসের ভূমিকায় তাঁর মূর্তির চারদিকে যে-জ্যোতির্মণ্ডল গ'ড়ে উঠেছে, ইতিহাসের গতিকে তিনি যে-ভাবে বদলে দিয়েছেন, মানুষের মনের ওপরে যে-ভাবে প্রভাব-বিস্তার করেছেন তাকে তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আর মহত্ত্বের সব চেয়ে বড় মাপকাঠি তো ঐখানেই।"

—"তোমাদের যুক্তি বেশ মজার হে। আলেকজাণ্ডার, সীজর, নেপোলিয়ন এদের বেলায় তোমরা অম্লান-বদনে বলবে [illegible]তির বা ইতিহাসের-ওপর-প্রভাবের অনুপাতে মানুষের মহত্ত্বের বিচার চলে না—আর খৃষ্টের বেলায় গাবে—উলটো। না, বন্ধু, না। ইতিহাসের গতি কে কতটা বদলে দিল-না-দিল সে-অনুপাতে যদি মানুষের মহত্ত্ব বিচার করতে হয়, তা হ'লে এমন কি কুব্‌লাই খাঁ, চেঙ্গিস্ খাঁ, নাদির শা এঁরাও ফেলা যান না। ও-সব দিয়ে সত্যিকার মহত্ত্ব মাপা যায় না। আমার—এবং আশা করি তোমারও—প্রশ্ন মূল ভ্যালু নিয়ে। অর্থাৎ জীবনে কী-কী বস্তুকে তুমি মূল্য দাও, সেই নিয়েই মহত্ত্ববিচার, কেমন তো?"

স্বপন সম্মতিজ্ঞাপক ঘাড় নাড়ল। মসিয়ে বেনার ব'লে চললেন : "বেশ, এ যদি মানো, তা হ'লে এ-ও তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে কতজন খৃষ্টের অনুসরণ করেছে সে সংখ্যা-উচ্ছ্বাস দিয়ে তাঁর মহিমাকে মাপতে যাওয়া চলে না। দেখতে হবে, তাঁর অনুবর্তীদের জীবনে কী কী নতুন সৌন্দর্য্য এসেছে, বটে তো? কিন্তু এদিক দিয়ে যখন তাঁকে দেখতে যাই তখন কি দেখতে পাই না যে, যদি তিনি জগতে তিল-পরিমাণ শুভ এনে থাকেন তবে তাল-পরিমাণ অশুভও এনেছেন? যদি বিন্দু-পরিমাণ ক্ষমা এনে থাকেন তবে সিন্ধু-পরিমাণ অসহিষ্ণুতাও এনেছেন? ঐ যে বললাম : কৃচ্ছ্র, রিক্ততা, দারিদ্র্য : এদেরই তিনি বেদীতে বসিয়ে করেছেন পূজা আর ভয়কে করেছেন কুসংস্কারের অর্ঘ্য দিয়ে তর্পণ।"

এতটা তীব্রতা! স্বপন বিরসমুখে বলল : "কিন্তু বলছিলাম না তাঁকে ভুল বোঝাও হয়তো হ'য়ে থাকতে পারে? যদি তাঁকে আরও ভালো ক'রে জানতে পারতাম—"

মসিয়ে বেনার সক্রভঙ্গে বললেন : "ও-রকম 'হয়তো-যদি কিন্তু-অন্তত'-র ভিত্তিতে কি কোনো দেবতার প্রতিষ্ঠা চলে মনামি? তাছাড়া ভুলো না যে 'খৃষ্ট হয়তো অন্য রকম ছিলেন' এ-ধরণের যুক্তি দিয়ে তাঁর মহিমা সপ্রমাণ করা, আর তাঁর যে-রূপ বাইব্‌লে ফুটে উঠেছে সে-রূপের স্তবগানে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া—এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ—আকাশ পাতাল। আর আমার আক্রোশ 'এ-হ'তে-পারতো-খৃষ্টের' 'পরে তো নয়, ভক্তবর! আমার আক্রোশ সেই খৃষ্টের ওপর যে খৃষ্ট চলতি খৃষ্টান সুনীতি-দুর্নীতির মূলাধার। বুঝলে?"

—"বুঝেছি সব, কেবল এইটুকু ছাড়া যে এ-আক্রোশটা খৃষ্টানিটির সুনীতি-দুর্নীতির 'পরে না হ'য়ে বেচারী খৃষ্টের পার্সনালিটির ওপরে কেন? ঐখানেই না আমার যত আপত্তি—"

—"মনামি, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে খৃষ্টের ছবির প্রতন পার্সনালিটির ভিত্তির 'পরেই খৃষ্টানিটির আদর্শ খাড়া রয়েছে। তাই তো আমি খৃষ্টের চেলা-চামুণ্ডাকে পাণ্ডা-পুরুতকে ছেড়ে দিয়ে খোদ কর্তাকেই হীন প্রতিপন্ন করতে চাই। এতে খৃষ্টের ওপর একটু অবিচার হয়তো হ'তেও পারে—কিন্তু মানুষের অশেষ কল্যাণের তুলনায় এ-অবিচারের কুফল কতটুকু বলো?"

—"অশেষ কল্যাণ বলতে আপনি কী যে বোঝেন—"

—"কী বুঝি? কী না বুঝি—তাই বলো। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ জীবনে সুন্দরকে তর্পণ করতে যে আজও খুঁৎ খুঁৎ করে, ভোগকে বর্জন ক'রে চলতে চায়, রসকে পাপ ব'লে ডরায়, জগতের সম্বন্ধে সব রকম ঔৎসুক্য ছেড়ে শুধু একটা অবাস্তব আত্মমগ্ন নিষ্পাপতাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করে—অন্তত করতে চায়—এজন্যে এই মার্টার খৃষ্ট, দেবতা খৃষ্ট, রোম্যান্টিক খৃষ্টের 'অভ্রান্ত' বাণী আসলে কতখানি দায়ী ভেবে দেখেছ কি?"

'অভ্রান্ত' কথাটা মসিয়ে বেনার এমন তীব্র শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন! স্বপন এবার একটু উষ্ণ স্বরেই বলল: "কিন্তু এ-রকম বিচার কি একটু একপেশো নয় মসিয়ে? যদি মেনেই নিই যে, খৃষ্ট তাঁর রোম্যান্টিক পার্সনালিটির জোরে অনেক অচল মেকি নীতিকে চালিয়েছেন তা হ'লেই কি তাঁর অন্যসব দানের মূল্য নাকচ ক'রে দেওয়া চলে? ক্রুসবিদ্ধ হ'য়েও যে-লোক উৎপীড়কদের জন্যে ভাবে, নিষ্পাপ হ'য়েও যে পাপীর জন্যে কাঁদে, আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতাকে অস্বীকার ক'রে যে অনাত্মীয়কে আপন করে—যার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোকে প্রাণ দেয়, যার প্রভাবে যুগ যুগ ধ'রে কত শত লোক ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পেছনে ছোটে—কাব্য চিত্র সঙ্গীত সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে—সেবার নীতি ব্যাপক হয়,

স্বার্থত্যাগ—মহত্ত্ব, সাম্রাজ্যের মধ্যেও জাগে অনাসক্ত হবার ইচ্ছা যুদ্ধজয়ের মধ্যে—ক্রোধ ছেড়ে ত্যাগের আলো—প্রতিহিংসা ছেড়ে ক্ষমার স্বপ্ন—তার সম্বন্ধে রায় দেবার সময়ে কি অতটা নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া চলে? আপনি বলছেন আমরা তাঁর নীতিকে বড় মনে করি শুধু তাঁর ছবির-মতন পার্সনালিটির মোহে। কিন্তু এটা কি খৃষ্টের অগৌরব, না গৌরব? একটা বড় পার্সনালিটি গ'ড়ে ওঠা—একটা বড় কিছু হওয়া—একটা এমন কথা বলতে পারা যা যুগ যুগের বিস্মৃতির পিছুটানেও ডোবে না—এ কি একটা সুখের কথা যে, খৃষ্টকে অমন দু'কথায় ডিস্‌মিস্‌ ক'রে দিতে চান? ফুলের চাষ যারা করে তারা জানে কত কষ্টে তবে একটা ফুলকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বাড়ানো যায়। আর এ বামন প্রধান জগতে একটা মানুষের মাথা আকাশে ঠেকল এর কোনোই দাম নেই?"

কথাটা শেষ ক'রেই স্বপন মুখ নিচু করল। তার যুক্তির শেষের দিকটায় যে অজ্ঞাতে এতটা উদ্দীপনা প্রকট হ'য়ে পড়বে তা কে ভেবেছিল?

মসিয়ে বেলার একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে হেসে বললেন: "বাঃ—সেন। মাত্র এ কয়দিনে তোমার রসনায় দীপ্তি দিল কে? এ কি সেই-তুমি? সেই ভব্যতম মুখচোরা!"

লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও স্বপন হেসে মুখ তু'লে বলল: "আর এটা বুঝি ফরাসী তর্কের নব্যতম প্রথা? যুক্তিতে হেরে গিয়ে শেষে ব্যঙ্গ?"

মসিয়ে বেলার তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন: "না বন্ধু, না। বিশ্বাস করো: ব্যঙ্গ আমি করিনি। আর তোমার কথার মধ্যে একটু বৈতণ্ডিকের আমেজ থাকলেও কথাগুলো আমার নিছক উচ্ছ্বাস মনে হয়নি, কিন্তু কি জানো? তর্কের সময়ে মানুষের বক্তব্যের সবটুকু কি কখনো ফোটে? কত রকম ছোট-বড় ঘটনায়, পড়াশুনায়,

ভাবাচিন্তায়, আলাপ-আলোচনায়, ওঠাপড়ায় এক-একটা বিষয়ে এক-একটা মত গ'ড়ে ওঠে। বলবার সময়ে এ-সব জটিল মতামতের সবটাই কি ছাই দু'কথায় পূর্ণাবয়ব ক'রে ফুটিয়ে তোলা যায়! জানো তো?" ব'লে একটু কেশে বলতে লাগলেন: "বস্তুত সব প্রকাশই তো অসম্পূর্ণ—আংশিক। একটা বৃক্ষের যত রকম ব্যঞ্জনা আমাদের চোখের পর্দায় পড়ে, যত রকম বর্ণ হৃদয়ের উপকূলে ঢেউ তোলে, যত রকম আবেগ প্রাণের কোলে দুলে ওঠে তার কতটুকু আমরা তুলিতে ধরতে পারি বল? তর্কের ক্ষেত্রেও তাই। খৃষ্টকে বড় পার্সনালিটি ব'লে যখনই মানছি তখনই ইচ্ছের হোক অনিচ্ছের হোক তাঁর সামনে মাথা খানিকটা নিচু করছি বৈ কি। একই কথা দুজনের মুখ থেকে বেরোয়। কিন্তু বড় পার্সনালিটির কথার পিছনে যে-আগুন ওঠে জ্ব'লে ছোটর কথায় যে তা যায় নিভে এ কে না জানে বলো? আর কেই বা এমন মূঢ় আছে যে, খৃষ্টের দৃষ্টান্তের শক্তিমত্তা অস্বীকার করবে!—যদিও আমি চুপি চুপি তোমায় বলছি—কাউকে বোলো না যেন—যে এ শক্তির উৎস যে কোথায় তার আমি আজ অবধি কোনো হদিশ পাইনি যুক্তি দিয়ে। বুঝতে পারিনি অতি সামান্য এমন-কি একপেশো কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরুনোর দরুণ কেমন ক'রে এ দীর্ঘায়ু অর্জন করল? এবং ঐজন্যেই তো তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না কোনো মতেই।"

স্বপন সবিস্ময়ে বলল: "একপেশো কথা!"

—"নয়? নারীকে অস্পৃশ্য ব'লে প্রচার করা, যারা তাঁর কথা শুনবে না তাদের অভিশাপ দেওয়া—প্রেমকে বরকট করতে বলা—নিজের রক্ত দিয়ে পাপীতাপীদের উদ্ধার করতে হবে ব'লে মানুষের অপমান করা—এ-সবকেও একপেশো বলবে না তুমি! কী সাংঘাতিক কথা ভাবো তো দেখি একবার! কোনো মেয়েকে দেখে একটু উতলা হয়েছ—কি তার

সঙ্গে ব্যভিচার ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার ক'রে নিয়েছ ? এ-কথাটায় হো হো ক'রে হাসতাম যদি এর ফলে যুগে-যুগে নরনারীকে হু হু ক'রে কাঁদতে না হ'ত।" ব'লে একটু থেমে গম্ভীর হ'য়ে বললেন : "তোমায় সত্যি বলছি সেন, এ-সব বিভীষিকা-দেখানোর ফলে যে জীবনে কী ভয় ও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা ভাবতে ঘৃণায় অপমানে আজও আমার গায়ে মধ্যে মধ্যে রী রী করতে থাকে।...মনুষ্যত্বের কত বড় অমর্যাদা বলো দেখি ? শুধু নজীর মেনে নিষ্ঠুর হওয়া কত বড় ঘৃণা, কত বড় দাসত্ব ? আনার বাবা মোর্‌-র কথা কি আনা বলেনি তোমাকে ?"

স্বপন কুতূহলী স্বরে বলল : "না, কী হয়েছিল আবার তাঁর ?"

—"কী হয়নি, তাই জিজ্ঞাসা করো। অপরাধের মধ্যে বেচারী এক স্ত্রী থাকতে আনার মা—নানার প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়ে। নানা ছিল মোর্‌-র বিধবা বন্ধুপত্নী। ওদিকে মোর্‌-র স্ত্রী ছিল যেমন গোঁড়া ক্যাথলিক তেমনি বিষম দজ্জাল স্বার্থপর মেয়ে—গোঁড়া ধার্মিকেরা যেমন হয় আর কি, বুঝলে না ? তাকে বিয়ে ক'রে মোর্‌ একটা দিনের তরেও সুখী হয়নি। কাজেই নানার প্রতি মোর্‌ যদি ঝুঁকেই থাকে তা'তে কার কী পাকা ধানে মই দেওয়া হয়েছিল বলো দেখি ? শুধু ধর্মের কুসংস্কারই কি এর জন্যে দায়ী নয় ? না, লোকাচারের অন্ধতা ধর্মের মুখোষ না পরলে এত নিষ্ঠুর—এত বিকট হ'তে পারত কখনো ?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : "ফলে বুঝি তাঁকে খুব দুঃখ পেতে হয়েছিল ?"

—"সে-দুঃখ তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না সেন। আমার এ দু'চোখের সামনে দিয়ে অনেক হৃদয়হীন ঘটনাই অভিনীত হ'তে দেখেছি। কিন্তু এমন নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত বোধ হয় একটি কি দুটির বেশি দেখিনি।

আর কী করে? না, মোরঁ-র এক গোঁড়া ক্যাথলিক দজ্জাল স্ত্রী তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চান—এবং খৃষ্ট বলেছেন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দু'চোখের বিষ হ'লেও তাদের ছাড়াছাড়ি ঘটানোটা মহাপাপ। তবু তুমি বলবে এ-সবের জন্যে খৃষ্ট দায়ী নন!"

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু [illegible] বেনোয় ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বাধা দিয়ে বললেন: "আগে কী [illegible] সবটাই শোনো—পরে তর্ক কোরো। মোরঁকে ভালোবাসার ফ[illegible]নার যখন সন্তান-সম্ভাবনা হয় তখন একদিকে যেমন বিপত্নী নানার মা দিলেন মেয়েকে তাড়িয়ে, অপর দিকে তেমনি রুগ্ন মোরঁ-র বাপ করলেন তাকে ত্যজ্য-পুত্র। ভাবো তো দেখি একবার ঐ সদাপ্রভুর করুণাময় অনুশাসনের দানবীয় শক্তির কথা—যার চোখরাঙানিতে সাক্ষাৎ বাপমা-ও সন্তানের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হ'তে পারল! কী দুঃখ যে পেয়েছিল দুজনে জানো না। আমি না থাকলে হয়তো ওরা শেষটায় সত্যিই না খেয়ে মরত।" ব'লেই থেমে বলতে লাগলেন: "উঃ! দেখেছি তো সে-দৃশ্য! বন্ধুবান্ধবের তাড়না, দারিদ্র্য, হঠাৎ একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়ার সে অভাবনীয় বিপদ, নানার সন্তানের চিন্তা, পরিচিত সকলের মুখ ফেরানো—এমন কি খবরের কাগজেও বেনামী চিঠি বেরুনো—সত্যি সেন, ধর্মের নামে মানুষ মানুষের ওপরে যে-অত্যাচারটা করছে তার যদি একটা ফিরিস্তি করা যেত তবে শুধু তার চাপেই বোধ হয় পৃথিবীটা সমুদ্রের জলে ডুবে যেত বহুদিন আগে।" ব'লে একটু থেমে ব্যঙ্গ সুরে বলতে লাগলেন: "কী? না,—তাদের দেহ ও মন পরস্পরকে চাইত। শুধু পুরুতে দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করেনি। তাই ওদের সহবাসে সমাজের হয় ভরাডুবি—আর পুরুতে দুটো অর্থহীন মন্ত্র আওড়ালেই ওদের সন্তান সরাসর যায় স্বর্গে।—হ্যাঁ, সবচেয়ে মজার কথা এই যে মোরঁ-র বাপ ছিলেন আবার একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক।"

—"মজার কথা কেন?"

—"মজা না! বাঃ—ঐখানেই তো ফাঁদ্ হে। যাম্‌ তাখন্তেই দেখেছি তাদের কল্পনায় দৈন্য না-হয় ক্ষমাই করলাম। কিন্তু জীবনের একদিকে চিন্তাকে স্বাধীন ক'রে দিয়ে অন্যদিকে ধর্ম্মের নজীরে তার চোখ কানা ক'রে দেওয়া—এর চেয়ে ট্র্যাজিডি কি আর আছে জগতে? না, সাধে আমার ধর্ম্মের ওপর রাগ!"

এবার স্বপনের রাগ হ'ল না, হাসি পেল। বলল: "কিন্তু ধর্ম্মের ওপরেই বা এজন্যে এত রাগ কেন বলুন তো? যেখানে ধর্ম্ম নেই সেখানে কি সব ব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে বিরাজ করে না কি? বুঝি খাসা! বর্ব্বরদের মধ্যেও কি যৌন-বিধিব্যবস্থার যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি উৎপীড়ন নেই না কি? না, বলবেন: শুধু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার অবসর বাড়লেই সমাজের সভ্যতা বাড়তে বাধা?"

বৃদ্ধ একটু বিরস কণ্ঠে বললেন: "তুমি বুঝতে পারছ না যেন আমি কী বলছি। আমি কি শুধু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতারই ওকালতি করলাম এতক্ষণ ধ'রে? আমি বলি—একটু খোলাচোখে দেখতে শেখ আগে তবে তো বিচার করবে। যৌন-বিধিব্যবস্থায় বাঁধাবাঁধি যে খানিকটা থাকবেই সেটা কে অস্বীকার করছে বলো তো? আমি কেবল বলি যে এ-দায়িত্ব ও বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধে ক্রমাগত অতীতের নজীর না হেঁকে বর্ত্তমানের সমৃদ্ধতর আলোয় পথ খুঁজে চললে লোকসানটা কি? প্রবৃত্তি জিনিষটাকে নারকীয় ব'লে নিবৃত্তিকেই উপাস্য করা কি বাড়াবাড়ি নয়?"

স্বপনের রোখ চেপে গেছে, বলল: "প্রবৃত্তি জিনিষটা নারকীয় বলছি না, কিন্তু বাড়াবাড়ি আছে কি শুধু ঐ প্রবৃত্তিরই? না, বলবেন: আপনার ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, স্বৈরাচারকে নির্ব্বিচারে প্রশ্রয় দিলেই

রাতারাতি মানুষের কৈবল্য লাভ হবে? তাই যদি হ'ত তবে মানব-সভ্যতার উজ্জ্বল অধ্যায়ে বুদ্ধ, খৃষ্ট, ফ্রান্সিস, মনি এদের নাম অক্ষয় না থেকে শুধু পশু, বর্ব্বর ও গুণ্ডাদের দলই চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকতো না কি?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ আহতস্বরে বললেন: "আমায় ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, স্বৈরাচার মানে! আমাকে কি তুমি এতই মূঢ় ভাব তরুণবন্ধু, যে ভোগের এ গোড়াকার কথাটাও জানিনা ভেবে বসলে যে সংযম নইলে ভোগ হয় না?"

স্বপন অনুতপ্ত সুরে তাড়াতাড়ি বলল: "আমি অতশত ভেবে বলিনি কথাগুলো—বিশ্বাস করুন। তর্কের ঝোঁকে তো এমন কত অস্থানেই আমরা জোর দিয়ে বলি। সে সব কি আপনার ধরা উচিত—না, আমি সত্যিই কখনো এমন ইঙ্গিত করতে পারি যে, আপনি উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংযম-পন্থী?"

মসিয়ে বেনারের মুখের ওপর থেকে ক্ষোভের ছায়াটুকু মুহূর্ত্তে কেটে গেল। তিনি স্বপনের কাঁধে হাত রেখে উজ্জ্বলস্বরে বললেন: "পাগল দূর—আমিই কি তাই বলেছি? তবে তুমি ঐ 'আপনার অসংযম' কথাটাতে হঠাৎ কেমন—বুঝতেই তো পারছ।" ব'লে হেসে লঘু সুরে বললেন: "শিল্পীদের মন বুড়ো বয়সেও এমন কাঁচা থাকে [illegible] যে সব বুঝে-সুঝেও সে আহত বোধ ক'রে বসে। কিন্তু তাদের মান-অভিমান আবার শরতের মেঘের মতনই এটাও ভুলো না—হ'তেও যেমন—যেতেও তেমনি।" ব'লে কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে তাঁর অভ্যস্ত পরিষ্কার সুরে বলতে লাগলেন: "কিন্তু যা বলছিলাম: এ সংসারে যারই মধ্যে একটুও সার আছে সে-ই জানে যে, প্রবৃত্তির চালুপথে গড়িয়ে চললে জীবনে সর্ব্বনাশ ছাড়া অন্য কোনো পাথেয়ই মিলতে পারে না। সমাজে থাকতে হ'লে সংযম যে প্রতিমুহূর্ত্তেই চাই এ-কথা তো

তুষুপোয় শিশুও জানে। আমার আপত্তি সংযমে নয়, আমার আপত্তি ওর বাড়াবাড়িতে, ওর যা প্রাপ্য মূল্য ওকে তার চেয়ে বেশি দেওয়ায়, বুঝলে?"

স্বপন ঘাড় নাড়ল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "আমি কেবল একটা জিনিষে বড় অধৈর্য্য হ'য়ে উঠি—যখন দেখি যে, বিজ্ঞ মানুষও সংযমকে—ধরাকাটকেই চরম তপস্যা ব'লে ভুল করছে, সৃষ্টি ব'লে স্তব করছে।"

—"ঠিক বুঝলাম না কিন্তু এবার।"

—"মানে যথার্থ তপস্যা বা সৃষ্টি হচ্ছে আসলে ইতিবাদী—পসিটিভ: শুধু সংযম হচ্ছে নেতিবাদী—নেগেটিভ এই আর কি। বলছি না অবশ্য যে, নেতিবাদ কখনই সৃষ্টির সহায়তা করতে পারে না। পারে—গৌণভাবে: শক্তির অপচয় নিবারণ করার ফলে যতটুকু গ'ড়ে ওঠে ততটুকু। কিন্তু তাই ব'লে শুধু সংযমে সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ কি না জীবনে নিত্য নব সৃজনপ্রেরণার সঙ্গে আসলে সংযমের মূল প্রেরণাটির কোনো মিলই নেই। এবার বুঝলে?"

—"বুঝেছি বোধ হয়—কেবল একটা জিনিষ ছাড়া। সংযম নইলে যখন সৃষ্টি বড় হয় না তখন ওর কপালে 'নেতি-বাদী' এ লেবেল এঁটে ছোট করার সার্থকতা কোথায়?"

ম'সিয়ে বেনার চিন্তিতস্বরে বললেন: "ছোট-বড়, উঁচু-নিচু ভাল-মন্দ কথাগুলো প্রায়ই বড় গোলমেলে। ও-ধারণাটা মুছে ফেল মন থেকে। মনে করো না কেন—স্তরবিভাগ—শ্রেণীবিভাগ? অর্থাৎ, নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রতি শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা এই আর কি। যেমন ধরো, মার নিষেধ শাসন ও স্নেহ-আদর—শিশুর পক্ষে দুইই তো দরকার? কিন্তু তাই ব'লে তো ওদের স্তর বা শ্রেণী এক নয়। সংযম ও সৃষ্টি সম্বন্ধেও ঐ কথা। তা ছাড়া সংযম সম্বন্ধে আমার আপত্তি ঠিক ওর প্রিন্সিপ্ল নিয়ে

নয়—ডিগ্রী নিয়ে। কেবল মুস্কিল এই যে ওর সীমানা কাটবার কোনো সন্তোষজনক হদিশ নেই।”

—“হদিশ নেই? তা হ'লে পাঁচজনে ওর ব্যবহার করে কেমন ক'রে? একটা আবছা জিনিষ নিয়ে কি এতবড় একটা [illegible]কার সমাজকে চালানো যায়?”

—“না। গড়পড়তার পক্ষে একটা মাপ[illegible] গ'ড়ে তোলা যায় নিশ্চয়ই। আর সেটা দরকারও।—কিন্তু আমি এখানে ঠিক গড়পড়তার কথা বলছি না। কি রকম জানো?—কথাটা বোঝানো এত মুস্কিল!… এই ধরো, বড় শিল্পী বা কবিকে তো প্রায়ই বাইরে থেকে অসংযমী দেখায়, নয় কি? গেটের জীবনী পড়েছ?”

—“না।”

—“পোড়ো। জীবন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির অমন অঢেল সম্পদ নিয়ে বোধ হয় আর কোনো কবি কখনো জন্মায়নি আজ অবধি। মানুষের যে-কোনো অনুভূতি, যে-কোনো চিন্তা, যে-কোনো বেদনা ওঁর কলমের মুখ দিয়ে বেরুত যেন আগুনের দীপ্তি নিয়ে। এমন কি বিষও ওঁর মনের বকযন্ত্রে চুঁইয়ে হ'ত অমৃত। অথচ সংযমী বলতে আমরা যা বুঝি তা তো তিনি কোনো দিনই ছিলেন না।”

স্বপন আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: “সে কি? তবে কি ছিলেন তিনি উচ্ছৃখল?”

মসিয়ে রেনার হেসে বললেন: “বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয় বৈ কি।”

স্বপন কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল: “তা হ'লে কী বলতে চান আপনি? যে, সংযম ব'লে কোনো বস্তুই নেই? না, ওটা শুধুই—?”

—“না। আমি শুধু বলি যে, সংযমের কোনো বাঁধাধরা মাপকাটি

নেই। একের পক্ষে যা অমৃত অপরের পক্ষে তা বিষ হ'তে পারে। গড়পড়তার সংযমের যে মাপকাঠি, পেটের সংযমকে তা দিয়ে মাপতে গেলে চলবে কেন? তাই আমার মতে তিনি সংযমী নিশ্চয়ই ছিলেন; বহুবার বহু প্রণয়িনীর কাছ থেকে শেষ মুহূর্তে পালিয়েছিলেনও—ঠিক সেই সময়ে যে সময়ে পালানো সব চেয়ে কঠিন; লেখার জন্যে হ্বাইমার ছেড়ে য়েনার নির্জনতায় কতবার একলা কাটিয়েছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর; রাজ্যশাসনের শত দায়িত্ব বহন করেছেন, বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন, থিয়েটার চালিয়েছেন, সমালোচনার ষ্টাণ্ডার্ড প্রবর্তন করতে যোল বছর ধ'রে কী খাটুনিই না খেটেছেন—এক কথায় একটা বিরাট্ জীবন—বহুমুখী, বহুধা, বিচিত্র, অপূর্ব-সমৃদ্ধ। তবু তাঁকে অসংযমী বলবে—শুধু নারীর আকর্ষণ তাঁর কাছে প্রবল ছিল ব'লে? অন্তত আমি তো গেটেকে ঠিক সেইজন্যেই বড় বলব যে-জন্যে পাঁচজনে তাঁকে ছোট করে। তাঁর সংযমের মানদণ্ড পাঁচজনের সঙ্গে মেলেনি মানি—কিন্তু তা'তে কী? দেখতে হবে—সৃষ্টির দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন কি না—প্রেমের দায়িত্ব বয়েছেন কি না—কর্মের দায়িত্ব স্বীকার করেছেন কি না।"

স্বপন খুশি হ'য়ে বলল: "আপনার এ-কথাগুলো আমার ভারি ভালো লাগল মসিয়ে। কারণ আমারও বার বার মনে হয়েছে যে, প্রেমকে যে-নীতি বয়কট ক'রে চলতে বলে সে-নীতি বন্ধ্যা—উদ্ভট।"

মসিয়ে বেনার প্রীতভাবে বললেন: "এখন তো পাখী পড়ছে বেশ!"

স্বপন হেসে বলল: "না প'ড়ে আর করে কি বলুন? আমাদের বাংলায় একটা ছড়ায় বলে:

(যখন) পড়েছি মোল্লার হাতে
(তখন) খানা খেতেই হবে সাথে।"

মসিয়ে বেনার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। অনেক ক্ষণের জমাট তর্ক এ-অট্টহাসির হাওয়ায় যেন একটু তরল হ'য়ে গেল।

হাসি থামলে বৃদ্ধ বললেন: "যখন দোলায় খানায় তোমার একটা রুচি এরি মধ্যে এসে গেছে তখন তোমার আশা আছে মনামি। তাই তো তোমায় এত লেকচার দেই হে। তাই তো বলি এত ক'রে যে অসংযমকে বর্জন করতে চাও কোরো, কিন্তু জেনেশুনে কোরো—খোলা চোখে ও খোলা মনে। সংযমের চলতি মাপকাটিকেই একান্ত ক'রে না মেনে নিজের ভিতরের তাগিদে বুঝতে চেষ্টা কোরো কোন্‌খানে সীমারেখা টানা তোমার নিজের বিকাশের পক্ষে শুভ আর কোন্‌খানে অশুভ। চলতি খৃষ্টান সংযমীদের সম্বন্ধে আমার আপত্তিই তো ঐখানে, তাঁরা সংযমের প'ড়ে-পাওয়া বিধানেই খুসি—পরিতৃপ্ত। আর যদি তাঁরা এটা করতেন তাঁদের শক্তিকে একমুখী করার জন্যে, তা হ'লেও বা বোঝা যেত—কিন্তু তা তো নয়। তাঁরা সংযমকে উপায় হিসেবে দেখেন না—চরম লক্ষ্যস্থল দাঁড় করান। নয় কি? আরে মূঢ়—এইটেই বুঝিস্ না যে সৃষ্টিশক্তিতে সংহত করে ব'লেই সংযমের যা-কিছু মূল্য?"

—"কবিদের জীবনী পড়ে এ-কথা আমারও মনে হয়েছে মসিয়ে। বিশেষ ক'রে য়ুরোপে এসে অবধি আমার মনে হয়েছে যে গড়পড়তা মানুষের কাছে যা অসংযমের চূড়ান্ত—ব্যতিক্রমের কাছে তাই সংযম হ'তে পারে।"

—"এপাতাঁ মনামি। তোমায় আশা নেই কে বলে? ঠিকমত অসংযম কা'কে বলে সে-সম্বন্ধে তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলল ব'লে।"

স্বপন হেসে ফেলল: "আপনার এমন অমৃতময়ী বক্তৃতায়ও যদি না খোলে তবে দৃষ্টি আমার কেঁচোর চেয়েও অন্ধ বলতে হবে।"

—"প্রেম সম্বন্ধে অগ্নিগর্ভ বুলি-ঝাড়া আমার প্রায় বাতিকের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে হে। কিন্তু ঝাড়ি কেন জানো?"

—"কেন ?"

—"খাড়ি একজন্তে নয় যে, ওটা আমাদের খৃষ্টানিটির নিষিদ্ধ ফল—যা তুমি ভাবছ। প্রেমকে আমি বড় বলি কারণ সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় করবার মতন অমন বেদন-মন্থন, অমন তীব্র বিষ জীবনে কমই আছে।"

কথার সুরে কোথায় যেন বিষাদাভাষ। খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত নয় হয়তো—কিন্তু তবু···স্বপন অস্ফুট সুরে বলল : "বিষ!"

এবার বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে বিষাদের ইঙ্গিতটুকু আর প্রচ্ছন্ন রইল না, তিনি বললেন : "না না, গোড়া থেকেই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিই কেন? প্রেমকে অমৃত ব'লেই যেন তুমি জানতে পার। কারণ······কারণ কে বলতে পারে প্রেম তোমার জীবনেও দাহই বহন ক'রে এনে দেবে? কে বলতে পারে যে, প্রেমের ব্যথা ছানিয়ে তোমার ভাগ্যেও হলাহলই উঠবে—সুধা না উ'ঠে?···না মনামি···একজনের প্রেমের ইতিহাস আর-একজনকে বেশি শোনানো ভুল। অথচ···তবু···এমনি বিচিত্র ওর গতি···কিন্তু না···থাক, হয়তো তুমি বুঝবে না।"

গভীর রাত্রে বৃদ্ধের এ আবছা কথাগুলির মধ্য দিয়ে কী-একটা বোবা ইঙ্গিতে স্বপনের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন ক'রে ওঠে। বুঝবে না? জীবনে এমন এক-একটা ক্ষণ আসে না যখন একটা ছোট্ট কথা কত-কীই বুঝিয়ে দেয়? ছোট্ট এক ঝিলিক বিদ্যুতে সমগ্র দিগন্তরকে যেমন উদ্ভাসিত ক'রে তোলে তেমনি?···

খানিকক্ষণ হ'ল বৃষ্টির বেগ ফের বেড়ে উঠেছিল। এতক্ষণে বড়ও উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে।···বাগানের দিকের শার্সির গায়ে জলের ছাট তীরের মতন এসে বেঁধে। সে-ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে ঝাউগাছ-গুলোর কী মাথানাড়াই না দেখা যায়! · দেবদারুগুলো তো একেবারে

তিব্র হ'য়ে ওঠে। তাদের ঘনপল্লবের ভেতর দিয়ে ঝড়ের উচ্ছ্বাস কী এক বিষণ্ণ সুরে ওঠে বেজে। হু-হু—শোঁ—ছপ্-ছপ্—আরও কত রকম শব্দ! আবার মাঝে মাঝে ঠিক যেন সাইরেনের—সানাইয়ের আদল আসে—তেমনিই শান্ত—তেমনিই স্থায়ী—তেমনিই করুণ!... আকাশের বিজ্‌লি আলো সিক্ত কাচের মধ্যে দিয়ে কী রকম যে দেখায়! এমন বিবর্ণ!...থেকে থেকে কড়্-কড়্—কড়াৎ!... বাগানের মাঝখানটায় একটা গোলাকৃতি ফুলের কেয়ারি দীপ্ত হ'য়ে ওঠে!...

চক্ষের পলকে স্বপনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাঁচিতে এমনিই এক রাত্রি। বিবাহের অল্পদিন পরেই একবার সন্ধ্যাকে নিয়ে সে একলা বেড়াতে যায় সেখানে। মোরাবাদীতে পাহাড়ের কাছে ছিল তার পিতৃদেবের বাংলো। সেদিনকার ঝড়ের রাত হঠাৎ বেজে ওঠে যেন... আজ...এতদূরে।. বর্ত্তমান যায় ভেঙেচুরে...তার স্থান নেয় অতীত!...

মনে পড়ে কত কথাই!...একের পর এক!

সেদিনও এমনিই একটা রাত, এমনিই জলঝড়, এমনিই মেঘের ডমরু, বিজ্‌লির থেকে-থেকে ঝিলিক-মারা। সন্ধ্যা বাজের শব্দে আরও কাছে এসে তার বুকে মুখ লুকোয়, কত কী বলে, হাসে, গায়, ... কী সে উচ্ছ্বাসের ফেনা, মান-অভিমানের রাসলীলা, অর্থহীন কথার অফুরন্ত ধারাসার!...ওদের ঘরের শার্শির 'পরে বৃষ্টিধারা সেদিনও এমনি আকুল হ'য়েই মাথা কোটে—আছড়ে পড়ে—কী যেন বলতে চায়—পারে না। প্রকৃতির সে-মূক-মুখর বেদনায় সন্ধ্যাকে ও বুকের আরও কাছে টেনে নেয়...আরও কাছে। সান্নিধ্যকে কোনোমতেই যেন একান্ত ক'রে পায় না। ব্যথা বাজে!...

মনে পড়ে স্পষ্ট। এ-ব্যথা কতই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল সে সন্ধ্যায়!...

ঐ বাদলের মতনই ঘনিয়ে, সমগ্র হৃদয় ছুঁয়ে। প্রথমে ও চেষ্টা করে এ অব্যক্ত বেদনাকে হেসে দিতে উড়িয়ে। উচ্ছ্বাসের প্রথম ঝাপটে তৃপ্তিই হ'য়ে ওঠে নিবিড়। নিজেকে বোঝায়: এ-সব শুধু সেন্টিমেন্টাল ভাব-বিলাসিতা, মেয়েলি উচ্ছ্বাসের বুদ্বুদ। প্রথমে সরিয়ে দেয় এ-সবকে। ব্যথা? ব্যথা কিসের? প্রিয়কে এমন বাহুলীন ক'রে পেয়েও ব্যথা? দূর। সন্ধ্যা গুন্ গুন্ ক'রে তার বুকে মুখ লুকিয়ে গায় করুণ ভৈরবীতে:

"বহুক বাহিরে পবন বেগে কহুক গর্জ্জন অশনি মেঘে
রবি শশী তারা হ'য়ে যাক হারা আঁধারে ফেলুক ঢাকি'।
মুছে যাক চোখে এ নিখিল সব প্রাণে প্রাণে আজি করি অনুভব
মিলিত হৃদির মৃদু গীতিরব আধ-নিমীলিত আঁখি!"

ওর বুকের ভেতরটা মেঘালোকচুম্বিত মন্দানিল-হিল্লোলিত সাগরবক্ষের মতনই হ'য়ে ওঠে উদ্বেল! সঙ্গিনীর চুলের চেনা গন্ধ, দেহের প্রিয় উত্তাপ, বলয়ের মৃদু কিঙ্কিণী আরও কত কী ছোট্ট সুকুমার পরশ···আদর! প্রতিটিই তার শিরায় শিরায় কী হিল্লোলই না বহায়!··কী সে বিদ্যুৎ-শিহরণ!—অথচ এমন স্নিগ্ধ, কৃতজ্ঞ প্রবাহ!···

কিন্তু কিছুতেই তো সেই আবছা ব্যথাটা যায় না? বাইরে শ্বসিত ক্রন্দনের সঙ্গে কোথায় যে একটা মিল আছে তার!—অথচ না পায় কোনো দিশা, না পারে ভাবালুতা ব'লে এ-সবকে উড়িয়ে দিতে।··চেষ্টা করে, বলে: "জীবনে এমন রাত আসে ক'টা? প্রিয়কে এমন প্রিয়তম মনে হয় ক'টা দিন?" কিন্তু তবু হৃদয় মানা মানে কই?—বলে: প্রিয়ের এ-কাছে-আসা কাম্য-সত্য, কিন্তু এতে অশেষ কোথায়? হৃদয়ের ফোটাফুল বাসি হ'য়ে গেলে?···তার পর? অনাদৃত হবে?···ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে ···অথচ না-ভেবেও পারে না তো!

সন্ধ্যার বুকেও কি এ আনন্দোৎসবের মধ্যে এই শঙ্কাটিই ছায়াপাত করে? নইলে ঠিক সেই সময়েই বা এ-প্রশ্ন সে ক'রে বসবে কেন: "এমনি কাছে ক'রেই তো রাখবে চিরদিন, প্রিয়?" উচ্ছ্বাস ওর আরও ওঠে দুলে, ও তাকে আরও নিবিড় বাহুবেষ্টনে নেয় টেনে··· যে-উচ্ছ্বাসকে এত ঠাট্টা করে তা'তেই দেয় গা ভাসিয়ে—কত বিহ্বল শপথ করে, প্রেমের সাক্ষ্য দেয়, অচলা নিষ্ঠার স্তবগান।···

কিন্তু কোথায় মন বলে: ভুল ভুল ভুল—মরীচিকা। ক্ষণিকের অতিথি হওয়ার মধ্যেই যার সার্থকতা তারে রাখবে চিরসহচরী ক'রে? সাধ্য কি! একটা ছায়ালো ত্রাসে মন ঐ আকাশের মতনই পাণ্ডুর হ'য়ে ওঠে—বার বার এ-ভয়কে পাগলামি ব'লে মন থেকে নিষ্কাশিত ক'রে দেয়—আদরের তোড় আরও ওঠে ফুলে—ব্যাহত উর্ম্মিমালার মতন।···

অথচ আনন্দ যত নিবিড় হয় ব্যথাও কি ততই প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে না? অকারণ বেদনায় দুচোখের পাতা আসে না ঝাপসা হ'য়ে? দয়িতার কাছে দুর্ব্বলতা গোপন করা যায় বটে, কিন্তু নিজের হৃদয়ের কাছে? সেখানকার গভীর সুরটিকে কতক্ষণ অস্বীকার করা যায়? আর কী লাভই বা তা'তে?

তার পরে কতদিন···কত মেঘলা প্রভাতে, শান্ত মধ্যাহ্নে, ধূসর গোধূলিতে, ম্লান চন্দ্রালোকে এই এক ব্যথাই নানা ছন্দে তার মনের মধ্যে উঁকি মেরে গেছে, অথচ কখনো কি ভেবে কোনো কূলকিনারা মিলেছে? বুঝতে পেরেছে—কেন এ ব্যথার জোয়ার এ-ভাবে থেকে-থেকে ফুলে-ফুলে ওঠে অবসাদের অস্তরাগে রঙিয়ে? কিসের এ শঙ্কা? কোথা থেকে ভেসে আসে আগমনীর মাঝে এ বিসর্জ্জনীর সুর—বুদ্ধ এইমাত্র যে-ইঙ্গিত করছিলেন? যাকে চির-আপন ব'লে কাছে টানে সে চির-অচিন··· দূরবর্তিনী···থেকে যায় ব'লেই কি?

তার পরে মনে পড়ে সে দিনের শেষরাত্রের কথা। তখন আকাশ প্রায় নির্মেঘ হ'য়ে গেছে। কেবল দু-একটি কাজলবর্ণ মেঘের কানর এখানে-ওখানে ঝুলছে—শিশির ধৌত যুঁইয়ের মতনই অমল, টলটলে, শান্ত।...উষার আর দেরি নেই। চাঁদের বিদায়-লগ্নের সোনালি আলোর সঙ্গে সবে বালার্কের পীতাভ অগ্রদূতের সম্ভাষণ হয়েছে সুরু। একটি লাল রঙের আঁকাবাঁকা রাস্তা চাঁপাফুলের মাথার ওপর দিয়ে দেখায় এমন সুন্দর।...পূর্বদিকে কৃষ্ণপক্ষের টুকরো চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় পথহারা একটি তারা বকুল গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ছলছল চোখে তাকিয়ে।...যেন সাথীহীন—তারই মতন।...বোধ হয় গত রাতে কয়েকটি তারাকে কাছে পেয়েছিল—হারিয়ে অবধি ম্লান চোখে খুঁজছে। হঠাৎ পাশে সন্ধ্যার আধ-আলো আধ-ছায়া মুখখানি চোখে পড়ে। চম্‌কে ওঠে ও!

এ কী!! যে-বেদনা সমস্ত রাত ধ'রে সে লুকিয়ে এসেছে—পাছে শন্যা সঙ্গিনীর কাছে ধরা প'ড়ে যায় এই ভয়ে!—যাকে গোপন করবার জন্যেই সে অনর্গল কথা ক'য়ে এসেছে—সে-বেদনা যে ওর মুখের প্রতি রেখায়, নিষণ্ণতায় ব্যক্ত!...এ তো কারুর কল্পনা নয়—ভাব-বিলাসিতা নয়। অবিকল তারই ব্যথার প্রতিবিম্ব যে!...তার বুকের মধ্যে আবার সেই ব্যথা টন্‌ টন্‌ ক'রে ওঠে। ওই ছায়াভ ঝাউ গাছটির মতনই একলা মনে হয় নিজেকে!...

মনে পড়ে তার বিদেশযাত্রার কিছুদিন পরে সন্ধ্যা তাকে একটি গান লিখে পাঠিয়েছিল:

দূরের কোলে যে-প্রেম জ্বলে
সমীপে তার দিশা
পাই না কেন? জাগে যেন
বিরহেরই তৃষা?

কাছে বা সে বন্দিই আছে
গন্ধটি হায়, কারে!
চায় যে নিতি গগন-প্রীতি
বাঁচে সে পিঞ্জরে?...

* * * * * *
* * *

হঠাৎ ও চম্‌কে ওঠে। বৃদ্ধ একদৃষ্টে চেয়ে। অধরের প্রান্তে এক টুকরো হাসির ছোঁওয়া। বড় সুন্দর হাসি—করুণিমায় ভরা! ওঁর মুখে কই এ-রূপের দরদী হাসি তো এর আগে সে কখনো দেখেনি!

—"এত কী ভাবনায় ডুবে গো কবি বন্ধু? অতীতচারণ? না, মনে হচ্ছে বুড়োটা কী সেন্টিমেন্টাল?"

স্বপন মুখ নিচু করে।

বৃদ্ধ উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। বৃষ্টি বেশ একটু মন্দা হ'য়ে এসেছে। কিন্তু স্তূপীকৃত মেঘের মধ্যে চপলা-চমকের বিরাম নেই।...

হঠাৎ বৃদ্ধ চিন্তাবিষ্ট সুরে বলেন: "কিন্তু প্রেমকে ঠিক [illegible] বলাও চলে না। কারণ এ-বিষে মরণ তো আনে না—চেতনাকে উগ্র ক'রেই তোলে। গেটের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে Die Liebe herrscht nicht aber sie bildet।" * ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "কিন্তু তবু আমি বলব যে আলোহীন আধারহীন বিরাট নিশ্চিহ্ন শূন্যের চেয়ে এ লক্ষগুণে ভালো! আমার এক বন্ধু ভালের প্রায়ই বলত: একাকার মুক্তি আমি চাই না। অস্তিত্বের জন্যে তীব্র ব্যথাও

* প্রেম মানুষকে চালায় না—বিকশিত করে।

সার্থক। নইলে কি সৃষ্টি হ'ত কখনো? বর্ণহীন, গন্ধহীন, নিস্তরঙ্গ নির্বাণেই যদি চেতনার চরম পরিসমাপ্তি হবে তা হ'লে হাসি-অশ্রুর দ্বৈতে এমন ইন্দ্রধনু গ'ড়ে উঠল কেমন ক'রে? আলো-ছায়ার বর্ণ-সম্পাতে এমন মায়াপুরী গ'ড়ে উঠল কেন?"

ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন: "প্রেমের বেদনা পেয়েছিলেন ব'লেই না গেটে লিখতে পেরেছিলেন:

'একান্ত কহিতে চাহো যাহা তব গূঢ় মর্মতলে
অনির্বাণ অমলিন জ্বলে?
শুধু তবে কহিয়ো জ্ঞানীরে; নহে—হেন বাণী সবে
বাতুল-প্রলাপ সম ক'বে।
বোলো শুধু দরদীরে: "এ-হৃদি মন্দিরে সেই রাজে
ঝাঁপ দেয় যে জলধি-মাঝে
জ্বলদর্চ্চিতরে রহে যে-ঋত্বিক চির পিপাসিত,
মরণেও বরে যে—নন্দিত?" " *

স্বপনের এত ভালো লাগে! বৃদ্ধ এত দরদ দিয়ে কবিতা পড়তে পারেন তা সে কবে জেনেছিল? তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা তার কেঁপে ওঠে।

মসিয়ে বেনার ফের বলতে লাগলেন: "তাইতো আমি আনাকে এত শ্রদ্ধা করি—জানো? এ দীর্ঘ জীবনে অনেক-কিছুর বাহুল্য দেখা যায়

* Sag es niemand nur den Weisen,
Denn die Menge gleich verhönet
Den Lebendigen will ich preisen
Der nach Flammentote sehnet.

মনামি—কেবল দিলদরিয়া প্রাণ ছাড়া।" ব'লেই স্বপনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : "তোমাকে বলেছে আশা করি ?"

স্বপন চোখ নিচু ক'রে শুধু মাথা নাড়ল।

বৃদ্ধ আর্দ্র সুরে বললেন : "জানতাম তোমায় না ব'লে থাকতে পারবে না। আহা! বলুক। ব'লে ব্যথার তবু তো একটু উপশম হয়!" তাঁর দীর্ঘপক্ষ্মের মধ্যে দিয়ে এমন একটা সজল ব্যথা স্নিগ্ধ হ'য়ে ফুটে ওঠে!···

মসিয়ে বেনার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন : "য়ুরোপ-বড় হয়েছে কেন জান মনামি! এই কথাটাই এতক্ষণ আমি বলতে চাচ্ছিলাম—খৃষ্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে। য়ুরোপ বড় হয়েছে খৃষ্টের গোঁড়ামি ও সেন্টিমেন্টালেটির দরুণ নয়—য়ুরোপ বড় হয়েছে আনার মতন মন নিয়ে বহু নরনারী তার মাটিতে জন্মেছে ব'লে।"

ব'লে একটু থেমে যেন নিজের মনেই ব'লে চললেন : "সংসারে পনের আনা লোক চায় শুধু ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা সোয়াস্তি, আঁকড়ে পাওয়া যায় এমন একটা মোটা শান্তি। যা জীবনে আনে অসামঞ্জস্য, আনে উলটো-পালটা স্রোত, আনে ঘূর্ণী, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত—যা বান ডাকায়, প্লাবন বহায়, ভাঙন ধরায় তাকে বরণ করতে পারে ঐ বাকি এক-আনারই দল—ঐ আনার মতন উদ্ভট দু-চারজন। এদের মানুষ ভুলে যায় হয়তো সব-আগে—কিন্তু তবু এ কথা সত্য যে এদের বুকের রক্তই সমাজকে রেখে যায় উর্বর ক'রে।···

"আনা যেদিন মস্কিসের ভালোবাসাকে ফিরে পাবার বা আঁকড়ে ধ'রে রাখবার জন্যে এতটুকু চেষ্টা না ক'রে, এতটুকু ছল-ছুতো না ক'রে তাকে নীরার বাহুপাশের মধ্যে একরকম ঠেলে দিয়েই রিক্ত হ'তে, অরূপায়ে একান্ত সহায়হারা অবস্থায় সটাং আমার কাছে এসে কলল ও মডেল হবে, সেদিন সাংসারিক দিক দিয়ে সে মূঢ়ের মতন কাজ করেছিল নিশ্চয়ই—

কিন্তু তবু—" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলতে লাগলেন : "তবু প্রেমকে যে সাংসারিক দিক দিয়ে বাঁধতে গেল না—অসামাজিক আচরণকে যে বিজ্ঞ যুক্তি দিয়ে নাকচ করল না—মুহূর্তের জন্যে ভাবল না—কাল কী খাবে, কোথায় দাঁড়াবে, লোকে কী বলবে, কী সে কাম্য বর যার লোভে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলছে—"

দুজনেই চমকে ওঠে। দোরে কে আঘাত করে—এত রাতে! এ ঝড়জলে!

—"এ কি! আনা!! এ সময়ে!!!" বলতে বলতে মসিয়ে বেনার উঠে দাঁড়ালেন—কী যোগাযোগ! ওর বুকের রক্তে বেজে ওঠে মাদল।···

OBSTINACY, THY NAME IS WOMAN!

দুজনের মুখ থেকেই যেন সমস্বরে বেরুল : "আনা!"

মসিয়ে বেনার উঠে তার দুটি হাত ধ'রে তার কপালে চুম্বন ক'রে বললেন : "ব্যাপার কি শেরি? এত রাত্রে? এ-দুর্যোগে? আর এত পাণ্ডুর কেন ও গালের গোলাপফুল দুটি?"

আনা মুখ নিচু ক'রে শুধু বলল : "মরিস আবার আমাকে ফিরে যেতে বলে।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "বলিনি? যাক বোসো আগে। উঃ—কাঁপছ যে! এই—এইখানটাতে বোসো—এই স্টিম পাইপের কাছে। আমার পাশে এই সোফার ওপর। এ বৃষ্টিতে বেরুতে আছে!"

—"বৃষ্টি একটু ধরেছে মসিয়ে। আর আমি তো এলাম ট্যাক্সিতে।"

মসিয়ে বেনার একটা ঘণ্টা বাজালেন।···জানেৎ ঘরে ঢুকল।

—"তিন পেয়ালা কফি জানেৎ—একটু পোর্টও আনতে বলি শেরি?"

—"না মসিয়ে, ধন্যবাদ—কফি হ'লেই হবে।"···কফি, কেক, বিস্কুট, চীজ এনে হাজির নানেৎ একটু বাদেই।

—"এত শীঘ্র?"

—"আপনাদের জন্যে কফি তো আনছিলামই—সবই প্রস্তুত ছিল।"

—"যার তুমি নেই নানেৎ, তার কেউই নেই।"

নানেৎ মৃদু হেসে প্রীতস্বরে ধন্যবাদ ব'লে বেরিয়ে গেল। 'ভিয়েইয়ার একসেঁত্রিক'-এর এ-ধরণের রসিকতায় সে অভ্যস্ত ছিল।

স্বপন তাড়াতাড়ি উঠে পেয়ালায় কফি ঢেলে আমাকে ও মসিয়ে বেনায়কে পরিবেষণ ক'রে দিল। মসিয়ে বেনায় প্রীতস্বরে বললেন: "বাঃ—আদব-কায়দায় যে আমাদেরও টেক্কা দিলে সেন!"

স্বপন হেসে শুধু কফির পেয়ালায় চুমুক দিল।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইল না। হঠাৎ ঘরের ঘড়িতে টং টং ক'রে দশটা বাজল।

মসিয়ে বেনায় বললেন: "এই নভেম্বর মাসে এত রাতে বেরিয়ে ভালো করনি আনা। বিশেষতঃ যখন কদিন থেকে তোমার শরীর ভালো যাচ্ছে না—"

—"আমি সাড়ে ন'টা অবধি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে আর থাকতে পারলাম না মসিয়ে। আর জানতাম আপনি বারটা-একটার আগে প্রায় শোন না—তাই—"

মসিয়ে বেনায় তার একটি হাত কোলের ওপরে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন: "আমি কি আমার জন্যে বলছিলাম না কি? বাঃ বেশতো! —কিন্তু হয়তো ভালই হয়েছে। তোমার 'পাঁসিয়ঁ'-টা * একটু স্যাঁৎস্তেতে। দু-তিন দিন আমার এখানেই থাকো—শরীরটা একটু সুস্থ হওয়া অবধি।

* Pension—বোর্ডিং ধরণের হোটেল।

কেমন ?” ব’লে আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক’রে আবার ঘন্টা বাজালেন। নানেৎ ঢুকল।

—“নানেৎ, আজ মাদমোয়াসেল আমার ঐ দক্ষিণ দিককার বড় ঘরে থাকবেন—বিছানাটা—”

নানেৎ ঘাড় নেড়েই অদৃশ্য।

আনা হঠাৎ আর্দ্রকণ্ঠে বলল: “আপনি এত ভাবেন সবার জন্যে মসিয়ে!—”

বৃদ্ধ ওর গালে ঠোনা মেরে বললেন: “হয়েছে গো হয়েছে। শোনো। আমি বলি কি—তুমি আজ বড় ক্লান্ত আছ, এক গ্লাস পোর্ট খেয়ে শুয়ে পড় গে। আজ এ-সব আলোচনা থাকুক। এতে হয়তো শুধু শুধু উত্তেজনা আসবে, ফলে সারারাত ঘুমুতে পারবে না।”

আনা আবদেরে সুরে বলল: “বা রে! আমি শোবই যদি—তা হ’লে এলাম কেন এখন? আমি কোথায় এলাম ব্যাপারটাকে আপনাকে ব’লে মনটা হালকা ক’রে নিতে, না আরম্ভ হ’ল ধাত্রীপনা!”

মসিয়ে বেনোয় তার হাতের ওপর চাপড় দিয়ে হেসে বললেন: “দুষ্টু মেয়ে! এর নাম বুঝি ধাত্রীপনা? আমি বলছি কি—কাল সকালে আলোচনা করা যাবে সুস্থভাবে—তিন বন্ধুতে মিলে ঠাণ্ডা মাথায়। সেনও আজ না-হয় আমার উত্তরের ঘরে থাকতে পারে—কাল ভোরবেলা থেকেই আলোচনা সুরু করার সুবিধা হবে তা হ’লে, কি বলো?”

স্বপন বলল: “আমার বাসা তো কাছেই মসিয়ে। আমি কাল ভোরেই আসতে পারি।”

মসিয়ে বেনোয় ললিত সুরে বললেন: “এখানেও একদিন রাতে-বাসায়-না-ফেরার প্রস্তাবে এত ভয়? ভালোছেলের স্ত্রী-রা বুঝি বিদেশেও তাঁর মাতৃভূমির বাইরে রাতকাটানো ফেয়ারকর্ন্স-এ জানতে পারে?”

আনার সামনে স্বপন যে কী সংকোচ বোধ করে !…

সে জোর ক'রেই বলে ; "আমার স্ত্রীর ক্লেয়ারভ"য়াস-চর্চা ছাড়াও কাজ আছে। আমি বলছিলাম—বাসায় রাত্তে ফিরব না ব'লে তো আসিনি—"

—"তা'তে কি হে ? আমি টেলিফোন ক'রে দিতে বলছি নানেৎকে।"

ব'লে ঘণ্টা বাজিয়ে নানেৎকে বললেন : "নানেৎ, মসিয়ে আজ রাত্তে উত্তরের ঘরটায় থাকবেন। তুমি ওঁর ওখানে—ও হ্যাঁ—মাদামোয়াসেল দ্যুপঁর পঁসিয়"-তেও এখুনি টেলিফোন ক'রে দাও।"

ঘাড় নেড়ে নানেৎ বেরিয়ে গেল আনার ও স্বপনের টেলিফোন নম্বর দুটো নিয়ে।

মসিয়ে বেনার বললেন : "তা হ'লে কী স্থির করলে আনা ? এখন শুতে যাবে, না একটু শ্যাম্পেন আনতে বলব ?"

আনা অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেন ভাবছিল। চমকে বলল : "পার্দ ?" *

মসিয়ে বেনার তার গালে আদর ক'রে একটা চড় মেরে বললেন : "পাগলিটার ভাবনা আর ফুরোয় না। যাঃ—আজ ভাবে না। যাও আজ ঘুমোওগে যাও—সেনের সঙ্গে আমার কথাও আছে। ভালো কথা সেন, তুমি কী একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলে না ?"

স্বপন উত্তর দেবার আগেই আনা বলল : "না মসিয়ে সে-কথা থাকুক এখন। আজ আমার কথাই আগে শুনতে হবে আপনাকে। নইলে আমার রাত্তে সত্যিই ঘুম হবে না। সত্যি—আপনার পরামর্শ

* Pardon—কথা কইলেন, কি বল্লেন ?

চাই। স্বপন থাকায় আরও ভালোই হয়েছে। একসঙ্গে আপনাদের দুজনকে বলতে পারলে মনটা আরও হালকা হবে।"

মসিয়ে বেনার আনার পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে দিয়ে বললেন : "অগত্যা! আঃ, সাধে কি সেক্সপীয়র বলেছেন Obstinacy! Thy name is woman."

তিনজনেই হেসে উঠল।

মরিস

আনা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল : "ভার্সে'এ মরিস একটি চমৎকার বাগানওয়ালা বাড়ি কিনেছে সম্প্রতি। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিল আমায়।"

মসিয়ে বোনার বললেন : "কই, বাড়ি কিনেছে তো বলনি আজ দুপুরে?"

—"আমি কি জানতাম তখন? মরিসের সঙ্গে যে আজ ন'মাস দেখা নেই—"

—"ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক বলো।"

—"ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছতেই দেখি—সে। প্লাটফর্মে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চলতে চলতে বলল গত কয়টা ট্রেনের প্রত্যেকটায় সে আমাকে আশা করেছে। তার মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হ'ল যেন সে সত্যিই খুসি হয়েছে আমাকে দেখে। একটু আশ্চর্যও।"

মসিয়ে বেনার বললেন : "সে বুঝি তার ক'রে ভরসা পায়নি যে, তুমি আসবে?"

—"ছেলেবেলা থেকেই আমি যে একটু একরোখা মেয়ে তা তো জানেন ?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "হাড়ে হাড়ে। তোমার মনটি যে কখন কোন্ দিকে ঢুলবে সে নিয়ে তোমার বাবা ও আমি কি কম সন্ত্রস্ত ছিলাম, তোমার জন্মানোর প্রায় পরের দিন থেকে ? আর হবে না !—যে একগুঁয়ে মা-র মেয়ে ! !—প্রণয়ীর দজ্জাল স্ত্রীকেও যে ভয় করে না। ইংরাজীতে একটা কথা বলে না—চিপ অফ দি ওল্ড ব্লক ?"

আনা হাসল : "আপনি কিন্তু এই নিরীহ প্রাচ্যদেশের ভদ্রলোকটির মনে য়ুরোপীয় মেয়েদের সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা বপন ক'রে দিচ্ছেন না মনে রাখবেন।"

স্বপন হেসে বলল : "প্রাচ্যদেশের ভদ্রলোকটির মনে যে কোনো দেশের মেয়েদের সম্বন্ধেই একটা খুব অভ্রভেদী গোছের ধারণা উপ্ত হ'য়ে আছে এ-সিদ্ধান্ত করলে তুমি কী থেকে শুনি ?"

মসিয়ে বেনার তার পিঠ থাবড়ে দিয়ে হেসে বললেন : "বাঃ। মাত্র এই ক'দিনে আনার প্রসাদে তোমার রসনা-সঞ্চালনের কায়দার মধ্যে যে সাক্ষাৎ ফরাসী-বিপ্লব ঘটে গেছে হে বঙ্গদুলাল !"

তিনজনেরই হাসির শব্দে ঘরটা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। আশেপাশের হাওয়াটার মধ্যে খানিক আগের ঘনীভূত ভাবটাও হালকা হ'য়ে আসে। তবে ছায়া একেবারে কাটে না। নরম ঝুঁঝির শব্দ আসে জানলার মধ্যে দিয়ে। ক'জনে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসে। পরস্পরকে এত আপন মনে হয় নিঝুম রাতের চাপা বারি-ঝুরঝুরে ! ..

হাসির রেশটুকু ধীরে ধীরে যায় মিলিয়ে। আনা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে শুরু করে ফের : "সে যাই হোক, মরিস আমাকে খুব এলাহি রকমের ডিনার তো খাওয়াল। খাওয়ার পরে মস্ত একতোড়া

গোলাপ আমাকে দিল। এতবড় 'ফ্লোরা' ও 'পল নীরো' আমি এর আগে কখনো দেখিনি। একেই ফুলের মধ্যে গোলাপ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়—তার ওপর এত বড় বড় ফুলের প্রকাণ্ড তোড়া। আমার মনটা বেশ একটু স্নিগ্ধ হ'য়ে গেল।

"বোধ হয় আমি তাকে একটু আর্দ্রকণ্ঠেই ধন্যবাদ দিয়ে থাকব। কারণ সে বিষম খুসি হ'য়ে উঠল হঠাৎ। বলল: 'চলো আনা, তোমাকে আমার হট-হাউসটি দেখাই। এর চেয়েও ভালো ফুল আছে সে-বাগানে। সেগুলো তোমার সামনে তু'লে তোমায় দেব।' আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠলাম। হট-হাউস? ফুল তোলা? আমাকে দেওয়া? হঠাৎ এত আদর-আপ্যায়ন? সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দও হ'ল—অথচ কিসের যেন একটা অজ্ঞাত ভয়ও—একটা আবেশও।"

অসিতের বেনার ওর হাতের ওপর একটা মৃদু চাপ দিলেন।

—"সমস্ত বাড়িটি দেখিয়ে যখন সে আমাকে তার বাগানে নিয়ে গিয়ে বিজ্‌লি বাতির একটি সুন্দর ছোট্ট ঝাড় জেলে দিল তখন আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে সবে। নানা রঙের আলোর সমাবেশে বাগানটি যেন হাসছে। বললাম: 'বাড়িটি বেশ সুন্দর বটে, কিন্তু বাগানটি সবার সেরা। এটি কি ভাড়া নিয়েছ?'

"মরিস বলল: 'না, একটি জাপানী ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিনেছি।' আমি বললাম: 'ও—তাই বলো! নইলে এমন বাগা কি য়ুরোপীয়েরা করতে পারে?' মরিস কণ্ঠস্বরে নিবিড় তৃপ্তি ঢেলে দি বলল: 'কিনে ভালো করেছি তা হ'লে?' আমি বললাম: 'সন্দে আছে? তোমার সুরুচির জন্যেও তোমাকে প্রশংসা করতে হয় তারপর এ-কথা সে-কথা—বাজ্যের অবান্তর প্রসঙ্গ। মরিস ফুলগুলি দেখাতে থাকে ও কোনো ফুল আমার একটু ভালো লাগতে না-লাগ

তৎক্ষণাৎ কেটে আমার হাতে তু'লে দেয়। দেখতে দেখতে একটা প্রকাণ্ড তোড়া হ'য়ে ওঠে।

"আমার মনটার মধ্যে একটা খুশির ভাব ঘনিয়ে উঠছিল বটে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে-খুশির সঙ্গে সমান কদমে একটা অস্বস্তিও উঠছিল হু হু শব্দে বেড়ে। মরিস ঠিক কী প্রস্তাব করতে চায় সে-সম্বন্ধে যতই নিঃসন্দেহ হচ্ছিলাম ততই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য জাগছিল কখন সে প্রস্তাবটা করবে—ভেবে। অথচ আশ্চর্য এই যে এই অস্বস্তির মধ্যে একটা প্রত্যাশাও উঁকি মারছিল!"

সব নিশ্চুপ। আমা একটু ইতস্তত ক'রে নতমুখে বলল: "ঠিক প্রস্তাবের প্রত্যাশা ক'রে না-পাওয়ার দরুণই যে অস্বস্তিটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল তা বলছি না। নানারকম উলটো-পালটা সংশয়, কুণ্ঠা, জল্পনা, কল্পনা—সব জড়িয়েই এই অস্বস্তির কুয়াশাটা ঘন হ'য়ে উঠছিল। সে হঠাৎ যদি আমাকে ফিরে-আসার প্রস্তাব ক'রে বসে তখন কী উত্তর দেব, বেশি খুসি হব, না বেশি ভাবনায় পড়ব, যদি সময় চাই তা হ'লে সে ব্যথা পাবে কি না—কতো কথা! আর ঠিক পরিষ্কার ক'রে খুঁটিয়েও তো এ-সব ভাববার সময় পাচ্ছিলাম না। অত কথাবার্তার মধ্যে কি আর মানুষ নিজেই দেখতে পায় তার মনের মধ্যে নানান্ বর্ণের আলোছায়া? কেবল এইটুকু খুব স্পষ্ট ক'রে অনুভব করছিলাম মরিসের সখ্য পরিচর্যায় উত্তরোত্তর যেন ক্রমেই আমার নিঃশ্বাসরোধ হ'য়ে আসছিল—যেমন আসন্ন ঝড়ের সামনে কালো মেঘের স্তূপাকৃতি দেখলে পথিকের হয়। হয় ঝড় আসুক, না-হয় বৃষ্টি নামুক, না-হয় বাজই পড়ুক ছাই। কেবল যাহোক একটা-কিছু ঘটুক—এই ভাব আর কি,—শুধু এই থমকে-যাওয়া গুমট-টা যাক কেটে।"

মসিয়ে বেনোয় বললেন: "ছবিটা বেশ ফুটিয়েছ শেরি।"

"না—কিছু না।" ব'লে আনা তার কণ্ঠস্বর একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে স্বচ্ছন্দেই বলল: "এ-কথায় মরিলের স্বরের মধ্যে উপচীয়মান অনুগ্রহ-প্লাবন যেন নিভে গেল। সে আমার চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটু শুষ্ক সুরে বলল: 'মিথ্যা বলব কেন? না, ছাড়াছাড়ি ঠিক হয়নি। সে আমাকে তেমনিই ভালোবাসে।' আমি বললাম: 'আর তুমি?' মরিল হঠাৎ বলল: "ও সব কথা আমার ভারি খারাপ লাগছে আনা। আমি মাত্র কাল শুনলাম যে তুমি ডাইভোর্সের জন্যে ইচ্ছে ক'রে ও-মিথ্যা কলঙ্ক নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়েছ! এর পরেও কি তোমায় আমি ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে চ'লে যেতে পারি?'

"আমি পলকে কঠিন হ'য়ে উঠলাম, বললাম: 'মরিল, শুধু এইজন্যে করুণা?' মরিল আবার আমার একটা হাত চেপে ধরল, বলল: 'আনা, আমার শুধু একটা বলবার ভুল—একটা ভ্রান্তিই এত বড় হ'য়ে উঠেছে আজ তোমার কাছে? ভিতরের কামনা…বেদনা…অনুতাপ…এ-সবের কি তুমি কোনো স্পন্দনই পাচ্ছ না আমার আজকের ব্যাকুলতার মধ্যে?' আমি ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু শান্ত সুরে বললাম: 'কিন্তু যদি তোমার নীরার প্রতি ভালোবাসা এখনো—' মরিল বাধা দিয়ে আকুল-কণ্ঠে বলল: 'তোমায় বলছি আনা, আমার মোহ কেটে গেছে—শুধু—' আমি বললাম: 'কিন্তু নীরার?' ও বলল: 'নীরার জন্যে তোমাকে—বিবাহিতা স্ত্রীকে—তো ছাড়তে পারি না।' 'বিবাহিতা স্ত্রী!!' কথাটা আমার কানে কেমন যেন বেসুরো বাজল, বললাম: 'বিবাহের কথা তুলছ কেন মরিল? আমাদের মধ্যে কি বরাবরই একটা বোঝাপড়া ছিল না যে, প্রেমের লেনদেনে ওটা অবান্তর?' বোধ হয় এ-জবাব ও আশা করেনি; কারণ ওর মুখের পেশীগুলি যেন একটু কঠিন হ'য়ে উঠল; বলল: 'তোমার সঙ্গে তর্ক করার জন্যে তোমায় ডাকিনি আনা। না

ঘ'টে গেছে তাকে ওলটানো তো আর যায় না। তবু ভুল ভুলই।' আমি বললাম: 'কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না মরিস যে তুমি ভুল করেছ। নীরা চমৎকার মেয়ে, তোমাকে সুখী করতে পারবে—যা—যা আমি পারিনি।' মরিস আমার হাত দুটো ওর কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: 'না—না—আনা—নীরাকে বিয়ে ক'রে আমি সুখী হব না।' আমি ওর দিকে একদৃষ্টে খানিক তাকিয়ে বললাম: 'কেন? নীরাকে আর তুমি ভালোবাসো না?' মরিস তখনি-তখনি উত্তর দিতে পারল না, যেন একটু ভেবে বলল: 'নীরাকে?—না।' আমি বললাম: 'তোমার কণ্ঠস্বরের প্রতি ভঙ্গিটি যে আমার পরিচিত মরিস! লুকোতে পারো কখনো?' মরিস একটু থতমত খেয়ে বলল: 'নীরাকে যদি ভালোই বাসব তা হ'লে তোমাকে চাইব কেন? আর লুকোবোই বা কেন?' আমি বললাম: 'হয়তো কর্তব্যবুদ্ধি?' মরিস ঈষৎ আহত সুরে বলল: 'যদি তাই হয়, তা হ'লেই বা কি? কর্তব্য জিনিষটা কি এতই অবহেলার?' আমি বললাম: 'না। কেবল প্রেমের ক্ষেত্রে ওর পদার্পণটা হচ্ছে অনধিকার প্রবেশ—এইমাত্র।' মরিস বলল: 'আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল—' আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'তা ছাড়া কর্তব্যের দোহাই-ই যদি পাড়ো তবে আমারও কি কর্তব্য নেই? স্বার্থের জন্যে নীরার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করতে বলাই কি আমার কর্তব্য? না, ও-পথে প্রেমের সার্থকতা মেলে কখনো?'"

মসিয়ে ক্লেয়ার তার হাতের ওপর চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন: "এ-কথা তোমারই যোগ্য আনা।"

আনার পাণ্ডুর গাল দুটিতে এই প্রথম একটু রক্তিমা দেখা দিল। ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "কিন্তু এ-কথাগুলির মধ্যে একটু অভিমানের ঢঙ ছিল আমার মসিয়ে—"

অখিলেশ তোমার একটু হেসে বললেন: [illegible] কার আছে বেশি, যে একটা বড় কথা বলার সময়ে [illegible] পারে তার কথার মধ্যে এতটুকুও বীরত্বের অভিনয় করবে না? [illegible] মধ্যে কত রকম বিরুদ্ধ শক্তি যে খেলছে তার কি সে নিজেই কোনো দিন পার যে, পূর্ণভাবে আন্তরিক হ'তে পারবে? জানো, আমার এই সত্তর বছর বয়সে মাত্র আমি একটি লোক দেখেছি—জানের—যাকে কোনো দিন অভিনয় করতে দেখিনি। এমন কি অমন যে রুসো—তাঁর বিখ্যাত আত্মকাহিনীতেই কি কম সূক্ষ্ম আত্মবিজ্ঞাপনা?—লিখলেন কি না: 'Je forme une entreprise, qui n'eut jamais d'exemple et *dont l'execution n'aura point d'imitateur.'* * কী বিনয়ের গর্ব বলো তো?—যাক কী ঘটল তার পর?"

আনা মৃদুস্বরে বলল: "সে একটা বিচিত্র ব্যাপার! উভয় পক্ষেই খানিকটা রাগও বটে, খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা—কী বলব?—অভিমানও বটে, খানিকটা অবিশ্বাস—বিস্ময়, একটু শ্রদ্ধা না হোক সমীহ বৈ কি...অথচ অবজ্ঞাও মিশে আছে তার সঙ্গে—সে ব'লে বোঝানো যায় না এমন কঠিন!...অখিলের মুখচোখ রাঙা হ'য়ে উঠল সার্থকতার কথায়। তারপরে কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে খানিকক্ষণ আমার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি একটু নরম হ'য়ে বললাম: 'সার্থকতার কথায় আঘাত পেলে?' অখিলের মুখের শক্তভাবটা একটু কেটে গেল। যেন একটু উদাসস্বরেই বলল: 'না, আঘাত নয়—তবে কি জানো? সার্থকতা যে কখন কোন্ পথ বেয়ে আসে আর কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্নিবদ্ধ অজানার মতন অদৃশ্য হয় তা কি কেউ জানে?

* আমি এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করব যা আগে কেউ কখনো কল্পনাও ভাবেনি—পরেও ভাববে না।

[illegible]
কথা যে, আমার [illegible]
কি আমি সত্যি সুখী হব মনে কর? [illegible]
মধ্যে পড়তে দেখি ?" আমি একটু আর্দ্র হ'য়ে বললাম : "মিছে ভুল
কোরো না মসিয়। তুমি যে কর্তব্যের প্রশ্ন তোলো কেবলই [illegible]
তা আমি অস্বীকার করতে চাইনি। তবে আমার কথার কথা এই যে
আমি খুব কষ্টে পড়ব ভেবেও তুমি অনর্থক মনে ব্যথা পেয়ো না।
মডেল হ'য়ে আমার গ্রাসাচ্ছাদন বেশ চ'লে যাবে—যাচ্ছেও।"

ব'লে আনা একটু থেমে মসিয়ে বেনোয়ের মুখের 'পরে চোখ রেখে একটা কী-রকম হাসল : "সমাজের মধ্যে যেমন ঘটে তেমনি আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও যেন একটা বিপ্লবের মূর্তি থেকে থেকে প্রকট হ'য়ে ওঠে না মসিয়ে? আমার অল্প-পরিসর জীবনেও এটা আমি বার বার দেখেছি। এক-একটা সামান্য ঘটনায় সমাজে যেমন অগ্ন্যুৎপাত হয় দেখা যায়—অবিকল তেমনি হয় সামান্য এক-একটা কথার স্ফুলিঙ্গে। স্তূপ-স্তূপের বারুদ যেন থাকে তারই পথ চেয়ে। নয়?"

মসিয়ে বেনোয় ঘাড় নেড়ে একটু হেসে বললেন : "বিশেষতঃ তোমার যেখানে সর্বেসর্বা। সেখানে কোত্তের প্রতি লেশু পদকে হয় বারুদের স্তূপ যে।"

আনা বলল : "ঠিক তাই। ঐ মডেল-হওয়ার কথাটা পাড়তে-না পাড়তে হ'ল আমাদের তাই। আমাদের বোঝাপড়ার তরীখানি এতক্ষণ নানা-রকম প্রতিকূল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে কোনোরকম ক'রে টা[illegible] নামতে আসছিল বৈ কি তীরের দিকে। কিন্তু হঠাৎ ঐ 'মডেল' কথাটি উচ্চারণ-করার সঙ্গে সঙ্গে এমন ঝড় উঠল যে [illegible] বায়ুভরে [illegible] [illegible] ওলট-পালট হ'য়ে গেল—কূলে এসে তরী ডুবল। [illegible]

বলল : 'মডেল ! তুমি ! !' আমি তার মুখচোখের ভাব দেখে প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত না হ'য়ে পারিনি, কিন্তু তখুনি আত্মসংবরণ ক'রে বললাম : 'তুমি জানতে না ? বাঃ ! মসিয়ে বেনোয় যে আমাকে নিয়ে আঁকছেন ও কয়েকটি ভালো চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয়——' মরিস বাধা দিয়ে বলল : 'তুমি ! মডেল ! ! ছি ছি—লজ্জাও হ'ল না ?' তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছিল—তার চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও। তার পরুষকণ্ঠে আমার খানিক আগের স্নিগ্ধতাও মুহূর্তে উবে গেল। আমি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলাম : 'লজ্জা কী মরিস ? মডেল হওয়া যদি খারাপ হ'ত.তা হ'লে বড় বড় শিল্পীরা কি এ প্রথাকে—' মরিস আরও চ'টে উঠল, বলল : 'বড় বড় শিল্পীর কথা হচ্ছে না আনা—অসংলগ্ন কথা বোলো না বিজ্ঞের মতন। আমি ভদ্রকন্যার আব্রুর তরফ থেকে কথা বলছি।' চক্ষের নিমেষে আমিও শক্ত হ'য়ে উঠলাম, বললাম : 'ভদ্রকন্যার আব্রু সম্বন্ধে তোমার ধারণায় যে সকলেরই সায় দিতে হবে তার কী মানে বলতে পারো ?' মরিস আরও রুখে উঠে বলল : 'এ হবে না আনা—না না না।' আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম : 'না না না-র মানে ?' মরিস বলল : 'যদি বা তোমাকে ডাইভোর্স করতাম এখন আর করতে পারি না। তোমাকে অধঃপাতের পথে এগিয়ে দিতে পারি না।' "

মসিয়ে বেনোয় ব'লে উঠলেন : "উঃ ! ভদ্র বটে !"

স্বপন বলল : "তার পর ?"

আনা বলল : "রাগে আমার মাথার মধ্যে কী যেন করতে লাগল, তবু সংযত কণ্ঠেই বললাম : 'মরিস, আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে এখনও তুমি আমাকে তোমার ঘরের আসবাব-পত্রের শামিল মনে কর। ডাইভোর্স করা-না-করা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কোন্‌টা অধঃপাতের

পথ আর কোন্‌টা স্বর্গের সে-সম্বন্ধে তোমার নির্দেশ মানা-না-মানা আমার ইচ্ছাধীন।' মরিস দাঁড়িয়ে উঠে বলল : 'ও-সব ছেঁদো কথা রাখো আনা। তোমাকে ফিরে আসতেই হবে আমার কাছে। এখনো আমি তোমার স্বামী মনে রেখো।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। রাগে চারদিক অন্ধকার দেখছিলাম তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে বললাম : 'আর তুমিও মনে রেখো মরিস যে, অধিকার খুইয়ে স্বত্বভোগের দাবিকরার মতন বিড়ম্বনা সংসারে কমই আছে।' মরিস আরও চড়াকণ্ঠে বলল : 'কেন তুমি ফিরে আসবে না শুনি—যখন আমি তোমাকে সম্মানিতা স্ত্রীর পদবী ফিরে দিতে চাচ্ছি? এ ছেড়ে জঘন্য মডেলের পেশা বেছে নিয়ে তুমি কী অছিলায় শুনতে পাই কি?' আমি এবার আর থাকতে পারলাম না, বললাম : 'মরিস, প্রবঞ্চক স্বামীর প্রেমহীন সংসারে সম্মানিতা স্ত্রীর পদবীর চেয়ে শিল্পের জন্যে জঘন্য মডেলের পেশা অবলম্বন করাও শতগুণে শ্রেয় মনে রেখো।' আমার মুখচোখে বোধ হয় কিছু-একটা দেখে ও একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ তার চড়া সুর একটু খাদে নেমে এল। বলল : 'প্রেমহীন কেন? আমি বারবার বলছি না যে তোমায় আমি ভালোবাসি?' অত রাগের মাথায়ও এ-কথায় আমার হাসি এল। আমি ব্যঙ্গের সুরে বললাম : 'ভালোবাসার যোগ্য টোনেই কথা বলছিলে বটে এইমাত্র।' মরিস আরও নরম হয়ে গেল, বলল : 'আমি ক্রোধে আত্মহারা হয়েছিলাম—ক্ষমা করো। আমি সত্যিই বলছি নীরাকে আমি আর ভালোবাসি না, তোমাকেই ভালোবাসি।' আমি বললাম : 'এইমাত্র তুমি তোমার ভালোবাসার যে-নমুনা দেখালে তাতে অন্তত এ-বিশ্বাস আমার হয়েছে যে, নীরাকে তুমি ভালোবাসো না তোমার এ-কথাটা হয়তো মিথ্যাকথা নয়। কিন্তু সে কেবল নীরা বলে নয়—কাউকেই তুমি ভালোবাসতে পারো না, পারো

কেবল কল্পনার মাথায় বড় বড় কথা দিয়ে বেঁধে, ছন্দে দিয়ে পুতুল-নাচ নাচাতে?' মরিল এ-কথায় আবার রাঙা হ'য়ে উঠল, কিন্তু এবার সে ক্রোধ সংবরণ করল ; বলল : 'কী চাও তুমি তা হ'লে শুনি?' আমি কোনো উত্তর না দিয়ে দোরের দিকে অগ্রসর হ'তেই মরিল মাটিতে জানু পেতে ব'সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমি এ-অপ্রত্যাশিত আদরে কি করব ভেবে না পেয়ে তার হাত ছাড়াতে যেতেই ও কাতর-কণ্ঠে বলল : 'যেও না আনা—আমার মিনতি এ—আদেশ নয়। আমার সব বড় কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি ফিরে এসো।' ব'লে সে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। ওর রাগ ও অশ্রু এমনি সহজেই এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসত। আমি আর্দ্র হ'য়ে ওর হাত দুটি মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে ওকে সোফায় বসালাম। বললাম : 'ছি মরিল! তুমি না পুরুষ মানুষ? এত কথায়-কথায় ফোঁপে-নাকানো ও কেঁদে-ভাসানো কি তোমায় সাজে? যে-মেয়ে কথায়-কথায় ভয় পায় তাকে তুমি দুর্বল ব'লে তো কতই অবজ্ঞা করো। কিন্তু যে-পুরুষ কথায়-কথায় রেগে ওঠে সে কি একটুও কম দুর্বল?' মরিল বলল : 'আমার স্বভাব। জানো তো তুমি।' আমি বললাম : 'আজ এ-সব আলোচনা থাক—আর একদিন হবে না-হয়।' ও অধীর কণ্ঠে বলল : 'সে হবে না, আজই তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি ফিরে আসবে। মজুর হ'য়ে জীবিকা-অর্জন করতে তোমায় আমি দেব না। ভাতে আমাকে বাজে।'"

আনা একটু থেমে বলতে লাগল : "ঠিক এই সময়ে ওর কর্তৃত্বাধিকার জাহির ক'রে ও জের মত ভুল করল। আমার মনটা যখন ওর চোখের জলে নরম হ'য়ে এসেছে তখন মিনতির দিকে না গিয়ে দাবির দিকে ঝুঁকে পড়ে ও যা পেয়েছিল সেটা হারাল খুইয়ে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে

বললাম : 'মজেল হওয়াটা অনুচিত কাজ ব'লে আমি মনে করি না এ-কথা তোমাকে তো এর আগে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছি মরিস, তবে ও-কথা ফের তুলছ কেন?' মরিস ফের উষ্ণ হ'য়ে উঠল, বলল : 'তবে স্পষ্টভাবেই জানাও তুমি আসবে কি না—' ব'লেই আবার মিনতির কণ্ঠে বলল : 'তোমার হৃদয় কি গ্র্যানাইট দিয়ে গড়া আনা? ভুল ক'রে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আর কী করতে পারে বলো? লক্ষীটি, ফিরে এসো—দেখ এ-বাড়িটা আমি তোমার জন্তেই কিনেছি ও কাল আমার উকীলকে ব'লে দিয়েছি ডাইভোর্সের দরখাস্ত প্রত্যাহার করতে। এতেও তুমি ফিরে আসবে না?' আমার মাথায় হঠাৎ কি-একটা খেয়াল চাপল, বললাম : 'আসতে পারি মরিস—কেবল এক সর্তে।' মরিস বলল : 'কি সর্ত?' আমি বললাম : 'যদি আমাকে ডাইভোর্স করো।' মরিস আমার দিকে শুধু চেয়ে রইল : প্রস্তাবটার অর্থ তার মাথায় ঢোকেনি। আমি বললাম : 'ক্ষেপে না উঠে ঠাণ্ডা হ'য়ে শোনো মরিস। তুমি আমাকে ডাইভোর্স করো—লোকে জানুক আমরা আর স্বামী-স্ত্রী নই—মুক্ত নরনারী। তারপর আমি তোমার কাছে ফিরে তোমার সঙ্গে থাকব; কেন না স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য বা দায়িত্ব ব'লে যখন আর কিছু থাকবে না, তখন সম্বন্ধটা একটু সহজ হ'য়ে উঠবেই। বাস্তবিক বিবাহের এক্সপেরিমেন্ট ক'রে তো দেখা গেল। এখন অ-বিবাহের এক্সপেরিমেন্ট ক'রে একবার দেখা মন্দ কি? কবিতায় তুমি এতদিন যা-যা লিখেছ জীবনে এবার তাই ক'রে দেখাও। আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া থাকবে যে, যতদিন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব কেবল ততদিন একত্রে থাকব ও যেদিন দুজনের একজনের মধ্যেও প্রেমের স্পন্দন থামবে নিভে— সেইদিনই এ-বন্ধনের টানা হবে সমাপ্তি।'"

মসিয়ে বেনার ব'লে উঠলেন : "ব্রাভো সেন্তি!" ব'লে আমার একটি হাত তুলে ধ'রে চুম্বন করলেন।

স্বপনের কানে কিন্তু এ-ধরণের উদ্ভট প্রস্তাব ভালো লাগল না, ও "কিন্তু"—ব'লে কি-একটা বলতে যাবে এমন সময়ে আনার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হওয়াতে পরের কথাগুলো তার গেল হারিয়ে।

মসিয়ে বেনার ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন : "বুঝেছি সেন। তোমার এটা খুব বাড়াবাড়ি ঠেকছে, না? কিন্তু এজন্যে লজ্জা কি মনামি? এজন্যে দায়ী তুমি নও—দায়ী বিবাহ-সম্বন্ধে তোমার বহুদিন-সঞ্চিত সংস্কারের বিজ্ঞতা। নইলে আনার এ-প্রস্তাবের সামনে সত্যপরতায় ও তেজস্বিতায় তুমি আমারই মতন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে—আমি বাজি রেখে বলতে পারি।" ব'লে আনার দিকে চেয়ে বললেন : "খানিক আগে সেনের সঙ্গে আমার তর্ক হচ্ছিল কী নিয়ে জান?"

—"কী নিয়ে?"

—"ধর্ম। আমি বলছিলাম যে ধর্মের মাইক্রোব যার রক্তে একবার বাসা বেঁধেছে, জীবনকে সহজভাবে দেখা তার পক্ষে অসম্ভব। [illegible] তার দোষ নেই হয়তো খুব। যে-মানুষ আবাল্য তার মনের জানালাকে ঝাপসা ক'রেই রেখেছে তার মধ্যে কেমন ক'রে ফুটে উঠবে স্বচ্ছ মুক্ত জীবনের প্রতিবিম্ব, সরল গতির সাড়া?"

স্বপন কুণ্ঠিতভাবে মুখ আরও নিচু করল। সাক্ষাৎ সত্যপরিচিতার সামনে—একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ! সে আত্ম-সমর্থনের জন্য একটা উত্তর জুগিয়ে দিতে যাবে এমন সময়ে আনা বলল : "আমার সাহসকে আপনি স্নেহবশে একটু বাড়িয়ে দেখছেন মসিয়ে। আমি ঠিক কোনও মহৎ আদর্শের খাতিরে এ-প্রস্তাবটা ক'রে বসিনি। হয়তো বলিনি ও-ভাবে

কর্তৃত্বের দাবি ক'রে আমার আবদার না করলে এ-প্রস্তাবের ঝোঁক বা রোখ আমার মাথায়ই আসত না।"

মসিয়ে বেনোয় একটু হেসে বললেন : "বড় আদর্শের জন্য রুখব ভেবে ওৎ পেতে থাকাই কি বড় আদর্শের প্রবর্তন করার পথ আশা? তা তো নয়। যে সাড়া পাবো ভেবে ছবি আঁকে সে কি কখনো বড় ছবি আঁকতে পারে? না, যে পাঠকের প্রশংসমান দৃষ্টি কল্পনা ক'রে কবিতা লেখে সে বড় কবিতা লিখতে পারে? যাকে তুমি ঝোঁক বা রোখ বলছ জীবনে সেই তো সব বড় আদর্শ, বড় শিল্প, বড় কাব্যের উৎস। আমি তোমাকে বাহবা দিয়েছিলাম এজন্যে নয় যে, তুমি একটা বড় নীতির কথা এঁচে তবে এ-প্রস্তাবটি করেছিলে। দিয়েছিলাম এইজন্যে যে, তোমার মুক্তি-কামনার এই সহজ প্রেরণাকে তুমি সাবধান যুক্তি দিয়ে ভিশমিশ ক'রে দাওনি। বুঝলে?" ব'লে একটু থেমে পাইপে টান দিয়ে হঠাৎ বললেন : "এতে হয়তো তুমি ভুল ক'রে থাকতে পারো আশা—যেমন সাবধানী সেনের দূরদর্শী মন আশঙ্কা করছে; পরিণামদর্শিতা বা শুভাশুভের মাপকাটি দিয়ে বিচার করলে একে বাড়াবাড়ি মনে হওয়া একটুও বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু আমি বলব : সমাজ যে আজও উদ্ভিদের মতন জড়তার পরম কৈবল্য লাভ করেনি সেটা এই রকমই দু-চারজন অসাবধানীর বাড়াবাড়ির দরুণ।"

স্বপন ক্ষুব্ধ স্বরে বলল : "আমি কিন্তু—"

মসিয়ে বেনোয় বাধা দিয়ে হেসে বললেন : "আচ্ছা আচ্ছা, সে-নিষ্পত্তির সময় ব'য়ে যাচ্ছে না। আপাততঃ গল্পটাই শোনা যাক।" ব'লে আশার দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন : "তার পর?"

আশার মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। সে-মুখের একটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "ভাইটোর্ক কাজ

একত্র থাকার কথা শুনবামাত্র মরিস কোথা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। মুহূর্তে তার মুখ পাথরের মতন কঠিন হ'য়ে গেল; শান্তকণ্ঠে বলল: 'তুমি কি আমার অনুরোধ-উপরোধকে ইয়ার্কি ঠাউরেছ নাকি?' আমিও উঠে দাঁড়ালাম, বললাম: 'মোটেই না—তোমার গম্ভীর প্রস্তাবের উত্তরে আমি খুব গম্ভীরভাবেই পালটা প্রস্তাব করেছি।' রাগে অপমানে ওর মুখ এবার কালো হ'য়ে উঠল। মুহূর্তকাল দাঁতে ঠোঁট চেপে ধ'রে থেকে জোর ক'রেই কণ্ঠস্বরে ঈষৎ শ্লেষের সুর টেনে এনে বলল: 'জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এর গভীর তাৎপর্য্যটা কী?' কিন্তু শ্লেষ করতে গেলে হবে কি—রাগে ওর ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপছিল। আমি সহজ সুরে বললাম: 'এতে এত রাগারাগির কথা কী আছে মরিস? তুমি আমাকে ডাইভোর্স করবার দরখাস্ত করেছিলে—নীরার সঙ্গে রাতের পর রাত সহবাসের পরে—' মরিস কষাহতের মতন চমকে উঠে বলল: 'মিথ্যা কথা।' আমারও হ'ল বিষম রাগ, বললাম: 'মরিস, লজ্জার যদি কণাও তোমার থাকত তা হ'লে এ-ভাবে আমার ওপর মিথ্যা-কথার আরোপ করতে একটুও অন্তত বাধত তোমার। কিন্তু এ-নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি শুধু বলতে চাই আমার জীবন কি-ভাবে যাপন করতে হবে না-হবে সে-বিষয়ে তোমার উপদেশ না পেলেও আমার চলবে। উপস্থিত আমি নিশ্চয়বান যে-জীবনের উদার আস্বাদটি পেয়েছি তার পরে তোমার কর্তৃত্বের জেল-খানায় ঢুকতে আর রাজি নই। তাই আমার প্রস্তাব ছিল: বিবাহচ্ছেদের পরে স্বাধীনভাবে আমরা একত্রে থাকব—যতদিন টান থাকে। কিন্তু এ-প্রস্তাবও এখন আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।' মরিস রুক্ষ ব্যঙ্গের সুরে বলল: 'তোমার এর পরের প্রস্তাব হবে বোধ হয় এই যে একসঙ্গে থাকলেও তোমাকে উদার মতন হ'তে যার-তার সঙ্গে ফ্লার্টিং করবার

অনুমতি নিতে হবে? নইলে তোমার নিষ্করুণ উচ্ছৃঙ্খলতার সমুদ্রের উদারতায় যে হবে অমর্যাদা!' রাগে চোখে অন্ধকার দেখলাম। বললাম: 'মরিস, একসঙ্গে থাকার প্রস্তাব করার সময়ে মডেলের পেশা অবলম্বন করার কথা আমার মনে হয়নি, কিন্তু যখন তুমি এ-রকম গালিগালাজের সুর ধরেছ তখন আমিও বলি শোনো। যদি একসঙ্গে থাকতামও—যদিও এখন তা আমার কল্পনারও অতীত—তা হ'লেও তোমার অনুমতি-দেওয়া-না-দেওয়ার কোনো কথাই আমি উঠতে দিতাম না। আমি থাকতাম সঙ্গীর মতন—কিঙ্করীর মতন নয়।' রাগে মরিসের মুখ শাদা হ'য়ে গেল। সে পাশের একটা টেবিলে ঘুষি মেরে বলল: 'অর্থাৎ এককথায় বলনা কেন যে মডেল হ'য়ে যে-সুখটির স্বাদ পেয়েছ, সে-কামটিকে না ছেড়েও যদি গৃহসুখের কূল বজায় রাখা যায় কেবল তা হ'লেই ভদ্রভাবে থাকতে রাজি আছ?' "

স্বপনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: "উঃ—কী বর্বর!"

মসিয়ে কেনোয়ের চোখ দুটি জ্বলে উঠল, বললেন: "যে-লোক প্রেমহীন বিবাহের মধ্যে থেকেও স্ত্রীর দেহকে অধিকার ক'রে অপরার সঙ্গে গোপনে প্রেম চালাতে পারে তার কাছে এ ছাড়া আর কী আশা করো সেন? যাক—বলো শেরি—তারপর?"

আনা মুখ নিচু ক'রে বলল: "এ-কথায় আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তাকে দু-চারটে অত্যন্ত রূঢ় কথা ব'লে ফেলেছি মসিয়ে।"

মসিয়ে কেনোয় বললেন: "আমি নিরীহদর্শী খৃষ্টান নই শেরি, যে, ডান গালে চড় খেয়ে বাঁ গাল পেতে না-দেওয়ার জন্যে তোমার উপর রাগ করব। সময়োচিত ক্রোধে আমার খুব আস্থা আছে। তাই তুমি নির্ভয়ে বল।"

আনা বলল: "কিন্তু আমি একটু বেশি তীব্রকণ্ঠেই বললাম: 'ভুল

বলার জোরেও বাগ্মিতার সুর খুঁজেছিল [illegible] মরিল? [illegible] হাত দিয়ে
বলো তো।' মরিল আবার পেছিয়ে গেল। [illegible] দেখেছি তার
রোখ্ থাকত ততক্ষণই যতক্ষণ অপরে না রুখে উঠত। আসলে সে
প্রকৃতিতে ছিল যাকে ইংরাজীতে বলে—'বুলি'—ভীরু। এ 'আমি—
আমি—' করতেই আমি বাধা দিয়ে সুর একটু নামিয়ে নিয়ে বললাম :
'মরিল, তোমার শতদোষ, দুর্ব্বলতা এক সময়ে আমার চোখে পড়েনি—
বরাবর তোমাকে আমার প্রেমের-গুরু ব'লেই পূজা ক'রে এসেছি।
কিন্তু তুমি যে কত হীন আজ সেটা যেমন ক'রে উপলব্ধি করলাম বোধ হয়
দিনারে সে-রাতেও তেমন ক'রে করিনি। আজ আমি সব প্রথম
বুঝতে পেরেছি যে প্রেম সম্বন্ধে তোমার লম্বা লম্বা কথা ছিল শুধু মুখস্থ
বুলি মাত্র।' মরিল একটু থতমত খেয়ে বলল : 'তাই ব'লে প্রেমের
রাজ্যে কোনো বাঁধনই থাকবে না—কোনো যুক্তিই—' আমি বললাম :
'না, মরিল তা নয়। কেবল প্রেমের বাঁধন প্রেম পায় নিজে—যেমন কবি
পায় ছন্দের বাঁধন। যুক্তিকে কর্ত্তব্যকে যেখানে বাতি ধরার জন্যে
ডাকতে হয়—সেখানে বুঝতে হবে প্রেমের সমাধি হ'য়ে গেছে। তোমার
এতটুকু পৌরুষ যদি থাকত তা হ'লে এ-ভাবে ইতরভাষা প্রয়োগ করতে
না—নিজে ভণ্ড হ'য়ে।' " ব'লে আনা একটু থামল।

বগ্দন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : "তার পর?"

আনা বলল : " 'ভণ্ড' এ-কথায় মরিল ক্ষেপে উঠল ব'লে। রাগে
যে সুন্দর মানুষকেও এত কুৎসিত দেখাতে পারে তা এ-ভাবে বোধ হয় এর
আগে কখনো উপলব্ধি করিনি। সে দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণ ক'রে বলল :
'দূর হ'লে তুমি তোমার ঈপ্সিত নরকেই যাও। [illegible] তোমার জন্যে
নয়।' আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি ছাতা নিয়ে দোরের
দিকে এগুতে থেমে গেল। আমার মনে হঠাৎ রাগের পরিবর্ত্তে কেমন

যেন করুণা এল, আমি মোড় ঘুরে ফিরে বললাম : 'জানলাম মরিস্‌, তোমার প্রতি আর রাগও বোধ করতে পারছি না আর—সত্যি বলছি। কেননা তোমার যে-মূর্তি এইমাত্র দেখলাম তা'তে তোমার 'পরে রাগ করলেও আত্মসম্মানের হানি হয়। কেবল আর আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি তোমার এ-রূপকে তুমি এতদিন ঢেকে রেখেছিলে কি তোমার মুখোসের গুণে না আমার তুলির গুণে?' মরিস চেঁচিয়ে বলল : 'আর আজ তোমারও যে-মূর্তি আমি দেখলাম—' বাকি কথাগুলো আমার কানে পৌঁছল না—আমি সরাসর রাস্তায় এসে পড়েছিলাম—একেবারে খালিমাথায়—মুষলধারে বৃষ্টির মাঝখানে।"

* * * * * * * * *

মসিয়ে বেনোয় আনার কপালে চুম্বন ক'রে তাকে নানেত্তের সঙ্গে তার শোবার ঘরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

* * * * * * * * *

—"এত কী ভাবছ মনামি?"

স্বপন চমকে উঠল। ঘুমন্ত খোলা চোখের মতন ওর দৃষ্টি।

—"আনার রোমান্স কী উদ্ভট—এই?" বৃদ্ধের অধরপ্রান্তে সেই ব্যঙ্গের হাসি।

স্বপনের সম্বিৎ ফিরে এল। সে কুণ্ঠিত হেসে বলল : "না মসিয়ে, তার চেয়েও উদ্ভট একটা কথা।"

—"এমন কী কথা শুনি?"

—"ভাবছিলাম যদি গুরুদেব আমাদের মধ্যে ব'সে আনার এ-কাহিনী শুনতেন তবে কী বলতেন ওকে?"

বৃদ্ধ টীপ্ ক'রে বললেন : "কেন ? বলছেন : 'O thou sinning day-dreamer that lovest ! Look at the lilies in the field ; they love not, neither do they dream. But verily I say unto thee, that Venus in all her glory was not like one of these.' "

অনেকক্ষণ বাদে ঘরের ভারি হাওয়া গুরু-শিষ্যের মিলিত হাস্যে হালকা হ'য়ে উঠল।

দুশ্চিন্তা

সেদিন রাত্রে স্বপন যখন মসিয়ে বেনারের নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে ঢুকল তখন রাত একটা বেজে গেছে। কিন্তু তবু বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম আসে কই? হাজারো চিন্তা তার মস্তিষ্ককে এমন উত্তপ্ত ক'রে তোলে !···

মসিয়ে বেনারের ধর্মদ্বেষ, নীতি-বিতৃষ্ণা ও শেষে আনার অসামাজিক আচরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ওকে ভাবিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু ওর চাঞ্চল্যের সবচেয়ে প্রধান কারণ এই যে ওর বান্ধবীর কাহিনীর শেষের দুঃখময় পরিণতিতে ও দুঃখ না বোধ ক'রে অযথা খুসিই হ'য়ে উঠছে যেন। কোথায় সে 'আহা' বলবে—না—এ কী ?

আর-একটা জিনিষ তাকে ভারি পীড়া দেয় আজ। আনার সামনে মসিয়ে বেনার তাকে পুরবাসী ব'লে অমন ব্যঙ্গ করলেন কেন ? সে জানে অবশ্য যে তিনি কিছু মনে ক'রে তাকে ঠাট্টা করেননি, কিন্তু তবু ওর মনটা হ'য়ে উঠতে চায় বিদ্রোহী। কেন তিনি আনার সামনে অমন ভাবে কথা বললেন ? যদি আনা সত্যিই ভেবে ব'সে থাকে যে, ও সাধারণের মতন বিজ্ঞ ব'লেই আনার আদর্শবাদে বিদ্ধ করেছে ?

হঠাৎ ওর নিজের ওপর ভারি রাগ এসে যায়। কে-একটা ফরাসী মেয়ে তার সম্বন্ধে কী ভাবল না-ভাবল সে নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন রে বাপু? তুই বাড়ীমুখো বাঙালী, দয়িতার দয়িত, অকলঙ্ক কুবের-সম পিতার একমাত্র বংশধর—তোর এত-শতয় কাজ কি বল্‌তো? তুই যে-কাজ করতে এসেছিস সেরে ভালোয় ভালোয় আলোয় আলোয় ঘরে ফের।···

কিন্তু তবু ঘুরে ফিরে ওর মন কেবল ঐ একই চিন্তায় আসে ফিরে ফিরে। মনে হয় যে, আনাকে উৎসাহ দিয়ে একটা কথাও আজ বলা হয়নি। আর যতবার এ-কথা মনে হয় ততবারই এ-চিন্তা যেন শরীরী লজ্জা হ'য়ে ওর বীরত্বকে দিতে থাকে ধিক্কার। মনে মনে ভাবে যদি এমন একটা সুযোগ উপস্থিত হয় যাতে আনার জন্যে তার কোনো ক্ষতিস্বীকার করতে হয় বা বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয় বা স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব দেখাবার সুযোগ হয় তা হ'লে কী চমৎকারই না হয়!··· আহা! ভাবতে ভাবতে তার হৃদয় আরও আর্দ্র ও মস্তিষ্ক আরও তপ্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই ফেলে সে একটা মস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস!—হায় রে, এ বিংশ শতাব্দীর হুড়োহুড়িতে কোথায় বা বিপদের সুযোগ, কোথায় বা আত্ম-ত্যাগের অবকাশ আর কোথায় বা বীরত্বের অবসর!

মস্তিষ্ক ওর উষ্ণ হ'য়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আলোর সুইচ্ টেপে। চোখে পড়ে দেরাজের ওপর কাগজ কলম সবই থরে থরে সাজানো। হঠাৎ কী মনে হয়, একটা কাগজ নিয়ে ব'সে যায় চিঠি লিখতে।

"অয়ি জ্যোৎস্নাহসিতে প্রদোষরাণী

এখন রাত তিনটে। কোনোমতেই ঘুম হচ্ছে না। তাই মনে করলাম চিঠি লেখাই পন্থা।" লিখে একটু ভেবে লিখল: "ভয় পেয়ো না,

শারীরিক কিম্বা মানসিক আমার সমূহ কুশল। তবে আজ দিনের বেলায় বড্ড ঘুমিয়েছিলাম ব'লেই বোধ হয় ঘুম আসছে না।

"এ মেলে দুটো তিনটে চিঠি তুমি একসঙ্গেই পাবে। আশা করি উত্তরে ঠিক চার মেল পরে তিনটে চিঠিই একসঙ্গে পাব। (অবশ্য অধিকন্তু ন দোষায়—ত আছেই—অমৃতে কারই বা অরুচি? কিন্তু সে যাক্—খবরটা শোনো।)

"আজ রাত এগারটার সময়ে মসিয়ে বেনারের সঙ্গে খৃষ্টের নারী-বিদ্বেষ নিয়ে—" লিখেই 'নারীবিদ্বেষ' কথাটা রবার দিয়ে মুছে লিখল: "নানা উপদেশের অসারতা নিয়ে আলোচনা করছি এমন সময়ে হঠাৎ কে এসে হাজির হ'ল মনে করো?—বলতে হবে কি?"

এই অবধি লিখে স্বপন একটা নতুন পাতায় লিখল: "আনাকে আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু ও আসতে পারেনি। কারণ মরিস ওকে আজই দুপুরে তার ক'রে হঠাৎ পাঠায় ডেকে।"

লিখেই স্বপন থেমে এ-পাতাটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে নতুন পাতায় লিখল: "আনাকে মরিস আজ সকালে তার ক'রে ভার্সাই-এ ডেকে পাঠিয়েছিল। (ভার্সাই পারিসের কয়েক মাইল দূরে, তার বিখ্যাত প্রাসাদ ও বাগানের ছবি তোমায় এর আগে পাঠিয়েছি, ভুলে যাওনি তো?). আনা সেই কাহিনীই বলতে এসেছিল। ওর মুখ থেকে এ-সব শুনলে নিশ্চয়ই তোমার মন ভিজে একেবারে টস টস করত—অবশ্য যদি ফরাসী ভাষাটা তুমি বুঝতে—" স্বপনের মুখে একটা স্পষ্ট আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটে উঠল, হৃষ্ট হ'য়ে দ্রুত লিখে চলল: "আনা এমন সুন্দর ও মিষ্টি ফরাসী বলে—কিন্তু এ-সব যাক্, বড় অবান্তর হ'য়ে পড়ছে। কাহিনীটাই তোমাকে লিখি তার চেয়ে।"

লিখে স্বপন আনার বিবৃতি যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবেই লিখে ফেলল —কেবল বাদ দিল মসিয়ে বেনোয়ের তাকে দূরদর্শী ব'লে ব্যক্ত করার কথাটা। শেষে একটু ভেবে সস্মিতমুখে লিখল: "আমার জ্যোৎস্নাহসিতা সন্ধ্যারাণী এ-সবে হয়তো ভয়ভীতা হ'য়ে নানারকম সশঙ্ক জল্পনা-কল্পনা সুরু ক'রে দেবেন। কিন্তু কে এমন বেরসিক আছে যে প্রেমিকার ভয়বিহ্বলা রূপ দেখতে ভালো না বাসে? কিন্তু তবু শেষটায় তোমার অঞ্চলনিধি তোমার আঁচলেই ফিরে যাবেন গো ফিরে যাবেন। ভয় নেই। কেননা এ যে নিয়তি। তোমরাই বল না যে সাত পাকে যে বাঁধন বাঁধে সাতার পাকে তা খোলে না? কাজেই বেশি ভয় পেয়ো না যেন।

ইতি তোমার ভয়ভঞ্জক চিত্তরঞ্জক স্বপ্নরাজ।"

চিঠির শেষের দিকটা সে আর একবার পড়ল। তারপর "উঁহুঃ" বলেই ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে আর-একবার শেষ কয় ছত্র প'ড়ে "থাক্" ব'লে রেখে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

* * * * * *
* * *

স্বপ্ন দেখল: 'যেন সন্ধ্যা তার কাঁধে মাথাটি এলিয়ে দিয়ে হেসে বলছে: 'অত ভয় নেই গো ভয় নেই। তোমাদের ফরাসিনীর তুলনায় আমরা অনরোম্যান্টিক, বাক্য-অপটু, লজ্জার-পুঁটুলি কিন্তু তকিমাকার জীব হ'তে পারি, কিন্তু ভালোবাসতে বোধ হয় একটু জানি। আর ফরাসীভাষার মধু আমাদের সামান্য জিভ দিয়ে অশ্রান্তভাবে না ঝরলেও বিবশ ভয়ভীতা না হ'য়েও বোধ হয় থাকতে পারি।' স্বপন এ-কথার উত্তর দিতে যেতেই কি-কারণে সন্ধ্যা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

তারপর কত কী আবছা ছবি সন্ধ্যার আদরের। শেষে ওকে সান্ত্বনা দেবার পর গাইতে বলতে ও তার স্বরচিত একটি গান গাইল যেটি স্বপন ভালোবাসত :

ওগো মেলে যারে বহু আঁখিবারি সাধনে,
বল শৃঙ্খল সে নিমেষে কাটে কেমনে ?
যারে করিনু আসীন হৃদি সিংহাসনে,
সে-ও ধূলি তরে কেন লুটে সঙ্গোপনে ?
যারে ফুলদলে পূজি' সাধ মিটে না মনে,
লভে কোন্ সুখ সে-অতিথি কাঁটার বনে ?
হায় হৃদি তার বুঝি নিতি ডরে বাঁধনে ?
তাই প্রেমেরে সে নাগপাশ সমান গণে ?

স্বপনের ঘুম ভেঙে গেল। তখন এককালি সোনা নির্মেঘ দিগন্তে সবে ফুটেছে। বাতায়নের সামনের একটা গাছ তার প্রতিচ্ছায়াতে হ'য়ে উঠেছে উদ্ভাসিত। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ষ্টীমারের করুণ বাঁশি ভেসে আসে। স্বপন বিছানায় শুয়েই শার্শির মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে অনিমেষ নয়নে থাকে চেয়ে। সামনের বাগানে লাল সুরকির রাস্তাটা কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায়। বৃষ্টিধৌত লতানিকুঞ্জটিও। আজ যেন সে উষার স্মিতহাস্তে আনন্দের কোনো আগমনীই শুনতে পায় না। বিহগ-কাকলি হঠাৎ তার কানে যেন অর্থহীন ঠেকে। স্বপ্নশ্রুত গানটির একটি চরণ তার কানের কাছে ক্রমাগতই ঘুরে বেড়ায়।

যারে ফুলদলে পূজি' সাধ মিটে না মনে
লভে কোন্ সুখ সে-অতিথি কাঁটার বনে ?

হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে ? সামনের টেবিলে ব'সে মসিয়ে

বেনারকে লেখে : "আমি আপনাদের সঙ্গে প্রাতরাশ না খেয়েই বাড়ী গেলাম—ত্রুটি মার্জ্জনীয়—বিশেষ কাজ আছে—ইতি স্বপন।"

হাতে-মুখে জল দিয়ে পোষাক প'রে নিচের ঘরে পৌছুতেই নানেতের সঙ্গে দেখা।

নানেৎ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল : "এত সকালে? কফি—"

স্বপন : "আমার একটু বিশেষ দরকার আছে নানেৎ—চিঠিটি মসিয়ে বেনারকে দিও" ব'লেই বেরিয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের কোন্ এক গোপন কোণে কী বিঁধতে থাকে যে! কেন এমন হয়!···

টেলিফোনের কারসাজি

বাসায় পৌছে সে পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে একটা ড্রেসিংগাউন প'রে শয়নকক্ষের একটি আরাম কেদারাকে আশ্রয় ক'রে বিকেল অবধি কাটিয়ে দিল। শরীরও কেমন অসুস্থ—বিশেষ কিছু খেতেও ইচ্ছে করে না। অস্ত-গোধূলির কি একরকম স্তিমিত ভাব যেন মধ্যাহ্ন থেকেই ধরে ওর হৃদয়কে ছেয়ে। গত সপ্তাহের মধ্যে সন্ধ্যার কথা কই আগের মতন অত বেশি তো মনে হয়নি?

আজ হঠাৎ সন্ধ্যা ওর চোখে বড় হ'য়ে ওঠে। প্রথম উচ্ছ্বাসের সে কত মান-অভিমান, কত কলহ-কাকুতি, কত মন-কষাকষি!···কত জাগন্ত স্মৃতি ফের নদীর ঢেউয়ের মতন অশ্রান্ত পর্য্যায়ে তার উদাস মনের তটে আছড়ে পড়তে থাকে!···মনে পড়ে কত হাস্যপরিহাস, মধুর অবিশ্বাস, কোমল নিষ্ঠুরতা। একদিনের কথা এত স্পষ্ট ভেসে ওঠে!

সন্ধ্যা সেদিন এক বিয়ে-বাড়ী থেকে ফিরতে দেরি করে। যখন

ফেরে তখন স্বপন বিছানায় মুখ ফিরিয়ে শুয়ে। সন্ধ্যার পদশব্দ পেয়েই ঘুমনোর ভান করে। কিন্তু—কই?—মিনতি করবার জন্যে সন্ধ্যা ওর কাছে এসে ওকে তো জাগায় না? ও বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছিল—পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।—আর যাবে কোথা? স্বপনের মনে অভিমান হ'য়ে ওঠে উদ্দাম। কোথায় আত্মদোষস্খালন করবে, কাকুতি-মিনতি করবে, না ঘুমিয়ে পড়ল?

পরদিন সন্ধ্যার সঙ্গে মিলনকে ও নানা অকারণ শিষ্টতার আড়ালে দূরে রাখে। সন্ধ্যা বোঝে না এমন নয়—কিন্তু কিছু বলে না। বুঝি সে-ও ভাবে—একদিন এত দেরি হয়েছে তাই কী? নিজে ইচ্ছে ক'রে তো সে দেরি করেনি?···স্বপনও কোনো অনুযোগ করে না। একেবারে মূক—শিষ্ট! সেটা সন্ধ্যাকে আরও বাজে। কারণ এর চেয়ে বড় দূরত্ব আর কী আছে—দম্পতীর মধ্যে? ভদ্রতার দূরত্বের মরু-আকাশে অনুযোগের মেঘ জমবেই বা কোথায় যে বর্ষাবে? সারাদিন দুজনেরই মনে নানান্ ছোট ছোট অভিমানের টুকরো মেঘ একত্র হ'য়ে একটা বিরাট অন্ধকার বাঁধের মতন ব্যবধান সৃজন করে। স্বপনের মনে পড়ে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় মুখখানির 'পরে বেদনার ছায়া জমে ওঠে অথচ স্বীকার-করার অগৌরবও সে বহন করতে নারাজ। যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে না তাকে যেচে বোঝাতে যাবে? গায়ে প'ড়ে জানাতে যাবে—কী অনিবার্য্য কারণে গতরাতে তার ফিরতে দেরি হয়েছিল? ওদিকে স্বপনেরও ক্ষোভ স্ফীত হ'য়ে কালো হ'য়ে ওঠে। সকালবেলা যদি বা ব'লে-ক'য়ে একটা রফানিষ্পত্তি সহজ ছিল—যত সময় যায় ততই তা হ'য়ে ওঠে সুকঠিন। দুজনের হৃদয়াকাশে গুমট হ'য়ে আসে। কিন্তু তার মধ্যে না জ'মে উঠতে পারে বারি-ভার—না খেলে প্রকাণ্ড কলহের বিদ্যুচ্ছটা। যে-কারণটা অতি তুচ্ছ, অতি কাল্পনিক, সেটা দেখতে দেখতে হ'য়ে ওঠে

এমনিই রূঢ়, এমনিই অনপনের! স্বপন কত কী ভাবে: সে কাশী বেড়াতে চলে যাবে কাউকে না ব'লে! পুরী, গয়া, দিল্লী, পুনা যেখানে হয়! একটা ছোট্ট চিঠি লিখে যাবে?—কিন্তু না—সে কাছে না থাকলে সন্ধ্যার ম্লানমুখ উপভোগ করবে কে? প্রেমের আদান-প্রদানে নিঠুরতা না থাকলে রস জমাট হবে কেমন ক'রে? এ-কথা ভেবে স্বপনের মন এ দূর বিদেশে আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। ছি—বেচারী সন্ধ্যাকে এমনি অকারণ কতদিন কত ব্যথাই না দিয়েছে—তার অভিমানের মর্যাদা না রেখে! প্রণয়ী যদি অভিমানিনীর মর্যাদা না রাখে—তবে তার চেয়ে প্রণয়ের অপমান আর কী হ'তে পারে? কিন্তু সে তো কতদিনই রাখেনি—পৌরুষের অমার্জ্জনীয় দাবি-দাওয়ায়! এইরকম কত ছেলেমানুষি নির্দ্দয়তার কথা মনে পড়ে! নিজের কত হৃদয়হীনতা, রূঢ়তা, অকারণ বিমুখতা। যদি সন্ধ্যাকে আজ কাছে পেত! মনটা তার বর্ষণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে।—এ-হেন সন্ধ্যাকে এত শীঘ্র—!

ও নিজের মনের মুখ চেপে ধরে। রেগে ওঠে। 'এত শীঘ্র' মানে? ওর হয়েছেই বা কী, আর সে করলই বা কী?—কিন্তু তবু ওর মনের গোপন কোণে একটা গম্ভীর স্বর ওর সব প্রতিবাদকেই ছাপিয়ে ওঠে যে! বলে: কা'কে চোখ ঠারছ বন্ধু? কান পেতে শোনো—চোখ চেয়ে চলো। ওর মনে পড়ে: ও নিজে থেকেই সন্ধ্যাকে জাঁক ক'রে বলেছিল যে বিদেশে যদি সে কোনো প্রলোভনে পড়েই তবে ওকে অসঙ্কোচেই জানাবে। হায় রে, মনের এক অবস্থায় যে-কথা বাজুয়ে দেয় আর-এক অবস্থায় কি তার কোনো মানে থাকে?···

না, সাবধান তাকে হ'তেই হবে। মিথ্যাচারী হবে সে কী ক'রে? হঠাৎ সঙ্কল্প করে যে অন্ততঃ কিছুদিন আনাকে ডাকবে না—এমন কি দেখাও করবে না। কিন্তু মসিয়ে বেনার?···না-হয় তাঁর ওখানেও

কিছুদিন যাবে না। সেখানে গেলেই যে আনার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে থাকতে বলবেনই তিনি, আপত্তি করাও তার হবে মুস্কিল। সে ঠিক ক'রে বসে : ফঁতেনব্লো-র প্রাসাদের চিত্রাদি দেখতে যাবে ব'লে কিছুদিন সেখানে একটা হোটেলে গিয়ে কাটিয়ে আসবে। মসিয়ে বেনারকে সেই মর্মে একটা চিঠি লিখল। শেষে পুনশ্চ দিয়ে তাঁকে লিখল যেন আনাকে এ-খবরটা জানিয়ে দেন।

কিন্তু চিঠিটা খামে পুরে খামের ওপরে শিরোনামা লিখতে গিয়ে তার মনে আবার আসে দ্বিধা। আনা এখন কত একলা—তার শরীরও ভালো নয়—কালই তো মসিয়ে বেনার বলছিলেন। এখনই তো বন্ধুত্বের বাধ্য-বাধকতা। আনা কী ভাববেই বা? ঠিক এই সময়েই অজ্ঞাতবাস? হয়তো সন্দেহও ক'রে বসবে যে—কলম রেখে দিয়ে সে খানিক ভাবে। তারপর "না" ব'লে হঠাৎ সজোরে মাথা নেড়ে একটা পোষ্টকার্ডে লিখল : "প্রিয় আনা, আমার একটি বন্ধু ফঁতেনব্লো-তে এসেছেন, তাঁকে সেখানকার প্রাসাদ ও ছবি-টবি একটু দেখাতে হবে—উপায় নেই। কতদিন পারিসের বাইরে থাকতে হবে ঠিক বলতে পারছি না—তবে বেশি দিন নয়। তোমাকে আমি সেখান থেকে চিঠি দেব।" ব'লে নাম সই করতে গিয়ে ফের একটু ভাবল ও পরে লিখল : "তোমার কালকের কাহিনী আমাকে এমন অভিভূত করেছে যে কী বলব! এ সময়ে বাইরে যাওয়া আমার উচিত ছিল না হয়তো—বন্ধুভাবে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করলে ও কথাবার্ত্তা কইলে হয়তো তোমার মনটাও একটু সুস্থ থাকত—কিন্তু ইনি আমার একটি পিতৃবন্ধু। অনুরোধ উপেক্ষা করি কী ক'রে? কাজেই আশা করি অপরাধ নেবে না?"

লিখে সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়ল। আনা বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝতে পারবে না কি?···কিন্তু তক্ষণি মনে হ'ল কী-ই বা দরকার এত ওজরের—

যখন আনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখা আর চলবেই না?···কিন্তু তবু আনার দুঃখের সময় দুটো সহানুভূতির কথা না লিখলেই বা সে কী ভাববে?··· নাঃ—এটা নিছক ভদ্রতার দাবি যে!···এ-ওজরের দরকার আছে। সুশীলতা শালীনতা সৌকুমার্য কি শুভ্র মিথ্যাকথার ট্যাক্স বসানো ছাড়া আর-কিছু? এ-ট্যাক্স নইলে কি সমাজের সাম্রাজ্য একদিনও টেঁকে?

সে নাম সই ক'রে তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে একটি ছোট স্যুটকেসে অতি-প্রয়োজনীয় দু-চারটে সামগ্রী নিয়ে ফঁতেনব্লো-র ট্রেন ধরতে বেরুবার উপক্রম করছে এমন সময় বাইরের করিডোরে টেলিফোন বেজে ওঠে। নিমেষে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠল। সে দ্রুতপদে গিয়ে টেলিফোন ধরে।

—"হালো!"

—"হালো! স্বপন?"

—"কী আনা?"

—"তুমি আজ সকালে অমন না ব'লে-ক'য়ে আমাদের সঙ্গে কফি না খেয়েই পালিয়ে এলে যে?"

—"একটু কাজ ছিল।"

—"ছাই কাজ।"

স্বপন যেন দেখতে পায়: আনার ঠোঁট দুখানি অভিমানে ফুলে উঠেছে। হেসে অম্লান-বদনে বলে: "সত্যিই কাজ—ভারি জরুরি। ভোরে উঠেই মনে পড়ল।"

—"কি কাজ বলো?"

—"এই—এই—"

টেলিফোনের অন্য দুটিও আনার হাসিতে ঝন ঝন ক'রে ওঠে।···

—"এই—এই রাখো। শোনো। তোমার ও-জরুরি কাজের পরম বিশ্বাসযোগ্য ওজরটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছি—ভয় নেই।"

স্বপনের মুখের চেহারা—ভাগ্যে টেলিফোন এখনো টেলিভিশনে পরিণত হয়নি। হেসে বলল: "এই ভরসাটি দিতেই টেলিফোন করা নাকি?"

—"না।—শুধু জিজ্ঞাসা করতে যে আজ সন্ধ্যায় কোনো কাজ আছে না কি?"

—"কেন?"

—"কাল সিটিং দিতে যাইনি, আজ দেব বলেছিলাম মনে নেই? বাঃ!"

—"ওহো—"

—"বেশ। এটাও ভুলে গিয়েছিলে? ঐ জরুরি কাজের জন্যেই নিশ্চয়?"

স্বপন অপ্রতিভ সুরে বলল: "না। তবে কালকের অমন ঘটনার পরে যে-আজই তুমি সিটিং দিতে আসবে এটা ধারণা করা—"

আনার স্বরে তাচ্ছিল্যের সুর প্রকট হ'য়ে ওঠে: "কালকের ঘটনা কালকের সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে। তার জন্যে আজ সিটিং দেব না কেন?"

—"বেশ।"

—"আসব তা হ'লে? না, তোমার জরুরি কাজ এখনও শেষ হয়নি?"

—"না—না এসো—অবিশ্যি। সন্ধ্যাটা ঘরে এমন একলা-একলা লাগছিল—"

—"সত্যি খুসি হবে দোকলা হ'লে?"

—"সংবর্দ্ধনা-অন্বেষিণি! সাধ আর মেটে না!"

দুজনের ফের হাসি।

—"মেটে আর কি ক'রে বলো? যে-সত্যপ্রিয় তুমি! একটা ভালো তারিফই কি ছাই জানো করতে? পাছে একচুল বেশি বলা হ'য়ে যায়—"

—"কখ্‌খনো না—"

—"আচ্ছা যাক—শোনো তোমার ঘরে ঘড়ি আছে?"

—"আছে।"

—"এখন ক'টা?"

—"ছ'টা।"

—"আমি সাড়ে সাতটায় যাব।"

—"কথা বলছ কোথা থেকে?"

—"মসিয়ে বেনারের এখান থেকে।—দিন সাতেক এখানেই থাকব যে—ভুলে গেলে?"

—"ওহো—আমি—"

—"কেন অনর্থক ফের একটা মিথ্যা ওজর করতে যাচ্ছ?—শোনো। সাড়ে সাতটার মধ্যে তোমার সান্ধ্যভোজন সমাপন হ'য়ে যাবে তো?"

—"ওহো—কাল তুমি এলে না আমার সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণে মনে নেই? দারুণ ভালো ভালো জিনিষ সব ফেলা গেল। যাক, কিন্তু আজ আসতেই হবে।"

—"ধন্যবাদ। কিন্তু দারুণ ভালো ভালো জিনিষ নয় আর। রোজ তুমি যা খাও।"

—"দারুণ আয়োজন এখন হবেই বা কোথেকে? বেশ হয়েছে, যেমন কাল এলে না। খারাপই খাবে আজ।"

—"তথাস্তু।—তা হ'লে? কখন?"

—"যখন হয়। সাতটায় এসো—কিম্বা সাড়ে ছটায়।"

—"না, সাতটায়ই যাব। ও রিভোয়া—আ বিয়ঁ্যাতো।" *

—"আ বিয়ঁ্যাতো।"

স্বপন চিঠি দুটি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সুটকেসের জিনিষগুলি ঢেলে সাজাতে ব'সে যায়।

আবার টেলিফোন

সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল—স' সাতটা—সাড়ে সাতটা—আনার দেখা নেই। স্বপন অস্থির হ'য়ে উঠল। হঠাৎ আবার টেলিফোন ক্রিং... ক্রিং। স্বপন ছুটে লাফে গিয়ে ধরল।

—"হালো!"

—"হালো! সেন?"

—"মসিয়ে বেনার?"

—"হাঁ—শোনো,—আনা তোমায় জানাতে বলল যে সে আজও তোমার ওখানে যেতে পারবে না—সে ভারি দুঃখিত।"

—"কেন?"

—"মরিস এইমাত্র একটি লোকের হাত দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। আনার কাছে ক্ষমা চাইতে সে এক্ষুণি আসছে। কাজেই বাইরে যাওয়া ওর হ'ল না। তাকে তুমি এজন্যে ক্ষমা করবে নিশ্চয়ই—"

স্বপন কাষ্ঠহাসি হেসে শুষ্কস্বরে বলল: "ক্ষমা করবার কী আছে

* A bientôt—এখুনি দেখা হবে।

এতে? যদি মরিসের সঙ্গে ওর মিটমাট হ'য়ে যায় তা হ'লে তো ভালোই।"

—"মিটমাট হবে ব'লে আমার মনে হয় না। তবে মরিস যখন অনুতপ্ত হ'য়ে দেখা করতে আসছে তখন—"

—"না না—আমার কাছে অত ক'রে বলছেন কেন এ-কথা? আমার কাছে সে তো যে-কোনোদিন সিটিং দিতে আসতে পারে। কেবল একটু আগে জানালে—"

—"আনা থাকবে কি না স্থির করতে পারেনি। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমিই দেখা করতে বললাম। জান তো কী তার্কিক মেয়ে? এজন্যে সোজা তর্ক করতে হয়েছে তার সঙ্গে? তাইতে সময়ের খেয়াল ছিল না। এজন্যে ধরতে গেলে দোষ আমারই।"

স্বপন আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বলে: "আপনি ও-ঢঙে কথা বলছেন কেন মসিয়ে? এতে তো কারুর কিছু ক্ষতিই হয়নি।"

—"কাল ও নিশ্চয়ই যাবে বলতে বলল।"

একটু ইতস্তত ক'রে স্বপন বলল: "ও নিজে টেলিফোন করল না কেন?"

—"একটু নার্ভাস মেয়ে, জানোই তো! এখন উত্তেজিত হ'য়ে আছে। একটু কেঁদেছেও। তাই আমাকেই টেলিফোন করতে হ'ল। তা'তে রাগ করলে?"

শেষ কথাগুলির মধ্যে তাঁর অভ্যাস ব্যঙ্গের রেশ! স্বপন অত্যন্ত সহজহাসি হেসে সে ব্যঙ্গকে উড়িয়ে দিয়ে বলে: "যেন আপনার কণ্ঠস্বর আনার চেয়ে কম মিষ্টি।"

টেলিফোনে চু'ভরকা হাসি ঝাঁকিয়ে ওঠে।

—"তা হ'লে ও রিভোয়া! কাল আসছ এ অঞ্চলে?"

—"যদি আনাকে থাকতে না হয়।"

—"ওহো—তা তো বটেই, তা হ'লে কি আর আসবে এ বিগতযৌবন খাস্ত্রমানের কাছে? আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম—"

হঠাৎ টেলিফোনে স্বপন একটা গোলমাল শুনল। তার পরেই শুনল: "সেন, মাপ কোরো—আনা একটু অস্বস্তি বোধ করছে—নানেৎ বলছে—"

—"কী হয়েছে?"

—"জানি না, দেখি গে। ও রিভোয়া।"

—"ও রিভোয়া, মসিয়ে।"

আকস্মিক

সেদিন সারা সন্ধ্যাটা স্বপনের এত খারাপ কাটে!···ও ফের পরিচারিকাকে ডেকে বলে দেয় যে ও একাই খাবে। পরিচারিকা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে চলে গেল।···স্বপনের ভারি রাগ হ'ল, পরিচারিকার ওপর, আনার ওপর ও নিজের ওপর। সবচেয়ে বেশি—নিজের ওপর।

খেয়ে দেয়ে দু-একটা ছবির এলবাম উলটোতে থাকে। কিন্তু একটুও কি ছাই ভালো লাগে! সে "কমেদি ফ্র'াসেসে" মলিয়েরের "লে ফাম্ স'াভাত্" দেখতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু এক অঙ্ক দেখতে-না-দেখতে মনে হ'ল আর্ম'াদ বিদুষী হ'য়েও যতখানি অসহ, ফিলামিৎ গৃহলক্ষ্মী হ'য়েও তার চেয়ে কিছু কম অসহ না। দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানেই উঠে চ'লে এল—হঠাৎ।

বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে প্লাস দ লোপেরা-র কাছে এসে পৌঁছল। দিবালাঙ্গী দীপালোকে রাস্তায় অশ্রান্ত জনস্রোত ও মোটরস্রোত চলেছে।

প্রফুল্লাননা সুবেশিনীদেরও অপ্রতুল নেই। দু-একজন ওর দিকে উৎসুক ভাবে তাকাতেও ত্রুটি করে না, একজন অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত ক'রে একটু 'স্বাগতে'র হাসিও হাসে। স্বপনের এত রাগ হয়!

ফরাসিনীরা কি নির্লজ্জা! ছি! বাঙালী মেয়ের সলজ্জা সীমন্তিনী কল্যাণী মূর্ত্তির সঙ্গে এদের শর্ট স্কার্ট প্রগল্‌ভা ভাবভঙ্গির তুলনা? কিসে আর কিসে! চলল লুভ্‌রের দিকে।

লুভ্‌রের কাছে এসে সে একটা প্রকাণ্ড কাফেতে ঢুকল। পরিচারিকা এসে দাঁড়াতেই বলল: "এক পেয়ালা শোকোলা।"···

পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আশেপাশে দেখতে লাগল।

এককোণে একটি নিগ্রো একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বিশ্রাম্ভালাপ করছে।

একসময়ে ফরাসিনীদের বর্ণবিদ্বেষ-না-থাকার ও কতই প্রশংসা করেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এত খারাপ লাগে!···কী অব্যবস্থিতচিত্তা, লঘুপ্রকৃতি মেয়ে এরা—ছি! নইলে ঐ বিভীষিকাটার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এমন হেসে গড়িয়ে পড়ে!

বাড়ী ফিরল রাত সাড়ে এগারটায়।

ষ্টুডিওতে ঢুকে আলো জেলে নিজেরই একটা এলবাম নিয়ে বসে।—এমনিই—ছবি দেখতে নয়। একটু বাদেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা।

হঠাৎ সামনে আনার ছবির ড্রয়িং চোখে পড়ল।······যে-বেদনাকে ও এতক্ষণ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিল সে-বেদনা হঠাৎ ওঠে দুলে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও আনার প্রতি অকারণ ক্ষোভে কোথা থেকে যে তার মনে অভিমান হ'য়ে ওঠে তীব্র!···নানারকম ক'রে ও নিজের সঙ্গে তর্ক করে। এতে আনার অপরাধ কি? আনা কেমন ক'রে আসবে?—বিশেষতঃ মসিয়ে বেনারের উপদেশ উপেক্ষা ক'রে? মরিসের সঙ্গে যদি একটা

পুনর্মিলন হ'য়ে যায় তবে তো ভালোই—এমনি কত উদার যুক্তি, কত সহজ তাচ্ছিল্যের প্রবোধ, কত ঔদাসীন্যের অভিনয়!···কিন্তু সবই বৃথা।

সঙ্গে সঙ্গে তার ভারি একটা ধিক্কারের ভাব আসে। দু দু—টো দিন সে আনার পথ চেয়ে রইল, আর আনা এল না! কি? আনার কোনই অপরাধ ছিল না? কিন্তু তা'তে সান্ত্বনা কোথায়? এ-ভাবে নবপরিচিতার পদধ্বনির দিকে কান পেতে যে ও দু দু—টো দিন বসেছিল এ চিন্তা তার পৌরুষাভিমানকে যেন কশাঘাত করতে থাকে। আর সে-জ্বালায় ওর ক্ষোভও এ নিশীথ রাত্রে বানের জলের মতন দেখতে দেখতে ওঠে ফুলে। ও শয়নকক্ষে ঢুকেই দ্রুত হস্তে একবারও না থেমে লিখে ফেলে:

"প্রিয় আনা,

আমি সাত-আট দিনের জন্যে নীসে যাচ্ছি—এইমাত্র আমার এক পিতৃবন্ধু তার করেছেন—"

লিখেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে অর্দ্ধস্বগতভাবে রুখে ওঠে: "নাঃ—মিথ্যা ওজরের কি দরকার!" দৃঢ়হস্তে লেখে অধর দংশন ক'রে:

"প্রিয় আনা,

হঠাৎ আমার নীস দেখার ইচ্ছে হয়েছে। আমি কাল সকালেই নীসে রওনা হচ্ছি। তাই মসিয়ে বেনারকে জানাতে পারলাম না। তাঁকে বোলো যে সাত-আট দিন বাদে ফিরব।" লিখে একটু ভেবে অর্দ্ধস্বগত বলে: "নাঃ এত কাটখোট্টাভাবে চিঠি—" কিন্তু কী লিখবে ভেবে খুঁজে না পেয়ে লেখে: "কাল সন্ধ্যায় তোমার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিল। এতক্ষণে নিশ্চয় সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছ?

ইতি—তোমার বন্ধু স্বপন।"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

স্বপন

নীস

নীস—নীস—নীস। কী আলো আকাশে বাতাসে! লঘু শুভ্র ছোট বড় নানারঙা মেঘের পতাকা শুধু যেন আলোর অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে এক নাম-না-জানা দিগ্বিজয়ের উদ্দেশে। গত ক'দিন ধ'রে পারিসে গগন কী যে একটা কুশ্রী চাপ বোধ করছিল! আলোকৃপণ গগনের দিকে চাইলেই কেমন যেন একটা চাপা বেদনা! জীবন দেবতার 'পরে এমন অভিমান হয়! দুহাতে যদি বিলোতেই না পারবে তবে দেবতা কী! নীসের আলোর উদার প্রপাত তার মনের সে সব পুঞ্জিত কুয়াশাকে দূর ক'রে দেয়—মুহূর্তে!

শুধু জ্যোতিরুজ্জ্বল আকাশই তো নয়। শুধু আলোর দাক্ষিণ্যই তো নয়। নীসের সমুদ্রও যে! এমন বহুরূপী সমুদ্র ও কি কখনো দেখেছে? সমুদ্রের উদারতা ধরাধূলিরই কোন্ বুকে না বক্ষ বিছিয়ে দেয়? কিন্তু সমুদ্রের এ-রকম নিত্য-নূতন বর্ণপ্রসাধন তো সে কখনো দেখেনি এর আগে। কখনো গাঢ় নীল, কখনো নীলাভ; কখনো সবুজ কখনো ধূসর; কখনো বেগুনী কখনো পাটল; কখনো পাণ্ডুর কখনো গৈরিক; —যেন মাথার ওপরের চাঁদোয়ার সঙ্গে অশ্রান্ত প্রতিযোগিতা চলেছে তার —কে কার ঝুলি থেকে কত রকম রঙের ঝরণা বইয়ে দিতে পারে।

সর্বোপরি নীসের প্রাকৃত-শোভার সঙ্গে দাক্ষিণ্যের মণিকাঞ্চন-যোগ। উষায় তার সৈকত-কিরণে গিরিশৃঙ্গের ঘুম-ভেঙে-যাওয়া রূপ, মধ্যাহ্নে তার শুভ্র-জোয়ার ঊর্মিমালাদের অশ্রান্ত লুটোপুটির অভিনয়, সন্ধ্যায় নীলকুন্তলা পাহাড়মালার সর্বাঙ্গে দীপাবলি-প্রোজ্জ্বল বর্ণিলতার

অপরূপ ঝিকিমিকি। ও সারা দিন সারা সন্ধ্যা দেখে চেয়ে চেয়ে। নিশীথ রাতে ঘুম ভেঙে গেলেও মাঝে মাঝেই ঘরের সামনেকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে সম্মুখে তারাজাগা লহরী-মালার সাজহীন নটচাঞ্চল্যের দিকে। কান পেতে শোনে তাদের মুরজ-আহ্বান। বুক পুরে আঘ্রাণ নেয় জলধির লবণাক্ত নীলগন্ধ। রোমে রোমে বাজে কী এক নবজীবনের দুন্দুভি! সত্যিই মনে হয় যেন সে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সেই দিগ্বিজয়ী পূর্ণকাম রাজা—

"যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো মন্দ্রধ্বনিত্যাজিতযামতূর্য্যঃ
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্।"

পারিসে এসে অবধি মানুষের জনতায়, কর্তব্যের চাপে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় জীবনের এ-সমৃদ্ধ রাজভোগে বঞ্চিত হ'য়ে সে ছিল কী ক'রে এতদিন? ও না দেখে নিত্যনিয়ত সন্ধ্যার কাছে গর্ব্ব করত যে, প্রকৃতি-দেবীর চামর বিহনে তার মুহূর্তও সত্যিকার সুখ নেই? হায় রে! কত কিছুই সে ভাবে তার অত্যাবশ্যক ব'লে! কিন্তু প্রতিপদেই ভুল ভাঙে—নূতন নূতন অভিজ্ঞতা তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সে যা চায় ভাবে তা চায় না। অথচ এক জায়গায় যা চায় না অন্য জায়গায় তাই ওর তৃষিত মনের তৃষ্ণা মেটায় কেমন ক'রে? নিজের তৃষ্ণাকেই কি চেনে ও? তাই কি একের সান্নিধ্যে অপরকে ভোলে? তাই কি আনার সাহচর্যে সন্ধ্যার স্মৃতি এসেছিল অমন আবছা হ'য়ে? তাই কি সন্ধ্যার সাহচর্যে ভুলেও মনে হ'ত না যে, ওর জীবনের অণুতে অণুতে এমন একটা প্রকৃতির মধ্যে ছাড়া পাওয়ার তৃষ্ণা রয়েছে যা সন্ধ্যা তার শত উচ্ছ্বসিত আদরেও মেটাতে পারে না? হাসি আসে আজ!—মানুষ নিজের আসল স্বরূপটি সম্বন্ধে প্রতিপদে কত রকম বিচিত্র ধারণাই না সযত্নে গ'ড়ে তুলে চলে! অথচ প্রতিপদে মনে হয় কাল্কের ধারণার চেয়ে

আজকেরটাই বুঝি বেশি সত্য ! অথচ জানতে জানতে এমন কত সময়েই তার মনে হয়নি কি যে, খুব সকল প্রতীতির মধ্যেও এমন এক আত্মজ্ঞান নিহিত বা ভূয়োদর্শনে হ'য়ে যায় আবিল ? মনে পড়ে ব্রাউনিঙের স্মিত পরিহাস :

> "And I have written three books on the soul,
> Proving absurd all written hitherto,
> And putting us to ignorance again !"

ছাড়া

কিন্তু এ-সব জল্পনা-কল্পনা, বিজ্ঞ দার্শনিকতা, গবেষণা, অতীতের রোমন্থন বেশিক্ষণ থাকে না। নানারকম বিপরীত আনন্দের হাওয়ায় কখন যে কোন্ ভাবের মেঘ স'রে যায় !···এই তো ভালো। যখন যা প্রাণ চায়—করে। কখনো বা সমুদ্রবিলগ্ন তালবীথির ধার দিয়ে বেড়ায়, কখনো অসময়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে নেমে যায়, কখনো চলে তো চলেই যে-কোনো একটা পথ দিয়ে। যেখানে সেখানে থামে, ইচ্ছে হ'লেই কোনো ভোজনাগারে ঢোকে, অকুতোভয়ে পথ হারায়—খুঁজে ফিরতে কখনো কখনো বা দেরি হ'য়ে যায়, কখনো বা ট্যাক্সি ক'রে ফেরে। কত কী আঁকে—ছিঁড়ে ফেলে। মাঝে মাঝে বা স্নানাহার ভুলে একটা ছবি আঁকতে বা একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়তেই যায় ডুবে। মোট কথা কোনো নিয়মের যে ও দাস নয় এইটেই চাই ওর উপলব্ধি করা—নিবিড়ভাবে, সূক্ষ্মভাবে। কোনো কর্তব্য না, না কোনো দায়িত্ব, না কোনো অপরাহ্ন চিন্তা পূর্বাহ্নে, না কোনো অনুশোচনা সায়াহ্নে। শুধু উধাও চলো। হাতে টাকার অসদ্ভাব নেই এতে সে বড় খুশি অবশ্য। কে না এমন

হয়—পিতৃদেব না চাইতে তার নামে ব্যাঙ্কে আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে দিতেন? পিতা হি পরমন্তপঃ। একশোবার। নইলে পুত্রপ্রবর স্বপ্ন-চারণের ফাঁপা আল্সেমিকে ভরাতেন কী দিয়ে? মনে পড়ে সেদিনই অ্যাল্ডুস হাক্স্লির কি একটা বইয়ে পড়ছিল: "The leisured classes take up art for the same reasons as they take up bridge—to escape from boredom. With sport, and love-making, art helps to fill up the vacumm of their existence."

ক'দিন আগে কথাটা ভারি বিশ্রী সিনিকাল গোছের ঠেকেছিল। কিন্তু আজ মনে হয় ওর মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে বুঝি বা। প্রেম যাকে বলি ক'টা লোকের কাছে তা সত্য প্রেম? ক'জন ধনী সত্যি আর্ট বোঝে? বা আর্ট বিহনে বিরহী যক্ষের মতন শূন্যতা বোধ করে ব'লেই তাকে চায়? এই তো সে খাসা রয়েছে আর্ট বিনা—প্রেম বিনা—সঙ্গ বিনা। তবে? কেন বলে মানুষ যে faces are but a gallery of pictures when there is no love? কই এখানে তো রোজ দুধারে অপরিচিতের ঝাঁক দেখছে—বেশ তো লাগে! তবে? এই যে বেড়াচ্ছে লক্ষ্যহারা লক্ষীছাড়ার মতন—এ কি মন্দ?

Mood—mood! "সবই মুড মনরে আমার—তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়" গুণ গুণ ক'রে গায়। বেয়েই চলে, চলে ভেসে।...

আর এত যে সে ভাসতে পারে—এত বেড়াতে পারে—এত হৈ হৈ করতে পারে তাই কি সে তখনো জানত? কী কাণ্ড! দোলা তার প্রাণশক্তি! ঘন্টার পর ঘন্টা পাদচারণ, কিউমিলুনয়, মোটর-বিহার, খাবাবা, সে কত কী!! আর তার অপরাধই বা কি? 'গ্রাঁদ বুল্ভারের' দৈনন্দিনী অনিন্দ্য রাজপথ দেখে চলার ঢেউ লাগে

না প্রাণে? ইতালীর সীমান্ত অবধি না গিয়ে কেউ পারে ফিরতে? সাইট-সীইং ওর বড় ভালো লাগত না কোনো দিনই—কিন্তু তা-ও ভালো লাগে! আর সে কি একটু ভালো! কোথায় "পালে দ লা জেস্তে", কোথায় "আদ্যি' প্যুব্লিক্", কোথায় "মনাস্তরি দ লা সিমিয়ে", কোথায় মনাকোর 'অ্যাকোয়ারিয়ম্' কোথায় মন্টে কার্লো'র বিখ্যাত 'ক্যাসিনো' —সব ও দেখে প্রায় বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সহিত। হঠাৎ ওর ভিতর থেকে আর-একটা মানুষ আসে বেরিয়ে। কোথায় আজ সে স্বপ্ন-ঢুলু ঢুলু, স্মিত-হাসি, তর্কপ্রিয়, গল্পবিলাসী স্বপনকান্তি সেন?

বিপুল বিষাদ

কিন্তু না—তবু একটা-কিছু আছেই—তার নাম যা-ই দাও না কেন: 'স্বভাব' বা 'মূল প্রকৃতি' বা 'স্বাতন্ত্র্য' বা অন্য-কিছু গুরুগম্ভীর নাম, 'সত্তা' বা 'আত্মা'। মেজাজ বা 'মুড' যার-আসে জোয়ার-ভাঁটারই ছন্দে, এই স্বভাব বা আসল সত্তা হচ্ছে অতল তলের স্রোত। স্বভাবের রঙ বদলায় না তা নয়। মেঘের রঙে কি আকাশ বদলায় না! কিন্তু তবু তো মেঘের উপরেই আকাশ—যে চির নির্লিপ্ত। স্বপন ভাবে তার মূল সত্তাটিও বুঝি এমনিতর আকাশেরই মতন কিছু-একটা—যার 'পরে বাইরের আবেষ্টনীর বড় জোর একটু হালকা ছোপ লাগতে পারে—কিন্তু গভীর ছাপ পড়ে না। নইলে ছুদিন যেতে-না-যেতে ফিরে আসে কেন ওর স্বভাবসিদ্ধ স্বপ্নগতি প্রকৃতিচ্ছন্দ—নিস্তব্ধ জন-বিরল পথে-বিপথে, শৈলকন্দ্রে, ছায়াবীথিকায়?—মাথার উপর নীলাম্বরের স্নিগ্ধ ধ্যান-মূর্তি তেমনি শান্ত সম্ভ্রমে দীপ্যমান্ হ'য়ে ওঠে? পায়ের নিচে শিশিরচূর্ণ

ফেনোজ্জ্বল অম্বুনিধি উদ্বেল ডাক দেয়? কেনই বা আশে পাশে মখমলের মতন ঘাসে-ঢাকা ছোট ছোট ভূমিখণ্ড, অভিরাম বাগান, ফুলের কেয়ারী —সব স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে—এ বিলাস-কুহরিত আলোক-কল্লোলে?

দুদিন আগে এ-সব তার কাছ থেকে দূরে স'রে গিয়েছিল—সত্য। কিন্তু আজ? আবার তাদের চির-চেনা স্নিগ্ধ ডাকটিই তো বিছিয়ে দিয়েছে আবেদন তার চিত্তপটে? ঠিক ওর চিরপরিচিত সুরেই তো জ্ব'লে ওঠে ওর এই নির্জনতা-প্রিয় স্বভাবের স্নিগ্ধ ছায়া-প্রদীপটি, তার আঘ্রাণের তটভূমিতে বিছিয়ে যায় এক অর্দ্ধবিস্মৃত দোয়ালো সুগন্ধ, আঁখি তারকার মধ্যে জেগে ওঠে স্বপ্নদৃষ্টি, পল্লবের উপান্তে নেশার ঘোর। সঙ্গে সঙ্গে পারিসের শ্রীহীন কর্ম্মকোলাহল, গন্ধময় যানবাহন স্রোত, ধোঁয়া, ঘর্ঘর, নিমন্ত্রণাদির দায়িত্ব, বিবেকের দংশন—সব থেকে ওকে মুক্তি দেয় ওর চিরপ্রিয়া প্রকৃতি—ওর দয়িত নীলাকাশ। বাস্তবের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ওর জীবন যেন জ্যামুক্ত ধনুকের মতই হ'য়ে ওঠে ঋজু। কি আরাম! মনে হয় জীবনে শুধু দ্বন্দ্বই নেই, দ্বিধাই নেই, দোটানাই নেই, ক্লান্তিই নেই —শান্তিও আছে, আছে স্বপ্ন; আবেশও আছে, আছে বিহ্বলতা; ঔদার্য্যও আছে, আছে সৌরভ।

এই-ই তো চাই। ছুটিই বড়—দাসত্ব নয়। স্বপ্নই বড়—বাস্তব নয়। আনন্দই বড়—উদ্বেগ নয়। কোথায় সে পিঞ্জরের মধ্যে ব'সে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের পুতুল খেলা খেলছিল এতদিন? কেমন ক'রে জীবনের একটা আংশিক ছেঁড়া দায়িত্ব তার সব অবকাশটুকুকে গ্রাস ক'রে বসেছিল গত কয়মাস ধ'রে? এ কি তার সাজে! সৃষ্টির যতিভঙ্গহীন জ্যোতিঃসমুদ্রে যে ওরই ছন্দে আজও নিত্য গ্রহ ডোবে, তারা নেভে, সূর্য্য ওঠে, ধূমকেতু করে ব্যোম-পরিক্রমা! বেজে ওঠে না ওর রক্তের মধ্যে এ-মুক্তিছন্দের বিপুল বিষাণ? প্রাণের কূলে কূলে অকূলের ঢেউ জেগে ওঠে না তাবই

উত্তরোলে ? আশে পাশে জীবন সীমাহীন সমারোহে পথ দেখায় না তাকে বিশ্বোৎসবের লক্ষ-মুখী মশাল জ্বালিয়ে ? প্রাণনাট্যোৎসবের প্রেক্ষাগৃহে ডাক পড়ে না—তালে তালে সুরে সুরে গানে গানে ? সবাই শুধু তাকে ডাকে—তার কোন্ বিচিত্রসঙ্গীতমুখরা, গৌরব-সলিলোচ্ছলা, বর্ণগন্ধসমুজ্জ্বলা, নেপথ্য-বৈতরণীর মিলনাভিসারে ?

হঠাৎ কী অহেতুক উচ্ছ্বাস এ—বাঁধনহারা টান নিয়ে, নেশা নিয়ে—রক্তে বাজিয়ে মাদল ? প্রেম ? কর্তব্য ? কীর্তির মোহ ? দূর্। এ সবই তো আলেয়া। ডাকে ওকে—বিশ্বভুবন। এমন নিবিড়ভাবে কই এ-ডাক তো সে শোনেনি কখনো আগে ?

আজ অভ্রাম্বনস্তননিনাদী সাগর শ্রুতিপথে ডাকে—অনামা চাঞ্চল্যের পানে।··ছায়াপথ বুকের পঞ্জরে আঘাত ক'রে ডাকে—নিরুদ্দেশ অভিসারে।···নীলিমার বর্ণ বৈভব ডাকে—তার অঝোর ধারায় অবগাহনে। জ্যোতিষ্করাজ্যের মায়াপুরিকারা ডাকে—মাটির পিছুটান ছেড়ে তাদের স্ফুলিঙ্গোৎসবে যোগ দিতে। বালার্কগর্কিত প্রভাতের প্রাণচাঞ্চল্য ডাকে—গতিসমুদ্রে পাল তু'লে দিয়ে উধাও হ'তে। মধ্যাহ্নের রৌদ্রোজ্জ্বল গরিমা ডাকে সেই নাম-না-জানা নেপথ্যের দিকে যেখানে সব আলোর উৎস লুকিয়ে। গোধূলিতে শিঞ্জিত লহরীর বুকে লক্ষমাণিক ঝিকমিক ক'রে ডাকে, কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিত অর্দ্ধচন্দ্র ডাকে, ঊষাগমে বিহগ কাকলি ডাকে, ডাকে ফুল, ডাকে পাতা, ডাকে মঞ্জরী, ডাকে বল্লরী, ডাকে শাখা-প্রশাখা নবোদ্গত কিশলয়—তাদের জন্মোৎসবে জীবনহোলিতে যোগ দিতে।···

সন্ধ্যার অতরাগ নেমে এসেছে আজ ঐ জলধিবক্ষে, জ্যোতিষ্পথে, এ নিস্তব্ধ গ্রামখানির উপরে। সে মন্থরগতিতে বেড়াতে বেড়াতে বহুদূর চ'লে এসেছে আজ—কোলাহলমুখর নীলকে পিছনে ফেলে। এ নিস্তব্ধ

আক্রোশে বালুতটে শয়ান হ'য়ে মাথার উপরে ঐ মণিবিতানের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঐ সিন্ধুর মতনই কি-একটা যেন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। কত কী যে মনে হয়! ঐ রহস্যযবনিকার অন্তরালে কী আছে? রাশি রাশি নিঃশব্দ শূন্যতা—না অসহ জ্যোতির বিরহ-জ্বালামুখী? যাই থাকুক না কেন মনে ওর তৃষ্ণা জাগে ঐ শূন্যের বক্ষ দীর্ণ ক'রে লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর মতন ছুটে বেড়াতে। কেন? কেউ কি জানে? কোনো তৃষ্ণারই কি কোনো দিন জল মিলেছে? ও শুধু ভাবে ধূমকেতুরা কোন্ খেয়ায় পাড়ি দেয়—কোন্ অজানা মহাসৈকতের পানে? কত নক্ষত্রের আলো আজও আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি! এ-পথহারা রশ্মিগুলি চলবে আরও কতদিন?—কোন্ দূরভিসারে? কত চিন্তাবেগ যে আজ থেকে থেকে জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে ওর মনের চাঁদোয়ায় —ঐ গগনবিতানে হীরা, মোতি, পান্না, চুনি জ্ব'লে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

হঠাৎ একটা অননুভূত-পূর্ব্ব অনুভূতি বিরাট মূর্ত্তি ধরে ওর হৃদয়ের উপকূলে। সে-অনুভূতি কি ও ভুলবে কোনো দিন?

পরে তার জীবনে এ-ক্ষণের স্মৃতিটি ছিল অক্ষয় হ'য়ে—চিরদিন। ছবিটির পরিবেশের একটি রেখাও বিলুপ্ত হয়নি কালের বিস্মৃতিহস্তাবলেপে।...

পায়ের নিচে সমাপ্তিহীন কলরোল ছন্দিত পদক্ষেপে ঢেউ তু'লে যেয়ে আসে যায়। মাথার ওপরে সারবন্দী ক'রে ফস্ফরেসেণ্ট নীলাভ দীপ্তি বিস্ফুরিত। যেন শ্রেণীবদ্ধ উর্ম্মিবালারা সন্ধ্যা দিতে শাঁখ বাজিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে আসে, ছুটে—পাছে সন্ধ্যা যায় উত্তীর্ণ হ'য়ে। সাঁঝের ধূসরিমা ধীরে ধীরে নিশীথিনীর কালো রূপে যায় ডুবে। হাওয়া প'ড়ে যায়। তারার আলোয় বালুরাশি অস্পষ্ট দ্যুতিতে চকচক্ করে...তরুশির কেমন যেন স্বপ্নঘেরা!...দূরে যানবাহন পথিকের শব্দ মন্দ্র...মন্দ্রতর—ক্রমে স্তব্ধ হ'য়ে আসে। কেবল পায়ের কাছে সাগর-গর্জ্জনের চাপা উচ্ছ্বাসের

মূর্চ্ছনায় ঊর্মিবীথিকারা লুটিয়ে পৃথ্বীর বিরহ জায়গায়। আর ঊর্দ্ধে পুঞ্জীভূত নিথর নিস্তব্ধতা—স্বচ্ছ বিগলিত বিস্ফারিত নৈঃশব্দ্য। শুধু ও আর নিখিল মুখোমুখি চেয়ে।…

হঠাৎ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি ওঠে জেগে! এতদিন সীমাহীন আকাশের কথা, জ্যোতির্মণ্ডলের অসহতার কথা, সময়ের অশ্রান্ত গতির কথা ভাবতে ওর কেবলই নিজেকে মনে হয়েছে ঠিক তেমনিই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর—যেমন অকিঞ্চিৎকর বজ্রপাতের পাশে ঝরাপাতার স্বনন। কিন্তু আজ অকস্মাৎ ওর মনে হয় যেন ওর মতন তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বামনেরও ত্রিপাদে জলস্থল অন্তরীক্ষ নীরন্ধ্র হ'য়ে বুঁজে গেছে—কোথাও নেই আর তিল-ধারণের স্থান। মনে হয়: এ অনন্ত শূন্যের বিশাল নীরবতার মাঝখানে একা ও-ই আছে—বিশ্ব ব্যেপে, যেন লক্ষ সৌরজগতের অসহ জ্বালা, কোটি গ্রহতারার অভাবনীয় বেগ, অর্ব্বুদ নীহারিকার অনন্তমেয় আয়তন কিছুই পায় না ওর নাগাল। অখিল সৃষ্টি যেন সসম্ভ্রমে ওকেই করছে প্রদক্ষিণ—জীবজগৎ গাইছে ওরই বন্দনা—স্পন্দিত মৌনতা করছে ওরই মূর্ত্তির ধ্যান!…ওর রোমে রোমে সে কী বিস্মিত আতঙ্ক ওঠে জেগে!… কী কম্পিত প্রণতি! কে ও?…স্বদেশ—বিদেশ? নীতি—কর্ত্তব্য? আনা—সন্ধ্যা? মসিয়ে বেনার—প্রেমের সমস্যা? দূর্—ও সব তো ছায়াবাজি—বাজুকরের খধুপ—বাজীকরের পুতুল নাচ—এই আছে এই নেই!…আছে কেবল ওর মধ্যেকার এক অনাদি অশেষ অনন্ত অতিকায় সত্তা! উদাত্ত সামস্তোত্র জেগে ওঠে ওর চেতনার অণুতে অণুতে! অবর্ণ্য বর্ণে জেগে ওঠে এক বিপুল সম্ভ্রম তার চিত্ততলে! বর্ণবিহ্বল নভঃস্পর্শী সৃষ্টিকল্লোল শিহরিত উচ্ছ্বাসে যে সত্তার স্তবগান করছে তার সামনে ওর নিজেরই মাথা আসে নুয়ে—এক অচিন পরিচয়ে। পরিচয়—কার? তার নিজের?…

চিঠির সান্ত্বনা !

কিন্তু হায়, এ উর্দ্ধগ স্বপ্নকে ও ধ'রে রাখতে পারে কই ? ও ধধূপের মতন ওঠে সত্য—কিন্তু নামেও যে সেই গতিতে ! যখন ওঠে তখন মনে হয় বটে যে, উর্দ্ধগতির ওর বুঝি আর অবসান নেই। কিন্তু বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ সব নভোবিহারকেই করে ধূলিসাৎ। উষার আগমনী গানে উৎসব-শঙ্খ যখন বেজে ওঠে তখন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে জাগে অমরীর প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রদোষের বিসর্জনীতে প্রতিমা হয় ম্লান—বিরহী ভক্ত শূন্য মণ্ডপে আসে ফিরে। এম্‌নিই দোলা—মানব-মনের !···

স্বপনও আসে নেমে। আর নামামাত্র বিপুল স্বপ্নচারণকে মনে হয় ওর কাবাকুয়াশা—ভাববিলাস ; উদগ্র বাস্তবের লক্ষ দাবি তার তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিকে ইন্দ্রজালকে ঝাপ্‌সা ক'রে তোলে। ও আবিষ্কার করে যে শুধু স্বভাবে, শুধু প্রকৃতিতে ওর মন ভরে না—সাহচর্য্যও যে চাই ; অথণ্ড অবসরে ও চিরদিন পাল তু'লে দিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করতে পারে না—মাঝে মাঝে মাটির নোঙরও দরকার ; কল্পনার ধূমকেতু হ'য়ে চললেই চলে না—কর্ম্মের বাঁধনও অপরিহার্য্য।

সঙ্গে সঙ্গে আসে অতৃপ্তি। মনে প'ড়ে যায় আনার কথা। সে কী করছে ? কী ভাবছে ? চিঠি লেখেনা কেন ? রাগ করল নাকি ? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ! যদি করেই তবে তাকে দোষ দেবেই বা সে কোন্ মুখে ? অথচ তবু মনের কোণে কোথায় যে বেঁধে !······একলা এ-ঐশ্বর্য্যবিলাসের মধ্যে এ-ভাবালুতার দুগ্ধফেন-শয্যায় এপাশ-ওপাশ ক'রে কি আশ মেটে ?······মনে প্রশ্ন জাগে হয়তো আনা তার স্যাঁৎসেঁতে বোর্ডিং হাউসে ফিরে গেছে। সে গরবিনী—অভিমানিনী—প্রসিয়ে বেনারেস অতিথি হ'য়ে বেশি দিন থাকবে না কখনই।······ আহা !······ কেন তার এ দৈন্য ?······কেন ·····

কিন্তু না·····এ কী সব চিন্তা? সে না প্রতিজ্ঞা করেছে আনার চিন্তাকেও প্রশ্রয় দেবে না? যেখানে পথ পেছল সেখানে পা বাড়ানোর কল্পনায়ও বিপদ্ যে!·····

কিন্তু দিন যে কাটে না আর? হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে সন্ধ্যাকে গত মেলে লেখা হয়নি এক ছত্রও। মনে অনুতাপ জাগে। আরও রাগ হয় নিজের 'পরে। এ-মেলে সে এমন চিঠিই লিখবে!·····চিঠি লিখতে ব'সেই তার এত ভালো লাগে। বোম্বে সঙ্গের ও কতখানি কাঙাল! মনের দোলা সঙ্গে সঙ্গে যায় কেটে—চিঠির আবছে ভেসে ওঠে সন্ধ্যার মূর্ত্তি—এত অপরূপ হ'য়ে!···অবসাদ যায় কেটে। জাগে ওষ্ঠপ্রান্তে রহস্যচ্ছন্দ। হঠাৎ কলমও চলে তো বেশ! রোসো, কাব্যময়ীর সঙ্গে কাব্যই যে চাই:

"অয়ি ব্যঙ্গভ্রুভঙ্গিনি!
তর্জ্জন-রঙ্গিনি!
লাস্যতরঙ্গিণি
দর্পময়ি!
অয়ি সন্ধ্যারূপোজ্জ্বলে!
মুনিমনচঞ্চলে!
তরুণেরে শৃঙ্খলে
বন্ধি' জয়ী!
যদি সপ্ত দিবস তোমা
বিস্মরি' ছিনু রমা
অতীতে করি' ক্ষমা
মহিমা লভ';

জেনো তব মালা গলে যার
বেড়িয়াছে নাহি তার
নিষ্কৃতি—শুধু সার
পতি-গরব !

যদি ক্ষণতরে পায় ছাড়া
হবে না সে নীড়হারা
ফিরিতেই হবে কারা-
মাঝে—আহা সই,

শোনো প্রেমে তব কারা কভু
পারি কি বলিতে ? প্রভু !
নাহি যদি বোঝো তবু—
ডুবিব অথই ।"

লিখে চলে : "হঠাৎ চ'লে এসেছি দীসে। কেন ? শুনে হবে কী ? তার চেয়ে শোনো না কেন—গত সপ্তাহটা আমার কি রকম বহুরূপী ছন্দে কেটেছে ?"

লিখে যখন তার নানা অনুভূতির বেশ একটা বিশদ বর্ণনা দিল সোচ্ছ্বাসে।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সদুঃখে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে অন্ততঃ আমার মনটা আজকাল কেমন যেন বেশি ক'রেই দোলায়মান। এর কোনো পাত্তাই ঠিক্ ক'রে পাচ্ছি না। আমি কী চাই ? আর্ট, না যশ, না প্রেম" এখানে হঠাৎ থেমে "প্রেম" কথাটা মুছে লিখল— "না লোকসঙ্গ, না আত্মজ্ঞা, না স্বপ্ন, না কী ? কোনো এক মুহূর্তে যা চাই পরমুহূর্তে দেখি ঠিক্ তা চাই না। আজকের শরৎ-নীলিমা কালকের

হেমন্ত-কুয়াশায় হ'য়ে যায় ঝাপসা ; এ-মুহূর্তের শীত-জড়তা পরের মুহূর্তেই বসন্তোৎসবে ওঠে হেসে।

"কিন্তু এ-সব বাজে গবেষণা থাক্ এখন।—তোমার শেষ চিঠিটির একটি প্রশ্নের বা ব্যঙ্গের উত্তর দেই—যথাসাধ্য।"

লিখে একটু থেমে ভাবল। একবার একটু মাথা নাড়ল সন্দিগ্ধভাবে। পরে হঠাৎ কি ভেবে দৃঢ়ভাবে কলম ধ'রে লিখে চলল :

"মানে—তোমার মডেল-বিভীষিকা। ওকে তুমি বিভীষিকারই বর্ণে ই এঁকেছ। এবং সে-ভয়েরও যে কারণ ঘটেছে তা-ও আমি ইতিপূর্বে অকপটে তোমার কর্ণকুহরে কুহস্বরে করেছি নিবেদন।

"কিন্তু মাভৈঃ প্রোষিতভর্তৃকে! সে আজ তোমার চেয়েও দূরে। কারণ তুমি রয়েছ শুধু দেশের ব্যবধানে, সে তার উপরে জন্মের ব্যবধানে। তার কথা সত্যি আজকাল এত কম মনে হয়!"

হঠাৎ স্বপন থামল : Protesting too much ?…দূর্। পরক্ষণেই দৃঢ়ভাবে কলম ধ'রে লিখল :

"অবশ্য কখনো ওর কথা মনে হয় না বললে সত্যের অপলাপ হবে। খুবই মনে হয়। বিশেষতঃ তার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে কোনো কোনো সময়ে এমনও মনে হয় যে, ঠিক্ এ সময়ে ওকে এতটা নিঃসঙ্গভাবে ফেলে আসাটা"—থেমে এ লাইনটা মুছে লিখল : "ঠিক্ এ-সময়ে ও না জানি কতই নিঃসঙ্গ! কখনো বা মনে প্রশ্ন জাগে কোন্ দিকে ওর জীবনের মোড় বেঁকবে! আবার এক এক সময়ে আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে —কোন্ আলেয়ার ঝোঁকে ও পাতা-সংসার এমন ক'রে পায়ে ঠেলে এল?"

থেমে এ-কয়টা লাইন প'ড়ে দেখল ফের। পরে সন্দিগ্ধ মুখে লিখে চলল :

"কিন্তু এতে 'শঙ্কাকুলা হোয়ো না বিহবলে!' এ-সব অতি আলগা ভাবেই মনে আসে আজকাল।

"তবে সুসবদ্ধ ভাবে মনে আসে কার কথা জানো?—তোমার। আর কি ভাবে শুনবে? তোমার উড্ডীয়মানা মূর্ত্তি। আশ্চর্য্য না? হঠাৎ থেকে থেকে কেন যে মনে হয় তুমি হঠাৎ একদিন সুন্দর প্রভাতে পরীর মতন উড়ে আসবে—তা কে জানে? মেটারলিঙ্কের L' Hôte Inconnu (অচেনা) ব'লে একটা বই সেদিন পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছে ভারি একটা হাসির কথা। শেষটায় বোধ হয় ক্ষেপেই গেল। লেখে কি জানো?—যে অনেক অসম্ভাব্য চিত্রও—যা পরে ঘটবে—কল্পনায় আসে সব-আগে। যদি তিনি জানতেন আমার কল্পনায় জাগছে আজ নিত্যানন্দ সেন হিন্দু-মুকুটমণির পুত্রবধূর উড়ে নীসে আসার কথা—তা হ'লে? তাঁর মুখ চূণ হ'য়ে যেত না কি? তবু আমার চিত্তে জাগে ছন্দোবন্ধে—

বৈদ্যকুল-সম্ভবা
অসম্ভব-গৌরবা
পরীর রূপে মেলি' যুগল পাখা।
আসিবে উড়ি' নন্দিতা
বিরহী-পতি-বন্দিতা
বিস্মু'য়ে—তারে যাবে না ধ'রে রাখা।

ইতি দুর্দ্ধর্ষ কল্পনাকুণ্ডলী তোমার স্বপ্নাঙ্গন।"

দিন যে যায় না কী করি?

আরও দুদিন যখন এলিয়ে এলিয়ে দিন কাটাল। কিন্তু কাঁহাতক মানুষ এ-ভাবে কাটায় হোটেলের খাঁচায়!

হোটেলটি খাঁচা বৈ কি। বিশেষ ক'রে এই বিরাট মেট্রোপো। ও একবার সুইজর্লণ্ডে লসানে গিয়েছিল বেড়াতে। একটি ছোট্ট হোটেলে ছিল। বড় ভালো লেগেছিল। সে-হোটেলটির একটা মেজাজ ছিল, একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এ-রকম দু-একটা হোটেল তার কদাচ চোখে পড়েছে বটে। কিন্তু বড় হোটেলের মধ্যে কক্খনো পড়েনি। ভুলেও না। সব বড় হোটেলই হুবহু এক। যেন বিধাতা সব কিছুর জন্তে আলাদা ছাঁচ ক'রে শেষটায় বিরক্ত হ'য়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে অবিকল এক ছাঁচে ফেলে একই ধরণের অজস্র চীজ গ'ড়ে তোলার মার্কিনী প্রতিভাও তাঁর আছে। আর এ-ধরণের বড় হোটেলেও আসে কি বেছে বেছে রাজ্যের অখাস্ত লোক! মাগো মা! এত রকমের বপুও কি একই চিড়িয়াখানায় মেলে—আপ্না থেকে! চাল্‌নিতে ছেঁকে যেমন আটক পড়ে মোটা মোটা দানা—বড় হোটেলের বিজ্ঞাপনের জালেও কি তেমনি ধরা পড়ে যত বিপুলকার ও বিপুলকায়া? বুঝি একহারা দোহারার দল এ জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যান—অটোম্যাটিক ছন্দে? ছাই একটা তরুণ মুখই চোখে পড়্—একটা স্বপ্ন-ছোঁওয়া পেলব ভোম, একটা আবেশভরা গালিমা সোম, একটা তন্বী তনিমা বোম! তা না—

ও অবাক্ হ'য়ে ভাবে—কেন আজ দশ-বারোদিন এখানে রয়েছে? কী আকর্ষণে? সঙ্গে সঙ্গে ওর পারিসের ফ্ল্যাটটি ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। কী চমৎকার সে ষ্টুডিয়োটি! শহরের একপ্রান্তে। আর মনে পড়ে ওর সুদর্শনা পরিচারিকাটির কথা। কি মিষ্টি স্বভাব! ছাই এ হোটেলে কেউ কি ওর হুকুম-তামিল ছাড়া একটুকু ঔৎসুক্য বোধ করে আর-কিছুর জন্তে! কিন্তু পারিসে তার সুবেশা পরিচারিকাটি সত্যি ওকে কী যত্ন-ই না করত! ও ফিরে এলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করত, কোনো কিছু জিনিষ দরকার হ'লে জোর ক'রে কেনাত—কত কী

ছোটখাটো দৃষ্টি ছিল তার। আহা! মনটা ওর আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। তাকে সত্যি তার চাকরাণী মনেই হ'ত না এমন মিষ্টি তার কথা—সুন্দর তার ব্যবহার—সংযত তার আত্মীয়তা। কেন মরতে এল এই স্ফীতকায়, ক্যাকালে, কোলাহলময় বিদেশীদের প্রদর্শনীতে? আর না, তিন-চার দিন বাদেই ফিরবে।

ভাবতেও আনন্দ!...পারিসের শত আকর্ষণ ভেসে ওঠে মুহূর্তে। মুহূর্তে তার কোলাহল ধোঁয়া দারিদ্র্য কর্ম্মবন্ধন সব যায় ভেসে। বৃদ্ধ বেনোয়কে হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়। কী অপূর্ব্ব চরিত্র! মনে পড়ে তাঁর ব্যঙ্গ—gauloiserie, অশ্লীলতা-প্রীতি, যার নাম শুনলে নীতিবাগীশের মূর্চ্ছা যান। কিন্তু কী হৃদয়গ্রাহী, অনবদ্য, পবিত্র অশ্লীলতা! অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দুই কত দূর তা সে প্রথম উপলব্ধি করে এই বৃদ্ধের সাধুসঙ্গে এসে। মনে পড়ে বৃদ্ধ মুখ টিপে হেসে বলতেন:

"জানো সেন, আমি কাদের জন্যে ভারি দুঃখবোধ করি? সেই হতভাগাদের জন্যে যারা অশ্লীলতাকে ভাবে গ্রাম্যতা—Vulgarité. তোমাদের দেশে শুচিবাইয়ের সেই যে গল্প বলছিলে,—জানবে এ দীর্ঘশ্মশ্রুদের মনেরও ধরেছে সেই রোগ। আর এ-রোগ মনোম্যানিয়াও বাড়া। কারণ মনোম্যানিয়াকরা জানেই না তাদের অসুখ করেছে। শ্লীলতা-ম্যানিয়াকরা জেনেও ভাবে—অসুখটাই তাদের পরম সম্পদ।"

স্বপনকে স্রেফ চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে এ গুরুর পাল্লায় হ'তে হয়েছিল অশ্লীলপন্থী। বৃদ্ধ মাঝে মাঝে সেক্সপীয়রের সনেট পড়তেন, কখনও বা Rabelais-র Gargantua et Pantagruel, কখনো বা বদলেয়ারের Fleurs du Mal, কখনো বা রুসোর Les Confessions, কখনো বা আনাতোল ফ্রাঁসের Rotisserie ed la Reine Pedauque, কখনো বা বাইরণের Don Juan. মোট কথা স্বপনকে শক্ত করা ছিল তাঁর

নিত্যব্রত। বিষম শক্ পেতও সে—প্রথম প্রথম। কিন্তু ক্রমে এ-সবের মধ্যে রস পেতে শিখল। তারপর কত সরস অশ্লীল বই-ই না পড়েছে ও বৃদ্ধকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে। মনে হয়েছে কত সত্যি কথা বলতেন বৃদ্ধ।—যারা এ-রস পায়নি তারা জানে না মিথ্যা কুসংস্কারে মানুষ কতখানি সুস্বাদু রস থেকে বঞ্চিত থাকে—অকারণ। কিরবে ও তাঁর কাছে।

কিন্তু কোনোমতেই ও নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না এই সত্যটি যে বস্তুতঃ তার প্যারিসে ফিরে যাবার ইচ্ছার পিছনে যে রয়েছে সে তার পরিচারিকাও নয়, তার ফ্ল্যাটও নয়, বৃদ্ধ বেনারের সুস্বাদু অশ্লীলতাও নয়। সে হচ্ছে—কিন্তু সে সজোরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।···কক্ষনো না···

এক ধরণের চিন্তা আছে, তাকে যতই অর্দ্ধচন্দ্র দাও ততই সে আসে ফিরে। পুরুভুজের মতন যতই কাটো ততই সে নতুন আর-একটা চিন্তা-কীটের দেয় জন্ম। ওর তারি আক্ষেপ হয় সন্ধ্যা পাশে নেই ব'লে। কী অস্বস্তির মাঝখানে সে তাকে ফেলে দিল বলো দেখি একলা! কে-ই বা এ রক্তরক্তকপোলা, নীলহরিৎনয়না, আবেশ-প্রজায়িনী কামিনী? কাছে থেকেও কেমন যেন শান্তি নেই, দূরে গেলেও খালি খালি!···

হায়, কোথায় গেল তার কদিন আগেকার মুক্তি—উল্লাস—অতিকায় অনুভূতি! তার ওপরে আর এক নতুন বিপদ! কাল থেকে হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হয়েছে, বেরুতেও পারে না। কোথায় সেই ছায়াপথের পুঞ্জীভূত নীরবতা! কোথায় বা সে প্রকৃতির সামীপ্যের মধু হিল্লোল!

একটা পালকের গদীওয়ালা কোচের মধ্যে প্রায়ই আগ্রীবা নিমজ্জিত হ'য়ে সে ভাবে এইসব ও শোনে পাশের ঘরে বনঝনে নানা রকম যন্ত্রের হল্লা। আর ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার কলঙ্ক—গ্রামোফোন। কী খারাপই যে তার লাগে ঐ যন্ত্রটি! অথচ ধনীদের এই-ই ভালো লাগে।

তবু তাদেরই সভ্য ব'লে নাম! তবু অম্লানবদনে বলি আমরা যে টাকা হ'লে অবসর হ'লে লোকে ভালো জিনিষ বুঝবেই বুঝবে!! বেচারী পণ্ডিত Poincare! কী শিশুর মতন বিশ্বাসই ছিল তাঁর যে—মানুষ খাওয়া-দাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলে প্রকৃতির নানা রহস্য নিয়ে আলোচনা করবে—ধ্যান করবে!

মনটার ভিতর কেমন হু হু ক'রে ওঠে। কোথায় এসেছে ও? কাদের কাছে শিক্ষা পেতে? দেশের টাকা এ-ভাবে অপব্যয় করছে কেন? দেশে কত দুঃখী কত দীন-দরিদ্র উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খেটেও অর্দ্ধাশনে থাকে, আর সে—

স্থির করে: নাঃ, কালই পারিসে ফিরবে—মসিয়ে বেনারের কাছে আর মাসকয়েক ভালো ক'রে চিত্রবিদ্যা শিখেই ফিরবে দেশে। কদিন আগে টলষ্টয়ের জীবনী পড়ছিল। তা'তে এক জায়গায় টলষ্টয় বলেছেন বেশি অবসরের মতন মন্দ জিনিষ আর কিছুই নেই। মানুষ এমন কাষ করবে যে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাবে না—তবেই না সে হবে সার্থক —হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম-ফর্ম্ম নিয়ে মসিয়ে বেনারকে লিখল: "আমি দু-তিন দিনের মধ্যে পারিসে ফিরব—আপনি কি এখন পারিসে? আনা কেমন আছে? তার করবেন। কাজ [illegible] হবে এবার সেন, নেগ্রেস্কো হোটেল, নীস।"

লিখে পকেটে পুরে রাখল। কালই সকালে পাঠিয়ে দেবে। কে ব'য়ে যায়।

মনটা খুসি হ'য়ে ওঠে ওর—তারটি লিখে। রুখে উঠে যা-হয় একটা কিছু ক'রে ফেলা—এই-ই তো জীবন। এই-ই তো পৌরুষ। কেবল অনিশ্চয়ের দোলা! ছি!—হঠাৎ ও চমকে ওঠে। ওর খুব কাছে টেবিলেই ব'সে চাং ও ইসাবেলা।

তরুণ-তরুণী

ওরা দুজন থাকে স্বপনের ঠিক পাশের ঘরে। মাত্র দিন দশেক হ'ল এসেছে। কার না কৌতূহল হয় এ-হেন যোগাযোগ দেখে? মেয়েটি যেমন সুন্দরী তার প্রণয়ীটি কি ঠিক তেমনি কুৎসিত! ওদের কথা হোটেলের কে না জানে? তার শয়নকক্ষের মেড তো প্রায় রোজই ঘর পরিষ্কার করতে করতে ওদের কথা স্বপনকে চুপিচুপি বলে। রোজই কিছু-না-কিছু রোমহর্ষক জনশ্রুতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে প্রায় ওর নিত্যকর্মের মধ্যে। দুদিন খবরের কাগজেও দেখিয়েছিল ওদের নাম। পরিচারিকার উৎসাহ দেখেও আনন্দ হয়। কে বলে: মানুষ পরের কথা ভাবে না? বিশেষত একটু স্ক্যাণ্ডালাস, মানে, মুখরোচক হ'লে? মেয়েটি—ইসাবেলা—মাদ্রিদের বিখ্যাত অভিজাত সেরানো ঘরের মেয়ে। ওদের পরিবার যেমন ধনী তেমনি গর্বী। কেবল স্পেনেই এমন অভ্রভেদী কৌলীন্য-গর্ব এখনো সম্ভব। বাঙালীকেও মানায় তার। ইসাবেলা বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান—বহু স্প্যানিশ হিদালগোই ওর রূপমোহে তন্বীভূত বললেই হয়। (স্বপন মেডকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি অভিধান দেখে জেনে নেয় ওর মানে স্পেনের সুভদ্র) "বর?"—সে কি একটা মসিয়ে? (সবজান্তা মেড হাসে টিপে টিপে) আর শুধু কি হিদালগো মসিয়ে, (মেডের চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে) কত শত রাজা, উজীর, মাতাদোর (অথ পুনশ্চ অভিধান দর্শন—স্পেনে ষাঁড়কে যারা বধ করে ষাঁড়ের লড়াইয়ে), আম্বাসাডর, প্রিমো ডি রিভিয়েরা, কিন্তু হায়! (মেড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে) পুষ্পধন্বার মতি-গতি বিচিত্র। শেষে কিনা মাদ্রিদের বিখ্যাত চিত্রশালায় একটি চৈনিক চিত্রকরকে দেখে

নিজে আলাপ ক'রে মহা উৎসাহে মাদ্‌মোয়াসেল পড়লেন প্রেমে!!! "তারপর?"—তারপর আর কি মসিয়ে—যা হবার তাই—জেনেরাল সেরানো উঠ্‌লেন ক্ষেপে। "ক্ষেপে?"—তা উঠ্‌বেন না মসিয়ে। (মেডের অধর-প্রান্তে অবজ্ঞার কুঞ্চিত হাসি ফুটে ওঠে) অমন মেয়ের ওই ধরণের মর্কট স্বামী!! ওকে মানাত মসিয়ে আপনার সঙ্গে। (যুরোপের কোনো কোনো হোটেল-মেড বেশ একটু রসিকা। কুণ্ঠিত স্বপন তবুও খুসি না হ'য়ে পারে না) "যাক্ যাক্, তারপর?"—তারপর আর কী মসিয়ে? যা হবার তাই। যুদ্ধ—আর কি। একদিকে মেয়ে, অন্যদিকে রাজ্যের হোমরাও-চোমরাওদের ঝাড়কে ঝাড়। জেনেরাল সেরানো মেয়েকে কত বোঝান—কিন্তু শক্ত মেয়ে মসিয়ে। ঐ একরত্তি মেয়ের বুকে সাহস পাহাড় প্রমাণ—জানেন? কত অনুনয় বিনয় সাধ্য-সাধনা তর্জ্জন-গর্জ্জন, কিছুতে না।—মেয়ে বোঝা তো দূরের কথা—এতটুকু মুইলই না।—"তারপর?" স্বপন শুধায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে।—তারপর আর কি মসিয়ে। ঐ যে বললাম—যা হবার তাই। মেয়ে বসলেন বেঁকে। আর বেঁকলেন তো একেবারে ধনুক। শেষে জেনেরাল কোর্টে অবধি গেলেন—এই দেখুন কাগজ।

বাকিটুকু কাগজেই ছিল। কোর্টে জজসাহেব ইসাবেলাকে পিতার কাছে ফিরে যেতে বলাতে ইসাবেলা সেই রাত্রেই পিতার সিন্ধুক ভেঙে তায় মার জড়োয়া গহনা নিয়ে স্পেন ছেড়ে ফ্রান্সে পদার্পণ। মার সম্পত্তি —স্ত্রীধন—উইলে মেয়ের নামেই লেখা। জেনেরাল ধরতেও পারেন না। আর ওছাড়া কোনো চার্জ্জই নেই, সে সাবালিকা। কিন্তু জানবেন মসিয়ে—এ ভালো কথা না। ওই মর্কটটি মাদ্‌মোয়াসেলকে গুণ করেছে—না তুক্—সোর্সলরি—কী বলে যেন? স্বপন শুনে হাসে। হায়রে জগৎ এ-সব ব্যাপারকে এই চোখেই দেখে! মেডের কথা শুনে ও

বিজ্ঞভাবে হাসছে—কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনেরই মনের ভাব কি মোটামুটি এই-ই নয় ?

এ গেল আজ দিন আটেকের কথা। তার পর থেকে স্বপন তার প্রতিবেশী-যুগলকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখত ও নানা ছুতোয় খোঁজ নিত। গত তিন দিন চাং রাত্রে ঘরে ছিল না। মেড তাকে বলে : মাদ্রিদ থেকে লুকিয়ে তার দামী ছবিগুলো আনতে গেছে। স্বপনের কৌতূহল হ'য়ে ওঠে উদ্দীপ্ত। তা হ'লে আলাপ করবে না কি মেয়েটির সঙ্গে ? কিন্তু যদি ও কিছু মনে করে—বিশেষ চাং নেই ব'লে সন্দেহ ক'রে বসে যদি ? নাঃ, কাজ নেই ! বিশেষ যখন বিলিতি কেতা এখনো অবধি তেমন দুরস্ত হ'য়ে ওঠেনি ওর। হয়তো ও যেচে আলাপ করতে গেলে মেয়েটি অপমানিতই বোধ ক'রে বসে বা—বলা যায় না তো। অথচ কি জানি কেন—ওর কেবলই মনে হ'ত যেন মেয়েটি ওর সঙ্গে আলাপ করতে গররাজি নয়। সিঁড়িতে, বাগানে, সার্শি-তে ওদের মাঝে মাঝেই দৃষ্টি-বিনিময় হ'ত। আর স্বপনের মনে হ'ত : যেন মেয়েটির চোখ দুটি তাকে ডাকছে আলাপ করতে। কিন্তু ঐ যে বেরসিক চাং। কি জানি কেন, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে যাবার কথা মনে হ'লেই স্বপনের হৃদয় অকারণ বিরূপ হ'য়ে উঠত চাঙের প্রতি !

আজ সকালে নীসে বিখ্যাত ফুল যুদ্ধ (Bataille des Fleurs) হ'য়ে গেছে রাস্তা দিয়ে। ফুলে ফুলে অপরূপ বিগলনা বরাঙ্গনাদের রাস্তায় সে কী ভিড় ! কতরকম যান-বাহনের শোভাযাত্রা ! ফুলের অতিকায় ঈগল, ফুলের তিমিমাছ, ফুলের দেব, ফুলের দানব, ফুলের গন্ডোলা—সে এক অপূর্ব ব্যাপার !···আশি বছরের বুড় বুড়ীও বেরিয়েছে ঠেলাগাড়ি ক'রে—অপরিচিত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করছে গলাগলি

নাচানাচি হাসিগান—উঃ সে কী হল্লা! চাং আজই সকালে ফিরেছে হোটেলে ও সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে ক'রে দিয়েছে নৃত্য স্থরু। আর আশ্চর্য্য এই যে, কম মেয়েরা তার সঙ্গে নাচেনি। কম ক'রে দশ-বারটি প্রৌঢ়া, তিন-চারটি বৃদ্ধা, পনের-ষোলজন সুন্দরী ও অসুন্দরী তরুণী। অপর দিকে ফুলরাণী ইসাবেলার বেলায়ও তাই: পুরুষের গাঁদি লেগেছে ওর পিছনে। চাং ও ইসাবেলা যেন এ নৃত্য-আসরের রবি শশী। আর কী সুন্দরই নাচে চাং! স্বপন আজ অনেকক্ষণ চাঙের কতরকম নাচ দেখছে ওয়ালট্জ্, ট্যাঙ্গো, চার্লসটন, পোলকা—কত কী! চাং-ও তার দিকে চেয়ে চৈনিকদের মতন অনবদ্য ঢঙেই ক্রমাগত মাথা নুইয়ে হেসেছে। স্বপনের হঠাৎ মনে হ'ল—আজ প্রথম—যে চাঙের হাসি অতি অপরূপ মিষ্টি! সন্ধ্যাকে সে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলত, এক-একটা মুখ আছে হাসি যাদের মানায় না—যেমন তোমাদের ডায়োসিসানের হেডমিষ্ট্রেস মিস্ গ্রিগ্—আবার এক-একটা মুখ আছে যাদের হাসি বিনা দেখায় অসুন্দর—কিন্তু হাসির জ্যোৎস্না পড়তে না পড়তে স্নিগ্ধ অপরূপ হ'য়ে ওঠে: যেমন এই চাং। ওকে কুৎসিত না বলবে কে?—ফাঁক-ফাঁক ছোট চোখ দুটি, সমতল নাক, ফ্যাকাশে পীত রং, ভাববিহীন মুখের, কপালের, দেহের গড়ন। কিন্তু সব [illegible]ই কি তার উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে একটু হাসির ছটাতে! কোরো-র পেন্টিং যেন। পাঙ্কল ডোবার 'পরেও তার তুলিকা-রং পড়তে না পড়তে হ'য়ে ওঠে দীপ্যমান্, অভিরাম। যেন পাণ্ডুর নীরস দিগ্বলয়ের বুকে অনুরাগের একটুখানি পিচকারীতে রঙের নামে ফোয়ারা!···স্বপনের এত ভালো লাগে!···

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা তার মনে ভারি একটা কৌতূহল জাগায়। ব্রহ্মাও। কাল মেড বলছিল মসিয়ে চাং মাদ্রিদে তাঁর ছবিগুলি আনতে

গেছেন—যথা রিস্ক নিয়ে। "রিস্ক কেন?"—রিস্ক কেন! মেজ চোখ কপালে তু'লে বলে: জেনেরাল সেরানো কি সোজা দুর্দান্ত বসিয়ে! মানুষের প্রাণ তাঁর কাছে তেমনি—মাতাদোরদের কাছে যেমন বলদের। শুধু হত্যা না—জীবন্তে পুড়িয়ে মারবেন, কিম্বা চামড়া ছাড়িয়ে।

জেনেরাল সেরানোর প্রতাপের কথা স্বপন কাগজেও পড়েছিল বটে। তাই মনে হয়েছিল কেবলই: এমন কী ছবি—যার জন্যে এ নবীন প্রণয়ী সন্তোলব্ধা রূপবতী প্রণয়িনীকে একলা ফেলেও নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মাদ্রিদে পাড়ি দেয়? দেখতে হবে তো!

আজ বিকেলে চাঙের হাসির মিষ্টতা উপভোগ করার সময়ে মনে হ'ল তার আর-একটা কথা। এ-হাসি শুধু মিষ্টই তো নয়—এর মধ্যে কোথায় শৌর্যের ছোঁওয়া জ্বলছে। হঠাৎ মনে হয় চাঙের মধ্যে শুধু শিল্পানুরাগ নয়—পদার্থও আছে নিশ্চয়। নইলে এ হেন অবস্থায় এত বড় বিপদকে উপেক্ষা করা?

অশ্রদ্ধার ভাবটা ওর মুহূর্তে যায় কেটে। চাঙের মুখের মধ্যে আজ যেন কি-একটা নতুন দীপ্তি তার চোখে পড়ে। ভাবে আশ্চর্য···ছোট্ট একটা ভাবের অঞ্জনে চোখের দৃষ্টি কি এমনিই নিমেষে যায় বদলে?

চাহিবে যারে আসিবে একদিন

এ-হেন ইসাবেলা ও চাং আজ তার এত-কাছের একটা টেবিলে ব'সে। চমকাবে না? প্রথমটা তার মনে হ'ল ওরা বুঝি ভাব করতেই এসেছে। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল দূর—তা কখনো হয়? যদি ভাবই করতে চাইবে তবে সকালে করল না কেন—যখন সে বুলবুলের একটি

শো-ভায়ানের কোনো একটি ফুলের মকর আঁকছিল—নেগ্রেস্কোরে সামনের কাফেতে ব'সে ? ওরা তার আরো কাছে বসেছিল তো তখন। চাং একবার তার স্কেচ্‌টির দিকে উৎসুক দৃষ্টিপাতও করেছিল। না:—ওরা আলাপীর জাতই না। ধরালো একটা পাইপ।

হঠাৎ মনে পড়ল ইসাবেলের কথা। জিজ্ঞাসা করল ইসাবেলের দিকে চেয়ে: "Vous permettez ?" *

মেয়েটি একগাল হেসে এমন সুন্দর অনুমতিজ্ঞাপক ঘাড় নাড়ে! চাং পরিষ্কার ফরাসীতে বলে: "Mais certainement, Monsieur." †

ওদের সস্মিত ঘাড়-নাড়ার ঢংটি স্বপনের এত ভালো লাগে! আর চাঙের কী সুন্দর ফরাসী উচ্চারণ! নিজের উচ্চারণ সম্বন্ধে ক্রমাগত প্রশংসা শুনে শুনে ওর মনের কোণে একটা গর্ব কায়েম হ'য়ে গিয়েছিল: চৈনিকেরা হাজারই কেন না ভালো ছবি আঁকুক ওদের উচ্চারণ অতি অশ্রাব্য—কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি জার্মান। হাঁ—বাঙালী জাতের কাছে ?—ওরা বহুদিন শিখতে পারে। সোজা জাত বাঙালী !!···কিন্তু চাঙের certainement-র র-এর উচ্চারণ শুনেই তার চক্ষুস্থির। শুধু ভালো উচ্চারণ করে না—ঠিক ফরাসীদের মতনই র উচ্চারণ করে—যা সে নিজে কোনোদিন শতচেষ্টায়ও পারেনি।

ও কি-একটা বলতে গিয়েই থেমে যায়। চাং ডেকে পাঠায় তার ভ্যালেটকে। এ কি! চাং তাকে চুপি চুপি কি বলে। সে ঘাড় নেড়ে চ'লে যায় ও প্রায় তৎক্ষণাৎ একটা মরোক্কো-বাঁধাই মস্ত খাতা-মতন কি-একটা এনে দেয়। চাং ধন্যবাদ জানায় অতি মিষ্ট সুরে।

* ধরাতে পারি কি ?

† বাঃ, সে কি কথা ? নিশ্চয় ধরিয়ে।

হঠাৎ স্বপন চমকে ওঠে। চাং বলে: "Puis-je vous montrer quelques—" * ব'লে অ্যালবামটি খোলে সন্তর্পণে।

স্বপন মহা আপ্যায়িত সুরে বলে: "Je serai enchanté Monsieur; vous êtes bien aimable." †

চাং স্কেচ-বইটির একটা পাতা খুলে তার পাশে এসে দাঁড়ায় ও ঝুঁকে দেখিয়ে বলে: "আপনি যে-পুষ্প-মকরের ছবিটি আজ সকালে আঁকছিলেন সেটি ভারি সুন্দর হয়েছিল। আমিও ওটা এঁকেছি—আজ সকালেই। মাফ করবেন আপনার ছবিটি আমি উঁকি মেরে দেখেছি ব'লে। সেইজন্যেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার ছবিটি দেখাতে চাইছি।"

স্বপনের বুকের মধ্যে একটা কবোষ্ণ স্নিগ্ধতা জেগে ওঠে। কি সুন্দর মিষ্টি সরস ফরাসী বলে লোকটি! আর কী মধুর টোন! য়ুরোপের সৌজন্যে ও আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু চৈনিক সৌজন্যে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।—এরই প্রতি কি না এতদিন বিমুখভাব পোষণ করেছে!

—"বসুন না।"

—"Ne vous dérangez pas, je vous prie." ‡ ব'লেই চাং পাশের একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে তার একটু কাছ ঘেঁষেই ব'সে তার স্কেচ-বইটির পাতা উলটোতে করে সুরু।

স্বপন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এ কী ব্যাপার! সে নিজে খুব খারাপ আঁকত না—স্বয়ং মসিয়ে রেনোর ও তার অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ বন্ধু

* আপনাকে কি আমি দেখাতে পারি কয়েকটা—

† আমি অত্যন্ত বাধিত হব যদি দেখান মসিয়ে—আপনার সৌজন্যের সীমা নেই।

‡ ব্যস্ত হবেন না—মিনতি আমার।

তাকে আন্তরিক কঁম্প্রিম'-ই দিয়েছেন—কিন্তু চাঙের পুল-মকরের একটি ঢেউখেলানো রেখা দেখতেই বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, ছবি-আঁকায় সে ওর কাছে শিশু। তার মনের কোণে সম্ভ্রম জেগে উঠল। কুৎসিত! যার প্রাণের বীণায় সাক্ষাৎ শ্বেতভুজা ধরা দিয়েছেন—সে? ওর আঙুলের প্রতি কাঁপনে, রেখার প্রতি টানে এ কী সলীল ছন্দিত তরঙ্গ! এ কী বর্ণবিন্যাস, সৌষ্ঠব ও স্বকীয়তা! এ-বস্তু কি বাঙালীর তুলিতে আসবার? কী? নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ? ওরকম দু-একটা অলোকসামান্য প্রতিভার কথা ছেড়ে দাও। One swallow does not make a summer. চৈনিকদের এ প্রতিভা বংশগত, ঐতিহ্যগত—যেমন জাভার নৃত্য, য়ুরোপের হার্মনি, ভারতের রাগ-সঙ্গীত। ললিত-কলায় ঐতিহ্যের যুগসঞ্চিত অবদানের সঙ্গে পারবে দু-এক পুরুষের সৃষ্টি? ওর মনে প'ড়ে যায় মসিয়ে বেনারের একটা কথা আমেরিকার শিল্প-দৈন্যের সম্পর্কে :—"যঁশের, বিজ্ঞানের ট্রাডিশন দু-এক পুরুষে গ'ড়ে তোলা চলে, কিন্তু আর্টের জন্যে চাই বহু পুরুষের সাধনা—তপস্যা। চাই বনেদি ঘর—নবাবী অবসর। মাটির উপরকার নানা উপাদান দিয়ে বিজ্ঞান ইণ্ডিগোর রং সৃষ্টি করতে পারে—কিন্তু মাটির নিচে কয়লাকে হীরে করতে পৃথিবীর মন্বন্তর যায় কেটে।"

কথাটা স্বপনের মনে লেগেছিল ও প্যারিসে কয়েকটি চৈনিক ও জাপানী চিত্র-প্রদর্শনীতে বার বারই মনে হয়েছিল অকাট্য ব'লে। কিন্তু আজ চাঙের ছবি দেখে সে এ-কথাগুলির মর্ম যে-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করল ইতিপূর্বে কখনো তেমন বেদনায়, তেমন আনন্দে অনুভব করেনি।

ওর মুখের দীপ্ত সম্ভ্রমে অদূরে তরুণী যে খুসি হ'য়ে ওঠে—স্বপন বেশ অনুভব করে। তাকে আরও খুসি করার জন্যেই ও ঈষৎ উচ্চতর সুরে থেকে থেকে নানান্ উল্লাস-সূচক শব্দ করে। প্রতিদানে তার

কপোলে সে ঐ তরুণীর উৎসুক চাহনি অনুভব করে আরও নিবিড় ভাবে।

হঠাৎ তরুণী ব'লে ওঠে : "মসিয়েকে তোমার সেই বাঘের ছবিটা দেখাও না চাই-চাই।"

চাং বলে : "কিন্তু সেটা তো এটাতে নেই। সেটা আছে সেই গোল স্কেচ-বইটাতে—যেটা আজ মাদ্রিদ থেকে নিয়ে এসেছি।"

তরুণী টপ ক'রে লাফিয়ে উঠে বলে : "আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।" ব'লেই প্রায় দশ বছরের মেয়ের মতন দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটি স্থূলোদর কোটিপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার আন্দোলিত দেহলতার দিকে ক্ষুধার্তের মতন থাকে চেয়ে।

আলাপ !

একটা গোল টেবিলের তিন দিকে বেশ জুৎ ক'রে বসল ওরা ত্রয়ী। ইসাবেলা উৎসাহে একেবারে চার-পাঁচটা রকমারি স্কেচ-বই এনে হাজির। স্বপন এর আগে কখনো এ রকম গোল, ডিম্বাকৃতি, পত্রোলাকৃতি স্কেচ-বই দেখেনি। ইসাবেলা সগর্বে বলে : "এ-ধরণের আকৃতির কল্পনা ওর মাথা থেকে বেরোয়নি কিন্তু।"

চাং মধুর হেসে বলে : "সত্যি মসিয়ে, কল্পিতে ওঁদের কাছে আমরা এখনও বহুকাল শিখতে পারি।"

ইসাবেলা খুশি-আরক্তমুখে হেসে বলে : "যা—ও।"

স্বপন হাসিমুখে বলে : "কিন্তু এ কম্প্লিমেন্ট নয়—সত্যিই মসিয়ের ছবি আপনার উদ্ভাবিত এ-ধরণের স্কেচ-বুকে এমন নতুন লাগছে—"

ইসাবেলা আরও ললিতস্বরে বলে : "এই দেখুন। সেই বাঘ।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। প্যারিসের নানা জাপানী ও চীনা প্রদর্শনীতে সে ওদের পটচিত্রণে অপূর্ব কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এ যে—এ যে—তার মনের কথা মনেই র'য়ে যায়। মুখে অস্ফুটে শুধু বলে: "C'est inouï!" *

চাঙের মুখ হাসিতে ভ'রে গেল। প্রশংসায় খুসি—এ যে বিশ্বজনীন! ...স্বপন ভরসা পায় বৈ কি। হঠাৎ চাঙের সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। এবার সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কী অপূর্ব কোমল দৃষ্টি! ইসাবেলা কেন ঘর ছেড়েছে একটু পরিষ্কার হ'য়ে আসে।

চাং বলে: "আমরা কিন্তু ঠিক যা দেখি তা আঁকি না মসিয়ে। এমন কি অনেক সময়ে বাস্তব অনুকৃতির ধার দিয়েও ঘেঁষি না। আর্ট যে নেচারকে অনুসরণ করবেই এ-কথা চীন দেশের চিত্রকরেরা একদম মানে না। আপনার হয়তো—"

স্বপন খুসি হ'য়ে বলে: "না না আমরাও যে ঐ দলের—জানেন না? হাল আমলের ভারতীয় চিত্রকলা কি কখনোই দেখেননি কোনো প্রদর্শনীতে? কিম্বা বৃটিশ ম্যুসিয়ামে রাজপুত মোগল পেন্টিং, বা অজন্তার কোনো কোনো কপি—ফ্রেস্কো?"

চাং ঘাড় নেড়ে জানায়—না। ইসাবেলা বলে: "আমি দেখেছি: রাজপুত পেন্টিং।" ব'লে চাঙের দিকে চেয়ে বলে: "তোমায় তো ওদের রঙের বাহারের কথা কতবার বলেছি।"

চাং বলে: "হ্যাঁ। আর আমি বিনিয়ন, কুমারস্বামী ও গাঙ্গুলির প্রবন্ধে পড়েছি কিছু কিছু ওর বিষয়ে। কিন্তু ভারি লজ্জিত যে, আপনাদের চিত্রকলা দেখবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি।"

* অপূর্ব!

স্বপন বলে : "তাঁকে কি—এবার দেখবেন—যখন লণ্ডনে যাবেন। অন্তত এ-বিষয়ে যে আমাদের সঙ্গে আপনাদের মেলে তাঁকে একটু খুশি না হ'য়েই পারবেন না, কি বলেন ?"

"—খুশি তো হবারই কথা—বিশেষতঃ এদেশের চিত্রকরদের সঙ্গে মেলামেশার পরে। সত্যি আমি তো ভেবেই পাইনে মশিয়ে যে এদেশে আর্টিস্টরা কেন এটা এমন স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নেন যে, চিত্রকর বা শিল্পী সর্বদা প্রকৃতিকে কপি করতে বাধ্য ? কেন, কি দুঃখে ? আমরা তো বরাবরই বলি কপি হাজার ভালো হোক্ আর্ট হয় না। আর্টের জন্যে চাই উপরি-লাভ এবং সেই লাভটাই হচ্ছে সবার বাড়া লাভ।"

এবার ইসাবেলা কথা কইল : "কিন্তু এখানেও ঠিক্ ও-কথা বলেন না বড় সমঝদারেরা। কালই বদ্‌লেয়ারের Curiosités Esthétiques-এ পড়ছিলাম যে, বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তবেই শিল্পীকে প্রকৃতির মর্মজ্ঞ হ'তে হয় : প্রকৃতির অনুকারক হ'লে তাকে না যায় দেখা, না বোঝা।"

স্বপন উৎসাহিত হ'য়ে বলল : "খুব সত্যি কথা। আমারও এ বার বার মনে হয়েছে। আমার মনে কেবলই জাগে ওয়াগনারের সেই কথাটি যে, আর্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি তো নয়ই—আর্টের আরম্ভ সেখানেই যেখানে জীবনের শেষ।"

চাং ইসাবেলার দিকে চেয়ে বলল : "আমরা কিন্তু এবার পুরোপুরি প্রাচীতে এসে পড়ছি, ইসা।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল : "এদেশের লোক বাস্তবতাকে সর্বেসর্বা ক'রে দাঁড় করাতে না পারলে যেন ক্ষেপে ওঠে, আপনার মনে হয় না ?"

ইসাবেলা কেন্দ্র অনুযোগের সুরে বলল : "না চাং—সবাই না তোমাকে তো কতদিন বলেছি…"

চাং বললে : "না, আমি বলছি না তো যে, তোমাদের দেশে স্বপনী—আদর্শী একেবারেই নেই। আমি শুধু বলছি এখানকার সাধারণ গড়পড়তা শিল্পীদের মূল প্রবণতাটির কথা। এঁদের বড় ভয় পাছে মানুষের পা মাটি ছেড়ে একটু ওঠে।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল : "কিন্তু মসিয়ে এরা কেন এত ভয় পায় বলুন তো? মাটি আমাদের অস্থিমজ্জিতে। তাকে আঁকড়ে থাকার জন্যে এত আপ্রাণ চেষ্টার দরকার আছে কি? পাখীকে উড়তেই প্রাণপণে চেষ্টা করতে হয়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কেবল ঐ এক চেষ্টা : কখন সে আকাশ ছেড়ে মাটিতে লুটোবে।"

স্বপন হেসে বলল : "তা সত্যি। কিন্তু বিড়ম্বনা দেখুন, এত সত্ত্বেও এয়ারোপ্লেন আবিষ্কৃত হ'ল এখানেই—আপনাদের দেশেও না, আমাদের দেশেও না।"

ইসাবেলা খুসি-হ'য়ে হাততালি দিয়ে বলল : "বেশ বলেছেন মসিয়ে। চাঙের ঐ এক মহা দোষ। কেবল এদেশকে ছোট করবে।"

চাং আপত্তি করতে যাবে এমন সময়ে পাশের ঘরে শোনা গেল নারীকণ্ঠে গান। ইসাবেলা বলল : "চলো চলো সাল্-র—তর্ক রেখে Dona Graziella Pareto-র গান শুনি গে। স্পেন থেকে আজকের ফুলোৎসবের জন্যে ওঁকে এরা অনেক টাকার মুজরো দিয়ে ডেকে এনেছে। এমন সুন্দর সোপ্রানো! তোমাদের দেশে এমন অপূর্ব গলা মেলে সুন্দরীদের মধ্যে?" গাইবে তো পাঁচটি পর্দায়। মিলবে কোত্থেকে?"

চাং হেসে বলল : "এবার একহাত নিয়েছ ইসা!"

দ্বন্দ্ব

পাশের ঘরে এক কোণে একটা ডাইভ্যানে গিয়ে ওরা বসল। মাঝে স্বপন, দুপাশে দুজন। স্বপনের বুকের মধ্যে এমন একটা তৃপ্তির হিন্দোল ওঠে দুলে!…এমন সকৃতজ্ঞ পুলক!…অঙ্গে অঙ্গে কি একটা বিজলীর ধারা থেকে থেকে শিব্ শিব্ ক'রে ওঠে। আলাপ-পরিচয়ের, স্বতঃ-উৎসারিত-আত্মীয়তার কত বাধাই না মানুষ নিরর্থক কল্পনা ক'রে দুঃখ পায়! কত এটিকেটের ঊর্ণজাল—বৃথা শঙ্কার ব্যারিকেড!…মনে হয় তার: আলো—আলো!

কিন্তু কী বিপদ্। একটা ছায়াও রয়েছে যে আলোর সঙ্গে!… ইসাবেলাকে তার এত ভালো লেগে গেল কেন? আনাকেও তো প্রথমটায় এম্‌নিই ভালো লেগেছিল! হঠাৎ ও নিজের 'পরে অগ্নিশর্মা হ'য়ে ওঠে। এ কী হ'ল তার বলো দেখি? সব তাতেই সন্দিগ্ধমনা—একটা 'কিন্তু'-ভাব। সব কিছুই বিশ্লেষণ—আলোর এ কী ফোকাস্-উৎপাত? সব ছায়াকেই বে-আব্রু করা? কিন্তু মনও গোঁ ধরে। বলে: "তর্জন-গর্জন ক'রে যুগধর্মকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না কি কখনো? মানুষের মন উঠেছে জেগে আর তুমি চাও তাকে ঘুম পাড়াতে?" বেধে যায় তুমুল তর্ক। ও বলে: "কিন্তু ক্রমাগত এই তন্নতন্নপন্থী হ'য়ে ফলটা হচ্ছে কি? আগের যুগে মানুষ জীবনে যে-সহজানন্দ পেত—আজকাল পায় কি? এই মনের ব্রণান্বেষণ—এই ভিষক্‌পন্থা—এই পদে পদে মনের স্নায়ু-ধমনী-পেশী-ব্যবচ্ছেদ—এ চিকিৎসাই যে হ'য়ে দাঁড়াল একটা নতুন ব্যাধি!" তার মন ঘোরতর মাথা নেড়ে বলে: "ও-সব হচ্ছে তোমার এক চিরন্তন অতীত বিলাস। কিন্তু বৃথা অশ্রুপাত বন্ধু, যা যায় তা আর ফেরে না।

অতীতের সরলতা, আর্জব, ঋজুতা গেছে সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে। রুসো, টলস্টয়, গান্ধি যাই বলুন না কেন সে-সব আর ফিরবে না। মানুষ এমন কি রোগমুক্তিও কামনা করে না—যদি ঐ ধরণের মামুলি ওষুধ খেয়ে রোগ সারাতে হয়। অনেক পাঁচনের চেয়ে অসুখও ভালো।"

ভাবতে ভাবতে ও এত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে যে, মাদাম পারেতোর গান ওর কানেই প্রবেশ করে—মরম করে নৈবুজ্য। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে: ইসাবেলা বলছে: "শুনলেন না? আমাদের বিখ্যাত Jose Padilla-র Valencia গাইলেন যে উনি, আর স্পানিশ ভাষায়।" ওর মুখচোখ দিয়ে আনন্দের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে যেন!……

স্বপন একটু অপ্রতিভ সুরে বলল: "Valencia!"

ইসাবেলা ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলল: "কত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে জানেন?" এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার এসে ইসাবেলাকে ব'লে গেল: "Madame, Dona Graziella Pareto va chanter la chanson de votre pays en allemand maintenant." *

চাং বলল: "জার্মানেও ওর অনুবাদ হয়েছে না কি?"

ইসাবেলা আহত সুরে বলল: "তুমি ভাবো কি? শুধু জার্মান? এ-গানটির কত…কত…ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এর জার্মান অনুবাদ করেছেন Beda—ভারি চমৎকার।" ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বলল: "কিন্তু সে ইতিহাস পরে বলব। এখন তো গানটা শুনুন আগে—অন্যমনস্ক না হ'য়ে। মনে রাখবেন ইনি সমস্ত জগতে দেখিয়েছেন স্পেন গানেও কত বড়—Jose Palet, Sammarco, Sarasate-র মতন। ইনি বার্সেলোনায় জ'ন্মে—"

* মাদাম, আপনাদের দেশের স্প্যানিশ গানটি ইনি এবার জার্মান ভাষায় গাইবেন।

ঠিক এই সময়ে স্বপন চম্‌কে উঠল—মাদাম সারেত্তোর হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সপ্তমে Valencia বলার জন্যে। তিনি গাইলেন :

Valencia !

Deine Augen gluh'n und saugen mir die seelen
aus dem Leib ;

Valencia !

Deine Lipper sind die Klippen meines Lepens,
holdes Weib

Valencia ! *

স্বপনের না ভালো লাগল গানের ভাব, না মাদাম সারেত্তোর হু-হু-হু শব্দে তীক্ষ্ণ উৎকট কম্পন—ট্রেমোলো। য়ুরোপে পুরুষের গভীর গলা তবু লাগত ভালো—bass জলদমন্দ্র সুর। মেয়েদের মধ্যে কন্‌ট্রাল্‌টো। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের পর য়ুরোপীয় সোপ্রানো বা টেনর গলার আর্টিফিশিয়াল ট্রেমোলো ও প্রবল কর্কশতা তার পেলব কানের পর্দায় এত আঘাত করত! অবশ্য ও কিছু বলল না। গানের পর গানে হাততালি দিয়ে চলল—অসহায় উল্লাসে।

ইসাবেলার কাছে গানের নানা বিবর্তির সম্বন্ধে ও নানা কথাই শোনে : কেমন ক'রে স্পেনে ধর্মসঙ্গীত থেকে সাংসারিক সঙ্গীতের (villancicos) উদ্ভব হ'ল, কেমন ক'রে বহুসঙ্গীত কিনা প্রেমসঙ্গীত (madrigal) গাওয়া হ'ত, কেমন ক'রে প্রথম গান ভেঙে গাওয়া সুরু হ'ল, খানিকটা নাটুকে-পনার সাথে (tonadillas) কেমন ক'রে তা থেকে কথা-সমেত-নাট্যগীতির আমদানী হ'ল (zarzuela), কেমন ক'রে স্পেনের পুরানো যন্ত্র vihuela-

* দেহ হ'তে মোর প্রাণ টেনে লয় জ্বলে যবে তব নয়ন-আলো :
মনে হয় তব অধর যেন গো জীবনের মোর শিখর, আলো।—

ত্তে চারটির স্থলে পাঁচটি তার জুড়ে guitar-এর সৃষ্টি হ'ল, কেমন ক'রে তার পরে ইতালীয় অপেরা এসে স্পানিশ জাতীয় সঙ্গীতকে প্রায় ডোবাবার উপক্রম করে কিন্তু পারেনি (ভগবানকে ধন্যবাদ !!)···সে কত কী। স্বপন যতটা পারে, মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল—কিন্তু এই সূত্রে যেটা ওর সব চেয়ে ভালো লাগল সেটা তথ্য না···সেটা হচ্ছে ইসাবেলার তরুণ জীবন্ত মনের পরশটি! কী তাজা ওর তরুণ পাপড়িগুলি! মনে হয় কোলরিজের উক্তি ওয়র্ডসওয়র্থের নৈসর্গিক কবিতা সম্বন্ধে: "The dew is on them !"

এম্‌নি ক'রে তাদের প্রথম আলাপ জ'মে ওঠে দেখতে দেখতে। গানের সুর যেন ত্রয়ীর প্রীতির চারধারে একটা অনুকূল পরিমণ্ডল তোলে গ'ড়ে। থেকে থেকে মাদাম পায়েতো গায় ও স্বপনের চিন্তা ছোটে আতাল-পাতাল। গান থামে—আবার বিশ্রম্ভালাপ হয় সুরু। চমৎকার আস্বাদ। দেশে এমন মেলে কই? এ যেন পথিকের পথচলা—দায়িত্বহীন, কর্ত্তব্যমুক্ত, উধাও। যখন যে-প্রসঙ্গের পান্থনিবাসে ইচ্ছে খানিক বিশ্রাম—আবার যখন ইচ্ছে বিদায়-নেওয়া। যেখানে ইচ্ছে তর্কজাল গড়ে ওঠে—অকারণ, আবার যেখানে ইচ্ছে হাল্‌কা-হাসির-হাওয়ায় সব উর্ণজাল যায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে—সমান অকারণ। বিদেশের প্রতি বাঁকে এই যে নানা সূত্রে দেখা মেলে আকস্মিক bonne camaraderie—এর মূল্য যাচাই করবে মানুষ কী দিয়ে? জীবনের কত সুরভিত স্মৃতি তার বিজড়িত হ'য়ে আছে এই দায়িত্বহীন হাল্‌কা সুরের উড়ে-আসা টুক্‌রোগুলির সঙ্গে! ও স্বভাব-তার্কিক বটে—কিন্তু স্বভাব-রসিকও যে সঙ্গে সঙ্গে। অনেকদিনের পুঞ্জিত নৈঃশব্দ্য আজ এ কাকলিময়ী তরুণীর কলনাদে কোথায় যে যায় ধুয়ে মুছে—ভেসে! ··

আর কী বিচিত্র সে কাকলি! কত রকম তার সুর—মিড়, গমক!

স্পেনের আজও সেকেলে মতিগতি, জার্মানির অত্যাধুনিক ডিসিপ্লিন, ফরাসীর রসিকতা, জাপানের শামুরাই, চীনের 'ঘি ও কি' (শিব-শক্তিবাদ), মেয়েদের ছোট পা (চাঙের উত্তর—য়ুরোপীয়াদেরও তো ছোট কোমর), য়ুরোপের হোটেল-খাঁচা, শ্বেতাঙ্গিনীদের স্বাধীনতা, ভারতের ভাত্নবতী, রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিস্‌ম্‌, গান্ধির চরকা-সূতা (স্বপনের উত্তর—'কেন টলষ্টয়?' এ নিয়ে তুমুল তর্কও), চাঙের স্কলারশিপ পেয়ে য়ুরোপের চিত্রবিদ্যা থেকে নতুন আইডিয়া নিতে আসা, মসিয়ে রেনোয়ারের কাছে করেকমাস শিক্ষানবিশি, পরে তাঁর উপদেশে স্পেনে যাত্রা, সেখানে কেমন ক'রে ওদের দুজনের আলাপ হ'ল তার আধা-সপ্রতিভ আধা-অপ্রতিভ সস্মিত আলোচনা—এমন-কি দু-একবার একটু আদি-রসাত্মক রহস্য-পরিহাসেরও কাছ ঘেঁষে যাওয়া—উঃ বহুদিনের নিরুদ্ধ বাঙ্ময়-গৈরিকস্রাব যেন ফিন্‌কি দিয়ে উছ্‌লে পড়তে থাকে। যেন ওরা তিনজন পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পেতেই এ-হোটেলে এ-অসম্ভব যোগাযোগটি গ'ড়ে উঠেছিল—এই আলাপেরই জন্যে। স্বপন অবাক্ হ'য়ে ভাবে—'মিরাক্লের যুগ' চিরদিনের মতন গত কে বলে? ভাবতে গেলে প্রতি অসম্ভাব্য যোগাযোগই তো একটা মিরাক্ল! আর এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি আত্মীয়তা? এর চেয়ে মিরাক্ল আর কী হ'তে পারে—একটু ভেবে দেখতে গেলে?…

ঘনিষ্ঠতর

গান শেষ হ'ল। ফের নাচ হয় সুরু। ইসাবেলা চাং-কে বলল: "চলো, একটা কোনো নির্জন ঘরে গিয়ে ব'সে গল্প করি।"

কিন্তু এখন নির্জন ঘর মেলে কোথায়? শেষটা লাইব্রেরীতে।

চাং কথায় কথায় বলল যে, ওরা এখনো কিছুদিন দ্বীপে থাকবে। কতদিন—জানে না কিন্তু।

স্বপন বলল তারও কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এমন একলা লাগছে—"অথচ এমন কাউকে দেখি না যে ভাব করতে ইচ্ছে যায়।"

ইসাবেলা সকৌতুকে টপ ক'রে বলল : "আপনি যে-স্পাইবক্স মসিয়ে, কারুর সঙ্গে ভাব হবে কোত্থেকে বলুন ?"

স্বপন বিপন্নমুখে : "আমি কিছু ভেবে—" বলতেই চাং বাধা দিয়ে বলল : "ইসা, দুমদাম ক'রে কী যে বলো যখন তখন—"

স্বপন বলল : "না না মসিয়ে, উনি সত্যিই বলেছেন। কিন্তু কি জানেন ? এ-কথাটা বলতে আমি সাহস পাই কেমন ক'রে বলুন যে, ওঁর সঙ্গে আলাপ করার আমার ইচ্ছে—"

ইসাবেলা হেসে বলল : "এ-কথাটা বলবার সাহস না-হয় নাই পেলেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আলাপ করবার সদিচ্ছাটিকেও এতখানি দুঃসাহস ঠেকল কেন ? দেখছিলেন তো আমরাও কত একলা।"

স্বপন হেসে বলল : "জানেন তো ইংরাজীতে বলে রোমান্টিকদের ক্ষেত্রে Two is company three is none !"

ইসাবেলা চাঙের মুখের দিকে তাকাতেই সে ওকে স্প্যানিশ ভাষায় মানেটা বুঝিয়ে দিল—তেমনিই দ্রুতভাবে। স্বপনের মনে সম্ভ্রম জেগে উঠল। চাং কটা ভাষা জানে ? চৈনিক জাতি—নানা ভাষাবিৎ! এ যে যেন একটা মিরাক্ল !

ইসাবেলার গণ্ডে উষার রক্তিমা দেখা দিল : "কিন্তু মানুষ হাজারই রোমান্টিক হোক্ না কেন—দিনের পর দিন দুটি মানুষ পরস্পরের কর্ণকুহরে কূজন ক'রে মশ্গুল হ'য়ে থাকতে পারে না কি ? আপনাদের দেশের যোগি-যোগিনীরা পারে হয়তো—জানি না। কিন্তু য়ুরোপীয়েরা

হ'ল সর্বাত্তি বাদী, তারা পারে কই? তাই হয়তো এত স্পর্ধা আপনাদের আমাদের সঙ্গে তাল করতে।"

স্বপন বলল: "মানে?"

ইসাবেলা বলল: "চাং প্রায়ই বলে ওকাকুরা বলেছেন এশিয়া নাকি এক। ওর দেখেছি কি না অদ্বৈতবাদ প্রীতি। তাই হয়তো আপনার মনেও আমাদের সম্বন্ধে চাং-বেচারীদের মতন একটা ভয় আছে বা?"

চাং হেসে বলল: "চাং-বেচারীরা ভয় পেত না যদি তোমরা সত্যিকার সর্বাত্তিবাদিনী হ'তে। কিন্তু তোমরা তো তা নও—তোমরা হচ্ছ আসলে বহুবাদিনী। কাজেই তোমাদের নিয়ে ঘর-করাটা—আমাদের মতন, মানে, প্রাচ্য দেশীয়দের—"

ইসাবেলা তার হাতে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে বলল: "আ—হা—রে। যেন আসলে ওকাকুরার কথাটা সত্যি। যেন সব প্রাচ্য-দেশীয়েরাই একনিষ্ঠতার পূজারী। যেন এশিয়ার মতন অতবড় দেশে কোনো একটা সার্বজনীন প্রবণতা আছে। ও আমার জানা আছে গো জানা আছে। য়ুরোপিনীদের বদনাম রটে গেছে এই যা। নইলে আসলে নানা ফুলের সৌরভ যে এশিয়াবাসী বা চৈনিকরা চায় না তা'তো মনে হয় না। ওয়েস্টারমার্কের 'বিবাহের ইতিহাস' স্পেনের তরুণীরাও কেউ কেউ পড়ে মনে রেখো। এবং তা'তে ভারত ও চীন-দেশের সম্বন্ধে অনেক কথাই ফাঁস ক'রে দিয়েছেন তিনি।"

স্বপন ও চাং দুজনেই হেসে ওঠে। স্বপনের ভারি ভালো লাগে। কী সুন্দর খোলাখুলি কথাবার্তা!...

সে একটু বেশি দীপ্তকণ্ঠেই বলে এবার: "এ-কথায় আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত মাদ্‌মোয়াসেল। কারণ আমারও মনে হয় যে মানুষ সব দেশেই বৈচিত্র্যলুব্ধ। তবে আমাদের দেশে গল্প আছে যে বাঘের

ছানাকে ভেড়ার পালে মানুষ করার পর সে ঘাসই খেত। আমরা নির্জীবতার আবেষ্টনে মানুষ—তাই বৈচিত্র্যের রক্তাস্বাদ ভুলে একঘেয়ে অদ্বৈতবাদের ঘাস খেয়ে মুখে বড়াই করি আমরা ভারি গভীর। বুঝলেন না ?"

চাং স্নিগ্ধ হাসে, জোরে হাসতে ও জানে না। ইসাবেলা হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। চাঙের দিকে দুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে: "কেমন একহাত নিয়েছেন তোমাকে মসিয়ে সেন ? এখন তো আর কোণঠাসা করতে পারবে না আমাকে এ ব'লে যে, আমরা—পশ্চিমবাসিনীরা—পূর্ব্বদেশের সভ্যদের মহিমার কী বুঝব ? ধন্যবাদ মসিয়ে সেন—আপনার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার জন্যে।"

স্বপন মন খুলে হাসে। ইসাবেলাকে ফুলের মুকুট ফুলের হার প'রে এমন সুন্দর দেখায়। তার বুকখোলা ব্লাউসের ওপর জুঁই ফুলের দুটি মালা—প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি হাসিতে তাদের অঙ্কগুলি ওঠে পড়ে। স্বপনের ভারি ভালো লাগে। অথচ থেকে থেকে মনে হয় ইসাবেলার সংস্পর্শের মধ্যে কোথায় যেন আনার ও সন্ধ্যার আভাষ!···

চাং হঠাৎ ব'লে ওঠে: "ওহো ইসা—হের শুভমান্‌কে যে তুমি বলেছ তাঁর সঙ্গে অষ্টম নাচটি নাচবে ? এখন বোধ হয় অষ্টম নাচ শেষ হ'য়ে গেছে।"

ইসাবেলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে বলে: "ও মা! তাই তো! দেখেছ, একদম ভুলে গেছি! মসিয়ে সেন, বৈচিত্র্য যে জীবনের খুব বড় রকমের সার তার প্রমাণ দেখলেন তো ? নইলে যে নাচের আমি এত ভক্ত আপনার কথা শুনতে শুনতে সেই নাচের কথাই যাই ভুলে ?"

স্বপন মনে মনে ভারি খুসি হ'য়ে ওঠে। বলে: "ধন্যবাদ

মাদ্‌মোয়াসেল। কিন্তু না-হয় একবার ভুললেনই নাচের কথা। ও তো আছেই বারো মাস।"

চাং ব'লে ওঠে: "না না তা কথনো হয়! অভদ্রতা হবে যে!"

স্বপনের মনে প'ড়ে যায় চৈনিকদের ভদ্রতা-প্রীতির কথা। মনে প'ড়ে যায় সে কোথায় পড়েছিল বর্মায় শত্রুসৈন্যকে আক্রমণকরা-রূপ অভদ্রতা উ-পেই-ফু একবার করেছিলেন চীনদেশে। ফলে তাঁর প্রতিপক্ষ সেনাপতি হেরে গিয়ে অনুযোগ করেন যে এটিকেট তিনি লঙ্ঘন করেছেন। উ-পেই-ফু তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের নিয়ে ফিরে যান যুদ্ধারম্ভে যেখানে ছিলেন সেখানে ও পরে ভালো দিনে ফের যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ করেন। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে, বলে: "কিন্তু এখন নাচ যে প্রায় শেষ হ'য়ে গেল মসিয়ে চাং—রাত প্রায় বারোটা সে-খেয়াল আছে?"

চাং গাত্রোত্থান ক'রে বলে: "তা হোক। এখনো সময় আছে। নাচ আজ রাত দুটো অবধি চলবে।—ইসা, আমি দেখে আসি তুমি বোসো। হের শুভ্‌মান্‌ হয়তো তোমাকে খুঁজছেন এখনো।"

ইসাবেলা বলল: "খুঁজুন গে। ওঁর সঙ্গে নেচে একটুও আমোদ হয় নাকি আমার? কোটীপতিরা এত খারাপ নাচে—"

চাং বলল: "তা ব'লে তো অভদ্র ব্যবহার করা চলে না—কোটীপতির সঙ্গেও না। যদি ওঁর সঙ্গে নাচতে এত খারাপ লাগে তবে কথা দিলে কেন?"

ইসাবেলা অপ্রীত মুখে চুপ ক'রে রইল।

চাং বলল: "কী? ডাকব না তাঁকে? তোমার ইচ্ছে না থাকলে অবশ্য—"

—"না—অনিচ্ছা কি?"

চাং উঠে গেলে ইসাবেলা বলল: "চীনদেশের এই অতিরিক্ত ভদ্রতা

আমার যে কী খারাপ লাগে।···সমাজে থাকতে হ'লে একেবারে সত্যিকথা বলতেই হবে ভেবে যদি কথা কইতে হয় তা হ'লে তো সামাজিকতাকে গোড়া থেকে ফেলতে হয় উপড়ে। শুধু যে-আব্রু সত্য-নিষ্ঠ তীক্ষ্ণ রোদ্দুর নিয়ে কি বাসা বাঁধা চলে? না, নানারকম ছোটোখাটো প্রবঞ্চনার নরম ছায়া নইলে মানুষের অবলম্বন থাকে?"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে। দুই সভ্যতার সংঘর্ষ, না শুধুই দাম্পত্য মতভেদ?

হঠাৎ ইসাবেলা বলে: "মসিয়ে সেন? আপনি তো কোনোদিন নাচেন না?"

স্বপন বলে: "না, নাচতে আমি জানি না।"

—"আঃ। শিখে নিন না।" স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"ইচ্ছে করে না? না, আপত্তি?"

স্বপন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলে: "আপত্তি নেই, তবে—"

ইসাবেলার মুখে হাসির ঝরণা পড়ে ফেটে। স্বপনের মনের তারে লাগে তার কাঁপন। আনার হাসিও মিষ্টি—কিন্তু সঙ্গে যেন একটা জোর-ক'রে-টেনে-আনা সিনিক ঢঙ। এ-তরুণীর মধ্যে শুধু নির্ঝরিণীর পরিপূর্ণ নিবারিত কলোচ্ছ্বাস। মনে পড়ে একটা কবিতার লাইন

"শুভ্র তরল রজতধারায় দীপ্ত আলোয় উচ্ছ্বাসি।"

* *   * *   * *
*   *   *

—"কি বলেন? শুধু হেসে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না।"

—"কী সম্বন্ধে?"

—"বাঃ। এরি মধ্যে ভুল!"

স্বপন ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে: "কি জানেন মাদ্‌মোয়াজেল—"

ভাগ্যে—চাং এসে পড়ে।

চাং গম্ভীর মুখে বলল : "ইসা, যা ভেবেছিলাম।"

—"কী ?"

—"হের ভত্‌বান্‌ নিজেকে অপমানিত বোধ করেছেন। অষ্টম নাচ শেষ হ'য়ে গেছে। তিনি শুতে চ'লে গেলেন এইমাত্র। কিছুতেই আর নাচতে রাজি হ'লেন না আজ।"

ইসাবেলা খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে। কিন্তু চাং তা'তে যোগ দিল না। গম্ভীর হ'য়ে ডাইভ্যানে না ব'সে কাছের একটা চেয়ারে বসল।

—"অত দূরে কেন ? এই ডাইভ্যানে—"

—"থাক্‌—বেশ আছি।"

ইসাবেলার প্রভাতী মুখখানি প্রদোষ ম্লানিমায় যায় ছেয়ে।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না। হঠাৎ চাং উঠে বলল : "আমার ঘুম পেয়েছে" ব'লেই তৎক্ষণাৎ স্বপনের দিকে তাকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে বলল : "শুভরাত্রি মসিয়ে সেন।"

আশ্চর্য্য, সে-হাসিতে গাম্ভীর্য্যের বাষ্পও নেই !···মুহূর্ত্তে মুখের উপরকার মেঘের অন্ধকার স্নিগ্ধ হাসির আলোতে এমন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে মুছে ! স্বপনের মনে একটা সম্ভ্রম জাগে।···সন্ধ্যার সঙ্গে তারও তো কতবারই কলহবিবাদ হয়েছে—কিন্তু কই, হাজার চেষ্টা ক'রেও সে বাইরের লোকের সামনে সে ঠাট বজায় রাখতে পারেনি এ-ভাবে ! এ কুৎসিত চৈনিক যে ভদ্রতা শুধু অপরের কাছ থেকে দাবি করে তাই নয়, —নিজের কাছেও এ-দাবি সমান অক্ষুণ্ণ রাখতে জানে।

ইসাবেলা বলে : "চাং আপনাকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করছে।"

স্বপন অপ্রস্তুত হ'য়ে ব্যস্ত সুরে বলে : "মাপ করবেন মসিয়ে, আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম, শুনতে পাইনি। শুভরাত্রি।"

চাং হেসে বলে: "তা'তে কি হয়েছে? কেবল একটা কথা বলব?"

—"কী?"

—"দেখুন আমরা দুজনেই বিদেশী—দুজনেই একলা। (ইসাবেলার মুখ আরও মেঘলা হ'য়ে যায়) তার ওপর আমরা দুজনেই এশিয়াবাসী—কাজেই আমাকে খুব দূরে দূরে রেখে সন্দিহ ক'রে চলবেন না, এই অনুরোধ রইল।"

স্বপনের বুক থেকে একটা গুরুভার যেন যায় নেমে। যে-লোক সৌজন্যের দাবি-দাওয়ায় এত নিষ্করুণ যে, বাগ্‌দত্তাকেও তার চ্যুতির জন্যে ক্ষমা করে না—তার সঙ্গে সর্ব্বদা বনিয়ে চলা কী কঠিন—এই কথাই তার মনে হচ্ছিল হের শুভ্‌মানের প্রসঙ্গে। সে সাগ্রহে বলল: "আমি খুবই রাজি। খুব বেশি ভদ্রতা—অন্ততঃ আমার ধাতে নেই। তাই বিশ্বাস করতে পারেন যে, আপনাকে আজ আমার মনে হয়েছে এক মাটিরই আত্মীয়।"

ইসাবেলা টপ ক'রে বলল: "আর আমাকে? কোনো এক শনি-গ্রহের অধিবাসিনী বুঝি?"

চাং হেসে ওঠে। তা'তে ইসাবেলার মুখের উৎকণ্ঠা তরল হ'য়ে আসে। স্বপন মনে মনে ভাবে: কুৎসিত শিল্পীর প্রভাব আছে বটে!...মুখে হেসে বলে: "কিন্তু আপনি যে বিদেশিনী, তার ওপরে আবার অভিজাত-কন্যা।"

চাং সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করল: "কার কাছে পেলেন এ খবর?"

ইসাবেলা বলল: "আ—হা। যেন খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ঢিঢিক্কার হ'তে একটুও বাকি আছে।"

—"কিন্তু সে-সব যে ওঁর চোখে পড়েইছে ধ'রে নিলে কেন?"

স্বপন টপ ক'রে বলে : "পাশের ঘরের একাকিনী সুন্দরী তরুণীর দীর্ঘনিঃশ্বাস যে-বিদেশীর কী সপ্তাহে চারদিন ক'রে শুনতে হয় তার চোখেও পড়বে না ? বা !"

চাং ফের স্নিগ্ধ হাসে—নিঃশব্দে : "বেশ বলেছেন। তা হ'লে একটা মস্ত সুবিধে হ'য়ে আছে। পরিচয়টা অন্ততঃ এক-তরফা খানিকটা হ'য়েই আছে—উভয় দিক দিয়েই।"

—"উভয় দিক দিয়েই মানে ?"

চাং ও ইসাবেলার চক্ষু বিনিময় হ'ল। স্বপন সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে।...

এবার ইসাবেলা কথা কয় : "মানে আপনারও একটু পরিচয় আমরা জানি। সামান্ত পরিচয় বটে, তবু এ-রকম ক্ষেত্রে তার দাম তাই ব'লে কম নয়।"

—"মানে ?"

চাং বলে : "আজই সকালে মাদ্‌মোয়াসেল ছ্যার্প লিখেছেন আপনার সম্বন্ধে। অবশ্য সামান্তই।"

স্বপনের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

—"আপনি তাঁকে চেনেন ?"

—"তাঁর স্কেচ দেখবেন ? আমার ঘরে কাল সকালে যাবেন তা হ'লে।"

—"আপনারও মডেল ছিলেন নাকি তিনি ?" স্বপনের হৃৎস্পন্দন আরো দ্রুত হ'য়ে ওঠে।

—"ঠিক মডেল না, তবে চিত্রী হিসেবে মসিয়ে কেনোয়ের ঘরেই আলাপ হয়েছিল ও সেখানেই দু-একদিন তাঁকে এঁকেছিলাম।"

স্বপন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে : "মাদ্‌মোয়াসেল ছ্যার্প কী লিখেছেন আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

তার বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করে !…দূর্…

ইসাবেলা টুক ক'রে বলে : "কিছু দেখবার আছে নাকি তাঁর?" ঠোঁটের কোণে কৌতুক-আভা।

স্বপন চম্‌কে ওঠে। জোর ক'রে টেনে হেসে বলে : "স্পেনদেশেও কি ফরাসী কায়দায় বিদেশীকে অপ্রস্তুত করা মজ্জা করা হয় নাকি?"

চাং কথাটাকে সহজ প্রণালীতে চালিয়ে দেয় : "না। তবে বিদেশীরা যে বিদেশে বিশেষ ক'রে বিদেশিনীদের কাছে অনেক সময়ে বিপন্ন হ'য়ে পড়ে এ-কথা সর্ব্বদেশিনীরাই জানেন যে!"

ইসাবেলার মুখ এতক্ষণে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সে বলে : "কিন্তু বিদেশেও যে-বিদেশী বিদায় নিয়েও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বদেশের কায়দায় গল্প করতে থাকে তাকেও কি কোনো বিদেশিনী বিপন্ন করতে পারে?"

চাং কের নিঃশব্দে হেসে বলল : "না, এবার সত্যিই যাব। শুভরাত্রি —Positively the last valediction." শেষ কথা কয়টি ইংরাজীতে।

কী সুন্দর উচ্চারণ। স্বপন চমৎকৃত হয়। এবার প্রশ্ন ক'রে বসে : "আপনি কি লিঙ্গুইষ্ট, না আর্টিষ্ট?"

ইসাবেলা হেসে বলে : "উনি যে কী তা কি জগতে কেউ জানে?" গর্ব্ব ও গৌরব যেন উছ্‌লে পড়ে। স্বপনের এত ভালো লাগে! এ যে চেনা ভঙ্গী। অন্ত কারুর সাম্‌নে তার সুখ্যাতি করলে সন্ধ্যার মুখও কি এম্‌নি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত না—গর্ব্বে, গৌরবে?

চাং বলে : "একজন কিন্তু জানে। অথচ মজা এই যে সে নিজেকে তেমন জানে না।"

—"আ—হা। আমাকে এম্‌নি হেলেমাছুষই ঠাওরাও!"

—"ভুল ঠাওরাই কি ইসা?"

মুহূর্তে চাঙের হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা কোমল ছন্দ এসে যায়।… প্রেমজ্ঞাপনে, প্রেমগ্রহণে, মানুষ দেশকালকে কি আশ্চর্য ডিঙিয়ে যায়! …অথচ দুদিন আগে এই চৈনিককে তার মনে হয়েছে কী ভীষণ রকম পরদেশী—outlandish! ইসাবেলা কৃত্রিম কোপে বলে: "নিশ্চয়। কালো তো হাবা-কালীই দুনিয়াকে কালো দেখে? ছেলেমানুষরাই সকলকে ছেলেমানুষ ভাবে—ভালোবাসেও তাকেই।"

স্বপন বলে: "পুরুষেরা নয় কিন্তু মাদ্‌মোয়াজেল। ঐখানেই মেয়েদের সঙ্গে তাদের তফাৎ। মেয়েরা যেখানেই ভালোবাসে একটি অসহায় শিশু খোঁজে—ছেলেরা খোঁজে আশ্রয়দাত্রী।"

চাং বলে: "বেশ বলেছেন। জমবে ভাব—আপনার সঙ্গে। আপনি বিচক্ষণ তাত্ত্বিক লোক। মাদ্‌মোয়াজেল হ্যুর্গ ঠিকই লিখেছেন।"

—"কী লিখেছেন বলুনই না।" বুকের মধ্যে কেন সেই কৌতূহল—সেই অস্বস্তি!…

—"ইসার কাছে শুনুন তা হ'লে। আমার আর অপেক্ষা করা ভালো দেখাচ্ছে না। দু-দুবার শুভরাত্রি জ্ঞাপন হ'য়ে গেছে যে। ইসা ক্ষেপে উঠবে। আর নারীর রসনা—জানেনই তো—শুভরাত্রি।"

ইসাবেলা বলল: "আমার এখনো ঘুম পায়নি—তুমি আলো নিবিয়ে দিয়েই শুয়ে পোড়ো।"

স্বপনের কিরকম একটু লজ্জা লজ্জা করে। অবিবাহিত দম্পতী প্রকাশ্যেই একত্রে শোবার কথা বলছে তৃতীয় স্বল্পপরিচিত ব্যক্তির সামনে। কিন্তু শক পাওয়া ভালো। তা'তেই না ও এত বদলেছে!……

চাং চ'লে গেলে স্বপন ইসাবেলাকে জিজ্ঞাসা করল:

"মাদ্‌মোয়াজেল হ্যুর্গ কি লিখেছেন আমার সম্বন্ধে জানতে পারি?"

—"এত আগ্রহ কেন মনামি ?"

স্বপন বিপন্ন মুখে বলে : "না—আগ্রহ এমন আর কি—তবে—"

ইসাবেলা একটু গম্ভীর হ'য়ে বলে : "মাদ্‌মোয়াসেল দ্যুর্প-র ইতিহাস জানেন আপনি ?"

—"জানি কিছু কিছু। আপনি ?"

—"আমিও অল্প জানি। মসিয়ে বেনার চাংকে কিছু কিছু বলেছেন। বড় অসহায়, না ? ওর চোখ দুটির মধ্যে ফুটে ওঠে এমন স্নিগ্ধতা !…"

—"হ্যাঁ।" স্বপন মুখ নিচু করে। ইসাবেলার কোমল স্বরটি একটু যেন বেশি কোমল !…

—"বিশেষত এখন।" স্বর আরও কোমল !…স্বপন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় ওর পানে—কিন্তু কিছু বলে না।

—"শোনেন নি ? মরিস যে কেন্ন উৎপাত করছে। এই সময়ে যদি তার কোনো বন্ধু কাছে থাকত।"

স্বপন মুখ আরও নিচু ক'রে বলে : "মসিয়ে বেনার তো আছেন।"

—"শুভেচ্ছু আর বন্ধু কি এক ? না, দরদীর সাধ আত্মীয়তায় মেটে ?"

ইসাবেলা জানতে চাইছে কী ? স্বপনের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হয়। একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলে : "আ—মাদ্‌মোয়াসেল দ্যুর্প কি আমার খোঁজ করেছেন ?"

—"হ্যাঁ। মসিয়ে বেনার আমাদের পালিয়ে-আসার কথা জানতেন। চাং এখানে এসে তাঁকে একটা চিঠিও লেখে। উত্তরে তিনি অনেক কথাই লেখেন আমাদের সম্বন্ধে। সে সব অবান্তর। সঙ্গে মাদ্‌মোয়াসেল দ্যুর্প-র একটা টুকরো চিঠি ছিল—স্বপন সেন সম্ভবতঃ নীসে নেমেছো

হোটেলেই আছেন—ভারতীয় চিত্রী—ইচ্ছে করলে চাং তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন—খুব ভালো লোক, ভালো শিল্পী—মিশুক ইত্যাদি।"

ব'লেই একটু থেমে: "যদিও বেশ বোঝা যায় তিনি আপনার খোঁজই চাইছিলেন এই ছুতোয়।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "তাই বুঝি আপনারা যেচে আলাপ করলেন?"

—"খানিকটা। অবশ্য আমার নিজের আলাপ করতে ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই। কিন্তু আপনি যে মুখচোরা—একটু ছুতোই কি ছাই দিতে চান? হাজার হোক অবলা তো—খুব জোর করতেও যে হাঁপিয়ে উঠি।"

স্বপন জোর ক'রে হেসে বলে: "মানুষের নিজের সম্বন্ধে কতরকম চমৎকার ধারণাই না থাকে!"

ইসাবেলা খিল খিল ক'রে হেসে বলে: "বেশ বলেছেন।" ব'লে একটু থেমে বললে: "না—আমি বা মাদ্‌মোয়াজেল ছাপ আঁটিতে অবলা হ'লেও প্রকৃতিতে খুবই সবলা—মানি। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

—"করুন না।"

—"নাঃ। আজ থাক্‌। হয়তো ভাববেন অনধিকারচর্চা—"

স্বপন "না" ব'লেই থেমে গেল। সত্যিই সদ্যপরিচিতার সঙ্গে আমার আলোচনা... বাধে যে!"

ইসাবেলা হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল: "উঃ প্রায় একটা। শুভরাত্রি মসিয়ে—আমার প্রণয়ী হয়তো আমার পথ চেয়ে রয়েছেন—না ঘুমিয়ে।"

—"শুভরাত্রি।"

গতি ও স্থিতি

স্বপন শয়নকক্ষে ঢুকেই টেলিগ্রামটি ছিঁড়ে ফেলল। প্যারিসে যেতে দুদিন হ'লই বা দেরি। ছবিআঁকা শেখা তো পালাচ্ছে না। আর সেটা তো এখানে চাঙের কাছেও শিখতে পারে বেশ কিছুদিন। কিন্তু তবু···স্বভাব!···এই নিয়েই কতক্ষণ যে ভাবে!···যখন মনস্থির ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়ল তখন রাত প্রায় দুটো। কিন্তু আশ্চর্য, তখনও ঘুম নেই চোখে। দেহ শ্রান্ত, কিন্তু মন তাজা। এমন ওর কতবারই যে হয়েছে! শুধু তাজা নয়। উপবাস করলে মস্তিষ্ক যেমন অনেক সময়ে অতি-সক্রিয় হয় তেমনি। কত চিন্তা যে ভিড় ক'রে আসে!···

সত্যি চাংকেঁ ও কী ভুলই না ভেবেছিল!···মনে অনুতাপ হয়। কিন্তু সঙ্গে একটা তীব্র আনন্দও। বিস্ময়ও। একটুখানি পরিচয়ের অরুণোদয়ে সমস্ত পরিপ্রেক্ষণিকা কি আশ্চর্য বদলেই না যায়!···

আর ইসাবেলাকে?···কী সুন্দর ওর মুখখানি!—ততোধিক সুন্দর —ব্যবহার!···তাছাড়া চর্মচক্ষে কোনো রোমান্টিকার মধ্যে রোমান্সকে এ-ভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠতে দেখা,—এ-ই কি কম না কি? রোমান্স সম্বন্ধে ওর ধারণা এর মধ্যেই কতটা বদলে গেছে—অজ্ঞাতে!···দেশে থাকতে রোমান্সকে মনে হ'ত কল্পনার খোরাক। এদেশে রোমান্স অনেকের মধ্যে প্রায় রক্তের উত্তাপেরই সামিল। এ-কথা তার প্রথম মনে হয় আনাকে দেখে। আজ ইসাবেলাকে দেখে ওর এ-ধারণা অকস্মাৎ বদ্ধমূল হ'য়ে উঠল। মনে প'ড়ে যায় আনার সেদিনের একটা কথা: "তোমরা প্রতি পদক্ষেপের আগে দূরবীণ লাগিয়ে দেখো রোমান্সের তলাকার মাটিটা চোরাবালি কি না। ওতে কি রোমান্স হয় মনামি?"

কথাটা সে মিথ্যা বলেনি তো। আজই ইসাবেলা যখন তাকে তার কাছে নাচ শিখতে অত ক'রে অনুরোধ করেছিল তখন…রোমান্স সম্বন্ধে তার প্রকৃতিগত চোরাবালির ভয় তাকে কী বাধাই না দিয়েছিল এগুতে!

এ-চিন্তাটা তার ভালো লাগে না।…কক্ষণো সে অতটা ভয়-তরাসে না। সত্যিই তো এদের ট্যাঙ্গো চার্লস্টন প্রভৃতি অতি গ্রাম্য ব্যাপার। কে না জানে নৃত্য-কন্দরেই এদের দেশের মেয়েরা তাদের প্রণয়ীদেরকে শিকার ক'রে থাকে—তাদের হাবভাবের, যৌবনের, কটাক্ষের টোপ ফেলে। হাঁ, নাচ যদি শিখতে হয় তবে শিখবে ও সোলো নাচ—কত্থক নাচ। উদয়শঙ্করের মতন আনা পাভ্‌লোভার কাছে বা আনা কার্সাভিনার কাছে করবে আগে নকল-নবিশি।…মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।…

কিন্তু তবু সে একটা সত্য অস্বীকার করতে পারে না: যে, ভয় ওর মনের কোন্‌ ছায়ান্ধকার গুহায় লুকিয়ে রয়েছে—কবি-উপমিত দিবাভীত গুহাশ্রয়ী অন্ধকারের মতন। নইলে চাং পাশে থাকার জন্যে এতটা সত্যিকার ভরসা আসে কেন? সত্যিই আশ্চর্য লাগে!… চাঙের প্রতি তার সেই বিমুখ ভাবের বাষ্পও আর নেই তো! শুধু তাই না, একটা পসিটিভ ভরসাও আজ!

এ ভরসাকেও সে তবু বুঝতে পারে।

কিন্তু সে দেখে তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা নড়চড় হ'য়ে যাবার উপক্রম। সেখানে দুদিন আগে নিঃসঙ্গতার আবহে যে-একটা গভীর টলটলে পূর্ণতার প্রশান্তির ভাব খিতিয়ে আসছিল সে-ভাবটা যেন কেমন ঘুলিয়ে গেছে, আর তার স্থলে এসেছে যেন একটা অর্থহীন আলোড়ন—তার রক্তের মধ্যে, একটা উদ্দেশ্যহীন গতিবেগ—তার স্নায়ুতে,

একটা অহেতুক চাঞ্চল্য—তার দেহে-মনে। কিন্তু আশ্চর্য, এতে য়ুরোপীয়রা কই তো একটুও ভাবে না,—আশপাশের আবহাওয়া থেকে গতিবেগ, প্রাণচাঞ্চল্য, উন্মাদনা সঞ্চয় ক'রে চলে—বেপরোয়া ভাবে। কিন্তু প্রাচ্যদেশীরা বোধ হয় একটু অন্য উপাদানে গড়া। আছেই কোথায় একটা প্রভেদ। কোথায়, সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন। কিন্তু তবু অনুভব করা যায় বৈ কি এ-প্রভেদ। আনা ও ইসাবেলার সঙ্গে চাঙের ও তার নিজের কোথায় একটা মূলগত প্রভেদ নেই কি? আছে নিশ্চয়ই। এবং সে-প্রভেদ যেন অনেকটা ভিত্তিগত। মনে পড়ে চাঙের একটা কথা। ইসাবেলা কি-একটা প্রসঙ্গে তাকে একবার "কর্মঠ" বলায় চাঙ হেসে বলেছিল: "সে-কথা হয়তো মিথ্যা না ইসা। কিন্তু তবু তোমাদের ও আমাদের কর্মিষ্ঠতার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ব্যবধান আছেই। আমরাও গতি-কে হয়তো অনেক সময়েই ভালো না বেসে পারি না। কিন্তু তোমরা শুধু তো গতি-কে ভালোবেসেই ক্ষান্ত নও, স্থিতিকে একটু কৃপার চোখে না দেখলে তোমাদের যেন হয় না তৃপ্তি। আমরা গতির ঘূর্ণীর মধ্যে পড়লেও বোধ হয় স্থিতির প্রশান্তিকে একেবারে নয়নের আড়াল করি না। নেহাৎ পক্ষে আমাদের অন্তরে ওর জন্যে একটা নিহিত ক্ষুধা জাগেই। নয় কি মসিয়ে সেন?"

স্বপন বলেছিল: "কথাটা আমারও মনে হয়েছে—নানাসূত্রে। বিশেষতঃ গত কদিন ধ'রে। কিন্তু আমার সংশয়ও যায়নি একেবারে। গতি নইলে কি আমরাই সত্যি বাঁচি? এই ধরুন না কেন, দুদিন আগেও আমার মনে হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যেই বুঝি আমি পূর্ণ হ'তে পারি। কিন্তু এই দেখুন—আজ কী গল্পই না করছি আপনাদের সঙ্গে। মাদ্‌মোয়াসেল সেরানোর সঙ্গে ঠিক সমান কদমে হয়তো চলতে পারিনি সব সময়ে—তবু খুব পেছিয়ে যে পড়িনি এ-ও তো সত্যি।"

চাং হেসে বলেছিল : "কথাটা আপনি বেশ বলেছেন। আমারও ও-রকম মনে হয়েছে বহুবার। কিন্তু তবু আমি বলব যে আমাদের গতি-প্রীতির সঙ্গে এদের গতি-আসক্তির একটা গুরুতর গোছের তফাৎ আছেই। কি রকম জানেন? বিখ্যাত ওকাকুরা ভ্রমণের সম্পর্কে এ-প্রভেদটি বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন : 'Asia knows it is true, nothing of the fierce joys of a time-devouring locomotion, but she has still the far deeper travel-culture of the pilgrimage.' একজন হ'ল—তীর্থযাত্রী যাযাবর, আর-একজন—ভ্রাম্যমান্ তুরঙ্গমী। দুজনেই ভ্রমণ করে। ভ্রমণের আনন্দও পায় দুজনেই। কিন্তু তাই ব'লে কি দুজনের ভ্রমণে এক ফল ফলে বলবেন? না, যে বেশি বেগে যায় সে বেশি দেখে বলতে হবে?"

স্বপনের কথাটি বড় ভালো লেগেছিল, কিন্তু ইসাবেলা বলেছিল : "এ-কথা আমিও মানি, কিন্তু তবু আমার মনে প্রশ্ন জাগে—লোকোমোশনের আনন্দ শান্ত-ভ্রমণের আনন্দের পরিপন্থী হবেই বা কেন? ও দুটো আনন্দ একই মনের দুটো অবস্থা নয় কি? ঐ দেখ, ঐ কোনে যে ভদ্রলোক রেড-ইণ্ডিয়ান সেজে সং-পনা করছেন ক'টি বাজে মেয়ের সঙ্গে উনি কে জানো? উনি একজন খ্যাতনামা দার্শনিক – সেভিলের।"

চাং ব্যঙ্গ হেসে বলেছিল : "য়ুরোপের আবার দর্শন!"

ইসাবেলা রাগ করেছিল, তা'তে চাং বলেছিল : "রাগ কোরো না ইসা। প্রাচ্যে সত্যিকার বিজ্ঞান আর য়ুরোপে সত্যিকার দর্শন হয়তো একদিন হবে, কিন্তু এখনো দেরি আছে জেনো। তোমরা গণতন্ত্রী, এ-কথায় হয়তো রাগ করবে—কিন্তু আমি একটু সেকেলে, আমার মনে হয় প্রত্যেক বৈদগ্ধ্যের অনুকূল একটা মাটি থাকে—পরিমণ্ডল—আকাশ। শুধু জোরোয়াষ্টার, মনি, লাওৎসে ও বুদ্ধ না—খৃষ্টও ছিলেন ওরিয়েণ্টাল

তার ওপরে সেমিটিক। ক্ষণিক সংস্কৃতির মধ্যে বা ভাবালুতার হলাঘাতে মনের অতল তলে সত্যিকার দর্শন গজিয়ে ওঠে না—রাগ ক'রে হবে কি বলো? ও-ও বিজ্ঞানের মতনই একটা জীবন-সাধনা যে। প্রশান্তির চাষ করা চাই যুগ যুগ ধ'রে, তবে একটা জাতির মনের মাটি একাগ্রতায়, ধ্যানদৃষ্টিতে শুদ্ধ শান্তিতে হ'য়ে ওঠে উর্ব্বর। অনেকদিনের চাওয়ায় তবে যায় পাওয়া। য়ুরোপের অনুসন্ধিৎসা সব ব্যয় হ'য়ে গেছে বিজ্ঞানের দিকে বহির্জগতের দিকে। সেদিকে মস্ত মস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভও জন্মেছে তাই ওদের মধ্যে। কিন্তু ব্যস্ ঐখানেই ওদের সত্য কৃতিত্বের শেষ জানবে। যতই কাণ্ট হেগেল সোপেনওয়রের নাম কর না কেন ওদের সঙ্গে লাওৎসে-বুদ্ধ-খৃষ্ট-র তফাৎ ততখানি—যতখানি তফাৎ সি ভি রমনের সঙ্গে আইনষ্টাইনের।"

স্বপনের মনে হয় চাঙের কথা কত গভীর। বাস্তবিক ওকাকুরার কথা হয়তো সত্য যে, 'All Asia is one'? অবশ্য ও নিজে জোর ক'রে এ-বিষয়ে কোনো কথাই বলতে পারে না, কারণ সমগ্র এশিয়ার কথা সে জানে না ভালো ক'রে। কিন্তু এটা ও নিবিড়ভাবেই অনুভব করেছে যে চাঙের সঙ্গে ওর কোথায় একটা বড় রকমের মনের-মিল আছে যা ওর কোনো য়ুরোপীয় বন্ধুর সঙ্গেই নেই। এ প্রভেদ বা মিল হয়তো ব'লে বোঝানোও যাবে না—এমন কি হয়তো প্রকাশ করাও যাবে না ঠিকমত। কিন্তু তাই ব'লে কে বলবে প্রভেদটাই আসলে কাল্পনিক?

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চার

নূতন স্রোত

ওরা তিনজনেই যেন উন্মুখ হয়েছিল পরস্পরকে জানবার জন্তে। বিদেশে এ পলকে-প্রণয়ের অভিজ্ঞতাটি ভালো না লাগে কার?···সেই গতির নেশা। জন্ম-অজানার হঠাৎ পরিচয়।···স্বদেশে কি এমনটি হবার যো আছে? সেখানে কত ভেবেচিন্তে তবে অপরিচিতের কাছে হৃদয়-বাতায়নের একটি পাঁখী খোলা!···স্বপনের মনে হয় কত কথাই যে!···অবশ্য আনার সঙ্গেও ওর এমনি সহজেই ভাব হয়েছিল বটে, কেবল সে-ভাবের মধ্যে একটা বিপদাশঙ্কাও ছিল না কি?—স্পষ্ট রাহু না হোক্—রাহুর গ্রাসোন্মুখ ছায়া? সে-ছায়া সর্ব্বত্রই নিত ওর সঙ্গ যেন। চাঙের ব্যক্তিরূপের আলোয় সে-ছায়া যেন গেছে উবে। ইসাবেলের সঙ্গে তাই না ও এত সহজে মিশতে পারে!...আশ্চর্য্য! দু'দিন ওর সঙ্গে মিশতে না মিশতে ওর সৌন্দর্য্যের মাদকতা ছাপিয়ে ওর সুরক্তিটিই তার মনে চারিয়ে গেছে। অবশ্য ইসাবেলার আচরণের জন্তেই এটা অনেকটা সম্ভব হয়েছিল এ-কথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সমান সত্য যে চাং পাশে থাকাতেই ওর সহজ ব্যবহার আরও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল।

তিনজনে রোজ একত্রেই বেড়ায়। কোনোদিন বা নৌকোয়, কোনোদিন বা হেঁটে, কোনোদিন বা মোটরে। আর আশ্চর্য্য—যে-সব বাগান, ক্যাসিনো, মঠ, এসেন্সের ফ্যাক্টরি ওর একা একা দেখতে এত একঘেয়ে লেগেছিল সে-সবকেই ওদের দুজনার সঙ্গে দেখতে কী ভালোই যে···লাগে। ওর নিঃসঙ্গতা গেছে একেবারে কেটে। সে বিস্মিত হয়। আনার অভাব বোধ করে বটে—কিন্তু তত না। সন্ধ্যার অভাব হয়তো বেশি বোধ করে। কিন্তু তেমন কই? কেন এমন হয়?···

সবচেয়ে ভালো লাগে অবশ্য এ-সব বেড়ানো, পিকনিক, হুল্লা নয়। সবচেয়ে ভালো লাগে এই সূত্রে ওদের মনের পরশটি। চাঙের কথাবার্ত্তা এত ভালো লাগে।...খুব বেশি কথা বলে না বটে—পারলে অনেক সময়েই মুচ্‌কে হেসে তাদের অনেক বিপজ্জনক প্রশ্ন এড়িয়ে যায় এ-ও ঠিক—কিন্তু ও চেপে ধরলে বা ইসাবেল আবদার অভিমানের উপক্রম করলে ওর রসনার অর্গল ধীরে ধীরে খুলে যায় এবং তখন স্বপনের দর্প হয় চূর্ণ। চৈনিকদের উচ্চারণ, আড়ষ্টতা, কাষ্ঠপ্রকৃতি-ভদ্রতা ও এতদিন কত বিদ্রূপই না ক'রে এসেছে! আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে—এক কুশ্রী দরিদ্র চৈনিকের কাছে ধনী বাঙালীকেও হার মানতে হ'ল ব্যবহারের ঋজুতায়, বনেদি সৌজন্যে, হৃদয়ের কবোষ্ণতায়। চৈনিকরা স্বভাব-দুর্বোধ্য—inscrutable—এই-ই ও বরাবর শুনে এসেছে। আজ দেখে চাং যেন তার কতদিনের চেনা। সত্যিই ওকে ভালোবেসে ফেলে। এমন শুভ্র সৌজন্যকে আন্তরিক স্নেহপ্রবণতাকে ভালো না বেসে উপায় আছে! মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও। কলকাতায় একবার একজন মস্ত চিত্রজ্ঞের কাছে ও শুনেছিল ছবির কারুতে অধুনাতন ভারতীয় চিত্রী অধুনাতন চৈনিক বা জাপানী চিত্রীর কাছে শিশু বললেই হয়। চাঙের ছবি দেখে [illegible]কথা ও মর্ম্মে মর্ম্মে করে উপলব্ধি। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বি[illegible] : যে, সৌজন্যের কলাকারুতেও বাঙালী—শুধু বাঙালী কেন—শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় সুজনও চৈনিকের কাছে শিশু। সত্যি—পুরুষের ভদ্রতা যে এত মধুস্বাদ হ'তে পারে তা কি সে কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে? চাঙের ঐতিহ্য-প্রীতিতে একটু একটু ক'রে সাড়া না দিয়েই পারে না। স্বীকার করতে হয় বৈ কি যে, বনেদি সভ্যতার কর্ষণের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের মাটিতে এক-একটা বিশেষ গুণের ফসল ফলে—ফলাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ এ-আবিষ্কারের স্বপক্ষে ও নানা দৃষ্টান্তকে নতুন চোখে দেখে

যেন : যেমন ইংরাজের—বাক্‌সংযম দুরূহ, ফরাসীর—স্বতঃপ্রবাহিত রসিকতা, রুশদের—সাবলীল অকপটতা, চৈনিকদের মিষ্টি হাসি ও সুশীলতা। ভদ্রতা দিয়ে চিত্তকে প্রসন্ন করা যায় এই-ই সে জানত—কিন্তু বন্ধুতার সৌজন্যের মূর্তি যে এত অপরূপ হ'তে পারে—এ কে ভেবেছিল ?

কী বিচিত্র যোগাযোগ !—কোথায় বাঙালী স্বপন সেন—কলকাতাবাসী, কোথায় চৈনিক চাং—ক্যাণ্টনবাসী, আর কোথায় স্প্যানিশ ইসাবেল—মাদ্রিদবাসিনী ! কোন্ সূত্রে ওরা এত কাছে এসে পড়ল একদিনে ? শুধু বহুদিনের চেনা মনে-হওয়া নয়—সে তো কখনো কখনো দেশেও কোনো কোনো সদ্য-পরিচিতকে মনে হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের দুয়ার এমন হাট ক'রে খুলে দেওয়া ? যে-আনার কথা সন্ধ্যাকেও বলতে ওর বেধেছে—দেশের বন্ধুদের কথা তো ছেড়েই দাও—তার কথা এদের কাছে ও বলল কী ক'রে ?—আর এমন অকপটে ?—বুঝি ওরাও বলেছে ব'লে ? সত্যি, তার ভাবতে এত ভালো লাগে। এ কয়দিনে ওদের কত কথাই না ওরা বলেছে !···অবশ্য চাঙের চেয়ে ইসাবেলাই বেশি বলেছে—ঢের ঢের ঢের বেশি—সেটা বলাই বেশি। কিন্তু চাঙের দু একটি কথা, মৌন-সম্মতি ও মিষ্ট-হাসিই না ইসাবেলার বলার প্রবাহকে এত বেগ দিয়েছে !

সত্যি ভারি অপূর্ব্ব স্বাদ এ। ইসাবেলার কাছে ও সব শোনে। আনার সম্বন্ধে ওরা বিশেষ কিছু জানত না—মসিয়ে বেনোয়েরে একটি চিঠিতে চাং একটু আভাষ পেয়েছিল মাত্র। হয়তো ভেবে থাকবে : আনার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব একটু বেশিদূর গড়িয়েছে। কিন্তু এর ভয়ে পালানো ? না, অতটা অন্তত চাং কল্পনাই করতে পারেনি। কখনো বা এই নিয়ে স্বপনকে ও ঈষৎ ঠাট্টা করত। কিন্তু সে-ঠাট্টাও এত সংযত, এত স্নিগ্ধ যে, স্বপন কখনো অপ্রস্তুত হ'ত না যেমন ইসাবেলার মুখরতার

অনেক সময়ে হ'ত। মানুষকে অপ্রস্তুত করা ছিল যেমন ইসাবেলার স্বধর্ম, তাকে পুরোপুরি স্বস্তির মধ্যে আরামের মধ্যে রাখা ছিল তেমনি চাঙের স্বধর্ম। ইসাবেলার কথাবার্তা কখনো বা একটু বেচাল হবার উপক্রম করলেও ও নিত শুধরে। ইসাবেলাও ওর সামনে একটু সংযত হ'য়ে কথা কইত। স্বপনকে খোঁচা দিত বেশি—চাঙের অনুপস্থিতিতেই।

নৃত্যপর

স্বপনের নীস আরও ভালো লেগে গেল—ইসাবেলা তাকে নাচ শেখাতে আরম্ভ করার দরুণ। ক্রমাগত প্রলোভন। রক্তমাংসের শরীর তো। তার ওপর এমন শিক্ষয়িত্রী। নাচ শেখটায় তাকে শিখতেই হ'ল। কয়েক দিনের মধ্যেই সে ফক্সট্রট, ট্যাঙ্গো ও ওয়াল্ট্‌স্ শিখে নিল,—একটু বেগ পেতে হ'ল বটে চার্লস্‌টোন শিখতে—কিন্তু বেশি না। ওর ছন্দনৈপুণ্য দেখে ওর নৃত্য-গরবিনী শিক্ষয়িত্রীও বিস্ময়ে অভিভূত হবার যোগাড়। মাঝে মাঝে বলতেন: "নিশ্চয়ই তুমি সঙ্গীতজ্ঞ—নইলে—" স্বপন হেসে বলত: "সত্যি না—তবে সঙ্গীতজ্ঞার স্বামী বটে।" চাং হেসে বলত: "ও—তাই। জানো তো হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন—রাজাতে প্রজার গুণ বর্তায়।" ইসাবেলা রাগ ক'রে বলত: "উঁ—শ্—প্রজাতে রাজ্ঞীর গুণ বর্তায় বলো বরং।" চাং হেসে বলত: "ওটা য়ুরোপের হালের ফ্যাশান।" ইসাবেলা আরও কুপিত স্বরে বলত: "আ—হা! যেন ফ্যাশান মামুলি হ'লেই অচলায়তন হয় স্বর্গ-সাম্রাজ্য।" * চাং ওর মান ভাঙাবার জন্যে তখন দু-চারটে মিষ্টি কথা বলত। ইসাবেলের

* চৈনিকরা চীনরাজ্যকে বরাবর চীনে ভাষায় যা ব'লে বর্ণনা করে তার ইংরাজী অনুবাদ—Celestial Empire.

রাগ চড়তেও যেমন, পড়তেও তেমনি—হেসে বলত : "শুধু বচনের জোরেই তো এত জারিজুরি তোমাদের—অথচ কলঙ্কিনী নাম রটল শুধু আমাদেরই।" হাসির ত্রিক্যতালে ওদের এ-রকম ঝগড়ার প্রায়ই উপসংহার হ'ত।

এমনি ক'রে দেখতে দেখতে দু সপ্তাহ গেল কেটে। যে-দ্বীপে দুদিন তিষ্ঠোনোও হয়েছিল স্বপনের মহা দায়—এখন তাকে ছাড়াই হ'ল দুর্ঘট। ও আরও এক সপ্তাহ থাকবে স্থির করল। ইসাবেলার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। বলল : "তা হ'লে আজ ফের একটা নাচের পার্টিতে যাওয়া যাক চলো। এ-সবে স্বপন কবে নারাজ? এ-রকম নিত্য-নতুন অছিলায় ছিল ওদের নিত্য-নতুন নৃত্য-জুবিলি। স্বপনের অপরাধও ছিল না খুব। একে তো নতুন নাচ শেখায় উঠন্ত উৎসাহ—তার উপর ইসাবেল ছিল "cynosure of neighbouring eyes"—চাং-ও মাঝে মাঝে মিলটনি ঢঙে হেসে বলত। স্বপন দেখত পাঁচজনে ওকে কী হিংসেই করছে—কারণ বেশির ভাগ নাচ এই শ্যামলের সঙ্গেই নাচত এই 'লোকচক্ষুমধ্যবর্তিনী' তনুমধ্যা।

শুধু মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে মনে হ'ত সন্ধ্যার কথা, আনার কথা। একজন বিরহিণী, অপরা—পরিত্যক্তা।…

মিড়ীতাল

সেদিন সকালে ওরা সন্তরণান্তে সমুদ্রতীরে ব'সে রোদ পোহাচ্ছে এমন সময় চাঙের ভ্যালেট তার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। চাঙের মুখের একটি পেশীও নড়ল না বটে, কিন্তু তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা যেন একটু ঝাপসা হ'য়ে এল। ইসাবেলা উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকাতেই সে

শান্ত মুখে তারটি তার হাতে দিল। গোলাপের টকটকে রক্তিমাভা যে এক লহমায় এমনভাবে উবে যেতে পারে তা স্বপন কখনো ভাবেনি। ইসাবেলা পাংশুমুখে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চেয়ে রইল চাঙের দিকে। চাং মুখ নিচু ক'রে ভাবতে লাগল। স্বপন বলল : "আমি একটু বেড়িয়ে আসি।" চাং হঠাৎ বলল : "না, গোপনীয় কিছু নয়। দেখবে?"

—"দুঃসংবাদ?"

—"দেখই না।" চাং টেলিগ্রামটি ওর হাতে দিল।

লেখা ছিল : "জেনেরাল সেরানোর লোক আজ সকালে আমার চাকরের হাত থেকে তোমাকে-লেখা একটি চিঠি আমার নাম ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। সে অনেক কথা। তোমাদের ঠিকানা বদলালে ভালো হয়। শুনছি তিনি গুণ্ডা লাগিয়েছেন ইসাবেলাকে মোটরে পুরে মাদ্রিদে চালান করবার জন্যে—বেনার।"

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

স্বপন প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল—বলল : "এ কি মগের-মুলুক না কি?"

চাং একটু হেসে বলল : "স্পেনের রাজন্যবর্গের মতি-গতি ও আইডিয়লজি সেই মগের মুলুকের আমলেরই। স্পেন এখনো মিডীভাল যে—বলিনি তোমায়?"

—"কিন্তু তাই ব'লে—এ যে—এ যে দিনে-ডাকাতি!"

ইসাবেলা বিবর্ণমুখে বলল : "বাবা সব পারেন। বছরখানেক আগে তাঁকে একজন অপমান করে। তার মাসখানেক বাদে এক থিয়েটার থেকে বেরুবার পথে, একদল লোক বেচারীকে নিয়ে কোথায় যে চালান দিলে, কেউ জানে না আজ পর্যন্ত। কেউ বলে খুন—কেউ বলে জেনেরাল সেরানো কোথায় আটকে রেখেছেন কোন্ অতল পাতাল-পুরীতে—কিম্বা কোন্ ক্যাটাকোম্বে।"

স্বপন বলল : "সে কি ? আইন—"

চাং বলল : "আইনে করবে কী ? প্রথমত, প্রমাণ করার উপায় নেই—দ্বিতীয়ত, জেনেরাল সেরানোর বিরুদ্ধে সাধ ক'রে লাগতে যাবে কে বলো ? টাকা, প্রতিপত্তি, লোক-লস্কর কিসের অভাব তাঁর ? মিডীভাল যুগে এইসব সম্বল যাদের ছিল তারাই তো ছিল সমাজের হর্তা কর্তা বিধাতা। আর অ্যালফন্সো ও প্রিমো দি রিভিয়েরা মহোদয়-যুগলের কৃপায় স্পেন এখনো সেই যুগের ছন্দেই চলছে। সুতরাং—" ব'লে শুধু একটু মুচকে হাসল।

ইসাবেলা বলল : "তা হ'লে কি হোটেল বদলাব ? না অন্য কোথাও যেতে হবে ?"

চাঙের মুখচোখের মধ্যে একটা পাণ্ডুর পরুষতা দেখা দিল। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উঠল জ্বলে। কিন্তু তার পরেই সেই চিরসংযত শান্ত কঠিন আভা—ইস্পাতের ধূসর-নীলাভ চাপা দ্যুতি। তার অভ্যস্ত সুললিত স্বরে হেসে বলল : "পাগল হয়েছ ? গুণ্ডার গুণ্ডামির ওষুধ পালানো নয়—পালটে গুণ্ডা লাগানো।"

ইসাবেলা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলল : "তাঁর বিরুদ্ধে লাগাবে না তো ?"

চাং তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "তা কি পারি ইসা ? তোমার জন্যেই পারি না যে ! তবে সাবধান একটু হ'তে হবে বৈ কি : তোমাকে রক্ষা করার জন্যে দু-একজন বন্ধুকে রাখব পাহারা—যতদিন না সে ছবি ক'টা বিক্রির টাকা মসিয়ে বেনায়ের কাছথেকে পাই।"

স্বপন ওর মুখেই শুনেছিল যে চাঙের কয়টা ছবি একজন আমেরিকান ক্রোড়পতি একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে কিনেছেন ও ছবি কটা কালিফর্নিয়াতে তাঁর বাগান-বাড়ীতে পৌঁছলেই তিনি মসিয়ে বেনায়কে চেক্ পাঠিয়ে দেবেন।

ইসাবেলা বলল : "চলো না কেন, পারিসেই যাই তা হ'লে ?"

চাং শুধু বলল : "না।"

ইসাবেলা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

চাং তৎক্ষণাৎ ওর হাতদুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "ইসা, আমার অমন টোনে 'না' বলার জন্তে ক্ষমা কোরো। কিন্তু ভেবে দেখ : প্রাণের ভয়ে পালানো এ চলতেই পারে না। তা ছাড়া পারিসেও গুণ্ডার অভাব নেই। এখান থেকে তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়া যতটা সহজ পারিস থেকে কি তার চেয়ে একচুল কম সহজ হ'বে মনে করো? বরং এখানে আশে-পাশে দুষমণ চেহারার ছায়া পড়লে বেশি সহজে সাবধান হওয়া যাবে।" ব'লে তার গালে দুটো আদরের টোকা মেরে বলল : "কিন্তু ভয় কি ইসা? তুমি না নব্যা নির্ভীকা? তোমার কি এ-রকম ভয় সাজে? ছি।"

ইসাবেলার পাণ্ডুর গালদুটি মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠল। চাঙের কাঁধে মাথা রেখে বলল : "আমি আমার জন্তে ভাবি না চাং। আমার ভয় হয় পাছে গুণ্ডায় তোমার—" ওর কণ্ঠস্বর ধ'রে এল।

চাং ওর কটি-বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে এনে স্বপনের দিকে চেয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ চাপাহাসি হেসে বলল : "নারীর ছলনার এ-রূপ দেখেছ কখনো সেন? শুধু আমার জন্তেই!"

ইসাবেলা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে কৃত্রিম কোপে বলল : "ছলনা? মনে নেই—সেবার?"

চাং বলল : "কী এমন ঘটেছিল আমার শুনি? আমার ঘাড়ের কাছে ছোরার কোপে মাত্র এক খাবল মাংস উঠে কম হয়েছিল। কিন্তু জেনেরাল সেরানোর দুটি মস্ত লেফটেনান্ট? পঙ্গু থাকতে হবে আমরণ।"

—"সে তখন তারা জানত না ব'লে যে, তুমি রিভলভার নিয়ে রাস্তায় চ'লে থাকো। নইলে ছোরা ছেড়ে তারাও রিভলভারের ব্যবস্থাই করত। সবই তো জানো!"

—"জানি ইসা। কিন্তু মরতে তো একদিন হবেই। আর আমি কিছু বীরত্ব করব ব'লে ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রেও বসে নেই। বলছি তো: লোক-লস্কর আমিও রাখব।—কেবল একটা কথা—এখন অন্ততঃ দু-একদিন তোমার ঘর থেকে একদম বেরিয়ো না।"

ইসাবেলা বলল: "তুমিও না কিন্তু।"

চাং বলল: "আমার এখনি যেতে হবে একবার গ্রাসে—ওমো-র কাছে। আমার জন্যে ভেব না।"

ব'লে একজন ওয়েটারকে ডেকে একটা ট্যাক্সি আনতে ব'লে দিল।

এবার স্বপন কথা কইল: "কিন্তু চাং তোমাকে এবার পথে যদি—"

চাং বলল: "আমি মোটরে যাব ও বিকেলের আগেই ফিরব। তা ছাড়া জেনেরালের চরেরা মাত্র আজ পারিসে জানতে পেরেছে এখানকার ঠিকানা। তাদের এখানে এসে পৌঁছুতেও তো অন্ততঃ দেড়দিন লাগবে সেখান থেকে।"

ইসাবেলা বলল: "তোমার বুদ্ধি দেখে সময়ে সময়ে আমার সত্যিই অবাক্ লাগে চাং। তারা ট্রেনে না এসে যদি এয়ারোপ্লেনে আসে?"

চাং একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলল: "তা বটে। আশ্চর্য্য, এ-কথাটা আমার মনে হয়নি।"

স্বপন বলল: "চাং একটা অনুরোধ করব, রাখতে হবে।"

—"কী?"

—"গ্রাসে তোমার সঙ্গে আমিও যাব লোক ঠিক করতে।"

—"সে কি হয়? আমার বিপদের মধ্যে তোমাকে টানব কেন?"

স্বপন হেসে বলল : "এবার ধরা প'ড়ে গেছ মঁশেয়! এখুনি না বোঝাচ্ছিলে ইসাবেলাকে যে, বিশেষ কিছুই বিপদ নেই তোমার মোটরে যাওয়ায়?"

ইসাবেলা বলল : "হ্যাঁ হ্যাঁ স্বপন। তুমি যাও ওঁর সঙ্গে। ওঁর কথা শুনো না। উনি ঐরকম। কাউকে নিজের জন্তে এতটুকু দুঃখ দিতে চান না—বিপদের অংশ নিতে বলা তো দূরের কথা।"

স্বপনের ঠোঁটের কোণে একটু বিজ্ঞ গোছের হাসির আভা খেলে গেল : দয়িতের শুভচিন্তায় দয়িতা তৃতীয় ব্যক্তির শুভাশুভ সম্বন্ধে অজ্ঞাতে কতখানি উদাসীন হ'তে পারে। কিন্তু ও সহজ সুরেই বলল : "ভেবো না ইসাবেলা। বিপদ কিছু হবে না আমরা দুজনে থাকলে। অন্ততঃ Cote d' Azur যে মিউভাল স্পেন নয় এ-ভরসা তোমাকে দিতে পারি। তাছাড়া আমি রিভলবার ছুঁড়তেও জানি—জমিদারের ছেলে—শীকারে অনেকদিন থেকেই—"

চাং বলল : "না না সেন, অত বীরত্বের দরকার হবে না। বন্ধ মোটরে গেলে কোনই ভয় নেই, আর তারা কিছু আমার চৈনিক বন্ধু ওয়ো-র ঠিকানাও ক্রেয়ারভয়াঁসে জেনে রাখেনি। তার ওখান থেকে আমার দু-তিনটি স্বদেশী বন্ধুকে নিয়ে এখানে আসছি ফিরে—হয়তো দুটো-তিনটের মধ্যেই ফিরব।"

স্বপন ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলল : "ও-সব ছেলেমানুষি প্রবোধে ভোলাচ্ছ কা'কে চাং? তোমার বিপদে আমাকে দূরে রাখতে চাওয়া তোমার দিক দিয়ে বিবেচকের কাজ হ'তে পারে,—কিন্তু—"

চাং হেসে বাধা দিয়ে বলল : "দূরে রাখতে চাই না স্বপন! আমার বিপদে আমার এর চেয়েও বড় উপকার তুমি সত্যিই করতে পারো। করবে?"

স্বপন সাগ্রহে বলল : "কী বলো ?"

চাং বলল : "আমি যতক্ষণ না ফিরি তুমি ইসার পাশে থাকো। কারণ বস্তুতঃ বিপদটা আমার চেয়ে ওরই তো বেশি। তাই এ-সময়ে তুমি যদি ওর কাছ-ছাড়া না হও তা হ'লে আমার সবচেয়ে বন্ধুর কাজ করবে। তিনটি অনুরোধ আছে আমার : কোনো ছুতোরই হোটেলের বাইরে ওকে যেতে দিয়ো না, ঘরের দোর খোলা রেখো না, এবং কেউ দোরে টোকা মারলে নাম জিজ্ঞাসা না ক'রে দোর খুলো না। আমি ভ্যালেটকে ব'লে যাচ্ছি তোমাদের খাবার ইসাবেলার ঘরেই দিয়ে যাবে। কেমন, রাজি ?"

স্বপন হেসে বলল : "যেমন শক্ত, তেমনি অপ্রীতিকর! রাজি হ'তে পারা যায় কখনো ?"

চাং নিঃশব্দে হাসল। স্বপনের আশ্চর্য্য লাগে!—তেমনিই শুভ্র নিশ্চিন্ত হাসি! মুখের কোথাও একটুকরো মেঘ নেই! স্বপন বলল : "কিন্তু তোমার প্ল্যান কি জানতে পারি ?"

চাং বলল : "আমাদের শোবার ঘরের উত্তর দিকে যে বড় ঘরটা খালি আছে সেটাতে আমার দুটি চৈনিক বন্ধু দেহরক্ষীর মতন থাকবে—কিছুদিন।"

স্বপন জিজ্ঞাসা করল : "এরা কারা ?"

চাং বলল : "এরা ক্যাণ্টনে আমার দুটি ছাত্র ছিল—ওয়ো ও উয়েদা। ক্যাণ্টন-গভর্মেণ্ট স্কলার্শিপ দিয়ে পাঠিয়েছে এদেরও। আমাকে বড় ভালোবাসে : যেমন বলবান তেমনি সাহসী, প্রাসে এসে আছে—Cote d' Azur-এর নানা ছবি আঁকবে এই মৎলবে। মাঝে মাঝে এদের কাছে আমি যাই। কখনো কখনো রাতও কাটিয়ে আসি—ইসা হয়তো তোমায় ব'লে থাকবে।"

স্বপন বুঝল, তাই মাঝে মাঝে ইসাবেলা একলা থাকে রাত্রে। আশ্চর্য্য, বাসকসজ্জা-জাগা নবলব্ধা সুন্দরী প্রণয়িনীকে ছেড়ে স্বদেশবাসীদের ঘরে রাত কাটায়! পারে এরাই!

বলল: "কিন্তু এরা জানে তোমরা পালিয়ে এসেছ?"

চাং বলল: "হাঁ, কেবল—" ব'লে থেমে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

স্বপন বলল: "কেবল কী?"

চাং বলল: "একটা অনুরোধ আছে—রাখবে?"

স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'ল: "বিলক্ষণ।"

—"এদের কাছে বোলো না যে, আমরা বিবাহ করিনি এখনো।"

—"কেন!!"

—"এরা একটু পিউরিটানিক—তোমাদের দেশে কী বলো যেন এ-রকম মেণ্টালিটির লোককে—সেদিন বলছিলে?"

—"ব্রাহ্ম?"

—"হ্যাঁ। তবে অতটা নয়। তবু কম্পানিয়নেট ম্যারেজের আদর্শ-টার এরা অনুমোদন করবে ব'লে মনে হয় না। তাই এদের কিছুই বলিনি আমি এ-সম্বন্ধে।"

স্বপন বিস্মিত সুরে বলল: "আমাকেও তো বলোনি। তোমরা কি শীঘ্রই বিবাহ করবে না?"

চাং আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: "ইসা তোমায় বলেনি বুঝি? তা জানলে যে আমিও ব'লে ফেলতাম না।"

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। কোথায় বাজে যে!···

চাং ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "রাগ

কোরো না স্বপন। একটু ভেবে দেখ দেখি ধাঁ ক'রে তোমাকে এ-সব কথা বলতে ভরসা না-হওয়াটা কি খুব দোষের ?"

স্বপন একটু উপশান্ত হ'য়ে বলল: "তা তো বলিনি।—কেবল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

চাং হেসে বলল: "একটা কেন—যতক্ষণ ট্যাক্সি না আসে প্রশ্নের ব্যাটারি বর্ষণ ক'রে যেতে পারো ?"

স্বপন বলল: "এ-বিবাহবিমুখতাটা কি প্রিন্সিপ্‌ল্ থেকে করা, না ...পের অনুকরণে ?"

চাং হাসল: "আমাকে কি তোমার খুব অনুকৃতিপ্রবণ মনে হয়েছে এ-কয়দিনে ?"

—"তা নয়, তবে—"

চাং বলল: "শোনো স্বপন। অনুকরণ আমি ভালোবাসি নে। কিন্তু এ-ও আমি বিশ্বাস করি নে যে, কোনো দেশে কোনো নতুন আইডিয়া বা আবিষ্কারে কোনো জাতির একচেটে স্বত্ব থাকতে বাধ্য।—বিশেষ দাম্পত্য-বিধানাদিতে প্রায় সব সভ্য জাতিরই সমস্যা বোধ হয় খতিয়ে একই দাঁড়ায়। নয় কি ? কাজেই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, যতদিন নরনারীর বিবাহ-বন্ধন রুষ-দেশের মতন ইচ্ছামাত্রেই ছিন্ন করা সম্ভব না হবে, সন্তানের ভার সমাজ না নেবে, ততদিন তাদের পক্ষে আগে কিছুদিন একত্র থেকে পরখ ক'রে দেখা মন্দ কি ? তোমারও মনে হয় না আজকাল ? তুমি করতে না ?"

স্বপন একটু ফাঁপরে প'ড়ে গেল। অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্টে ব্রাহ্মদের ব্রাহ্মামির 'পরে কটাক্ষ করা সহজ,—কিন্তু কংক্রীটে এতটা সাহসিক হওয়া!—একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "কিন্তু যেখানে সত্য ভালোবাসা—"

এবার ইসাবেলা কথা কইল, মুখে তার একটুখানি ম্লান হাসির ছোঁওয়া

লেগে! বলল: "কিন্তু ভালোবাসা কোন্‌খানে সত্য ও কোন্‌খানে অসত্য তা আগে থেকে জানবে কেমন ক'রে কারো মিয়ো? * আমার তিনটি বান্ধবী—যারা তাদের প্রণয়ীর জন্যে সব ছেড়েছিল—বিয়ে করতে না করতে বল্লভকে ছাড়বার জন্যে সে কী ব্যগ্র! পরে তাদের মধ্যে একজন করল আত্মহত্যা, একজন তার স্বামীকে ডাইভোর্স ও আর-একজন রইল প্রায় জীবন্মৃত হ'য়ে বেঁচে তার সন্তানের খাতিরে। যদি তারা বিয়ে করার আগে কিছুদিন একত্রে থাকত—"

ভ্যালেট এসে বলল: "ট্যাক্সি হাজির মসিয়ে।"

চাং উঠে হেসে বলল: "বিবাহের বিরুদ্ধে তোমায় একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দেব স্বপন—যদি বেঁচে ফিরে আসি।"

ইসাবেলা পাণ্ডুর হ'য়ে বলল: "কী যে সব ঠাট্টা করো চাং। তোমাকে বার বার বলেছি ও-সব ঠাট্টা আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমাকে আমি দেব না যেতে।"

চাং ওর গালে শুধু একটি টোকা মেরে স্নেহভর্ৎসনার সুরে বলল: "ছি ইসা, এত ভয় তোমার সাজে? তুমি না কথায় কথায় তোমাদের সার্ভান্টেসকে কোট কর—

গান গেয়ে দাও উড়িয়ে বেদন ভার
দূর করো সব তিমির আশঙ্কার?"

* * * * * *
* * *

স্বপন মোটর অবধি এল—ইসাবেলা ওপরে গাড়ীবারান্দা থেকে চাঙের দিকে চেয়ে হাসে—রুমাল নেড়ে। কিন্তু এত ম্লান হাসি!...

* Caro mio—প্রিয় বন্ধু।

কোটরের রঙীন পর্দাগুলি টেনে দেবার আগে চাং স্বপনকে বলল :
"সেন, আমার নামে কোনো টেলিফোন এলেও কিন্তু ইসাবেলাকে নিয়ে বেরিয়ো না—আমার নামে তার এলেও না। বুঝলে? যদি আমি তার করি তবে লিখব—ধরো, Xerexes.—বুঝলে? এ-নাম না থাকলে বুঝবে সে শত্রুর তার।"

—"বুঝেছি। কিন্তু এতটা—"

—"বলিনি,—জেনেরাল সেরানো মিডীভাল যুগের লোক? একশো বছর আগে ওঁর এক পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত জলদস্যু ছিলেন শোনা যায়। সেই 'নীল রক্ত' ওঁর দেহে। নইলে এমন কোশলী?"

—"খুব কোশলী না কি?"

—"উঃ—সে নিয়ে শার্লক হোমসের চেয়েও ভালো গল্প লেখা যায়। ও রেভোয়া মনামি।"

—"ও রেভোয়া—আ বিয়ঁ্যাতো।"

দ্বিধাবসান!

ইসাবেলাকে তার শয়নকক্ষে ডবল অর্গল লাগাতে ব'লে দিয়ে স্বপন অনেকক্ষণ নেগ্রোম্বোর সামনের সাগরতটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নানাকথাই ভাবতে থাকে। ভেবে কোনো কূল-কিনারাই পায় না। এ কী এক মধ্যযুগের রোমান্সের মধ্যে ও প'ড়ে গেল বলো দেখি? আমার সঙ্গে বড় জোর একটু দুর্নাম হ'ত। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা যে-ভাবে ঘনিয়ে উঠছে তা'তে যে-কোনোদিন তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় বা।...আর শুধু তা হ'লেও বা রক্ষে ছিল। কিন্তু জেনেরাল সেরানোর

কীর্ত্তিকলাপ এইমাত্র যা শুনল তা'তে তো মনে হয় না—তিনি কোনো কাজ আরম্ভ করলে তার শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে থামেন। সে-মহাপ্রভু যদি তাকে চাঙের সহকারী ভাবেন তবে চাঙের যা বিপদ তারও তো প্রায়—দূর্! বিপদ? সে বীরের মতন হেসে উঠতে চায়। কিন্তু হায়রে, তার শত বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও তার মনের কোণে একটা স্বর ক্রমশঃই প্রবল হ'য়ে ওঠে—'পালাও পালাও বৈষ্ণবংশতিলক!'

সে রেগে ওঠে। কী? যাদের সঙ্গে সুখের দিনে সে এত আনন্দে কাটিয়েছে বিপদের দিনে কাপুরুষের মতন তাদের ছেড়ে যাবে? তাছাড়া ব্যাপারটা মসিয়ে বেনার আগুন্ত জানেন, সে হঠাৎ পালিয়ে গেলে তাঁর কানে ও শেষটায় আনার কানেও পৌঁছবেই। আশ্চর্য্য, এ-সময়ে তার মনে নিঃস্বার্থ যুক্তি ও বীরত্বের প্রণোদনা উদয় না হ'য়ে এইসব আগুপাছু ভাবনা আসছে! কার্য্যস্থলে বীর হওয়া তত কঠিন নয়। কিন্তু চিন্তায়ও খাঁটি থাকা—সহজ কথা?

তার চোখে চাঙের বজ্রকঠোর মুখ ভেসে ওঠে ও কানে তার সংযত নির্ভীক কথা কয়টি বেজে ওঠে। কোথা থেকে পেল এ-সাহস সে?—যার মধ্যে বাহিরের জাঁকজমকের বাষ্পও নেই? তার ভাবনা নিজেকে নিয়ে তো নয়—ইসাবেলাকে নিয়ে। তার বিপদ কতখানি তা ও তো বুঝতে বেশি কল্পনার দরকার করে না। একবার ছুরিকাঘাত তো হয়েইছে—এবার হয়তো চলবে গুলি। ভাবতেও মনের মধ্যেটা কেমন কুঁকড়ে ওঠে—সে-রক্তারক্তি ব্যাপার সে যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখে! ··উঃ! শিকার সে করত বটে একসময়ে—কিন্তু জীবজন্তুর রক্ত আর মানুষের রক্ত? নাঃ, তার গা'র মধ্যে কেমন যেন ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে।···

দূর্—সে কোথায়? ঐ তো সামনের রবিকরোজ্জ্বল লক্ষ উর্ম্মিমালার

ফেনকিরীটের চূড়ায় চূড়ায় আলোর হীরকমণি ঝলমল করছে। ঐ তো দূরে নীসের সেই অভিরাম ঘনশ্যাম শৈলমালা ঢেউয়ে ঢেউয়ে জলের কোল অবধি সর্পিল ছন্দে নেমে এসেছে। ঐ তো একখণ্ড অলস মেঘস্তূপ নীলাম্বর মুকুরে নিজের মুখ দেখতে মগ্ন। ঐ তো দিগন্তবিস্তৃত বহুরূপী লহরীর বুক সরল রেখায় বিভক্ত হ'য়ে গেছে দুটি বর্ণে। ঐ তো গন্ধময় মোটর বাস, চিন্তাক্লিষ্ট পথিক, স্বাস্থ্যান্বেষী তরুণ-তরুণী, আনন্দোজ্জ্বল বালক-বালিকা সামনের অশ্রান্ত স্রোতের সঙ্গে সমান কদমেই চলেছে। ঐ তো হোটেলের সালঁ থেকে পিয়ানোর সুর মন্থর-ছন্দে আসছে ভেসে। ঐ না—সামনের কাফেতে ঔদরিক কোটিপতি হের গুত্‌মানের দাড়িতে সাদা ক্রিমের ছোঁয়া লেগে! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ-হেন বায়গায়, এ-হেন বাস্তব আবহে কোত্থেকে আসবে খুনজখম, নারীহরণ, গুপ্তচর, ছদ্মবেশী ঘাতক ও বহুরূপী শাস্ত্রী?—এ-সব কি সত্য, না রোমান্স? ওরা সব বানিয়ে বলেনি তো? কে জানে—অনেকে যে আবার তিলপ্রমাণ বিপদকে তালপ্রমাণ সঙ্কট ব'লে জাহির ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকে এ সংসারে!···পালাও পালাও।

না না ছি। ওর মনে পড়ে খানিক আগে ইসাবেলার ধূসরাভ চোখ দুটির গাঢ় শঙ্কিত দৃষ্টি। কিসের অভাব ছিল তার? স্পেনে তার পিতার প্রতিপত্তি, পদবী, অজস্র ধন—রূপ যৌবন স্বাস্থ্য—অগণ্য প্রণয়ী—স্পেনের অভিজাত সমাজের সম্পদ, বিলাস, মান-সম্ভ্রম, সবই তো ছিল ওর করায়ত্ত। শুধু তাই? যার জন্যে সব ছেড়েছে সে—তাকেও যে-কোনো মুহূর্তে হারাতে পারে, এ জেনেশুনে তবে তো এসেছে সে। ছি, ইসাবেলার এ-হেন ভালোবাসাকেও অবিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি তার হয় কী ক'রে?—বিশেষ চাঙের সঙ্গে মেশার পরে? সত্য বটে চাঙের সঙ্গে আলাপ তার দুদিনের কিন্তু তা'তে কি? তাকে কি তার প্রিয়তম

বন্ধুর চেয়েও কম চেনে সে? মিথ্যা বলবে চাং? ছি ছি! তার মনে অনুতাপ গাঢ় হ'য়ে ওঠে চাংকে সন্দেহ করার দরুণ। ও কথাই নয়— তার মনের এক গহন কোণে এক অপূর্ব্ব গর্ব্ব জাগে: বিধাতা কয় লোককেই আত্মদানের সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন। আনার পাশে সে দাঁড়ায়নি—তার ভয়কাতুরে প্রকৃতির আলায়, নৈতিকতার তর্জ্জনে। কিন্তু এখানে তো সে অজুহাতও নেই? এখানে কী ব'লে ও পালাবে? তার যে পালাবার দুর্দ্দম্য ইচ্ছে হচ্ছে এইতেই সে নিজের 'পরে ওঠে রেগে।

সর্ব্বোপরি তার মনে হয় স্বদেশের কথা। চাঙের মধ্যে দিয়ে সে পরিচয় পেয়েছে চীনদেশের কত মহৎ গুণের আর তার মধ্যে দিয়ে ওর পরিচয় পাবে ভারতের ভীতিত্রস্ত কুণ্ঠার? কাপুরুষতার? সাংসারিক যুক্তিবাদের?

কিছুদিন আগেকার সেই বিরাট অনুভূতির হারানো আভাষ কেঁ তার মনে ওঠে জেগে। তাকে স্পর্শ করে কে? "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" এ-সব কি কেবল্ কথার কথা? মনে জাগে ওর প্রিয়বন্ধু অতনুর একটা কথা: "বিদেশে মনে রাখিস্ আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের দেশের তেত্রিশ কোটির প্রতিনিধি—স্বদেশে যে দোষ ব্যক্তিগত বিদেশে তা হ'য়ে দাঁড়ায় জাতিগত!" না। পালানো? অসম্ভব।

বিস্রম্ভালাপ

ইলাবেলার ঘরের দুয়ারে যখন স্বপন টোকা মারল তখন তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব একেবারে চ'লে গেছে। মনের মধ্যে এমন একটা হিল্লোল!··· আনার সম্বন্ধে মাঝে দু-একদিন যেমন রক্ষকের ভাব জেগে উঠছিল—

যেন সেই রকম, না? ভাবে আর হাসে। আমরা বলত প্রায়ই: "পুরুষ নারীর রক্ষাকর্ত্তা না হ'তে পারলে পুরুষজন্ম সার্থক বোধ করে না।"

—"কে?"

—"ভয় নেই ইসাবেলা—গুণ্ডা না।"

ইসাবেলার হাসিমুখ দেখে তার মনটা ভ'রে ওঠে। সে ভেবেছিল বুঝি কত সান্ত্বনাই দিতে হবে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটু নিরাশও যেন হয়। একটু সান্ত্বনা, একটু ভরসা, একটু মা ভৈঃ—দিতে পারলে যেন মন্দ হ'ত না। তবু বলে: "কী, মন কেমন করছে?"

ইসাবেলা তেমনি হাসিমুখেই বলে: "কিছু না। আমার মন কেমন করে কখনো?"

—"উঁ—শ্, খানিকক্ষণ আগে তবে যে কেঁদে ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিলে!"

—"তখন যে আমার ইচ্ছে ছিল না চাং-কে একলা ছেড়ে দিতে। কিন্তু যখন চ'লে গেছেই তখন অতীত নিয়ে অনুশোচনা জল্পনা-কল্পনা ক'রে লাভ কি?"

—"যেন মানুষ লাভ ভেবেই সব কিছু ক'রে থাকে।"

—"প্রথমত, আমরা মানুষ নই—মানুষী; দ্বিতীয়ত, নব্যা; এবং শেষত, মানুষ সচরাচর যা ক'রে থাকে চাং বা ইসাবেলাকেও যে তারই জের টেনে চলতে হবে এমন কোনোই কথা নেই। কিন্তু এ-সব বীরত্বের কথা থাক্ এখন। এ-সব মনে অনুভব করাই ভালো, কথার তুলিতে আঁকতে গেলেই হ'য়ে পড়ে কিরকম যেন ন্যাকাশে—অস্বাভাবিক, নয়?"

স্বপন হেসে বলে: "বেশ বলেছ। এতক্ষণ আমারও অনেকটা এই ধরণের কথাই মনে হচ্ছিল, জানো? কিন্তু বড্ড সময়ে সাবধান ক'রে

দিয়েছ। নইলে হয়তো কথার তুলি দিয়ে সে সব আমিও আঁকতে বেতাম —বীর বনতে।"

ইসাবেলা হাসিমুখে বলে: "আমাকে একা রেখে দূরে দূরে থেকে বুঝি কল্পনায় বীরত্বচিত্র আঁকা হচ্ছিল এতক্ষণ? হা অদৃষ্ট! এমনি মহাবীরকেই কি না শেষটায় চাং আমার হর্তা-কর্তা-বিধাতা ক'রে রেখে গেল গো! ধরো যদি এসে দেখতে আমি বেমালুম লোপাট? কী করতে শুনি?"

স্বপন গম্ভীর মুখে বলে: "শুধু আমাদের ভারতীয় ভানুমতীর ভেল্কিবাজিতে নাস্তি থেকে ইসাবেল-রূপ অস্তিকে সৃজন করতাম।"

ইসাবেল হাস্যলহরী বইয়ে দিয়ে বলল: "সে তোমরা পারো। না কে হাঁ করতে পারে ওই ভারতীয় জীবই। কিন্তু ঠাট্টা ছেড়ে সত্যি বলো তো কী করছিলে এতক্ষণ? সন্ধ্যাকে একান্ন পৃষ্ঠা চিঠি লিখছিলে, না তার বিরানব্বই পৃষ্ঠা চিঠি পড়ছিলে?

স্বপনের হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় গত পাঁচ-ছয়দিন ধ'রে সন্ধ্যার কথা কত কম মনে হয়েছে—চিঠি লেখা তো দূরে থাকুক। অনুশোচনা চেপে বেশি ক'রে হাসি টেনে এনে বলে: "ভালো কথা মনে ক'রে দিয়েছ—তাকে এ-ব্যাপারটা লিখতে হবে।"

—"কবে?"

—"আজ—কিম্বা কাল—চাং ফিরে এলে।"

—"কিন্তু এ-ব্যাপারের কী লিখবে তুমি শুনি? একান্ন পাতা ভরাবে কী দিয়ে ভেল্কিবাজ?"

—"সে-ও যে এক ভেল্কি। বললে কি তুমি বুঝবে?"

—"না সত্যি, ঠাট্টা রেখে বলো তো—কি এত লিখবে তুমি আমাদের সম্বন্ধে?"

স্বপন মুস্কিলে প'ড়ে যায়।—বলতে গিয়েই দেখে বাস্তবিক চাং ও ইসাবেলা সম্বন্ধে সে কত কম জানে। এ-কয়দিন নানা তর্ক আমোদ প্রমোদেই কেটেছে—নাচেই সবচেয়ে বেশি। অথচ আনার সঙ্গে দুদিন আলাপে সে তার সম্বন্ধে কত বেশি জেনেছিল!···হঠাৎ মনে হ'ল চাং তার নিজের সম্বন্ধে প্রায় কোনো গূঢ় কথাই বলেনি। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

ইসাবেলা হেসে বলল: "দেখছ তো—কিছুই জানো না আমাদের সম্বন্ধে—এই কথাই ভাবছ—না, সত্যি বলো তো?—আঃ, কী যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ো তুমি থেকে থেকে!"

স্বপন লজ্জিত হ'য়ে হেসে ফেলল: "মাফ কোরো ইসাবেলা! আমাদের দেশে সংস্কৃতে বলে—'স্বভাবো নাতিরিচ্যতে'—আর যাকেই লঙ্ঘন করা যাক—স্বভাবকে যায় না। কিন্তু আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

—"যথা?"

—"ভাবছিলাম মাঝে মাঝে তুমি সত্যি আশ্চর্য রকম ধরতে পার আমার মনের কথা। আনা বলত এ নাকি সম্ভব হয় নারীর সহজবোধে।"

—"খুব সত্যি কথা। আমরা জান্।—মনের কথা চোখ দিয়ে টেনে বার করি।"

—"অথচ মনের কথা বলো না—বাঃ!"

ইসাবেলা গাম্ভীর্যের সুরে বলল: "ছি ছি—তা কি বলতে পারে মেয়েরা? তারা যে অন্তঃশীলা। জানো না?"

স্বপন একটু ইতস্তত: ক'রে বলল: "কিন্তু জানো—আনা বলত যে, এটা হয় মেয়েদের ভান, নয় ফ্যাশন। নইলে আসলে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে একটুও বেশি চাপা নয়—প্রকৃতিতে।"

—"ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।"

—"তবে কখনো নিজের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলোনি কেন? চাং বলতে বারণ করেছে?"

—"দূর। চাং কখনো কোনো জিনিষ বারণ করে? ওর সঙ্গে তবে কী মিশলে?"

চাঙের সম্বন্ধে কথা হ'লেই ইসাবেলার এই গভীর শ্রদ্ধার ভাব স্বপনের বড় ভালো লাগে। লাগে কি—পুরুষের সুপিরিয়রিটি-কম্‌প্লেক্স ব'লে? কিম্বা শ্রদ্ধা জিনিষটাই তাকে বড় মুগ্ধ করে ব'লে?

—"ভাবছ চাং সম্বন্ধে আমি বড় উচ্ছ্বাসিনী, না?"

স্বপন আশ্চর্য্য হ'ল: "সত্যিই তুমি জান্‌।"

ইসাবেলা ঝরণাধারার রূপালি হাসির বান ডাকিয়ে দিয়ে বলল: "কিন্তু যদি বলি যে পুরুষের এ-ধরণের মেয়েলি উচ্ছ্বাস শুনতে ভালো লাগে ব'লেই ইসাবেলা তোমার কাছে উচ্ছ্বাসের মুখোস পরে, তা হ'লে বিশ্বাস করবে কি?"

—"না।"

—"কেন?"

—"কারণ ইসাবেলা মুখোষ পরতে শেখেনি এখনো।"

—"ভুল বন্ধু, ভুল। যুগ যুগ ধ'রে যে-জাতিকে মুখোষ প'রে থাকতে শেখানো হয়েছে, এক যুগেই তারা কাটিয়ে উঠবে সে-প্রভাব? সত্যিই মুখোষ-পরা আমার ধাতুগত হ'য়ে পড়েছে।"

—"কক্ষণো না।"

—"তুমি প্রকৃতিতে একটু সরল স্বপন—নইলে একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতে এ-ক্ষেত্রে তুমিই ভ্রান্ত।"

—"যথা?"

—"যথা চাঙের সম্বন্ধে তুমি তবু হয়তো কিছু জানো—আমার সম্বন্ধে কিছুই না।"

স্বপন চালাকি খেলবার চেষ্টা করে : "নিশ্চয় জানি।"

—"ব্লাগ! * কি জানো বলো?"

স্বপন ঈষৎ ফরাসী ব্যঙ্গ ধরে : "জানি তুমি প্রেম-বিহ্বলা, নিবিড়-কুন্তলা, শিশুসরলা, আবেগচঞ্চলা—"

ইসাবেলা বাধা দিয়ে বলল : "ওর মধ্যে কেবল নিবিড়কুন্তলা বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত—বাকি সব ভুল।"

—"কখখনো না!"

—"তবে শুনবে আবেগচঞ্চলার সত্য রূপ? ধরব নিজ মূর্ত্তি?"

—"চাংকে তা হ'লে কোন্ মূর্ত্তি দিয়ে ভুলিয়েছ শুনি?"

—"চাংকে ভোলানো যায় না—সে তো আর স্বপন সেন নয়।"

স্বপনের এ-তুলনা ভালো লাগল না। বলল : "স্বপন সেন যদি চাঙের পদবী পেত তবে ইসাবেলা তার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলত।"

—"ভুল বন্ধু—ভুল করলে ফের। চাং জীবনকে দেখেছে, মেখেছে, চেখেছে—ওর জলে ডুব দিয়েছে, হাবুডুবু খেয়েছে।"

—"মানে, স্বপন সেন—"

—"হাঁ অবিকল : জীবনের জানে কী?—রাগ কোরো না মনামি। তুমি শুধু তীরে দাঁড়িয়ে তার পারাবারকে একটু ভাব-ঢুলু-ঢুলু চোখে দেখেছ বই তো নয়। হাবুডুবু খাওয়া দূরের কথা—ডুব সাঁতারও কাটো নি।"

—"ভুল ইসাবেলা। আরও ভুল এইজন্যে যে, এটা তোমার উপলব্ধি-গত কথা না—চাঙের-কাছে-শেখা-বুলি।"

* Blague—ধাপ্পা

ইসাবেলা ঈষৎ আহত সুরে বলল : "কক্ষণো না।"

স্বপন এবার বেশ জোর দিয়েই বলল : "কেন বৃথা আত্মপ্রবঞ্চনা মনামি? জীবনের তুমিই বা কী জানো বলো তো? শোনো—আমার কথা শেষ হয়নি। ঐ যে উপমাটি দিলে এইমাত্র—সেটি শুনতে মন্দ না মানি। কিন্তু একটা কথা ধ্রুব জেনো—যে, উপমা দিয়ে সত্যকে মেলে না *—মেলে কাব্য-কুয়াশাকে। কারণ যাকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখি তাকেই যে খুব নিবিড় ক'রে চিনি এ-রকম সরল কথা বলে শুধু তোমার* মতনই ছেলেমানুষ।"

—"ছেলেমানুষ?"

স্বপন হেসে বলল : "মনে রেখো প্রবীণা-শ্রেষ্ঠা, যে, ছেলেমানুষ অপবাদে রাগ করাটাই হচ্ছে ছেলেমানুষির সব চেয়ে অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু সে কথা যাক্। তর্কটা যখন তুললেই তখন বলি শোনো—জীবনের উর্ণজালে যে সব চেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ে সেই যে সে-উর্ণার স্বরূপ সব চেয়ে ভালো জানে এ-কথা সত্যি নয়। তাহ'লে কেরাণীরা ও শ্রমিকরা জীবন-সম্বন্ধে গেটে বা টলষ্টয়ের চেয়ে গভীর কথা শোনাতো তোমাকে আমাকে।"

—"ঠিক্ বুঝলাম না।"

—"তোমার হাবুডুবু খাওয়ার উপমাটাই নেও না। কী ক'রে তুমি বললে যে জীবনের জলে হাবুডুবু খেয়েছে ব'লেই চাং সংসারকে বেশি চিনেছে? জীবনকে ও চেনেনি বা জানেনি বলছি না—কিন্তু যদি জেনে থাকে তো সেটা শুধু হাবুডুবু খাওয়ার ফলে না—এ নিশ্চয়। কারণ কে না জানে—হাবুডুবু যে খায় তার সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়—কী ক'রে ডাঙায় উঠবে। এই লোক জানবে জলের স্বরূপ? কোনো কিছুর সত্যরূপ জানতে হ'লে তা থেকে নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন করতে—তার একটু

উপরে উঠতে হয়ই। জড়িয়ে পড়লে কোনো কিছুর স্তব গান করা যেতে পারে বটে কিন্তু তা'তে জানা হয় না। এই ধরো না কেন, তোমার কথাই যদি সত্যি হ'ত তবে জলের সম্বন্ধে সব চেয়ে চমৎকার ও সত্য কবিতা লিখত জেলে ও নাবিক, নয় কি ?"

ইসাবেলা একটু বিপন্নস্বরে বলল : "আমি তোমাদের মতন অত অগাধ জলের কবিও নই—বৈজ্ঞানিকও নই, সেন। শুধু তাই না—আমি দার্শনিক বিচারেও পাকা নই। আমি বলছিলাম কি—" বলেই যায় থেমে।

স্বপন আত্মপ্রসন্ন সুরে হেসে বলে : "না না বলো ইসাবেলা। দার্শনিক কথা আর বলব না আমি।"

ইসাবেলা নম্রসুরে বলল : "বলবে না কেন ? আমার সত্যিই ভালো লাগে। শুধু—বেশি আবছা হ'লে আমি ঠিক ধরতে পারি না। যদি—"

হঠাৎ দুয়ারে টোকা।—"কে ?"

—"আমি, মাদাম। একটা তার আছে।"

চাং মাত্র ঘণ্টা তিনেক গেছে। এরি মধ্যে তার ? স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন একটা ছায়া ঘনিয়ে ওঠে যেন।...

কাছাকাছি

ইসাবেলা তারটা খুলে শুষ্ক মুখে স্বপনের হাতে দিল :

"তুমি অবিলম্বে গ্রামের হাসপাতালে এসো। আমার হঠাৎ মোটর থেকে প'ড়ে হাত ভেঙে গেছে, দেরি কোরো না—চাং।"

স্বপন প'ড়ে তারটি তার হাতে ফিরিয়ে দিল।

ইসাবেলা জিজ্ঞাসা করল : "কথা বলছ না যে ?"

—"কী কথা বলব ?"

—"এটা কি মিথ্যে তার ?"

—"তার আর সন্দেহ আছে ? এ-রকমটা হবে জানত ব'লেই যে চাং ব'লে গিয়েছিল সে নিজে তার করলে Xerexes নাম দিয়ে করবে—এর মধ্যে ভুলে গেলে ?"

—"ভুলিনি—কেবল সন্দেহ হচ্ছে যদি চাংই ভুলে গিয়ে থাকে ও-সঙ্কেতটার কথা ?"

—"তুমি ভারি ছেলেমানুষ ইসাবেল। যে এতটা দূরদর্শী যে, এ-রকম তার আসার কথা ভেবে আগে থাকতে সঙ্কেতের কথা ব'লে যায় সেই যাবে সেটা ভুলে ?"

ইসাবেলা অপ্রতিভ হ'য়ে বলল : "তা বটে !"

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইল। স্বপনের কেবল মনে হচ্ছিল— কী নভেলিয়ানা কাণ্ড ! জীবনে যে সত্যিই এ রকম যোগাযোগ হ'তে পারে এ যেন বিশ্বাসই হয় না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ব্যাপারটা বাইরে থেকে শুনতে যত উদ্ভটই লাগুক না কেন ভেতর থেকে লাগে বেশ আটপৌরে—স্বাভাবিক। ওর মনে প'ড়ে যায়, সে কী মহা উৎসাহ ক'রে অগাধ বিস্ময় নিয়ে মাস কয়েক আগে নরওয়ে যাত্রা—land of the midnight sun দেখতে। কিন্তু মধ্যরাত্রে দুদিন দিগন্তে সূর্য্যদেবকে দেখতে না দেখতে কই তেমন আশ্চর্য্য আর মনে হ'ল না তো ! তিনদিনের দিন দিব্যি নীল পর্দ্দা ফেলে দ্বিবাদীপ্ত মধ্যরাত্রে ঘুমোতে আরম্ভ করল বৈ কি—যেমন দেশে ঘুমোত।

—"কিন্তু—"

স্বপন চমকেই একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাসে।

—"কিন্তু কি ?"

—"চন্‌কালে যে ? কী ভাবছিলে ?"

—"তেমন কিছু না।"

—"আমি ভারি ভীতু—এই ?"

স্বপন হাসিমুখে বলে : "না ইসাবেল। আমি ভাবছিলাম—কিন্তু সে যাক—তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে বলো আগে।"

—"না—তুমি আগে বলো।"

—"আচ্ছা কৌতূহলী জাত ! বলছি বিশেষ কিছুই না।"

—"হোক্।"

—"ভাবছিলাম দেশে থাকতে যা উদ্ভট নভেলিয়ানা লাগত—শুনলে বিশ্বাসই করতাম না যে একটি বাঙালী যুবকের অদৃষ্টে ঘটতে পারে—এখানে সেই যোগাযোগই ঘটল—দু-দুবার : অথচ প্রতিবারই মনে হ'ল যেন কতই দৈনন্দিন—ঘরোয়া ব্যাপার !"

ইসাবেলা হাসল। ওর চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ বিষাদ ও উদ্বেগের ছায়া উঠল ফুটে : "সত্যি। আমার জীবনেই কি কম অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে গত দু-তিন বছরে ? না, দুদিন আগে আমি কখনো কল্পনাও করতে পারতাম—দুদিন বাদে আমাকে কী অবস্থায় দিন কাটাতে হ'তে পারে ?"

স্বপন ওর হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ স্বরে বলল : "ভাবছ কেন ইসাবেলা ? সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ইসাবেলার চোখ জলে ভ'রে এল : "কিন্তু যদি চাঙের সত্যিই মোটর থেকে প'ড়ে হাত ভেঙে গিয়ে থাকে ? যদি সত্যিই সঙ্কেতের কথাটা ভুলে গিয়ে নিজেই আমার নামে তার ক'রে থাকে ? যদি—" ওর গলা ধ'রে এল।

স্বপন তার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল স্বরে বলল : "না না ইসাবেল—অতগুলো 'যদি' সংসারে অমন ষড়যন্ত্র ক'রে ঘটে না। তাছাড়া গ্রাসে ওর বন্ধুবান্ধবেরাও তো রয়েছে। যদি সত্যি হ'ত, তারা টেলিফোন করত না কি সব আগে ?"

—"যদি তারা কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকে ? ধরো জেনেভায় কি শামনি-তে ? তারা তো মাঝে মাঝে ছবি আঁকতে টুরে বেরোয় ?"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "না—তা-ও হ'তে পারে না। বললাম না, এত-রকম যদি-র যোগাযোগ এমনভাবে একসঙ্গে ঘটবার জন্যে ওৎ পেতে ব'সে থাকে না ? অন্তত হাঁসপাতালের কোনো নার্স-ও তো তা হ'লে টেলিফোন করত।"

ইসাবেলা ঈষৎ আশ্বস্তস্বরে বলে : "তা বটে। আশ্চর্য—এ-কথা আমার মনে হয়নি। ও নিশ্চয় মিথ্যা খবর। কি বলো স্বপন ?"

স্বপন হেসে বলল : "একই কথা যতবার শুনবে ততগুণ আশ্বাস আসে বুঝি ?" ব'লে ঈষৎ ললিত সুরে : "তবু লোকে বলে এদেশের মেয়েরা বীরবালা। উঃ !"

ইসাবেলা রাগত সুরে বলে : "এশিয়ার মেয়েদের চেয়ে ঢের ঢে—র ভালো। এমন অবস্থায় উৎকণ্ঠিত হওয়া মানে বুঝি ভয় পাওয়া ?"

স্বপন হো হো ক'রে হেসে ওঠে এবার : "না। চোখে জল মানেও শুধু হাসির মড়ীন ইন্দ্রধনু।"

ইসাবেলা তার হাতের ওপর একটা চড় মেরে বলে : "অত হাসতে হবে না গো বীরপুরুষ। অমন অবস্থায় তোমারটি মূর্চ্ছা যেতেন।"

—"হয়তো পারস্য দেশের হারেমের বেগমদের হার্ট ফেল করত। কিন্তু তা'তে কি প্রমাণ হচ্ছে যে, স্পেনবংশোদ্ভবা Dona Isabella Serano হচ্ছেন বীরশ্রেষ্ঠা ?—না, তাঁর চোখে জল সাত্ত্বিকতার পরাকাষ্ঠা ?"

হঠাৎ সামনের জানলার পরদাটা দমকা হাওয়ায় স'রে যায়। যুগপৎ দুজনেরই দৃষ্টি পড়ে সামনের রাস্তায় একটি পপ্‌লার গাছের গুঁড়ির 'পরে। তার পাশ থেকে একজন নীলচশমা পরা লোক সন্দেহজনক ভঙ্গিতে ত্বরিৎ পাশের মোটরের হুডের আড়ালে স'রে যায়। স্বপন নক্ষত্রবেগে উঠে জানালার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে। ইসাবেলাও ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। লোকটা মোটরে চ'ড়ে বসে ও শোফারকে কি বলতেই মোটর দেয় ছুট।

স্বপন তৎক্ষণাৎ ভ্যালেটের ঘণ্টা বাজায়।

ইসাবেলার মুখ ছাইয়ের মতন সাদা হ'য়ে গেল। স্বপন তার দুটো হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল: "ভয় কি ইসাবেল? এ মগের মুল্লুক নয় যে—"

ইসাবেলা লজ্জিত হ'য়ে বলে: "না না—ভয় আবার কি? তবে লোকটাকে আমার যেন মনে হ'ল দেখেছি কোথায়।"

—"আমারও। রাস্তায় আজই সকালে যেন—"

ঘরের দোরে আঘাত।

* * * * * * * * * * * *

ভ্যালেট এসে অভিবাদন ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল।

স্বপন বলল: "ওই সামনের মোটরে নীলচশমা চোখে একটি লোক গেল এইমাত্র। তাকে চেনো?"

ভ্যালেট বলে: "না মসিয়ে। তবে ঘণ্টা সেকেন্ড আগে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন মসিয়ে চাং বাড়ি আছেন কি না? উনি ছবি অর্ডার দিতে চান।"

—"আর কিছু?"

—"মসিয়ে কোন্ ঘরে থাকেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

—"আর কিছু?"

ভ্যালেট ইতস্ততঃ করতে লাগল।

স্বপন তার হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল : "সত্যি বলো—ও লোকটা ভালো লোক নয়।"

ভ্যালেটের সততা উথলে উঠল : "আমারও তাই মনে হয়েছিল মসিয়ে ওর ধরণ-ধারণ দেখে। নইলে বলে কি না ছবি অর্ডার দেবার কথা যেন মসিয়ে চাংকে না বলি।"

—"বটে?"

—"হ্যাঁ মসিয়ে। আমি 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে বলল মসিয়েকে হঠাৎ একটা বড় অর্ডার দিয়ে বিস্মিত ক'রে দিতে চায়।"

স্বপন ও ইসাবেলা মুখচাওয়া-চাওয়ি করল।

স্বপন বলল : "তোমাকে আরও পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক বখশিশ দেব যদি ও ফের এলে তুমি ওকে এ-সব কথার একটাও না বলো।"

ইসাবেলা বলল : "আর ও যদি ফের আমাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে এসে ব'লে যেও সব।"

ভ্যালেটের প্রভুভক্তি দেখে কে? বলে : "নিশ্চয় মাদাম। ও লোকটাকে আমার কেমন খারাপ লেগেছিল প্রথম থেকেই—"

স্বপন মনে মনে হেসে বাধা দিয়ে বলল : "আচ্ছা হয়েছে—এখন তুমি যেতে পারো।"

* * * * * * * * *

স্বপন স্মিতচক্ষে ওর চোখের পানে ফিরে তাকাল, ভাবটা : "বলিনি?"

ইসাবেলা অস্ফুট স্বরে বলল : "সত্যি। চাং কত ভেবে কাজ করে!"

স্বপন কোথায় যেন একটা নৈরাশ বোধ করে। কিন্তু কিছু উত্তর দেয় না।

ইসাবেলা বুঝতে পারে কেমন ক'রে। তক্ষণি বলে : "তোমাকে কী ব'লে ধন্যবাদ দেব কারো মিয়ো? তুমি না থাকলে—" কথাটা শেষ না ক'রে স্বপনের একটা হাত ও নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

স্বপনের ক্ষোভ জল হ'য়ে যায়। ওর হাতের ওপর স্নেহভরে একটা চাপ দিয়ে বলে : "এতে ধন্যবাদের আবার আছে কী বলো তো?"

—"বাঃ! নেই? তুমি না থাকলে আমি নিশ্চয় সাত-পাঁচ ভেবে শেষটায় গ্রাসের পানে ছুটতাম। আর পথে কী যে হ'ত তা হ'লে!—উঃ, ভাবতেও গা কাঁপে!"

* * * * * *
* * *

ইসাবেলা : "আমি ভাবছি—" ব'লেই থেমে যায় কিন্তু।

স্বপন সপ্রশ্ননেত্রে বলে : "কী?"

—"কিছু না।"

—"নিশ্চয় কিছু। বলো।"

ইসাবেলা ফিক ক'রে হেসে ফেলে : "অপরে মনের কথা বলতে না চাইলে কেবল মেয়েরাই পীড়াপীড়ি করে, না?"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে হাসে : "ও-সব ঠাট্টায় আমি ভুলছি না। তুমি আমার সম্বন্ধেই কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলে—কিন্তু কুণ্ঠিত হচ্ছ—শুধু ভদ্রতাবশে। না?"

ইসাবেলা মুখ নিচু ক'রে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "হ্যাঁ। কিন্তু ভদ্রতাবশে নয়।"

—"যা-বশেই হোক্। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যখন—তখন জানতে চাওয়ার অধিকার আমার মারে কে ?"

ইসাবেলা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ভাবে। পরে স্বপনের চোখের 'পরে ওর অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে বলে : "তোমাকে আমাদের বিপদের মধ্যে জড়াই কেন স্বপন ? আমাদের কী অধিকার আছে ? বিশেষ যখন এতে সত্যিকার বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। হয়তো গুলিটুলি ছুঁড়তেও পারে। ওরা সহজে ছাড়বে না জেনো।"

স্বপনেরও ঠিক্ এই কথাই মনে হচ্ছিল একটু-আগে। কিন্তু ইসাবেলার মুখে এর প্রতিধ্বনির দমকা হাওয়ায় ওর কুণ্ঠাভয়ের কুয়াশা যায় উড়ে, বাহাদুরির হাসি হেসে বলে : "পাগল ? এ কি মগের মুল্লুক না কি ? তাছাড়া ওরা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়—গুলি করতে তো আর চায় না।"

—"কে বলতে পারে ?"

—"বাঃ, তা হ'লে ওদের কাজই হবে ভণ্ডুল।"

ইসাবেলার কথায় বিষাদের ছায়া পড়ে : "তা হ'লেও বাপু আমার পেছুবেন না। আমাকে যদি কিডন্যাপ করা সম্ভব না হয় তবে গুণ্ডারা হয়তো খুন করবার আদেশই পেয়েছে। অন্ততঃ পাওয়া অসম্ভব তো নয়।"

স্বপনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার বুকের মধ্যে কোথায় একটা আতঙ্ক মোচড় দিয়ে ওঠে; কিন্তু মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে : "দূর্। মেয়েকে না কি আবার কখনো—"

—"কিন্তু তুমি মেয়েকে জানলেও বাবাকে যে জানো না বন্ধু। তিনি ভয়ানক রাগী—যেব ঈর্ষা তাঁর মজ্জাগত। এক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী

এসে তাঁর মেয়েকে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর অকলঙ্ক বংশগৌরবের 'পরে ঘা পড়েছে যে! তবে এ-সব হয়তো তুমি ঠিক বুঝবে না।"

স্বপন হেসে বলে: "এবার কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ইসাবেল। বাঙালী জাত আর কিছু বুঝতে পারুক বা না-পারুক বংশ-টংশ নিয়ে কুরুক্ষেত্রটা বেশ বোঝে। কেবল এর দরুণ নিজের মেয়ে-জামাইকে গুলি করাটা—" কথাটা সে শেষ না ক'রেই ছেড়ে দেয়।

ইসাবেলার মুখে ছায়া আরও ওঠে ঘনিয়ে, বলে: "যে-লোক মিথ্যা সন্দেহের ঈর্ষাবশে তার স্ত্রীকে গুলি করতে পারে—তার পক্ষে বংশ-কৌলীন্যের খাতিরে গুণ্ডা লাগিয়ে পলাতক মেয়ে-জামাইকে গুলি করা কি এতই অকল্পনীয় ব্যাপার?"

স্বপনের গায়ে কাঁটা দেয়: "বল কি!!"

ইসাবেলা ধরা গলায় বলে: "তোমাকে কতটুকুই বা বলেছি স্বপন—আমার—আমার জীবনের?" বলতে বলতে সে নিজের মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরল।

স্বপন উদ্বিগ্ন সুরে বলল: "কী হ'ল?" ইসাবেলার মুখ এমন ফ্যাকাশে দেখায়!

—"মাথাটা কেমন করছে।" বলেই ও স্বপনের কোলে মাথা রেখে সোফাটিতে শুয়ে পড়ল। স্বপনের উৎকণ্ঠার মাত্রা বেড়ে ওঠে: "স্মেলিং সল্টটা—" পাশের টেবিলেই ছিল, হাত বাড়িয়ে নেয়—"দেব?"

—"দাও।"

* * * * * * * * *

ইসাবেলা একটু সুস্থ বোধ করে, বলে: "উদ্বিগ্ন হোয়ো না, এ-রকম আমার মাঝে মাঝে হয়। এক্ষুণি কেটে যাবে।" ব'লে সেই ভাবেই

খানিক শুয়ে প'ড়ে থাকে স্বপনের কোলে মাথা দিয়ে। পাশের দেরাজ থেকে জাপানী পাখাটা নিয়ে স্বপন ওর মাথায় হাওয়া করতে থাকে। ইসাবেলা বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল?···স্বপন তাকে না জাগিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।···সামনের সমুদ্রের বুকে সূর্য্যকিরণে লক্ষ ঝিকিমিকি কাঁপে। ঠিক মাঝখানে দুটো ছায়ার স্তম্ভ। মেঘের ছায়া এমন মেদুর হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে!···ছায়া-স্তম্ভ দুটি ধীর মন্দ গতিতে বইতে বইতে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। জলের বুকে দুটি সরল রেখা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে। পাটল থেকে ধূসর জলকে ভাগ করে প্রথমটি; ধূসর থেকে নীলাভ জলকে ভাগ করে দ্বিতীয়টি। নীলাভ জলের অংশটি দেখায় যেন ঠিক একটি পাড়ের মতন। মনটা এমন ভ'রে ওঠে! এক-একবার তাকায় লাবণ্যময়ী ইসাবেলার মুদিত নয়নের দীর্ঘ পক্ষ্মের পানে, এক-একবার—সামনের সুদূর-বিস্তীর্ণ অশ্রান্ত লহরী-নৃত্যের পানে। খানিক-আগেকার আতঙ্ক-রোমাঞ্চ ও বিষাদ বিপদের উত্তেজনা-মিশ্রিত চাঞ্চল্যের ভাব যায় কেটে, ও তার স্থলে একটা মুগ্ধ আবেশ—আত্মপ্রত্যয় জেগে ওঠে। চুপ ক'রে ইসাবেলের মাথায় হাত বুলোতে থাকে। এলো-চুলের গন্ধে তার তৃপ্তির ঘোর যেন আরও নিবিড় হ'য়ে ওঠে। ওকে এত আপন তো কখনো মনে হয়নি এসে অবধি। কোথা থেকে যেন ওদের দুজনের মধ্যেকার সব বাধা, সব কুণ্ঠা, এমন কি নর-নারীর দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বের সীমারেখাটি পর্য্যন্ত স'রে গেছে!··· একই বিপদের এলোমেলো হাওয়ায় দুটি বহুদূরের অচেনা তরণী ভাসতে ভাসতে পরস্পরের কত কাছাকাছি স'রে এসেছে অলক্ষিতে!···

ইসাবেলা হঠাৎ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে: "স্বপন, ওমোর ওখানে একটা তার করো না কেন?"

স্বপনের আবেশের ভাবটা ফিকে হ'য়ে যায়—মুহূর্তে। "এক্ষুণি।" ব'লে পাশে যেজের বোতাম টেপে।···ইসাবেলা উঠে বসে।

মেড এলে তার হাতে একটি টেলিগ্রাম ফর্মে লিখে দেয় : "এখানে নীলচশমাওয়ালা চর। তুমি কি পৌঁছেছ? তার এসেছিল—তোমার নাকি হাত ভেঙে গেছে—আমাকে এক্ষুণি যেতে। অবিলম্বে তার কোরো —ইসা।"

কিন্তু মেড বেরিয়ে যেতে না যেতে স্বপন তাকে ডাকে ফের। বলে : "থাক্—ওটা আমাকে দাও।"

মেড চ'লে গেলে ইসাবেলা তার দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু নয়নে। স্বপন বলে : "মনে হ'ল আমি নিজেই এ-তারটা ক'রে দিয়ে আসি। কাজ কি—চাকরদের হাতে দিয়ে এ-সব? বুঝলে না?"

ইসাবেলা বোঝে। কৃতজ্ঞ সুরে বলে : "ধন্যবাদ, মনামি!"

—"তুমি দোর বন্ধ ক'রে একটু বোসো ইসাবেলা, আমি তারটা ক'রে দিয়েই আসছি পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে।" মনটা ওর খুসিতে ভ'রে উঠেছে।...

আজগুবি

পোষ্টাফিসে যাবার পথে স্বপনের মনে হ'ল যেন সেই লোকটাই মোটরে ক'রে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পোষ্টাফিসের ঠিক গেটের সামনে। কিন্তু চোখে তার নীলচশমাটা ছিল না ব'লে খুব জোর ক'রে বলতে পারল না সেই মুখ কি না। কিন্তু মোটরটার নম্বর চোখে পড়ল। তার ক'রে দিয়ে ফেরবার পথে আর সন্দেহ রইল না। ফের পাশ দিয়ে সেই ৮৩৩ নম্বরের সিল্ভার মোটরটাই হু হু ক'রে বেরিয়ে গেল। সেই লোক না হ'য়ে যায় না।

মনটা ওর কেমন খারাপ হ'য়ে গেল হঠাৎ। এদের মৎলব কি? সত্যই কি এরা ইসাবেলাকে কিডন্যাপ করবে? পারবে? এ-সব দেশে কি হয় ও-ধরণের উদ্ভট কাণ্ড? খুন জখম—মানি। কিন্তু কিডন্যাপ? দূর্। হ'তেই পারে না।

কিন্তু তার মনে পড়ল আনার একটা কথা। একটি ছেলে বছর পাঁচেক আগে তাকে অনেক সাধ্যসাধনা করে। ভার্সেএ আনা রাজি না হওয়ায় সে গুণ্ডা লাগিয়ে সত্যিই তাকে একটা মোটরে তুলেছিল জোরাকর্ষ ক'রে। একটা অভাবনীয় যোগাযোগে সে রক্ষা পেয়ে যায়। ছেলেটি ধনিপুত্র ও স্বভাব-লম্পট। গুণ্ডা দুটির জেল হ'ল কিন্তু ছেলেটির কোনো সাজা হয়নি। প্রমাণ মেলেনি।

স্বপন ঠিক করল খুবই সাবধান হ'তে হবে এবার। হঠাৎ পিছন দিকে চাইল;—স্নায়ুর মধ্যে কেমন যেন শির শির ক'রে ওঠে। ঐ একটা লোক দূরে ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে ঊর্দ্ধমুখে আপ্রাণ শীষ দিচ্ছে না? এত উদাসীনভাবে? স্বপনের সন্দেহ বাড়ল। চাং ওকে শার্লক হোম্‌সের একটা গল্পে বলেছিল সেদিন—অপরের-পাঠানো টেলিগ্রাম-ফর্মে একটা ভুল কথা লেখা হ'য়ে গেছে ব'লে হোম্‌স্ সেটা টেলিগ্রাম ক্লার্কের কাছ থেকে চেয়ে তারটা প'ড়ে নিয়েছিল। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। ও লোকটা হয়তো তার পাঠানো টেলিগ্রামটা ঐভাবে চেয়ে নিয়ে প'ড়ে ফেলেছে—কিম্বা একটু বাদেই ফেলবে। টেলিগ্রাম ক্লার্ক তো আর মনে ক'রে রাখতে পারে না—কোন্ টেলিগ্রাম কে দিয়েছে। সে তক্ষণি ফিরল পোষ্টাফিসে, ও আর একটা তার ক'রে দিল "খানিক আগে আর একটা তার করেছি। যদি পারো কোনো পোষ্টাফিস থেকে একটা ফোন করলে খুব খুসি হব। আমাকে একজন অনুসরণ করছে মনে হ'ল। —সেন।"

ফেরবার পথে ইচ্ছে ক'রেই ও হঠাৎ একটা গলিতে বিদ্যুদ্বেগে ঢুকল, তারপরেই আর একটা গলিতে। তার পরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সেই শীষদাতা!—দ্রুতপদে আসতে আসতে ওকে দেখেই থমকে ফিরেই পাশের একটা ছোট্ট গলিতে গেল ঢুকে। সন্দেহের আর পথ কই? স্বপনের উদ্বেগ এবার সত্যই বেড়ে গেল।

বাড়ী গিয়েই ও উদ্বিগ্নচিত্তে তাড়াতাড়ি ইসাবেলের ঘরের দোরে আঘাত করল।

—"কে?"

—"আমি—ভয় নেই।"

স্বপনের বুকের ওপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।—ইসাবেলা মজুদই আছে। সর্ব্ব রক্ষে!...

প্রাক্‌পরিচয়-পর্ব্ব

ইসাবেলা একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: "একটা লোক তোমার পিছু নিয়েছিল মনে হ'ল। নেয় নি?"

ওর উদ্বেগ বাড়িয়ে তো লোকসান বই লাভ নেই। স্বপন বলল: "দূর্।"

—"দূর্ না। আমি দেখলাম—একটা লোক ঐ পাম গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে যেন তোমার পিছু পিছু—"

—"না গো উৎকণ্ঠিতে, না। আমি বেশ সতর্ক ছিলাম। আমাকে চিনবে কোত্থেকে ওরা?"

বলতে বলতে সে ব্যালকনির রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ইসাবেলাও।

স্বপন তীক্ষ্ণ চকিত-দৃষ্টিতে পথের দিকে একবার চেয়ে নিল। কেউ কোথাও নেই। বলল: "দেখ, কী সুন্দর নীল আকাশ—ইসাবেলা।"

—"সত্যি, এত গাঢ় নীলাকাশ য়ুরোপে বড় মেলে না।"

—"কেন, তোমাদের দেশে তো শুনি খুবই মেলে।"

—"আমাদের দেশকে তো আর য়ুরোপীয়েরা ঠিক য়ুরোপ বলে না।"

—"তাই না কি?"

—"বাঃ। চাং কত ঠাট্টা করে না স্পেন মিডীভাল—আধা-ওরিয়েন্টাল, সৃষ্টি-ছাড়া ব'লে?"

—"আমার কিন্তু ঠিক সেইজন্তেই স্পেন দেখতে দারুণ ইচ্ছে করে, জানো? আমার মনে হয় Loyola-র জন্ম অন্য কোথাও হ'তেই পারত না।"

—"সে তো সুধু দেশেরই প্রতি বড় লোকের সম্বন্ধেই বলা যায়। প্রত্যেক দেশের ও সভ্যতারই এক-একটা বৈশিষ্ট্যে তার বিশিষ্ট মানুষগুলি গ'ড়ে ওঠে—চাং বলে না?"

—"বলে বটে।"

দুজনে খানিক বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

দিগন্তবিস্তৃত নীল জলের স্বচ্ছ বাগান: রকমারি সাদা ঢেউয়ের ফুল—রকমারি গতির ছন্দে ফুটছে ঝরছে আবার হেসে ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছে। কতরকম রং রূপলার বহুরূপী লহরীর বুকে। ওই—ওই—ওইখানে মেঘের ছায়া প'ড়ে পাশের স্ফটিক-বিম্বগুলি আরও কত উজ্জ্বল—কত সুন্দর দেখাচ্ছে!…হঠাৎ ঐ একটা মকর উল্লাসে জলের ওপর ধনুকের মতন রেখা কেটে জলে দিল ডুব। সর্বাঙ্গ স্বচ্ছ নীলাভ—মুখটা শিল্পুঘোটকের মতন। কী আনন্দ ওদের গতিতে!…

হঠাৎ ইসাবেলা তাকে ঠেলা দিয়ে বলে: "অত উদাস হ'য়ে স্বর্গের

পানে চেয়ে থাকতে হবে না গো ধ্যানময় ! আমাদের মতন মর্ত্যের মানুষের পানেও একবার না হয় তাকালে। ঐ নৌকোটার দিকে একবারও কি ছাই দৃষ্টি পড়ল না এতক্ষণ—ধন্যি ছেলে !"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে তার অঙ্গুলিনির্দেশ অনুসারে চাইল।

মোটর বোটটি নেগ্রেস্কো হোটেলেরই। তা'তে একটি নিগ্রো যুবক ও একটি শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী যুবতী। যুগলের চলাচলি দেখে কে ? এ ওর গায়ে ছুড়ে মারে ফুল—ও এর গায়ে ছুঁড়ে মারে হাতের পাখা। হাসাহাসি—গলাগলি—শেষে—যা হবার—চুম্বনে পরিসমাপ্তি। স্বপনের একটু যেন কেমন-কেমন লাগে। বলে : "এ-দৃশ্য এক ফরাসী দেশেই সম্ভব বোধ হয়।"

ইসাবেলা হেসে বলে : "ভুল কারো মিয়ো—ভুল। রুষ দেশেও—ইতালিতেও—স্পেনেও হয় এ-রকম। শুধু যে হয়—তাই না, আমি জানি এই-ই অনেক মেয়ে ভালোবাসে।"

—"মানে—ঐ রকম কা—কুশ্রী পুরুষের প্রতি অমন সুন্দরী মেয়ের আকৃষ্ট হওয়া ?"

ইসাবেলা ঘাড় নাড়ে শুধু।

তার এতটা সহজ অনুমোদনের ভাব কি-জানি-কেন স্বপনের ভালো লাগল না। বলল : "তা হ'লে বলতে হবে এটা প্যাথলজিকাল।"

ইসাবেলা হাসল : "চাং থাকলে বলতো তুমিও শেষটা য়ুরোপের ধাঁচ পেলে মনামি ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"চাং বলে শোনোনি—য়ুরোপ বড় নাম-ভক্ত। কোনো-কিছুর একটা গালভরা নাম দিতে পারলেই ভাবে বুঝি ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হ'য়ে গেল।"

স্বপনের মনে পড়ল, চাং দু-একবার বলেছিল বটে কথাটা। চাং বলেছিল একবার : "স্বপ্ন দেখি কেন?—না উইশ্ ফুলফিলমেণ্ট—ব্যস্ সব জলের মতন সাফ হ'য়ে গেল। কিন্তু কার উইশ?—বাঃ, সাবকনশাসের যে! এও জানো না? কেউ একটিবারও তলিয়ে ভেবে দেখে না যে, সাবকনশাস নাম দিলেই ও-বস্তুর এক তিলও পরিষ্কার হয় না—ও যেমন অবোধ্য তেমনি অবোধ্যই থেকে যায়। কারুর একবারও মনে হয় না যে, ব্যাখ্যা বলে কেবল তাকে—যার আলোয় মনে আর 'কেন' প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাগনষ্টিকদেরও আমি সম্মান করি—মাপজোপকারী বৈজ্ঞানিকদেরও আমি খাতির করি। কিন্তু আমার চোখের বালি—এই বিজ্ঞম্মন্য সিউডো-সায়েন্টিস্ট্। যা মাপাজোপা যায় না তাও তারা মাপবেই—লেবেল আঁটবেই—ছোট ছোট পায়রার খোপে পু'রে বলবেই বলবে—আমরা ব্যাখ্যা ক'রে দিলাম সব—জলের মতন।"

* * * * * * * * *

ইসাবেলা উত্তর না পেয়ে ঝুঁকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : "কী? কথা কচ্ছ না যে! রাগ করলে না তো?"

স্বপনের চমক ভাঙল। হেসে বলল : "দূর্।"

—"কী ভাবছিলে এত তা হ'লে?"

—"ভাবছিলাম—ও এমন-কিছু বলবার মতন কথা না।"

—"তা হোক—বলো।"

স্বপন হেসে বলল : "কের সেই অবরদস্তি? আমরা কোনো কথা বলতে না চাইলে সেটা না জানা পর্যন্ত যেন তোমাদের আর আহার-নিদ্রা থাকে না, না?"

—"জীবন্ত মন কৌতূহলীই হয়। যারা জীবন্মৃত তারাই কেবল

আহার-নিদ্রায় থাকে ডুবে। তাই এ-সব তর্ক রেখে ভালো ছেলের মতন বলো যা বলতে যাচ্ছিলে।"

—"আমি বলতে যাচ্ছিলাম: একে প্যাথলজিকাল না ব'লে বলব কী বলো তো?" ব'লে মোটর বোটের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে: "নাম দেব কী?"

—"নাম দেবে কী?—বুঝলাম না।"

—"ওই যে অপরূপ সুন্দরীটি ঐ অপরূপ নিগ্—আফ্রিকানের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঢলাঢলি করছেন—এ কি স্বাভাবিক?"

—"নয় কেন?"

স্বপন কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। বলে: "নয় কেন? তুমি কি বলতে চাও—বাঃ—"

ইসাবেল খিল খিল ক'রে হেসে ব'লে: "বাঃ—দূর—ক্রকুঞ্চন চমৎকার যুক্তি বটে!"

—"যুক্তি আবার কি? সুন্দর অসুন্দর, সুশ্রী কুশ্রী, ভব্য অভব্য এ-সবের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকাটা—"

—"প্রায়ই প্রেজুডিস কারো মিরো, রাগ কোরো না। বিশেষ তো সুন্দর অসুন্দর নিয়ে। চাং বলে: খুব গভীর অনুভবের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে মিল হয়তো আছে কিন্তু সে অনুভবের সাড়া যতই বাইরের ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আসে ততই তা অজান্তে এসে পড়ে ঐ প্রেজুডিসেরই এলাকায়—যার সভ্যভব্য নাম—'রুচি'।"

—"এ তোমার একটা কথাই নয়।" স্বপন সজোরে মাথা নাড়ে।

—"নয় কেন? ভেবে দেখ, এক্ষেত্রে ঐ নিগ্রোর যদি শুধু রংটা একটু সাফ হ'ত—অর্থাৎ চামড়ায় পিগমেন্ট কম থাকত তবে এ-সব তোমার চোখে একটুও খারাপ ঠেকত না। নয় কি? সত্যি বলো।"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত হবার উপক্রম। তবু জোর ক'রে বলল: "আমি গায়ের রঙের কথা বলিনি ঠিক—তবে—"

—"কী?"

স্বপন ভেবে কিছু না পেয়ে বলে: "বিদেশীর প্রতি সহজাত বিরাগ ব'লে একটা কিছু নেই কি?"

—"কিন্তু সেটা বিদেশী ব'লে নয়—অপরিচিত ব'লে। ছোট ছেলেদের দিয়ে বিচার করলেই এ-কথার প্রমাণ পাবে। তারা কোনো আগন্তুককে দেখে ভয় পায় সে বিদেশী ব'লে নয়—অচেনা ব'লে—যদিও এ তুমি সম্পূর্ণ একটা আলাদা তর্ক তুললে।"

স্বপন একটু জোর পেয়ে যায়, বলে: "আমরা তো আর আদালতে ব'সে কোনো কেস আলোচনা করছি না। তাছাড়া এটা অবান্তরও নয়। আমার আসল প্রশ্নটা গিয়ে ঠেকেই যে ঐখানে। এড়িয়ে গেলে চলবে কেন?"

—"এড়িয়ে যাইনি আমি। তবে কি জানো? আমি নৃতত্ত্বও জানি না—ইতিহাসও তেমন ভেবে পড়িনি চাণ্ডের মতন। কাজেই তার মতন অবলীলাক্রমে এ-ধরণের সমস্যার সমাধান করতে যাওয়া আমার সাজে না। তবে আমার নিজের কথা যদি বলো তো বলতে পারি যে বিদেশীর প্রতি সহজাত কোনো বিমুখতা আমি কল্পনাই করতে পারি না।"

—"সত্যি পারো না? না, বিমুখতা অস্বীকারের মৌখিক উদারতা?"

—"সত্যিই পারি না। শুধু বিমুখতা কি বলছ—আমার সময়ে সময়ে সত্যিই সন্দেহ হয়: আমি বোধ হয় বিদেশী নইলে সহজে ভালোবাসতেই পারি না। তবে আমার কেস হয়তো প্যাথলজিকাল বলবে তুমি?—নাচার।"

স্বপন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে।

ইসাবেলা ওর মুখের দিকে হেসে বলে : "ভাবছ বুঝি এ-সব আমার ঢং ? জানো ?—প্রথম প্রথম চাংও তাই ভাবত।—"

—"মানে, এখন আর ভাবে না ?"

—"না, কারণ বিদেশীর প্রতি স্বদেশবাসীর চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় এমন স্বভাবের আরও দু-চারটি মেয়ে আমি তাকে দেখিয়ে দিয়েছি—চোখে আঙুল দিয়ে।"

—"কোথায় শুনি ?"

—"মাদ্রিদে, রোমে, মস্কোতে, প্যারিসে, ষ্টকহল্মে—কোথায় নয় শুনি ?"

—"কিন্তু চাংকে এ-সব মেয়ে দেখালে কী ক'রে ? সে কি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত না কি ?"

—"থাকত ব'লে থাকত ? ওর যে ছিল প্রায় ঐ-ই কাজ। ও বলেনি তোমায় যে, বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'য়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ও টো টো ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে—ঝাড়া প্রায় দেড়টি বছর ?"

স্বপন একটু হেসে বলল : "এ-কথা তুমি এত আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করছ যে ? চাং কি কখনো কোনো কথা বলে নিজের সম্বন্ধে ?"

ইসাবেলা হাসল : "সে-কথা সত্যি। কিন্তু···" সুর ওর মৃদু হ'য়ে আসে···"বোধ হয় সেইজন্তেই ওকে এত ভালোবেসেছি।"

—"তবে এই যে বললে বিদেশী না হ'লে—"

—"সেজন্তেও বটে। মানুষ ভালোবাসে কি মাত্র একটা কারণের দরুণ ?"

কথাটার মধ্যে হঠাৎ একটা কোমল পর্দা বেজে ওঠে যেন। স্বপন হঠাৎ কেন যে ব'লে বসে নিজেই জানে না : "মানুষ ভালোবাসে কি কোনো কারণের জন্তে ইসাবেল ?"

ইসাবেলা স্বপনের চোখের 'পরে ওর আয়ত চক্ষু দুটি রেখে বলে : "সে কথা সত্যি।"

দুজনেই বাইরের দিকে চায়। নীরবতার পূর্ণচ্ছেদ সহজ ছন্দে আসে নেমে। দূরে কৃষ্ণাভ দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে ইসাবেলা বলে : "সত্যি। হয়তো আমার এ ধারণা ভুল যে, বিদেশীকে আমি বিদেশী ব'লেই ভালোবেসেছি। হয়তো···" ব'লে একটু থেমে বলল : "জানি না, তবে আমারও সময়ে সময়ে মনে হয় যে, যেজন্তে আমরা ভালোবাসি সেটা হয়তো চিরদিনই ছায়ায় থেকে যায়।" ব'লেই তার দিকে চেয়ে লঘু সুরে বলল : "দেখছ স্বপন, তোমার ছোঁয়াচ লাগলে এ-নৃত্য-বিলাসিনী শিশু সরলাও হ'য়ে উঠতে পারেন দার্শনিকা?"

স্বপন চুপ ক'রে ভাবে।...হঠাৎ যুগপৎ তার মনে পড়ে যায় দুজনের দুটি কথা। একদিন রাঁচিতে সন্ধ্যা বলেছিল : "তোমার সঙ্গে আমার প্রকৃতির বোধ হয় বেশি মিল নেই সিসি—অথচ তবু—" ব'লে তার কাঁধে মাথাটি হেলিয়ে বাকি কথাগুলি রেখে দিয়েছিল অব্যক্ত। আর একদিন আনা তাকে বলেছিল তার ষ্টুডিয়োতে : "মরিসের সঙ্গে আমার মনের মিল যে এত কম ভালোবাসার উদ্দামতার মুহূর্তে তো কই বুঝতে পারিনি এতটুকুও?"

* * * * * *
* * *

ইসাবেলা বলে : "কের অন্তমনস্ক?"

স্বপন লজ্জিত হ'য়ে বলে : "ক্ষমা—"

—"করতে পারি—কেবল এক সর্তে।"

—"দাস অবহিত আছে।"

—"কী ভাবছিলে বলতে হবে।"

স্বপন হাসে : "কিন্তু এ তো সর্ত্ত নয়—সাজা যে!"

—"মনে রেখো নারীকে সঙ্গিনী করলে অন্তমনস্কতার এ-সাজা অহরহ মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া গতি নেই।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "আমি ভাবছিলাম—তুমি ভালোবাসা সম্বন্ধে এত জানলে কী ক'রে এক চাংকে দিন কয়েক ভালোবেসে?"

ইসাবেলা তার চোখের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : "কিন্তু এ-কথা তুমি ধ'রেই বা নিলে কেন যে, এক চাংকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসিনি?"

—"তুমি!"

—"কেন? আমার হৃদয় কি এতই জড় যে, চব্বিশ বছরের মধ্যে একজন ছাড়া মনের মানুষ খুঁজে পেতেই পারি না?"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"বড্ড ব্যথিত হ'লে না কি—আমাকে বহুবল্লভা জেনে?"

স্বপন বলে : "এক সময়ে হয়তো হতাম।—কিন্তু কেবল জানতে ইচ্ছে হয়—" ব'লেই থেমে গেল।

ইসাবেলা বলল : "কী?"

—"এমন কিছুই না—তবে—"

—"বলো না কেন খোলাখুলি—অত আমতা আমতা রেখে।"

—"বলা যায় কি—সব না জেনে? তোমার ভালোবাসার ইতিহাসের আমি কী জানি বলো যে, তার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করব?"

—"এতটা উদার যখন হ'তে পেরেছ তখন তোমাকে বলা যেতে পারে আর একটু।"

—"কী ? ভালোবাসার ইতিহাস ?"

—"হাঁ। কিন্তু তোমার শুনতে কি ভালো লাগবে ?"

—"বলো না ইসাবেল। এ-সব তো জিজ্ঞাসা করা যায় না—অথচ জানতে কার না আগ্রহ হয় ?"

—"তোমার হয় ? সত্যি বলছ ?"

—"না হ'লে তোমায় আমার নিজের কথা এত বললাম কেন বলো তো ? অথচ তুমি কই কিচ্ছুই বলোনি তো কোনোদিনই।"

—"রাগ কোরো না বন্ধু। তুমি বলেছ, কারণ তুমি স্বভাবশিল্পী। জানো তো, রাজা পঞ্চদশ লুইর ক্রমাগত হাই উঠত যদি তাঁর সামনে কোনো কথোপকথনে তাঁর নিজের সম্বন্ধে প্রশস্তি ছত্রে ছত্রে না থাকত। প্রতি শিল্পীই হচ্ছেন এক-একটি মূর্তিমান লুই। অপরের মনের আয়নায় নিজের আত্মকাহিনীর ছায়া না ফেলতে পারলে তাঁরা তেমনি অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন যেমন তরুণী হ'ন ঝকঝকে আয়নায় সর্ব্বদা নিজের মুখ দেখতে না পেলে।"

স্বপন হেসে বলল : "এক হাত নিয়েছ আজ—মানছি। এবং কথা দিচ্ছি আজ তোমার কথা খুব আগ্রহভরেই শুনব। অবশ্য যদি বলতে রাজি থাকো।"

—"বলি, শুনতে কি কোনোদিন চেয়েছ লুই রাজকুমার, যে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে ?"

স্বপন অপ্রতিভ স্বরে বলল : "অপরাধ কবুল করছি, এবার ব্যঙ্গ ছেড়ে গল্প ধরবেন লেবা-রাজকুমারী ?"

ঘরের দোরে হঠাৎ আঘাত।

—"কে ?"

—"আমি মাদাম।"

স্বপন গিয়ে দোর খুলে দিল। মেড ও ভ্যালেট ছুটো ট্রে হাতে।

স্বপন বলল: "এ কি? ওহো ঘরে খাবার দেবার কথা ছিল বটে। কিন্তু কই, আমি তো অর্ডার দেইনি?"

ভ্যালেট বলল: "মসিয়ে চাং নিজেই ব'লে গিয়েছিলেন আমাকে—ঠিক বারটার সময় যেন আপনার ঘরে আপনাদের ছুজনের খাবার দিয়ে যাওয়া হয়।"

ইসাবেলা বলল: "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, ধন্যবাদ। কেবল ছুটো ছোট টিপয় দিয়ে যাও।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে স্বপন বলল: "চাঙের খুঁটিনাটির দিকে কী আশ্চর্য্য দৃষ্টি! মাথার ওপর এত বিপদ ঝুলছে খাঁড়ার মতন—অথচ এ-সব সে এমন পরিপাটি ক'রে ভেবে রেখে গেছে!"

ইসাবেলা তৃপ্ত গর্ব্বিত কণ্ঠে বলে: "ও এক আশ্চর্য্য মানুষ! অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি যেমন ওর খর দৃষ্টি—সব অবস্থায়ই তেমনি নিখুঁৎ ওর ব্যবস্থা, অটল—চিত্তস্থৈর্য্য! বোধ হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলবার সময়েও ও টাইপিষ্টকে ব'লে যেতে পারে কোন্ পত্র-লেখককে কি উত্তর দিতে হবে।"

মেড ও ভ্যালেট ছুটো টিপয় দিয়ে গেল।—"আর কিছু মাদাম?"

—"না। ধন্যবাদ।"

পরিচয়-পর্ব্ব

খাওয়াটা ওদের প্রায় নিঃশব্দেই সম্পন্ন হয়। স্বপন দু-একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। এক এক সময়ে কথাবার্ত্তার লঘুগতি কেন যে সহসা এমন মন্দাক্রান্তা ছন্দের দিকে বেঁক নেয় তার কোনো কারণ খুঁজে

পাওয়া যায় না। ইসাবেলাকে এতটা অন্তমনস্ক স্বপন আগে কখনো দেখেনি। ওর ডাগর চোখের দৃষ্টি, মিষ্টি গলার স্বর, চঞ্চল মুখের হাসি যেন কোন্ এক সুদূর জগৎ থেকে আসছে!…এ-অন্তমনস্কতার ছোঁয়াচ স্বপনের মনের 'পরে সহজেই লাগে। সে তার মনকে দেয় মুক্ত ক'রে। অতীতের স্তিমিত দিগন্ত একটু-একটু ক'রে ওর মানস-নয়নের সামনে ওঠে দীপ্ত হ'য়ে, আর তার স্মৃতি-পাখা সে-আকাশে যে কতরকম ছন্দেই চারণ ক'রে বেড়ায়!…সন্ধ্যা ও আনার স্মৃতির সঙ্গে ইসাবেলার নানা কথা নানা চাহনি কেমন ক'রে যে যায় জুড়ে!…ইসাবেলার অমুক কথা আনার আর-একটা কথাকে তার স্মৃতিপটের ভূমিকায় ক'রে তোলে উজ্জ্বল…আনার অমুক কথা উস্কে দেয় আবার সন্ধ্যার অমুক কথাকে। অনেক সময়ে উড়ে আসে আবার হয়তো কত ছিন্ন কথার টুকরো উল্কার মতনই বেগে, ও জ্বলতে-না-জ্বলতে তেমনি অকস্মাৎ যায় নিভে! অতীতের রোমন্থন! বেশ লাগে বই কি!

কিন্তু এ-সব নানা স্মৃতির নানা অনুভবের বিচ্ছিন্ন তানালাপের মধ্যে একটা অনুভবের পর্দা কেবলই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে রাগালাপে বাদী সুরের মতন। সেটার সঙ্গে আছে বিস্ময়, আছে তৃপ্তি। বিস্ময়—কেমন ক'রে ইসাবেলার সঙ্গে অল্প কয় সপ্তাহে এমন একটা সুন্দর প্রীতিবন্ধন গ'ড়ে উঠল!…তৃপ্তি—যে চাঙের বিরুদ্ধে তার মনে অণুমাত্রও দাহনা নেই। বরং লজ্জাই আসে যে এ-ধরণের একটা অকারণ উত্তাপে সে প্রথম-প্রথম একটুও বিচলিত হ'ত। এতে ও নিজের চোখে ফের অনেকখানি ওঠে—আত্মসম্ভ্রম পায় ফিরে। সঙ্গে সঙ্গে ইসাবেলার 'পরে জাগে কৃতজ্ঞতা যে, সে উপলক্ষ হ'য়ে তার হারানো আত্মমর্যাদা তাকে এমন ভাবে ফিরিয়ে দিল!…তার মঞ্জুশ্রী মুখখানির দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আর মনে পড়ে:

"'And there shall be soft tremor
As of unheard bells between us."...

সত্যি, এই তো নরনারীর সত্য সম্বন্ধ! কিঙ্কিণীর নরম কাঁপন—কাঁপতে কাঁপতে যায় আশপাশের আবছে মিলিয়ে।...শোনা যায়—কি যায় না! অথচ রেশটি যেন চারিয়ে যায় স্মৃতির অঙ্গনে, কল্পনার দেবালয়ে,—আর তার মানসী প্রতিমার চারদিকে কম্প্র আবেগ জ্বালে ধূপদীপের আরতি, বিশ্বাস ঝাণিয়ে তোলে শঙ্খঘণ্টার মূর্চ্ছনা। যাকে বাস্তবে মনে হয় চির-সুদূর সেই সম্বন্ধের ছটা আজ যেন প্রায় দেখা যায়...ওই ওই ওই...না, কই? নেই তো! লুকোলো কোথায়? লুকোক্—কিন্তু রেশটি থেকে যায়। 'অশ্রুত কিঙ্কিণী'!—কত সত্যি! আর কী সুন্দর দৃষ্টি এ!...Unheard bells...কী সুন্দর উপমা!...

সত্যি, নর-নারীর সম্বন্ধ কত সুন্দর হ'তে পারে!' কত পবিত্র! কত কমশ্রী, পেলব, শুভ্র!...কিন্তু কেন হয় না? শুধু হয় না নয়; হ'তে পারে ভাবতেও কেন কুণ্ঠা জাগে—মনে হয় কবি-কল্পনা? কেন মাঝ-পথে বাসনার ঘোরালো মেঘ সহজ দৃষ্টির সিত-সৈকতকে ক'রে তোলে ঝাপসা? সোজা গতিকে নাড়া দিয়ে ক'রে তোলে সর্পিল? কেন এমন হয়? নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে দেহের ছোঁয়াচে কেন আসে কালবৈশাখী, ঝড়-তুফান? চকের পলকে কোথা থেকে কী যে ঘ'টে যায়...কী ওলট-পালট ...ঘূর্ণী...বিহ্বলতা...দিগ্‌ভ্রম,—এক-একটা সংসার মুহূর্ত্তে যায় ছারে-খারে! রইল শুধু বুকভরা অতৃপ্তি। আর বাইরের সুষমা, সামঞ্জস্য যদি বা বজায় থাকে তা হ'লেও সেখানেই বা অতৃপ্তির দানবী জঠর ভরে কই? যে-টান এত প্রবল, এত মাদকতাময়, এত দুর্ব্বার, সে আনে কেন শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসেরই বোঝা বহন ক'রে? কবিরা কেনই বা বলেন যে, বেদনা সোনা হয়—কাঁটাই ফোটে গোলাপ হ'য়ে?

কিন্তু হায় রে, বললে হবে কী? কবিত্ব ক'রে বেদনাকে বিধাতার বর বলা? অবসাদের চোরাগলিতে এসে ঠেকে বড় জোর আমরা শিখতে পারি অমৃতের পথ কোন্ দিকে। কিন্তু অতৃপ্তিকে আঁকড়ে-থাকার বাণীই তাই ব'লে আনন্দের বাণী? দূর্!...অথচ তবু মানুষ হয় না কেন অমৃতপথের পথিক? পথিক হবে কি? সন্ধানই বা পেল কবে—এ-পথের?

কেবল এক এক সময়ে—এক এক দীপ্ত মুহূর্তে এ-পথের চকিত দিশা মেলে—যার আলোয় মনে হয় নর-নারীর সম্বন্ধ কী হ'তে পারত আর কী হয়েছে!...মনে প'ড়ে যায় আনাতোল ফ্রাঁসকে কেঁদে বলেছিল পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি সেই পুরোহিত:—"la chasteté est une vertu qui ne peut être gardée sans un secours spécial de Dieu. *— সত্যি, দুর্ব্বল মানুষের সাধ্য কি? চিত্তশুদ্ধি কি দৈব বর নইলে মেলে কখনো?

কত করুণ সত্য এ! সত্য বটে ইসাবেলা ও তার আজকের সম্বন্ধ অপরূপ সুন্দর—কান্ত—অনাবিল। সত্য বটে তাদের স্নেহের তরণী আজ অনাবিল ছন্দে ব'য়ে চলেছে পাল তু'লে দিয়ে। কিন্তু এ-অঘটন ঘটল কি তার নিজের কোনো চেষ্টায়? না, সে জোর ক'রে বলতে পারে কোনো কথা চির-অনিশ্চিত ঝড়-ঝাপটার সম্বন্ধে? কখন কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে যে আলোর কমল ফুটে আসে—কেউ কি জানে? গভীর-হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ আনাতোল সমস্যাটা বুঝেছিল—বৃথা কবিত্ব ক'রে গায়ের জোরে একে অস্বীকার করেনি। স্বপনের মনে প্রার্থনা জাগে—"প্রভু, বর যদি দিলেই তবে তাকে বইবার যোগ্যতা দাও।" ইসাবেলা আজ তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে। সে এর যোগ্য হোক্।

* চিত্তশুদ্ধি মানুষ কখনো বজায় রাখতে পারে না ভগবানের বিশেষ করুণা না পেলে।

হঠাৎ চমকে উঠল ইসাবেলার দেশলাই জ্বালার শব্দে।

ইসাবেলা তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল : "ফের অন্তমনস্ক! কিন্তু ভয় নেই এবার শাস্তি দেব না। কী ভাবছিলে জিজ্ঞাসা করব না।"

স্বপন হেসে বলল : "সেইটেই তো আমার চরম শাস্তি।"

ইসাবেলাও হাসল, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় তার ঈষৎ আগের সেই বিষাদের ছোঁওয়া লেগে।

—"ব্যাপার কি ইসাবেল ?

—"কিছু মনে কোরোনা বন্ধু।" আমি চেষ্টা করছি ক্রমাগতই—কিন্তু কোনোমতেই—" ব'লেই কথাটা শেষ না ক'রেই বলল : "চলো, ঐ জানালার কাছে গিয়ে বসি—ঐ সোফাটায়।

—"শুধু বসা নয়—তোমায় বলতে হবে গল্প। নিজের।"

—"বলব। মনটা আজ বলবারই অবস্থায় আছে। ভয় নেই—উচ্ছ্বাসের ফেনাকে বেশি ফেঁপে উঠতে দেব না।"

* *   * *   * *
*   *   *

দুজনে সমুদ্রের সামনের জানলাটার কাছে সোফাটায় বসল পাশাপাশি।

স্বপন চুপ ক'রে রইল। ইসাবেলাও সমুদ্রের ধারে একদৃষ্টে চেয়ে। স্বপন কথা কইল প্রথম : "তুমি বুঝি সমুদ্র বড় ভালোবাসো ?"

ইসাবেলা সমুদ্রের দিকে চেয়েই বলল : "আমি যে কী ভালোবাসি তা কি আমি নিজেই জানি ?"

—"আনা হ'লে বলত মিষ্টিকের ছাদ।"

—"ভুল, আমি মিস্টিক নই। মিস্টিকদের অন্ততঃ নিজের কাছে

একটা পরিচয় আছে। আমি যে নিজের কাছেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে পড়ি সব চেয়ে বিপদে।"

—"এরই নাম বুঝি আত্মকাহিনী—স্পানিশ ভাষায় ?"

—"না। তবে মুস্কিলটা তো বলতে হবে। তাই এতশত উদ্যোগ-পর্ব্ব।"

—"এখনো কি উদ্যোগ-পর্ব্ব ছেড়ে কাহিনী-পর্ব্বে পৌঁছুবার সময় হয়নি ?"

—"হয়েছে। কেবল একটা সর্ত্তে। আমাকে একটানা ব'লে যেতে দিও। নইলে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে আমার।"

—"কোনো কথাই বলব না ?"

—"দু-একটা ছোটখাট মন্তব্যের বেশি না। তর্ক তো নয়ই। তা হ'লে আমার যাবে সব থেই হারিয়ে। আমি আনা নই—তর্ক করতে একান্ত অপটু জানোই-তো।"

—"যতটা অপটু ভাবছ ঠিক ততটা নও। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি রাজি। আর কিছু সর্ত্ত ?"

—"যা বলব বিশ্বাস করতে হবে।"

স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন করতে যাবে, এমন সময়ে ইসাবেলা বাধা দিয়ে ফের বলল : "মিথ্যা আমি খুব বলি। ঢঙীও যে নই তা-ও বলি না। কোন্ নারী জন্ম-অভিনেত্রী নয় ?—আনা মিথ্যা বলেনি। কেবল কথা দিচ্ছি যে, আজ মিথ্যা বলব না। প্রতিদানে তোমাকেও কথা দিতে হবে যে নারী যে স্বভাব-নটী তুমি ভুলে যাবে—অন্ততঃ আজকের মতন।"

স্বপন বিস্মিতনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—"ভাবছ এ আবার কি নতুন ঢঙ ?"

—"কথা দিচ্ছি গো উৎকণ্ঠিতে—দিচ্ছি।"

—"তা হ'লে শোনো। অধৈর্য্য হোয়ো না কিন্তু।"

স্পেনোদ্ভবা

ইসাবেলার চোখের কোণে ছায়া এল নিবিড় হ'য়ে। বলল :

"প্রথমে একটু ইতিহাস দেই।

"সেরানো বংশের নাম হয়তো স্পেনের ইতিহাসে প'ড়ে থাকবে। শুনেছি সেভিলে বিখ্যাত Giralda Tower এর নির্ম্মাণে নাকি আমার এক বিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষের হাত ছিল। নেপোলিয়নের ভাই যোসেফ বোনাপার্ট যখন স্পেনের সিংহাসনে বসেন তখন Vittoria-তে যুদ্ধ করেছিল আমার প্রপিতামহের কাকা। শোনা যায়—অন্ততঃ আমাদের বংশের ক্রনিক্‌লে আছে—যে বিখ্যাত স্পানিশ আমাডায়ও আমার বাবার পিতামহ না প্রপিতামহ যুদ্ধ করেছিলেন, যিনি তার আগে ছিলেন নাকি জলদস্যু। কিন্তু এ-সব হচ্ছে প্রধানত কিংবদন্তী।"

—"তবে যে বললে তোমাদের বংশের চরিত-কাহিনীতে আছে?"

ইসাবেলা একটু হাসল, বলল : "অভিজাতদের চরিত্র-চারণরা যে অনেক সময়েই নেশাখোর ও মিথ্যাবাদী হ'য়ে থাকেন শোনোনি কি? চাং বলে : জাতির ইতিহাসেরও অনেকখানিই এই রকম সব সত্যসন্ধী মহাপুরুষদের লেখা। তাই ইতিহাসের পালা আর টেনে বাড়াব না। কেবল এইটুকু জেনে রাখো যে ১৮৬৯ না ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমাদের পিতামহের কে এক খুড়ো না জ্যাঠা—General Serano স্পেনের রিজেন্ট হ'ন! সেই নিয়ে আমাদের খুড়ো জ্যাঠার দল আজও অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলেন না। সোজা নীলরক্ত! প্রিমো দি রিভিয়েরার কাছে আমরা খাতির দাবি করতাম সেদিনও—শুধু এই গর্ব্বে। ভাবতে পার?"

ব'লে একটু হেসেই গভীর হ'য়ে ইসাবেল ব'লে চলল : "একদিকে এই বনেদি নীলরক্ত—টকটকে নীল—অন্তদিকে পিয়েপেতে কাতালোনায় ও আন্দালুসিতে জমিদারি, ফ্যাক্টরি ও মিল্। মানে অজস্র অর্থ। আর রক্ষে আছে? বংশের সঙ্গে অর্থ-গৌরব জুড়লে যে কী অনর্থ ঘ'টে যায় জানো তো—মানুষ অনেক সময়ে হ'য়ে ওঠে প্রায় উন্মাদ। অবশ্য মানুষের উন্মাদ হ'তে বেশি উপচারের দরকার করে না। শুধু বংশ-গৌরবেই ও হয়। ষ্টিভেন্‌সনের ওলালা পড়েছ?"

—"অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। স্পেনের সে কোন্ এক পুরোনো প্রাসাদে সেই এক রোমান্টিক মেয়ে যার বাপ না মা উন্মাদ ছিল, না?"

—"হাঁ! ষ্টিভেন্‌সন্ ছিলেন কল্পনা-বিলাসী লোক। ব্যাপারটায় একটু বেশি রঙ চড়িয়েছেন। বইটা পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয় তাঁর জেকিল ও হাইডের গল্পের মতন। কিন্তু ও থেকে একটা সত্য পরিচয় পাওয়া যায় ব'লেই বইটার কথা তুললাম।"

—"যে, তোমরা ভিজীতাদ এখনো?"

—"শুধু তাই না। স্পেনের দস্যুতা, বীর্য্য, বিলাস, দম্ভ, রূপ, উদ্দামতা ও বনেদি বংশ এই সবেরই বনেদি বীজাণু আমার ধমনীতে বইছে অহরহ—অনেকটা সেই ষ্টিভেনসনের ওলালার মতন। যদিও পুরোপুরি নয় অবশ্য।" ব'লে ইসাবেলা একটু হাসল।

—"পুরোপুরি নয় মানে?"

—"সে থাক্। আমি এ থেকে যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা এই যে, আমার মধ্যে যে অশান্তি ও চাঞ্চল্য এত প্রবল তার মূলে আছে এই বংশানুক্রমিক বংশপ্রভাব।"

—"কথাটা কি এ-ভাবে জোর ক'রে বলা যায় ইসাবেল?"

—"স্পেনের আরও দু-একটি অভিজাত-বংশীয়া বান্ধবী আমার আছে যে স্বপন। তাদের মধ্যেও এই শ্রান্তিহীন চাঞ্চল্য—পাগলামি—উদ্দামতা দেখতে পাই যে। তারাও যে দেখি আমার মতনই বুঝতে চায় কিন্তু পারে না—সার্থকতা তাদের কোন্ পথে—সত্য প্রকৃতি তাদের কোন্‌টি ?"

—"কিন্তু এর মূলে কি আছে বংশ, না বর্ত্তমান য়ুরোপের হাওয়ার মধ্যে যে লক্ষ্যহীন উদ্দামতার মাইক্রোব ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারা ?"

ইসাবেল কেমন একরকম হেসে বলল : "জানি না।" এ-সব বলতেও কেমন অশান্তি বোধ করি। ঐ লক্ষ্যহীন ভাব আমাকে বেঁধে। আর মনে হয় আমি সব চেয়ে কম জানি নিজেকে। মনে ধিক্কার জন্মায়।"

স্বপন কোমল স্বরে বলে : "অকারণ কী ভেবে এত দুঃখ পাও বলো তো ? আমার মনে হয়—"

—"কী—থামলে যে ?"

—"না, আমারই ভুল। নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের সকলের মধ্যেই বোধ হয় আছে। শুধু কম আর বেশি। তাই মনে হচ্ছিল—এ-সব নিয়ে সংজ্ঞানির্ণয় করতে যাওয়াটা মূঢ়তা।"

—"আমাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলবে স্বপন ?—যে চায় এক, করে আর ? যে ভালোবাসি যাকে তাকে অনেক সময়েই শ্রদ্ধা করতে পারে না—যাকে শ্রদ্ধা করে তাকে প্রায়ই ভালোবাসতে পারে না ?—যে জীবনে চায় সুষমা, সংযম—কাজে—উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতাচার ?—যে ভালোবাসে চরিত্রবলের শুভ্র মন্ত্র—ডুবে থাকতে চায় বিলাসের পঙ্কে ?—যে ভক্তি করে সত্যকে—বরমাল্য দেয় মিথ্যাকে ?"

স্বপন প্রতিবাদ করতে গিয়ে যায় থেমে।

ইসাবেলা বলে: "ভাবছ আমি মিগুয়েল ? কিন্তু তা নয়। নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে আমার আনন্দ নেই। রুস্সোরও আমি ভক্ত নই। নিজেকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে কোনো রক্তহীন আলাময় তৃপ্তিও আমার নেই। আমার বলবার কথাটা শুধু এই যে, যে-শিক্ষা-দীক্ষার আবহাওয়ায় আমি মানুষ, যে-বংশে আমার জন্ম, যে বিলাসে আমি লালিত ও যে-অসংযমে আমি আজন্ম অভ্যস্ত তা'তে আমার চরিত্রের অন্য কোনোরকম পরিণতি হওয়াই অসম্ভব ছিল। এই কথাটাই একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। কিন্তু তা করতে হ'লে আগে আমার জীবনের কয়েকটা গোড়াকার অধ্যায় বলতে হয়।"

ব'লে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল: "তোমায় বলেছি—আমাদের বংশের খুব বেশি খাতির এই জন্যে যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমাদের পিতামহের এক পিতৃব্য স্পেনের এক বিপ্লবের সময় হয়েছিলেন রিজেন্ট ?"

—"হ্যাঁ, এই মাত্র তো বললে। কেন ?"

—"সেইজন্যেই আমার পিতা ও পিতামহকে লোকে জেনেরাল ব'লে সম্মান দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু ওঁদের দুজনেরই নাম হওয়া উচিত ছিল কী জানো ? জেনেরাল সেয়ানো নয়—ঘাতক সেয়ানো !"

কী তীব্র স্বর ! স্বপন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়।

ইসাবেলের মুখে একটা শুষ্ক হাসি ফুটে ওঠে, বলে: "পিতার প্রতি ঠিক কন্যাসুলভ ভাষা নয়, না ? কিন্তু যাকে যখন তিনি গুলি করেন—" স্বপনের গার মধ্যে কি রকম শির্ শির্ ক'রে ওঠে—"তখন আমার বয়স এগার—বোঝবার বয়স হয়েছে বৈ কি খুন কা'কে বলে।—বুঝলি ?"

অমল চুপ ক'রে মুখ নিচু ক'রে থাকে।

—"সে-সময়ে আমার এত ভয় ও যন্ত্রণা হয় যে, আমি পাগলের মতন হ'য়ে পড়ি।" একটু থেমে বলে : "কিন্তু এখন মনে হয় তা'তে বোধ হয় একটা সুফল ফলেছে।"

—"কী?"

—"যে, গৃহ আমার কাছে ছিল অভিশাপ।"

—"সুফল এটা?"

—"নয়? নইলে হয়তো বিলাস ছেড়ে চাণ্ডের সঙ্গে এত সহজে ঘর ছাড়তে পারতাম না, কে বলতে পারে? আমার মতন মেরুদণ্ডহীন মেয়ের পক্ষে আতঙ্কের আঘাত-পাওয়ারই হয়তো দরকার ছিল। নইলে স্পেনকে ছাড়তে পারতাম না হয়তো।"

—"কিন্তু স্পেনকে ছেড়ে কি তুমি সুখী হয়েছ ইসাবেল? স্পেনের গৌরবে তোমার মুখ যে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে এখনো। অস্বীকার করলে শুনব কেন?"

—"আমাকে ভুল বুঝেছ। ঘৃণা তো আমার স্পেনের 'পরে নয়—পিতৃগৃহের 'পরে; স্পেনের মাটির 'পরে নয়, তার আভিজাত্যের 'পরে। স্পেনের আবেগভরা সঙ্গীত, স্পেনের মুর স্থাপত্য, স্পেনের রোমান্টিক ধরণ-ধারণ, উষ্ণ রক্ত, চঞ্চল মতিগতি, অদম্য প্রাণ-স্ফূর্তি—এ সবই আমার আজন্ম-প্রিয়। আমার আক্রোশ শুধু স্পেনের ধনী সুখলালিতদের 'পরে। এ-সব হয়তো তোমার কানে নাটুকেপনার মতন শোনাচ্ছে—কিন্তু এর এক বিন্দুও বাড়ানো নয়। স্পেনের অভিজাত-বংশের রক্ত আমার দেহে এখনো বইছে এজন্যে সময় সময় নিজের 'পরে এত ঘৃণা হয় যে যদি সম্ভব হ'ত ধমনী ছিঁড়ে সে রক্তের বদলে পশুর রক্ত দিয়েও দেহ ভরাতে রাজি হতাম।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চায় ।—"তাহ'লে বাড়াচ্ছি না ?"
একটু হেসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও শুধু বলল : "আমাদের কেউও অন্ততঃ ঠিক বুঝবে এ-মানুষ এত চায় কেন বলতে পারো স্বপন ?"

স্বপন তার একটা হাতে হাত রেখে বলল : "অকারণ নিজেকে কেন উত্তেজিত ক'রে দুঃখ পাও ইসাবেল ?"

ইসাবেলা ম্লান হেসে "খেতে দাও" ব'লেই [illegible] নামিয়ে নিয়ে শুরু করল :

"কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, আমার পিতা আমাকে অত্যন্ত ভালো-বাসতেন বরাবর। জীবনে কাউকে যে ভালোবাসেনি সে হঠাৎ মেয়েকে ভালোবাসল কেন—এ-রহস্যের মীমাংসা হয়তো নেই—বিশেষ যে-মেয়ের মন পিতার প্রতি একান্ত বিমুখ। কিন্তু তবু কথাটা সত্যি। অন্ততঃ তিনি যতটা ভালোবাসতে পারতেন—এক আমাকেই বেসেছিলেন। কাজেই আমার শিক্ষা, বিলাস ও যত্নের ত্রুটি ছিল না। হায় রে! যেন—"

—"ইসাবেল, থাক, এ-সব বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে—কাজ নেই। এসো অন্য কথা কই।"

ইসাবেলা হাসল : "আমি যে-দুঃখের বোঝা আজন্ম ব'য়ে এসেছি, এটুকু বলার দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে সে-ভার কতটুকু হালকা করবে বন্ধু ?—কিন্তু যাক এ-সব মন্তব্য।—কি বলছিলাম যেন ? হ্যাঁ, শিক্ষার ও আদরের আমার ত্রুটি ছিল না। দু-দুটি গভর্নেস আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে মজুদ। দশ বছর বয়সেই জার্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজী তাই বেশ পরিষ্কার বলতে শিখে গিয়েছিলাম। তার ওপর বাবার সঙ্গে বেড়াতামও অজস্র। অর্থের তো আর অভাব ছিল না। তিনি মিশতেও জানতেন। কাজেই ষোলো বছর বয়সের মধ্যে আমি প্রায় সমস্ত য়ুরোপ বেড়িয়ে শেষ করেছিলাম বললেই হয়।

"ফলে হ'ল এই যে, সংযম বা নিয়মানুবর্তিতা ব'লে কিছু শেখবার আমি সুযোগ পাইনি। প্রবৃত্তির পথে চঞ্চল মনে হাওয়াই হয়ে উঠেছিল আমার দিশারী।" ব'লে একটু থেমে বিষাদের সুরে বলল: "এ আমার অতিরঞ্জন নয় স্বপন। যে-পরিবেশের মধ্যে আমি মানুষ সেখানে প্রবৃত্তিতে গা-ভাসান দেওয়াই ছিল আভিজাত্যের চরম নিদর্শন—কী পুরুষের, কী নারীর। আশৈশব যা চেয়েছি পেয়েছি—বিলাস ও স্বেচ্ছাচারের স্রোতে থেকেছি ডুবে। এতে কি চরিত্রের বনেদ গ'ড়ে ওঠে কখনো?" ব'লে একটু থেমে ঈষৎ সহজ সুরে বলতে লাগল:

"প্রকৃতি দেবী যুগ যুগ ধ'রে একটি ফুলই ফোটান। তাঁর ধৈর্যের তো সীমা নেই—তাই নিত্য-নূতন উত্তেজনাকে পাথেয় ক'রে চলারও তাঁর দরকার করে না। আবাল্য যারা প্রকৃতিদেবীর এই ধৈর্যের তত্ত্বটি বুঝবার শিক্ষা পায় না—জীবনে চলে শুধু দ্রুতগতি ও চমককেই অবলম্বন ক'রে—যারা আশৈশব শুধু সংযমহীন ভোগ ও নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতাকেই জানে জীবন-দেবতার সব চেয়ে বড় দান ব'লে—তারা জানেই বা কী জীবনের, আর সিনিক ছাড়া হবেই বা কী বলো তো স্বপন?"

স্বপন কোমল স্বরে বলল: "কেন এ-ভঙ্গিতে কথা বলছ ইসাবেল? যে এতটা বোঝে সে কি প্রকৃতিতে সিনিক হ'তে পারে সত্যিই? সব আদর্শেরই মূল কথা তো চেতনা। যার চেতনা এসে গেছে যে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাই আদর্শ নয়—তার তো আসল কাঁড়াই গেছে কেটে। নয় কি?"

ইসাবেলা হাসে: "ভুল কারো মিত্রো, ভুল। এ তো চেতনা নয়—ধারণা। আর মানুষ গ'ড়ে ওঠে তো শুধু আদর্শের ধারণা দিয়ে নয়: সাধনায়, ঊর্ধ্ব-প্রয়াসের তিলে-তিলে-সঞ্চিত আনন্দ বেদনা দিয়ে। এ-সব তুমি জানবার কবে বলো? যদি চাঁদের সংস্পর্শে না আসতাম—

হয়তো আমরা জীবনের একটা বিকৃত রূপকেই জেনে যেতাম তার সত্য রূপ ব'লে। তবে আমি কী জীবন যাপন করতাম তা তো আর তুমি জানো না—বোধ করি কল্পনাও করতে পারো না—কাজেই এ-সব হয়তো বুঝবে না।

"কিন্তু সে জীবনের বিবরণ আমি দেব না তোমাকেও। সে শুধু লজ্জাকরই নয়—একঘেয়ে। দিনের পর দিন এক সুন্দরী ধনিকন্যা সব রকম সংযম, মিতাচারকে উপহাস ক'রে—বড়াই ক'রে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা-ভাসান দিয়ে—কিন্তু—থাক এ-সব। এ সব বলতে গেলেও আজকাল আমার রসনা দেয় ধিক্কার।"

স্বপনও কোনো কথা কইল না। শুধু ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগল।

ইসাবেলা ফের নিজেই সুরু করল: "কিন্তু এ-থেকে একটা মহামূল্য অভিজ্ঞতা আমার হয়: আমি বুঝতে পারি অমিতাচারের, উদ্দামতার, স্বৈরাচারের জীবন কল্পনায়ই লোভনীয়—বাস্তব জীবনে ও-বস্তু যেমন একঘেয়ে, তেমনি দুঃসহ। কারণ প্রবৃত্তির রাশ-ছেঁড়ার মধ্যে মাদকতা থাকে তখনই—যখন সেটা থাকে নিষিদ্ধ ফল। আর দেহের আকর্ষণকে একটু বাঁধ দিয়ে স্থগিত ক'রে না রাখলে সে হ'য়ে পড়ে অগভীর জলা—খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের-উত্তেজনা ও তার রক্তহীন তৃপ্তির-সমষ্টি-দিয়ে-গড়া দীন একঘেঁয়ে ইতিহাস। তার ফলটাও হ'য়ে ওঠে তেমনি শোচনীয়। মানুষ শেষটায় ধ'রে নেয় যে, জীবনের বুঝি এই-ই সব চেয়ে বড় দেয়—প্রেম বুঝি মরীচিকা—শান্তি—কবি-কল্পনা।

"কেবল একটা সম্পদ আমার ছিল। প্রকৃতিকে আমি কেমন ক'রে যেন ভালোবেসে ফেলেছিলাম। শুধু ওই এক জায়গায় পেতাম আমি আশ্রয়। স্তনিত সমুদ্র, স্নিগ্ধ নদী, মেদুর মেঘের ছায়া, ঋতুরঙ্গে ধরণীর

নিত্য নব প্রসাধন, সংখ্যাহীন তৃণতরুর অভিসার অঙ্গ-আবর্তন, পাতার মর্মর, পাখীর কাকলি, উষার কলহাসি, সন্ধ্যার দীর্ঘশ্বাস, অলস মধ্যাহ্নের উদাস রূপ—সবই আমার হৃদয়ে জাগাত অপার বিস্ময়। মানুষকে আমি তেমন ভালোবাসতে পারিনি—কারণ মানুষের মধ্যে বড় জিনিসটি দেখবার চোখ আমার কেউ ফুটিয়ে দেয়নি চাঙের আগে। কিন্তু প্রকৃতি-দেবীর লক্ষ্মীশ্রীর মধ্যে আমার মন চিরদিনই এমন ছাড়া পেয়েছে!"...

ব'লেই সে কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল : "কিন্তু এর ফলে আমার মনে হ'ল এক উলটো উৎপত্তি : মানুষের প্রতি অম্লান একটা অবজ্ঞা—তিক্ততা। বিশেষ—সুন্দর মানুষের প্রতি। কারণ সুন্দর মানুষ দেখে আমার দেহ যতই আকৃষ্ট হ'ত—তার নিকট-পরিচয়ে মন হ'ত ততই প্রতিহত। প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্যের অন্তরে হিংসা নেই—আছে রূপ। দুঃখ এই যে, মানুষের বাহ্য সৌন্দর্যের অন্তরে— কিন্তু যাক সে কেন অকারণ তীব্রতা এসে যাচ্ছে।"

ব'লেই হঠাৎ বলল : "আমি প্রথম ভালোবাসি কা'কে জানো?"

তার প্রশ্নের এ-আকস্মিকতায় স্বপন একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল : "কা'কে?"

—"একজন রেড ইণ্ডিয়ানকে। সে এমন সুন্দর ছিল—"

—"রেড ইণ্ডিয়ান! সুন্দর!"

—"তুমি বুঝি রেড ইণ্ডিয়ান কখনো দেখনি? তোমার চেয়েও তার মুখশ্রী লালিত্যে-ভরা—রাগ কোরো না।"

স্বপন হাসিমুখে বলল : "এতে বরং আমার তো আহ্লাদে আটখানা হওয়ারই কথা ইসাবেল। অবশেষে জানা গেল আমার মুখশ্রী তোমার কাছে বিভীষিকাময় লাগে না।"

—"আহা যেন জানতে না কারো কিছো! আয়নার যেন শুধু মেয়েরাই

মুখ দেখে। তুমি ঘরে কি ভাবে চুল আঁচড়াও একদিন চুরি ক'রে দেখেছি তো দেখেছি।"

স্বপন হেসে ফেলল: "তা হ'লে তো আমার পৌরুষের ভরাডুবি হ'য়ে গেছে দেখছি—আমার অজান্তে! কিন্তু যখন গেছেই তখন আর হা-হুতাশ ক'রে লাভ কি?—তোমার গল্পটাই চলুক।"

ইসাবেলা হেসে বলল: "আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ এ-রেড-ইণ্ডিয়ানের কথা বললাম কেন জানো? শুধু বলতে যে, য়ুরোপের আভিজাত্যের হাওয়ায় সে-রেড-ইণ্ডিয়ানেরও মনটা কেমন কলুষিত হ'য়ে গিয়েছিল। মনে আমারও মনে হ'ল—আরও বেশি ক'রে—যাদের ভেতরটা হয় অসুন্দর বোধ হয় বিধাতা তাদেরই দেন বাহ্য সৌন্দর্যের মুখোষ—আমার মতন আর কি।—না, প্রতিবাদ কোরো না। আমি নিজেকে ছোট করার জন্যে বলছি না। নিজের 'পরে শ্রদ্ধা আমার আসে কেবল চাঙের সঙ্গে পরিচয়ের পর।"

স্বপন বলল: "সর্ব্বরক্ষে।"

—"তার পরে যার সঙ্গে ভালোবাসায় পড়ি—মানে মনে করি পড়েছি—সে ছিল আফগান। ঠিক অমনি।—যেমন কন্দর্পকান্তি তেমনি নীচমনা ও নিষ্ঠুর। তারপরে মালা দেই কা'কে বলো দেখি?"

—"কেমন ক'রে বলব বলো?" স্বপন হেসে ফেলল।

—"আহা আন্দাজ করোই না।"

—"এস্কুইমো—বুশম্যান—মিসিং লিংক?"

—"হ'ল না—বাঙালী।"

—"বাঙালী!

—"ঠিক বাঙালী না। তার পিতা ছিল বাঙালী, মা হাঙ্গেরিয়ান। কিন্তু সে দেখতে ছিল ঠিক তার পিতার মতনই।—কিন্তু এ সব কথা থাক।

এ-সব বলতে চাইওনি আমি। সেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা এই যে, এই সূত্রে আমি প্রতিবারেই ঠেকে শিখি যে প্রেম শুধু চোখের মোহ—ক্ষণিক উন্মাদনা।—উন্মাদনাও নয়—দৈহিক উত্তেজনা—কেবল উপরে থাকে একটু চিনির-পর্দা।"

—"কী ভয়ানক!"

—"মোটেই না। সাধে এইমাত্র বলছিলাম—তুমি অন্ততঃ বহু লোকের জীবনের বাস্তব দিকটার কোনো খবরই রাখো না!"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ য়ুরোপে এ-যুগে বহু ধনী তরুণ-তরুণীরই প্রেম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এই ই। এমন কি তাই নিয়ে তারা জাঁক ক'রে কবিতাও লেখে—আর তার প্রশংসাও হয়।"

—"তা হ'লে য়ুরোপীয় আভিজাত্যের অবস্থা বড় শোচনীয় বলতে হবে।"

—"তা কেন? তারা ভাবে তারা খাসা আছে। ইংরাজীতে যাকে বলে না—to take life as one finds it?—মনাস্থি, দুঃখ পায় তারাই বারা চায় বেশি। এরা থাকে শিকার, ভ্রমণ, অর্থহীন কর্ম বা হৃদয়হীন গৃহ তার যাগযজ্ঞ নিয়ে। এদের আমোদ-প্রমোদ—না, সে সব থাক—তুমি বিশ্বাসই করবে না হয়তো। কারণ য়ুরোপকে তুমি তোমার স্বপ্নচোখেই দেখে থাকো চর্ম্মচক্ষে তো না।"

এ-কথায় স্বপনের মনের মধ্যে ফের কেমন রাগ এসে গেল। এ-ধরণের বিজ্ঞ সমালোচনা ও কোনোদিনই সইতে পারত না। বলল: "এ তোমার একটু গায়ের জোরের কথা ইসাবেল, ক্ষমা কোরো। তুমি বলতে চাও য়ুরোপকে তুমি যা জানো তাই তার আসল রূপ। ভুলে যাচ্ছ যে, প্রত্যেকেই জীবনকে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করবার সমান অধিকারী।"

ইসাবেলা কোমলকণ্ঠে বলল : "রাগ কোরো না স্বপন, আমি সত্যি কথাটা অত একরোখাভাবে বলতে চাইনি। আর বিশ্বাস করো : তোমার সকাল বেলাকার কথাটা আমাকে স্পর্শ করেছে যে, কোনো বস্তুকে খুব কাছ থেকে দেখাই সবচেয়ে সত্য দেখা না হ'তে পারে। কাজেই য়ুরোপের স্বরূপ সম্বন্ধে আমি যে তোমার চেয়ে বেশি সত্যদর্শী এ-কথা ঘোষণা করার কোনো দুরভিসন্ধিই আমার ছিল না।"

স্বপন স্নিগ্ধকণ্ঠে তার হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "আমার কথাটাও একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলা হ'য়ে গেছে ইসাবেল, ক্ষমা কোরো। কিন্তু কি জানো? আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে-পশু আছে তাকে আমিও অস্বীকার করি না। আমি কেবল বলি—শুধু তার ওপরে আলো ফেলে বাকি অংশটাকে ছায়ায় রেখে দিলে আমাদের সবচেয়ে সত্য পরিচয় মেলে না। এক্সরের আলোয় দেহের হাড়ের খাঁচায় যে-ছবিটা ফুটে ওঠে তাকেই কি বলবে নরমূর্তির আসল ছবি?"

ইসাবেলা একটু ভেবে হঠাৎ স্বপনের চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল : "তা হ'লে হয়তো আমি নিজেকে যত হীন মনে করি তত হীন সত্যিই নই?"

থেকে থেকে ইসাবেলের এই ধরণের শিশুসরল প্রশ্ন স্বপনের এত ভালো লাগে! সে স্মিত হ'য়ে বলে : "তোমার নিজের সম্বন্ধে তোমার চাঙ্কের পর চাঙ্ক কি আমি মন দিয়ে শুনেছি ভাবো তুমি? না, আমি ভাবতে পারি যে, যে-মেয়ে ভালোবাসার জন্যে এত ছাড়তে পারে তার আসল প্রকৃতিটি হীন হ'তে পারে?—কিন্তু থাক এ-সব—

"মনে রেখো, চাঙের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হ'ল কী ক'রে এখনো বলোনি।"

—"য়ুরোপীয় চিত্রবিদ্যা শিখতে চাং এসেছিল প্রথমে প্যারিসে স্কলার্শিপ নিয়ে। তার ওপর ওর বাবা নানকিনের অবস্থাপন্ন লোক

ছিলেন। কাজেই অর্থাভাব ওর ছিল না প্রথমে। প্যারিসে মসিয়ে বেনোয়ের সঙ্গে হয় ওর আলাপ ও তাঁর কাছে চায় উপদেশ। তিনি তাকে হল্যাণ্ডে ও বার্লিনে পাঠানোর পরে স্পেনে পাঠান—মুরিলো ও ভেলাস্কেথের কয়েকটি ছবি মাদ্রিদের মিউসিয়াম থেকে নকল ক'রে আনতে ও পরে গ্রেনাদার আলাম্ব্রা ও সেভিলের মুরিশ স্থাপত্যের একটু সাক্ষাৎ পরিচয় পেতে।"

—"তারপর?"

—"তারপর মসিয়ে বেনোয়ের কাছে য়ুরোপীয় চিত্রকলার টেক্‌নিক সম্বন্ধে কিছু শিখে ও আসে মাদ্রিদে। সেখানে মিউসিয়ামেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ।"

—"কতদিন আগে?"

—"বছর দেড়েক। ঠিক সেই সময়ে নানান্ দুর্যোগে ওর স্কলার্শিপ যায় বন্ধ হ'য়ে, ওর বাবা মারা যান কোন্ এক বিদ্রোহী সেনাপতির বিপক্ষে যুদ্ধ ক'রে। ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হয় বাজেয়াপ্ত। কাজেই চাং পড়ে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায়। সে অনেক কাহিনী,—ওর কাছে শুনো না-হয় একদিন। মোট কথা, সেই সময়ে আমি ওকে কিছু টাকা পাইয়ে দিই।"

—"তারপর?"

—"তারপর ও আবার অর্থকষ্টে পড়ে। তখন বাবাকে ব'লে ক'য়ে তাঁর সেক্রেটারীর পদে বাহাল করি।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি? ও আমাদের সঙ্গে একবছরের ওপর থাকে ও ভ্রমণ করে। পরে যা হবার তাই। আমি প্রথম পরিচয় পাই ভালোবাসা কা'কে বলে।" বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে ওঠে ওর:

"প্রথম পরিচয় পাই—এমন ডাকও আছে জীবনে যার পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিয়েও আশ মেটে না। প্রথম দেখতে শিখি—মানুষের সত্য সভ্যতা, সত্য গৌরব কোথায়। প্রথম জানতে আরম্ভ করি—চরিত্রের সুষমা-সমৃদ্ধি বলে কা'কে। অন্ধকারের নিতল গহ্বরে যে-আকণ্ঠ আলোতৃষ্ণা আমার মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল সে ধীরে ধীরে ওঠে শুধু বেঁচে না—সার্থক হ'য়ে।"

ওর চোখের কোণে জল টলটল ক'রে ওঠে: "কেবল দুঃখ এই বন্ধু, যে, হয়তো মিলনের আস্বাদ আমাকে নিয়তি দিয়েছেন শুধু বিয়োগের ব্যথাকেই তীব্র করতে। কেউ কি জানে?"

স্বপন ওর দুটি হাত কোলে টেনে নিয়ে বলল: "অথচ এইমাত্র নিজের সম্বন্ধে কত অবিচারই করছিলে ইসাবেল—ও কি—ছি—শোনো—"

ইসাবেলা ওর কোলের 'পরে ভেঙে পড়ে—রুদ্ধ ক্রন্দনে।

—"ছি ইসাবেল, শোনো—অমন করে কি?"

স্বপন ওর দুটি গাল ধ'রে আদর ক'রে মুখটি জোর ক'রে তুলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল: "আমি বলছি—শোনো—চাং—"

ইসাবেলা অশ্রু-গদগদ স্বরে বলল: "যদি না ফেরে আর?"

—"কি পাগলামি চেপেছে ঐ মস্তিষ্কহীন এলোকেশী মাথাটির মধ্যে বলো দেখি? অথচ জীবনকে দেখেছ ব'লে কতই না গর্ব করা হয়!"

ইসাবেলা সোজা হ'য়ে বসে চোখ মুছে বলল: "দেখেছি ব'লেই তো ভয় পাই স্বপন। আমি ধনসম্পত্তির অভিশাপের আবহাওয়ায় মানুষ। জীবনে দেখেছি কেবল বিলাসিতা, অবিশ্বাস, হৃদয়হীনতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাস। যে-মুহূর্তে একটা বড় সত্যের দেখা মিলল—সে মুহূর্তেই আমার উন্মুখ অধর থেকে নিয়তি জলের পাত্রটি—" ও দু'হাতে মুখ ঢাকে।

স্বপন ওর অবিন্যস্ত কেশদামের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আর্দ্রকণ্ঠে

বলল : "কেন ব্যস্ত হচ্ছ ইসাবেল ? এ তো স্পেন নয়—সুসভ্য ফরাসী দেশ—এখানে কি—"

ইসাবেলা তার কাঁধের 'পরে মাথা রেখে বলল : "তুমি আমার বাবাকে তো জানো না স্বপন ! তিনি না করতে পারেন এমন কাজই নেই। তাঁর সহায় সম্পত্তি বন্ধুবান্ধবও—"

স্বপনের মনে জেগে ওঠে বিপুল বীর্য্য : "ভয় কি তা'তে ? চাঙেরও যে এখানে সহায় বন্ধু নেই তা তো নয়।" বীর্য্যের অনুভব যে এত মধুর হ'তে পারে !—

ইসাবেলা ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলল : "বলো তা'হলে তুমি চাংকে ছেড়ে যাবে না ? কথা দাও।"

স্বপন ওর কপালে ছোট্ট একটি চুম্বন ক'রে গভীর স্নেহে বলল : "পাগল কোথাকার ! চাংকে কি একা তুমিই ভালোবাসো—না, হঠাৎ এমন একটি নতুন বোন পেলে মানুষ ফেলে পালাবার জন্তে এতই ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে ?"

ইসাবেলা এবার দুহাতে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলল : "আমার একটি ভাইয়ের সাধ কতদিন থেকে রয়েছে—তুমি আমার ভাই হবে স্বপন ? সত্যি হবে ?"

—"সত্যি বোন কি এমন বেরসিকার মতন প্রশ্ন করতে পারে বলি না ভাইকে করে অবিশ্বাস ?"

ইসাবেলার গাল দুটিতে জেগে ওঠে অরুণিমা। "তুমি সত্যি এত ভালো ভাই !" ব'লেই ওর গণ্ডে করে চুম্বন।

ঘরের দুয়ারে কে আঘাত করল। স্বপনের এত রাগ হয় !

ইসাবেলা উঠে ব'সে চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করে : "কে ?"

—"আদি—আজায। একটা তার।"

সৌভ্রাত্র্য

ইসাবেলা বলল : "তুমিই খোলো ভাই।"

এ কী! এ তো তার নয়। এ যে চিঠি বিশেষ! দুজনে একত্রে পড়তে লাগল :

"সেন, নেগ্রেস্কোর মোটর বোটে আজই সন্ধ্যা ছটায় মার্সেল্‌সে রওনা হ'লে বড় কৃতজ্ঞ থাকব। ওমো-র ওখানে তোমার দুখানা তারই পেয়েছি। ভারি মাল ট্রেনে প্যারিসে পাঠাও। আমি ওদের এড়াতে পারব। তোমরা শুধু মোটর বোটে মার্সেল্‌স্ রওনা হবে ছটায়। Bastille Pier বললেই মোটরবোট-চালক পৌঁছে দেবে। সে সব জানে। Bastille Pier-টা হচ্ছে একটা ছোট হোয়ার্ফ। মার্সেল্‌সে এত হোয়ার্ফ পিয়ার প্রভৃতি আছে—ওরা টের পাবে না। আর পেলেও খুব আশঙ্কা নেই। ইসাকে বোলো একটুও উদ্বিগ্ন না হ'তে। আমার কোনো বিপদই হয়নি। কেন এ-ব্যবস্থা করলাম দেখা হ'লে বলব। মার্সেল্‌সে হোটেল আংলেতেরে আমি থাকব গুাং নামে। মার্সেল্‌স্ থেকে ইচ্ছা করলে তুমি নীসে ফিরতেও পারো—তবে যদি আমাদের সঙ্গে প্যারিস অবধি যাও অত্যন্ত খুসি হব। তোমায় এটুকু কষ্ট দিচ্ছি—ক্ষমণীয়।—Xerexes—Xerexes ইসা, কোনো ভয় নেই। আমার ভাবনা শুধু তোমার জন্যে। টেলিফোন করায় সুবিধে হ'ল না। কারণ আছে।—চাই চাই।"

যদিও সন্দেহের কারণ ছিল না তবু বগল ইসাবেলার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল : "এ চাওয়েরই তার। কি বলো?"

—"অবধারিত। এক আমি ছাড়া জগতে আর কেউ ওকে চাই চাই ব'লে ডাকেনি কোনোদিন।"

—"তবু এক্ষণি বলছিলে ভালোবাসতে জানো না। এ-ডাক কি প্রেমস্ফুরিত ছাড়া অন্য কোনো অধরে বেরোয় ?"

—"তা—ম্বি দুষ্টু।"

স্বপন হেসে বলল: "মানলাম। কিন্তু বলো—এখন বিশ্বাস হয়েছে যে আমি তোমাদের ছেড়ে পালাব না? না, আবার শুনতে চাও নবলব্ধ ভাইয়ের মুখ থেকে ?"

ইসাবেলা তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে কানে কানে বলল: "না, চাই না। কেবল গোপনে মোটর-বোটে চড়ার ভারটি এ-হেন বীর ভাইয়ের কাঁধে চাই চাপাতে। নবলব্ধা বোন পেলেই হয় না, তার জন্যে স্বার্থত্যাগ করা চাই।"

স্বপন তার গাল ধ'রে বলল: "এমন নবলব্ধা বোনের জন্যে নবলব্ধ ভাই স্বার্থত্যাগ তো স্বার্থত্যাগ—ট্রয়ের অভিযানে যেতে পারে। বিশেষ যখন চাঙের মতন ভগিনীপতি উপরি-লাভ।

ইসাবেলা ওর হাতে চড় মেরে রাগত সুরে বলল: "ভাইটি যে এত দুষ্টু তা আগে জানলে বোনটি হয়তো ভ্রাতৃহীনই থাকতে চাইত।"

—"কিন্তু ভাইয়ের কথা তো আর তাই ব'লে মিথ্যা প্রমাণ হয় না ?"

—"হয় না? নিশ্চয়। চাং কি তোমার ভগিনীপতি ?"

—"তবে কি ?"

—"বাঃ মনে নেই আমরা companionate marriage—"

—"ওহো হো—সে উদ্ভট প্ল্যানটা তোমাদের? ভুলেই গিয়েছিলাম বেমালুম।"

ইসাবেলা রাগ করে: "উদ্ভট ?"

—"একশোবার।"

—"পাঁচশোবার না।"

—"হাজারবার হ্যাঁ।"

—"এ-সব আদর্শের তুমি কি বুঝবে ?"

—"হুঃ। হালের একটা ফ্যাশান আবার আদর্শ! আরশোলাও পাখী।"

—"শুধু ফ্যাশন হ'লে চাং কখনো আমার প্রস্তাবে রাজি হ'ত ?"

স্বপন ইসাবেলার গালে টোকা মেরে বলল : "এমন একখানি মুখের জন্তে মানুষ এর চেয়েও অসাধ্য সাধন করতে ছুটেছে—সেই ইলিয়াডের সময় থেকে আজ অবধি।"

—"আমি তো জোর করিনি—"

—"শিশুর আব্দারের চেয়ে জোরালো জিনিষ আর কী আছে শুনি ?—মানে, যারা শিশু নয় তাদের কাছে ?"

ইসাবেলা রেগে বলল : "শিশু! এতক্ষণ এত ইতিহাস বললাম নিজের—"

—"ইতিহাস বললে আবার কখন। বললে তো নিজের কতকগুলি থিওরি।"

—"থিওরি ? লক্ষবার না।"

—"কোটিবার হ্যাঁ।"

ইসাবেলা হেসে ফেলল : "হাঁ-র সংখ্যা যে ক্রমশই বাড়ছে।"

—"ধারে না কাটতে পারলে ভারের দিকেই ঝোঁকে মানুষ—বিশেষ সুন্দরী থিওরিষ্ট বোনের সামনে। নইলে এঁটে উঠতে পারবে কেন ?"

—"থিওরিষ্ট ? হা ভগবান্—এতক্ষণ মুক্তা ছড়ালাম কি না এক কর্মকারের সামনে!"

—"তবু স্বচ্ছে বড়াই না ব'লে কর্মকায় হ'লে ভাইয়ের মর্যাদাটা বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে।"

—"আর তুমি আমাদের একটা বড় আদর্শকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়ে বোনের মর্যাদাটাই বড় রাখলে!"

—"থামো। কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ আবার একটা আদর্শ! ও তো একটা দেনা-পাওনার ব্যবস্থা—সুখ-সুবিধার দর-দস্তুর। ও-ব্যবস্থা আমেরিকা থেকে বেরিয়েছে—ওদের স্কাই স্ক্রেপারেরই মতন। ওদেরই সাজে। হ্যাঁ, আনার সঙ্কল্পকে আদর্শ বলো বুঝি—যার জন্যে নিজের সুখ-সুবিধায় দিল সে জলাঞ্জলি।"

ইসাবেলা এবার গম্ভীর হ'য়ে বলল: "তুমি কি ঠাট্টা করছ,—না—"

—"আচ্ছা ইসাবেল, যে-প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমের জন্যে এত দুঃখ বিপদ বুক পেতে নিল তাদের ভালোবাসাও পদে পদে যাচাই ক'রে তবে মঞ্জুর করতে হবে?"

—"যেন চোখের নেশা ও উন্মাদনার মধ্যে সীমারেখা টানাটা এতই সোজা!—লালসার জন্যে মানুষ কি কিছু কম দুঃখ বিপদ সয়েছে? এইমাত্র ট্রয়ের কথা বলছিলে না?"

এবার স্বপন তক্ষণি তক্ষণি জবাব দিল না। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "প্রেম ও উন্মাদনার মধ্যে তফাৎ করা শক্ত—মানি। কিন্তু তবু আমি বলব তফাৎ আছেই। অন্ততঃ চাণ্ডকে দেখে যে তুমি চোখের নেশায় মুগ্ধ হওনি—এ বুঝতে খুব বেশি দূরদর্শিতার দরকার করে না। শোনো—তর্ক কোরো না। জীবনে সব পথেই পেঁচালো ধরণধারণ চরম দিশারী নয়—যাকে ইংরিজিতে বলে—sophistication."

—"মানে?"

—"সরল অনুভব ব'লে একটা জিনিষ আছে যাকে ব'লাও যায়

না বোঝালে, তর্কেও যায় না প্রমাণ করা। কিন্তু তার গভীর স্বর যখন বেজে ওঠে তখন সন্দেহ করার বিজ্ঞতাই হ'য়ে দাঁড়ায় সব চেয়ে মূঢ়তা।"

—"সাধে কি তোমাদের মিসটিক দুর্নাম রটে! ইতিহাসে কত উচ্চ প্রেম একত্র-বাসের ঘা সয়নি তার হিসেব রাখো কি যাদুমণি? চোখ বুজে কল্পনা ছেড়ে দিয়ে বাস্তবকে সাদা চোখে দেখতে শিখবে তোমরা কবে?"

—"লেটেষ্ট ফ্যাশন-রূপ ধুয়ো ছেড়ে সত্যকে একটু কল্পনার উদার চোখে দেখতে শিখবে তোমরা যবে।"

—"নাঃ। ওরিয়েন্টালের সঙ্গে তর্ক করা একেবারে পণ্ডশ্রম। যারা কোনো জিনিষ যাচাই করতে যাওয়াটাকে মনে করে মূঢ়তা—তাদের বোঝাবো কী দিয়ে?"

স্বপন এবার রাগ করল না, হাসল: "এ চার্জের সত্যতা মাথা পেতে নিতেই হয়। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় তোমাদেরকে!"

—"কী?"

—"এ জীবনটা কি এতই দীর্ঘ যে প্রতি পদে বিচার বিতর্ক ক'রে না চললে কাটে না?—কিন্তু তর্ক থাক—আর ঘণ্টা তিনেক মাত্র সময় আছে। প্রস্তুত হ'য়ে নেও এবার। আমি ভেবে বার করি—নীল-চশমাধারী প্রভুর মাথায় কী ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে আমরা ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসতেই মোটর বোটে চড়তে যাচ্ছি।"

ইসাবেলের মুখে মুহূর্তে উদ্বেগের ছায়া এসে গেল, বলল: "কিন্তু কেমন ক'রে—"

—"অবশ্যই আমাদের প্রভুভক্ত নির্ভীক ভ্যালেট-প্রবরকে দিয়েই

সারতে হবে এ-কাজ। শোনো, তুমি কিন্তু ইতিমধ্যে প্রসাধন সেরে রেখো। এখন ঠিক ক'টা দেখ তো।"

—"সাড়ে তিনটে।"

—"সময় আছে আড়াই ঘণ্টা। বেশ ধীরে-সুস্থে গুছিয়ে নেও সব। না, সাহায্য করতে হবে? হয় তো বলো। একবার লাগি।"

—"আহা—হা—এ-সব যেন তোমাদের কাজ। বরং চলো, তোমার জিনিষপত্র প্যাক ক'রে দিয়ে আসি আগে।"

—"ধন্যবাদ সুভদ্রে। কিন্তু আমার মাত্র একটি সুটকেশ ও একটি ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ। তোমার বরং ভারি লাগেজ কিছু আছে—আমিই কাঁধ দিই।"

—"সেজন্যে মেড ও ভ্যালেট তো রয়েছেই। তুমি বরং একটু জিরিয়ে নেও—বেচারী।"

স্বপন হেসে বলল: "তবু ভালো যে, বসন্ত ছাড়া অন্য কারুর জন্যেও দরদ খরচ করাটাকে বোনরা অপব্যয় মনে করে না—কাজে ভদ্রে!"

দুজনেই হেসে ওঠে একযোগে।

নানা-রঙা

স্বপনের মালপত্র সত্যিই সংক্ষেপ। জমিদার-পুত্রের মাপকাঠিতে দেখলে অসম্ভব রকমের সংক্ষেপ বৈ কি। দুটি ছোট গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ও একটি সুটকেস, ব্যস। প্যাক করতে দশ মিনিটও লাগে না। স্বপন বিলাসী বটে, কিন্তু ভবঘুরে প্রকৃতিরও তো!

ন্যাক শেষ ক'রে ডেকের একটি কোণে [illegible] টেনে এনে ও বসল তার ঘরটির সামনেকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি বারান্দার কাছে। সামনেই বিস্তীর্ণ নীল-হরিৎ জলরাশি। মনের পাখা মেলতে হয়তো এরই সামনে। তাছাড়া হাতে ঘ'ণ্টা সময়ও রয়েছে যে! তার মনটা খুশির আলতে উদার হ'য়ে ওঠে!…

ইসাবেলের সঙ্গ মধুর বৈ কি। কিন্তু আরও মধুর বুঝি ছাড়া পেয়ে সে-সঙ্গের স্মৃতিগুলির নানান টুকরো নিয়ে ভাবনা কাটতে ব'সে যাওয়া: তাদের 'পরে নানারকম সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার তির্যক রঙ ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা। জীবনের বাস্তবতার রস? কতটুকু সে? তার উপর আলো ঢেলে, গন্ধ মাখিয়ে, স্মৃতি জড়িয়ে, কল্পনার পটভূমিতে বিছিয়ে তবে না প্রাত্যহিক সত্য হ'য়ে ওঠে সুন্দর—গন্ধময় যাত্রাপথে বিহার স্বপ্নহিন্দোল!…

ধরো এই যে ইসাবেলা, কী সুন্দরী ও—কী সত্যনিষ্ঠা! কিন্তু যা-যা বলল তার নিজের জীবনের সম্বন্ধে তা-ই কি সত্য—বাস্তব! না, না, না। ওর জীবনের হাসি-অশ্রু যে-ইন্দ্রধনু স্বপনের মনের মেঘে ফুটি'য়ে তুলল সেই আলো ছায়া, আনন্দ বেদনাই তো তার কাছে প্রামাণ্য: নয়? অবশ্য এ-ধরণের ফিলসফির বাড়াবাড়িও আছে, সত্য। তা[illegible]ন পড়ে আজই চাং বলছিল: লাওৎসের অনুবর্তী দার্শনিক সোশির একটা গল্প। সোশি বেড়াতে বেড়াতে বললেন: "মাছেরা ঐ জলে কী আনন্দেই না আছে!" তাঁর দার্শনিক বন্ধু বললেন: "তুমি তো মাছ নও, জানলে কি ক'রে মাছেরা আনন্দে আছে কি না?" সোশি হেসে বললেন: "তুমিও তো আমি নও, কেমন ক'রে জানলে যে আমি জানতেই পারি না মাছেরা আনন্দে আছে, না—না?"

কিন্তু এ-সব তর্কাতর্কির ধ্যানকূট ছেড়ে দিলে বোধ হয় বলা যায় যে,

মানুষের সাহিত্যে তথা জীবনে খতিয়ে চরম শান্তটুকু রয়ে যাওয়ার জন্য —বাবার রুচ নয়। তাই ইসাবেলার আবেদন অফুরন্ত বাস্তবিকই অপ্রচুর। জীবনকে যে যে-ভাবে দেখে রসের দিক থেকে সেই-দেখাই তার কাছে প্রামাণ্য। এ-কথা ভেবে সে খুশি হ'য়ে ওঠে। ইসাবেলাকে নানাভাবে কল্পনা করে, নানা দিক থেকে দেখে, নানা রূপে উপভোগ করে! কী চমৎকার লাগে!...এই-ই যদি না করল, তবে ইসাবেলায় তার কাছে সার্থকতা কী শুনি? নানা দিক থেকে নানারঙা আলোতে রঙিয়েই যদি তার আনন্দবেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাঙাগড়াকে না দেখলে তবে আর করল কী?

ভাবে আরও কত কী!...ইসাবেলা আশ্চর্য্য সুন্দরী! কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য—শ্রীবন্ত। সে দেশে কত মেয়েই তো দেখেছে। দেখে চোখ মুগ্ধ হয়েছে—কিন্তু প্রাণে এমন ঢেউ তোলেনি তো কেউ?—এক সন্ধ্যা ছাড়া অবশ্য। আর কেন লোকে বলে বলো দেখি যে, রেখা ও বর্ণবিন্যাসেই সৌন্দর্য্য? কথ্খনো না। না, না, না। সৌন্দর্য্য হচ্ছে —গতিতে; মানে—সৌন্দর্য্যের তত্ত্বটি হচ্ছে গতির ইঙ্গিতে—সাজেস্‌চানে। তার হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়: খাওয়ার সময় যখন ইসাবেলা চুপ ক'রে খাচ্ছিল—এক এক সময়ে, তার মুখচোখ অচল হ'য়ে উঠছিল...ঠিক যেন পাথরের মতন। আর তখন তাকে কী সাধারণই না লাগছিল! তার দিকে চাইতেও যেন ইচ্ছে করছিল না। কারণ যে-মুহূর্ত্তে তার মুখ সচলতা হারায় সে-মুহূর্ত্তে তার সৌন্দর্য্য হ'য়ে যায় একেবারে বোবা। তার মনে প'ড়ে যায় চাং বলেছিল একদিন: "ওকাকুরা খুব খাঁটি কথাই বলেছেন যে 'অনন্তের সব চেয়ে গুহ্য রহস্য নিহিত ইঙ্গিতে—সাজেস্‌চনে', যে জন্যে all maturity fails to impress because of its limitation of growth." সেদিন সে ওকাকুরার এ কথায় তর্ক করেছিল—বোধ হয়

বোধ জেগে উঠেছিল ব'লেই। বলেছিল: "আর্টের মধ্যে তা হ'লে পার্ফেক্শন ও মেচিওরিটি-র মূল্য এত বেশি দেয় কেন সকলেই?" চাং তা'তে হেসে উত্তর দিয়েছিল: "সকলে দেয় কোথায়? এদেশের লোকে দেয় বলতে পারো, কিন্তু চীন জাপান তো কোনোদিনই দেয়নি। আমরা মূল্য দিয়ে এসেছি বরাবর আর্টের এই রহস্যবত্তার—ইঙ্গিতমত্তার।" স্বপন বলেছিল: "বাঃ, কেন তার মূল্য এরাই দেয় না। আর্টের যে ইঙ্গিত সম্বন্ধ—suggestive—হওয়া চাই-ই এরাও তো নিত্য বলে।" চাং হেসে ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বলেছিল: "বলে, কারণ ও-কথাটির মানেই এরা জানে না। তাঁর খ্যাতনামা জাপানী-আর্টের সমালোচনায় নোগুচিও এ-কথা বলেছেন দেখতে পাবে। বলেছেন: বেচারী য়ুরোপীয়দের ধারণাই নেই—'suggestion' কথাটি তারা প্রায়ই ব্যবহার করে মানে না বুঝে।" স্বপন আপত্তি করায় চাং বলেছিল: "এটা আমার গায়ের জোরের কথা নয় স্বপন, বিশ্বাস কোরো। কেমন জানো?···এই ধরো, যে-লোক প্রেমকে বড় বলে সে যদি দেখ সতীত্বকেও আকাশে তুলছে তা হ'লে কী সিদ্ধান্ত করো? হয়, সে প্রেম কি-বস্তু জানে না, নয় সতীত্ব কথাটার মানে বোঝে না। নয় তো? এ-ও ঠিক তেমনি। এরা দেখবে কথায় কথায় 'পার্ফেক্শন পার্ফেক্শন' ক'রে তারস্বরে চেঁচায়। কিন্তু বন্ধু, দেখি, যে-লোক 'সাজেস্চনে'র ঠিক মানেটি জানে সে কি এক নিঃশ্বাসে 'পার্ফেক্শনে'র জয়গান করতে পারে কখনো? অথচ আশ্চর্য এই যে, এরা জীবনে চঞ্চলতার চোটে শান্তিই ভুলে গেছে। অবশ্য বলতে পারো—এ-রকম আত্মবিরোধ সব জাতির মধ্যেই থাকে। মানি। কিন্তু তা'তে আমার কথা অপ্রমাণ হয় না।"

সেদিন সে পুরো সায় দেয়নি এ-কথায়। কিন্তু আজ তার মনে হয় চাং মিথ্যা বলেনি। শক্তির শত দোষ শত ত্রুটি সত্ত্বেও তার মধ্যে

কোথায় একটা অফুরন্ত মাদকতা রয়েছে বই কি। তাই তো ইসাবেলাকে তার এত ভালো লেগেছে।...শরতের মেঘের মতন ওর মুখখানি : কার সাধ্য এক নিমেষের রূপ দেখে পরের নিমেষ সম্বন্ধে একটুও ভরসা পায় ? অস্তলগ্নের বাসন্তী আকাশের মতন : এতটুকু আলোর কম-বেশিতে কত রকমই না রঙের ফুল-কাটা ! তার মনে পড়ে বায় চাঙের কোবেদাইশি-র একটি বচন উদ্ধৃত করা :

'বহিয়া বহিয়া বহিয়া চল্ গো, চল্ গো পথিক চল্,
জীবনের স্রোত ধায় দেখিস্ না শিহরণ-উচ্ছল ?'

ঠিক কথা বৈকি ! আর বোধ হয় চাংকে তার প্রথমটা সুন্দর লাগেনিও এইজন্যেই। তার মুখের পেশীগুলি যেন বড় বেশি স্থির। অথচ—আশ্চর্য্য !—তাঁর আঁকা ছবি কী অদ্ভুত সচল—স্খলিতগতি ! ইসাবেলা ও চাং ! ওদের দুজনের মধ্যে এ-যোগাযোগ গ'ড়ে উঠল কী ক'রে ? এ-দুই অনাত্মীয় মেহে মনে ? নির্ঝরের সঙ্গে পাষাণের যোগাযোগ ! তার মনে পড়ে তার প্যারিসের এক অধ্যাপক বন্ধুকে। লোকটি কী আশ্চর্য্য অরসিক ! অথচ তারই ভাগ্যে স্ত্রীও জুটেছে কি তেমনি ! আনন্দ-প্রতিমা যেন।—হেসে গেয়ে নেচে কুঁদে অস্থির—অষ্টপ্রহর। স্বপন ওদের বাড়ি গেলে কানের কাছে হররোলা ডেকে, টেনিস খেলে, ছোট শিশুর সঙ্গে দৌড় করিয়ে, নিজে তাদের ঘোড়া হ'য়ে হামাগুড়ি দিয়ে—হাসির সে কী অশ্রান্ত জলপ্রপাত ! অথচ পরস্পরকে ছেড়ে দুদণ্ডও থাকতে পারে না।

স্বপনের অধরপ্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে। সত্যিই তাই—জীবন এমনিই অপরূপ-কান্তি বটে ! কোন্ অলিগলি দিয়ে যে কোন্ পথিক কোন্ গন্তব্যস্থানে পৌঁছয় কেউ কি কোনোদিন তার দিশা পেয়েছে ? এই দেখ না কেন, সে তো নিজেকে ভাবে চলচ্চল শিল্পী—প্রেমিকপ্রবর—বিবেক-

নিষ্ঠ, আরও কত কী। নয়? অথচ কেমন ক'রে আমার সাহচর্য্যে সন্ধ্যার প্রতি অনুরাগ তার আশ্চর্য্য রকম দ্রুতগতিতে ক'মে গেল! অনুরাগ? না না…ভাবতেও ব্যথা বাজে যে!…সে কি এতই চঞ্চলমতি? নইলে আমার সাহচর্য্যে সন্ধ্যার স্মৃতি এলো কেন আবছা হ'য়ে? অনুরাগ অটুট থাকে থাকুক—কিন্তু স্মৃতি যে এসেছে অবছা হ'য়ে অস্বীকার ক'রে লাভ কি? আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার মুখে সন্ধ্যার কথা তার ক'বার মনে হ'ত প্রতিদিনে? আবার ইসাবেলাকে কাছে পেয়ে কই প্যারিসে ফিরতেও তো আর ইচ্ছে করে না তেমন! অথচ আমার প্রতি ও ইসাবেলার প্রতি তার মনোভাব কতই তফাৎ! কিন্তু…অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাবে…সত্যিই কি তফাৎ?—সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার নানা উলটাপালটা স্রোত পুনরায় ধেয়ে আসে কালোচ্ছ্বাসে। যদি ধরো, চাং না থাকত—যদি ধরো চাং না ফিরত—কিম্বা অতীত ছেড়ে ভবিষ্যতের কোটায় এসো ধরো, যদি তাদের দুজনায় এখানে তিন চার মাস থাকতেই হ'ত একত্রে ও তাকে হ'তে হ'ত এ-অভিজাত-বংশোদ্ভবার রক্ষাকর্ত্তা।—তা হলেও কি সে সত্যিই কবি নয়েলের মতন বলত?—

সখী, শুধু হও সঙ্গিনী মম—প্রীতির টানে
মুক্ত স্রোতল ভাসে চলি যেন দোঁহে উজানে;
ক্ষুদ্র কিঙ্কিণী যেমন মধুর কাঁপে কণিয়া
তব সাথে নিতি তেমনি সখ্যে আমার হিয়া
উঠুক ছিন্ন তরঙ্গিয়া!

হঠাৎ দোরে আঘাত হয়।
মেডের হাতে একটি চিঠি।

সন্ধ্যার চিঠি !

চিঠিটির শিরোনামা দেখেই তার মনের কূলে কূলে বেজে ওঠে সহসা উচ্ছল জোয়ারের শব্দধ্বনি। ভরসা পেয়ে ভাবে সে—কত কথা! কিন্তু তক্ষণি আবার মনে হয়—গত মেলে সন্ধ্যাকে শুধু এবের একটু-আধটু পত্রময় খবর দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু সরস মধুর চিঠি তো সে লেখেনি। অবশ্য ঠিক খবর বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু ছিল না বটে লেখার—তবু…। খামটি নিয়ে সে বেশ আর্দ্র হ'য়েই উলটে-পালটে দেখে। এবার সন্ধ্যা হঠাৎ ভায়োলেট রঙের খাম কিনেছে দেখছি!…সত্যি, তাকে সন্ধ্যা কত ভালোবাসে!… ভালোবাসে—ভালোবাসে—ভালোবাসে—কথাটা দু-তিনবার উলটে-পালটে উচ্চারণ করে নীরব রসনায়। তা'তে রসনা ওষ্ঠাধর তথা মনও বেশ সজল হ'য়ে ওঠে। আর হৃদয়ের দিগন্তে ছায়াভরা রংভরা একখণ্ড আবেগের মেঘ উঁকি দিতে সুরু করে। সে-মেঘটির বুকে রঙগুলি ধীরে ধীরে হ'য়ে ওঠে দ্যুতিকণা—স্বয়ংদীপ্ত। তাদের ঝিকিমিকি-মলয় হিল্লোল সে উপভোগ করে রসিয়ে রসিয়ে।…চিঠি পেলেই খুলতে হবে—এর মানে কি? সে নানা ভাবে দোলায় খামটি হাতে ক'রে নিয়ে। ওজন ক'রে দেখে। ক' তোলা? কিন্তু খুব ভারি নয় তো। মনটা কেমন একটু ক্ষুণ্ণ হয়।…কিন্তু তা হোক। সন্ধ্যার চিঠি ভারে না কাটুক ধারে কাটে যে! অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে সে একবার চায় সামনের দিগন্তবিস্তৃতা নীলকুন্তলা জলধির দিকে…আর একবার চিঠিটির দিকে—যার লেখিকাও বৈচিত্র্য-ভবনে বড় কম যান না। ভাবতেই তার বুকের ভিতরটা সন্ধ্যার এলোচুলের প্রত্যেক গন্ধে

কেমন যেন করে' ওঠে।...সঙ্গে সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্পষ্ট বাসনার তার প্রাণের কূলে তরঙ্গ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে।...সে সবকে অস্বীকার ক'রে এবার চিঠিটা খোলে। মনে হয় নরেন্দ্রের আদর্শটি বড়ই বেশি প্রাংশুলভ্য আদর্শ যেন।

খামটি খুলতেই—আতরের গন্ধে ভুর ভুর ক'রে ঘর ছেয়ে যায়—ছাই রঙের চিঠির কাগজের আভা এত সুন্দর দেখায়! সে আরও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সেই বাসনা-তীব্র করুণ-মধুর বেদনায়। সচকিত হ'য়ে পড়তে সুরু ক'রে দেয়—

"ওগো

চলচঞ্চল স্বপ্নকান্তি আমার!

"বাঃ, তুমি বুলোন থেকে পারিসে যাবে ব'লে এক দৌড়ে গেলে কি না সোভিয়েতে—আর তা আবার এয়ারোপ্লেনে চেপে! ফরাসী অভিধানে এরই নাম বুঝি—'চিত্রকলার তালিম'? হবেও বা। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি এ-বিষয়ে ইহুদিদের ভগবানের ওপরেও টেক্কা দিলে দেখছি। তিনি তবু ছ'দিন সৃষ্টির মহলা দিয়ে একদিন জিরিয়েছিলেন, আর তুমি গিয়ে আগেই সুরু করেছ জিরোনোর মহলা দিতে!

"ওঃ, কী দেশের কাজই ক'রে বেড়াচ্ছ নটরাজ, 'নৃত্যের [illegible] তালে'! যদি জানতাম এই-ই তোমার মনে ছিল, তবে বরাবর বাক্সটাত সব ফেলে সটাং তোমার সঙ্গ নিতাম হয়তো। দেশের কাজ করবার প্রবল ইচ্ছা অবলা বঙ্গবালার' হৃদয়কেও সময়ে সময়ে মথিত ক'রে উঠে থাকে জেনো।

"আমার সময়ে সময়ে মনে হয় আর একটা রূপকথা যা আজ অবধি বলা হয়নি: এক যে ছিল রাণী, (মানে শিল্পরাণী) তার ছিল দুই রাজা—কেজো দুয়ো ও অকেজো সুয়ো। দুয়ো রাজা—সংসারী—দাস,

াণীর তলপি বয়। সুয়োই করে তাঁর প্রসাধন—আনন্দ চর্চ্চায়—ভ্রমণে—দেশের মাঝে। অক্ষয় হোক তোমার ভাগ্যে নিরঙ্কুশ আত্মপ্রসাদের মানন্দ। আর আমাদের ভাগ্যে? অক্ষয় হ'য়ে থাকুক—সুয়োর দেওয়া াতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর, পতি-পয়ন-শুক চিরুণি এবং ঘাড়িতে দবীসম্ভবা কল্যাণীগৌরবা কাজ—যথা শ্বশুর-বন্দন. ভাসুর-সম্ভ্রম, অন্দর-মার্জ্জন, ও—সর্ব্বোপরি সুয়োরাজাকে দিতে দিতে চিঠি-লেখা। তবু দি এ-শ্রমবিভাগের জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার ছিটে-ফোঁটাও মিলত, অষ্টপ্রহর শুনতে না হ'ত যে বাঙালিনী ফরাসিনী য়। নয়ই তো। তা নয় তাই! হবে কোথা থেকে শুনি? ভাঁড়ার-রক্ষিণী চিত্ততোষিণী হয় আবার কবে?—বিশেষ বাঙালী কর্ত্তাদের গৃহে—েখানে সদরের ভাঁড়ারে লক্ষ্মীর পেটিকায় সোনার-গিনি, সিঁদুরে-কড়ি প্রভৃতি নানা জিনিষ থাকতে পারে, কিন্তু চিত্তের ভাঁড়ে আছে, শুধু একটি জিনিষ—মা ভবানী!"

স্বপনের অধর-কোণে হাসি ফুটে ওঠে। এত ভালো লাগে!—

"কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: এতখানি নির্জ্জলা ফরাসিনী-প্রীতি কি নির্জ্জলা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণারই ফল? না, 'বুঝ লোক যে জান দন্ধান'! শোনো, ঠাট্টা না। জার্ম্মানি সুইজর্লণ্ড আলসেস লোরেন, বুলোন, দোভিল—সব তো চ'ষে বেড়ালে, কিন্তু কই (এতখানি অশ্রুগদগদ ফরাসিনী-স্তুতির উপচার সত্ত্বেও) কোনো বিদেশিনীর হৃদয়-পদ্মের অন্দরের পাপড়িটি উঁকি মেরে দেখবার অবকাশ পেলে না একবার? কোনো গাল আমদের স্কার্ট-পরা শকুন্তলার নাইটিঙ্গেল-কুহরিত 'শান্তরসাস্পদ-মিদমাশ্রমে'। নেহাৎ পক্ষে কোনো উড়নচণ্ডী প্রোষিত-ভর্তৃকার অবারিত সালঁ-তে? একেবারে নিরামিষ? এ কি একটা কথা হ'ল বলবার?"

"সত্যি, লুকোচুরি খেলা রেখে, দু'দিন পরেই কথা কও তো একবার। সম্প্রতি গত দু-তিন মেল তোমার চিঠির টোন যেন একটু···কী বলব ?··· নাঃ—কিছু না বলাই ভালো। কাজ কি ? কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরুবার ভয় যখন রয়েছেই। তাই শুধু,

সুধাই তোমায় চিত্রীমণি হায়,
স্বয়ংবরা কারুর কি হোথায়
ফুটল না গো ফুলটি স্বপন-বায় ?—
কিম্বা কোনো রং-করা চশ্‌মায়
দীপ্‌ল না জল ইন্দ্রধনুর ভায় !

"কিম্বা স্বয়ংবরার কথা বাধ্যবরার কাছে বলাটা অশোভন ব'লেই বা ডুবে ডুবে···"

স্বপনের মনের মধ্যে হাসির আলোর ওপর মেঘ আসে উড়ে। তবু সে জোর ক'রে হাসে :

"কিন্তু না গো না। অত ভয় পেয়ো না আমার 'পাছে ভয় পাওয়া'-র কথা ভেবে। আর ধরো যদি আমি ভয়ই পাই। তা'তেই বা কী ? তোমার না জীবনের একটা অন্যতম মটো—Do well and right and let the world sink ? আমিও প্রতিধ্বনি ক'রে বলি : বটেই তো, Do love and win and let the wife blink. জানো তো কবি শ্রীঅকুণ্ঠকুমার মহাপ্রকাশ বেশ বজ্রনাদেই বলেছেন সেদিন তাঁর 'পরকীয়া' মহাকাব্যে :

'যাহা ভালো বোঝো ক'রে চল বীর। জগত ? যাক্ না পাতাল-তলে,
লিভি নব মধু চাখো। বধূ ?—দূর্‌—এসেছে যে ভেসে বানের জলে !'

"আবার নম্রতাও করা হয়েছে।—'ভয় নেই—ভামিনী বাধ্যবরারা তাঁদের মনচোরকে যে চোখে দেখে থাকেন ধবলিনী অপাত্রবরাদের পক্ষে

...াদেরকে সে চোখে দেখবার কোনো আশু সম্ভাবনা নেই!' আবার ...-লাইনকটি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওগো ...রিতাগরবী নভ্রজিৎ! ঠাহর ক'রে দেখেছ কি যে এ বিনয়ে সন্ধ্যারাণীর ...গৌরব একতিলও বাড়ে না? কারণ এই যে তার সবচেয়ে বড় অপবাদ। ...ারী সব সইতে পারে, পারে না কেবল তার রুচির পারে ধুলো দেওয়া, —বিশেষ তার বল্লভ সম্পর্কে। শ্যামলিনীকে 'রাখিলে রাখিতে পারো, ...ারিলে মারিতে পারো' কিন্তু তার চিত্তচোরকে ছোট করা—উ—শ্, ...াধ্য কি?—ওগো

শ্যামলিনীর মন যে চতুর হয়ে
পারবে না সে—ইচ্ছা যদি করে
জিনতে হেলায় তুষার-ধবলিনী?

কৃষ্ণ-আঁখি বরেন যারে—তারে
নীল নয়না ঠেলতে কভু পারে?
চায় কে বলো রইতে উপোষিণী?

দেয় মালা যায় সন্ধ্যা কাজলিনী
চাইবে না তায় রুজ্-উষা রঙ্গিণী!
চাওয়ার তৃষা মিটবে তাহে জেনে?

চিত্ত যখন ধায় উতলা গো
কেমন যে হয় যায় কি বলা গো?
প্রেম কি চলে রঙের বাধা মেনে?

"অতএব 'সমাধসিদ্ধি' ওগো ভয়বিহ্বল। কেমন! আর মারবে চিল—বাঙালিনী করালিনী নয় ব'লে? তা হ'লে কিন্তু জেনো পাট্কেলটি ফেরত দিতে অবলারাও জানে। ইতি খণ্ড-অন্বিতা—সন্ধ্যারাণী।"

তারপরে গোলাপী কাগজে লেখা আর একটা চিঠি। স্বপনের এত ভালো লাগে :

"পুনশ্চ। এ-চিঠিটা ডাকে দিতে যাবো এমন সময় তোমার আমার জীবনী সমেত পেলাম দু-দুটি চিঠি একত্রে। গত সপ্তাহে ছিল বম্বের ওদিকে রেলষ্ট্রাইক, তাই তোমার আগের চিঠি দুটি—তোমার এ-চিঠি দুটির আগে এসে পৌঁছতে পারেনি—বিরহিনীর অদৃষ্টে রেলষ্ট্রাইকও বাদ সাধে। কিন্তু সে যাক আমি কেবল ভাবছি ভক্তের ভগবান-ই বটে। নইলে যে-বিদেশিনীর মনের খবর অহর্নিশই কামনা করছি—ও সে-কথা আজই লিখেছি—তার দিশা কি আজই মেলে?

"সুতরাং এ-পুনশ্চ হয়তো একটু বড়ই হ'য়ে যাবে। তবে পুনশ্চকে আসল চিঠির চেয়েও টেনে লম্বা করতে তোমার বাধে না এইজন্যে দুকথা নির্ভয়েই লিখি, কি বলো? , করি ফোঁস?"

"অথ প্রথম ফোঁস : অত খোঁটা দেওয়া হয়েছে কেন শুনি? কেবল সন্ধ্যারাণীই কি ক্ষণস্থায়িনী? আর স্বপ্ন-দেবতা বুঝি মার্কণ্ডেয়ের মতনই চিরস্থায়ী? আমাদের সাক্ষাৎহৃদয় ক্ষণিকের রঙে 'প্রেমিত' হ'য়ে ওঠে? কিন্তু তুমি ঠাকুর যে ধূমকেতু—তার হিসেব আছে কি? আমাদের হৃদয়াকাশে গোধূলির ব্রীড়ারাগ না-হয় প্রতিদিনই মেলায়। কিন্তু আবার প্রতিদিন ফের ওঠেও তো! কিন্তু ওগো নিপট, তুমি? তুমি আজ যে-সন্ধ্যাতারার বুক জুড়ে ওঠো কাল তাকে অম্লানবদনে ঝেড়ে ফেলো—তার কি? আজ পূজা করো সপ্তর্ষি-র,—কাল ধাওয়া করো লক্ষ যোজন দূরের কোন্ শনিগ্রহের পায়ে লুটোতে; তার কি?"

"কিন্তু আমি সব চেয়ে রাগ করেছি তোমার ভর্ৎসনা দেওয়ায় : 'অঞ্জলিদিদি' কথাটি যে নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়াও বাদ যায়নি—

তাইতো ! কিন্তু হিসেবে যে এবার একটু চুক হ'য়ে গেছে প্রভু ! সম্পত্তিজ্ঞান আমাদের না—ও যে তোমাদেরই একচেটে—সেই মান্ধাতার যুগ থেকে। আমাদের যে-ডাক সে হচ্ছে আঁচল পেতে, পথ চেয়ে, বকুল ফুলের মালা গেঁথে প্রতীক্ষমানার ডাক। আর তোমাদের ?—সে তো ডাক না—দাবি ;—রক্তচক্ষে, বেত্রহস্তে, ভর্ত্তাহুঙ্কারে—দাবি। 'রাক্ষসের চুমো মাংস ভুমো ভুমো !' কিন্তু ঠাট্টা থাক। আনার ছবিটি তুলিতে কি রকম এঁকেছ জানি না, কিন্তু কথায় এঁকেছ ভালো—মানতেই হবে। কেবল একটা কথা বলবে বুকে হাত দিয়ে ? সত্যিই কি সে অত ভালো কথা বলে, না তুমি সাজিয়ে গুজিয়ে রং ফলিয়ে রাংতা পরিয়ে প্রতিমাটিকে অমন লোকললামভূতা দাঁড় করিয়েছ ? বেশি জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয়। তোমরা যে সন্দিগ্ধ—পাছে আমাদেরও তাই ভেবে বসো।

"কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার চিঠি প'ড়ে আমার আনাকে জানি দেখতে ইচ্ছে করছে। কেবল আমার মনে হয় কি জানো ? কাব ; কিন্তু সাবধান—আনাকে বোলো না।—আমার মনে হয় আমার সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয়ের সময়ে—কিন্তু না, কাজ নেই। পাগলাকে সাঁকো নাড়ার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দেওয়া ? কোনো সুধীজন অনুমোদন করেন না।

"এমন মুস্কিলে ফেললে তুমি কিন্তু। আনার সম্বন্ধে নানা কথা জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেও আবার বাধে। তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বুক ঠুকে !—আচ্ছা সে যে মরিসকে ছাড়ল—সে কি নিছক আদর্শেরই খাতিরে ? না, নেপথ্যের রঙীন কোনো আশার দু-একটা কিরণ অপ্রত্যক্ষ তার মাননের আঁধার পথকে আলো করেছিল ? অমাবস্যা পেরোলে চাঁদের আশা দুরাশা এ-কথা কি তার ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি ?—

"আমাকে একটু অভিনেত্রী বলা হচ্ছে এতে ক'রে? ব'লেও রাগ কোরো না নটরাজ, দুটি পায়ে পড়ি। ইংরাজ মহাকবির কথাটা খুব ভুল কি?—আমরা সকলেই অভিনেত্রী নই কি,—শুধু কম আর বেশি? তুমিই তো একটি চিঠিতে একবার লিখেছিলে কে রশোফুকো না কার কথা—যে যখন আমরা সবচেয়ে রুখে উঠে বলি প্রশংসা চাই না, তখন এই না-চাওয়ার জন্যেই চাই সব চেয়ে সুস্বাদু অতনু প্রশংসাসৌরভ;—মনে আছে? মানুষ স্থূলছক এড়িয়ে চলতে পারে সহজেই। কিন্তু সূক্ষ্ম প্রতারণাকে? বিশেষ ক'রে মেয়েরা—যাদের ধরা পড়বার লজ্জা স্বভাবতই পুরুষের চেয়ে বেশি? ওগো বিশ্রব্ধচিত্ত! অন্তত: নারীর হৃদয় সম্বন্ধে একটুও তো আমাদের জানবার কথা।

"কিন্তু না—এ-সব প্রসঙ্গও বিপদ্‌জনক। কে জানে কখন—কোন্ ছিদ্র পেয়ে—না, কাজ কি স্বপ্নরাজ? শোনো, তুমি আমার এ-সব ইঙ্গিতে সাবধান হ'তে যেয়ো না যেন। সত্যিই বিশ্বাস কোরো—আমি কৌতূহলবশেই এ-সব জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম—তোমাকে ছলভরে সাবধান ক'রে দিতে না।

"আজ আর সময় নেই—এখনি ডাকে না দিলে এ-মেল ধরতে পারব না। নইলে হয়তো এখনি সব ফেলে আগে আমার জীবনী নিয়ে মহাভারত-প্রমাণ মন্তব্য লিখতে ব'সে যেতাম। দেখা যাক পরের মেলে কী চিঠি আসে। মন্তব্য দেওয়া তো আর ফুরুচ্ছে না।

"কিন্তু শোনো, কবে তুমি ফিরবে সময়ে সময়ে এত মনে হয়!···সময়ে সময়ে কিছু ভালো লাগে না। চিঠিতে ফেনিয়ে উচ্ছ্বাস আমার আসে না। 'হাল্‌কা তুমি করো পাছে হাল্‌কা করি তাই আপন ব্যথাটাই।'

"কিন্তু তুমি ওখানে আনন্দে আছ, থাকো। তাই যেন থাকতে পারো।

"আমার সে গানটা আবারও গাইছিলাম :

'হায় তুমি তার বুঝি নিতি ভয়ে বাঁধনে ?
তাই প্রেমডোরে—নাগপাশ-সমান গণে ?'

"কিন্তু না এ-গান কেন ? বাঁধনহারা যে তোমরা। তোমাদের কি আমাদের বাড়ীর দিকে টানা উচিত ? তাই শোনো বলি, আমি এ-গান সর্ব্বদাই গাইতে গাইতে রুদ্ধকণ্ঠা হ'য়ে পড়ি—ভেবে বোসো না যেন। বাস্তবিক খুব কম সময়েই আমি শকুন্তলার মতন 'বসনে পরিধূসরে বসানা' বা কাচিৎ 'কান্তা'-র 'নয়নসলিলোৎপীড়-রুদ্ধাবকাশা' হ'য়ে কাল কর্ত্তন করি। আমি তোমার এ-চিঠি পড়ে একটি ছোট্ট গান তৈরি ক'রে গাইছিলাম আজই :—

মোর কাঁদে প্রাণ বলি ফিরে এসো না কবি,
যদি চাও—যেয়ো যেয়ো ভেসে তেয়াগি' সবি।
তুমি যেও দূরে—চাও যদি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিরবধি
বরিও অকূল নদী—কামনা-ছবি
শুধু আঁকিতে থেকো না ব'সে—কূল-গরবী।

তোমার ঊষামুখী সন্ধ্যারাণী।"

প্রতিক্রিয়া

সন্ধ্যার চিঠির প্রথম দিকটা পড়তে পড়তে স্বপনের ঠোঁটের প্রত্যন্তদেশে যে হাসি বিকচোন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল, শেষ দিকটা পড়তে না পড়তে তার

ক'রে। সম্প্রতি ইসাবেলার আকর্ষণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল আনা একাই। প্রতিযোগিতা কথাটা শুনতে খারাপ, [illegible]তই কেন না লয়েলের কবিতা আওড়াক—মনের কোণে সে [illegible] ছিল যে এই দুই বিদেশিনীর স্পর্শের প্রতিক্রিয়া এক স্থলে [illegible] হুবহু এক। টাকার লোভে বিশ্বমনের সাড়া যেমন সর্ব্বদেশে সর্ব্ব[illegible] এক—প্রায় তেমনি। ঠিক অতটা নয় অবশ্য···কিন্তু নয়ই বা কেন? [illegible]ৎ যেটুকু শুধু সুযোগ নিয়ে নয় কি? মানে সুযোগ পেলে ইসাবে[illegible] কি প্রায় হুবহু আনা হ'য়ে উঠত না—সে বলতে চায়? না না, [illegible] চাইত হয়তো, আজ আর চায় না। য়ুরোপে এসে একটা জিনি[illegible] অন্তত সে বুঝবার কিনারায় এসেছে: যে নারীর হ্লাদিনী শক্তির [illegible]জনক স্থূল দিকটা বিশ্বজনীন—সার্ব্বভৌম। যতই কেননা শুগার কোটিং দাও ওর মধ্যে তিক্ততাটা সর্ব্বত্রই এক রকমের তেতো—এ[illegible] চিনির আবরণটুকু সবসময়েই প্রায় একই রকমের পাতলা। মুখে দিতে [illegible] দিতে যায় মিলিয়ে। অথচ মজা এই যে ঐ একটুখানি ক্ষণস্থায়ী [illegible]তার জন্যে মানুষ কতই না সয়!···জন্মাসন বাঁধা রেখে জুয়াখেলা—[illegible]কটুখানি আশা-আলেয়ার হাতছানিতে! একটুখানি নগদবিদায়ের লোভে জ্ঞানী ওমরও সমস্ত পুঁজি বিলিয়ে দিতে রাজি···

> Ah take the cash and let the credit go,
> Nor heed the rumble of a distant drum.

আর জীবনদেবতার কাছ থেকে ক'জন এর বেশি চায়? মনটার মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন অশ্রদ্ধা আসে মানুষের 'পরে—নিজের 'পরে। এ-ধরণের সিনিক বিজ্ঞতা তার এতটুকুও ভালো লাগে না···কারণ আসলে এ যে ভিখিরিপনা! অথচ একটুখানি নগদবিদায়ের লোভেই তো সে ফিরছে পারিসে—আনার কাছে। আর ফিরছে সমস্ত জেনেশুনে একটুকু

ঝাপ্‌সা না দেখে !··· মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা ঘনিয়ে আসে··· একটা অনির্দেশ্য বিপদ···

সে হঠাৎ স্থির করে স্বপন যাবে না। না না—কিছুতেই না। কেন যাবে ! এখনো যে সে কত দুর্বল তা কি সে ইন্দ্রাণীর সংস্পর্শে এসে বার বার অনুভব করেনি ? তবে ! তবে কোন্ সাহসে স্বপন ফিরে যাচ্ছে এখনি ?

হঠাৎ সন্ধ্যার চিঠির শেষ কয় পাতা আবার পড়ে। গানটির শেষ কয়টি লাইন তার কানের কাছে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে :

"তুমি যেও দূরে—চাও যদি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিরবধি
বহিও অকূল নদী—কামনা ছবি.
শুধু ডাকিতে থেকো না ব'সে কূল-গরবী।"

সন্ধ্যা গরবিণী · সে জানে মর্মে মর্মে। না আছে তার মধ্যে বৃথা হা-হুতাশ করবার মতন দীনতা, না—প্রেমকে কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মতন হীনতা ! এ-চিঠির টোনের মধ্যে বেদনা থাকতে পারে, কিন্তু আবেদন নেই।

অথচ নেই ব'লেই তো তার এ-অনুক্ত আবেদন হ'য়ে উঠেছে আদেশ। নয় কি ?

হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা স্বপনের মনের ভিতর উঁকি মারে। এর মধ্যে আবেদন নেই ? সে কি ! আচ্ছা বলো দেখি, এর চেয়ে জোরালো আবেদন সে আর কী করতে পারত ? তার ওষ্ঠপ্রান্তে ফের হাসি খেলে যায়। বুদ্ধি যার সত্যি সত্যিই আছে সে কি আত্মরক্ষার্থে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করে না যা সবচেয়ে অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয় ?

এর চেয়ে নিবিড় তৃপ্তিই কি আছে প্রেমের আদান প্রদানে?—কিন্তু না, এ-ধরণের চিন্তা মলিন মনেরই সাজে। ছি! স্বপন অনুতপ্ত হ'য়ে ওঠে, চিঠিটা পড়ে:

"মোর কাঁদে প্রাণ ব'লে ফিরে এসো না কবি।
যদি চাও—যেয়ো···যেয়ো ভেসে তেয়াগি' সবি।"

যদি একটু মানও করত!···সে হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেলে ইসাবেলাকে মার্সেল্‌সে পৌঁছে দিয়ে সে—হ্যাঁ, হয়েছে, যাবে কায়রোতে পিরামিড দেখতে। আনার কাছে এখন ফেরা না। আর ইসাবেলা? সে যে প্যারিসে তাকে যেতে বলেছে?—দূর্। ইসাবেলা কে? তার তো চাং রয়েইছে। চাঙের হাতে তাকে সঁপে দিলেই তার দায়িত্বের পালা তো শেষ। ওরা যতই বলুক না কেন—স্বপন ওদের কাছে 'নেসেসিটি' নয়—অবসরের চিত্তবিনোদন মাত্র। ইসাবেলার খানিক আগে তাকে ভাই-বলাটাও হঠাৎ এমনি বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে!···

সন্ধ্যার চিঠিটা ফের পড়ে। একমাত্র সন্ধ্যার কাছেই সে 'নেসেসিটি'। প্রেমের একানুবর্তিতার একনিষ্ঠার মধ্যে হঠাৎ একটা নতুন মহিমা সে দেখতে পায় যেন। নাঃ—প্যারিসে যাওয়া চলতেই পারে না—সন্ধ্যার প্রেমের মূল্য তাকে দিতেই হবে।···

কিন্তু এ-সবের সাথে তার মনের কোণে ঠেলে উঠতে থাকে আর একটা চাপা স্বর।—সে কি শুধু সন্ধ্যার কথা ভেবেই প্যারিসে ফিরতে চাচ্ছে না? তার মনের মধ্যে আনার সম্বন্ধে একটা শঙ্কাও নেই কি সঙ্গে সঙ্গে? যদি ফিরে গেলে ও মুখ ফেরায়—এ শঙ্কা? তার মনের কোণে সন্ধ্যার একটি গানের কয়েকটি লাইন গুন্‌গুনিয়ে ওঠে:

"যারে হেলাভরে ছেড়ে সখা গেছ অধীরে,
তারে 'এসো'—বলি' ডাকিলেই সে আসে ফিরে?

যারে পাইবার কুলগনে
হেরিলে না দুনয়নে,
মেলিলেই আঁখি তারে পাবে অচিরে ?
চাও প্রদোষে হেরিতে বঁধু উষা-শিশিরে ?

সে রেগে ওঠে নিজের 'পরে। কক্ষণো না। প্যারিসে সে ফিরতে চায় না শুধু সন্ধ্যারই জন্যে। প্যারিসে না-গিয়ে সে এইটেই প্রমাণ করবে আজ।

ইজিপ্ট যাত্রা

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠেই এক ছুটে নিচে। হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে হোটেলের মোটর বোট তাদেরকে মার্সেল্‌সে পৌঁছে দিতে পারবে কি না। ইঙ্গিত করে: মোটা পুরস্কারের। বোটের জন্য তিনজন প্রার্থীর নাম নক্ষত্রবেগে কেটে তার নাম দেন বসিয়ে। স্বপন হাসে—রূপচাঁদ!...

সে কায়রোর কথাও জিজ্ঞাসা করল। ম্যানেজার তক্ষণি মার্সেল্‌সে টেলিফোন ক'রে বললেন:—রাত দুটোয় আজই একটা ইতালীয়ান জাহাজ আলেক্‌সান্ড্রিয়া রওনা হবে;—লোকাল জাহাজ প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারকে রাত একটা অবধি উঠতে দেবে। সময় যথেষ্ট, শুধু মার্সেল্‌সে গিয়ে সটাং ওঠার অপেক্ষা। স্বপন প্রথমে ভাবল টেলিফোন ক'রে এখুনি বুক করে—কিন্তু কি জানি একটু অনিশ্চিতের দোলায় রাখতে তার ভালো লাগে। তার ওপর লোকাল জাহাজ—আগে থাকতে বুক করার দরকারই বা কী? বিশেষ যখন এখন ভিড়ও খুব

হয়। তাই এ-রাহাজানির সব বিবরণ নিশ্চয়ই গোপন রাখতে হবে। তারপর সে ভ্যালেটের হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে তাকে বলল সেই নীলচশমাধারী এলে শুধু বলতে হবে মসিয়ে ও মাদাম বোটে ক'রে একটু হাওয়া খেতে গেছেন মাত্র ও আজই সন্ধ্যায় ফিরবেন। ভ্যালেট এক গাল হেসে বলল : "এ আর শক্তটা কি, মসিয়ে? ও লোকটাকে ধাপ্পা দিতে আমার এত আনন্দ!—একটা চিঠি!" এ কি—মসিয়ে বেনারের! সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়ে···

বেনারের চিঠি!

"প্রিয় সেন,

"জানি তুমি একটু অজ্ঞাতবাসে থাকতে চাও—চিঠিপত্র থেকে। এ-রকম সদিচ্ছা আমারও সময়ে সময়ে আসে। সভ্যতার দায়িত্ব থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে চায় না এ-রকম অসভ্য আশা করি এ-জগতে বিরল। কিন্তু তবু তোমাকে বাধ্য হ'য়েই এ-চিঠি লিখতে হচ্ছে। আশাকরি সে-অপরাধ যৌবনের স্বচ্ছন্দ ঔদার্য্যেই ক্ষমা করবে। আমার একমাত্র সাফাই এই যে, চাওের চিঠিতে জানলাম তোমাদের খুব ভাব হয়েছে ও অন্তত একান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে তোমাদের জীবন কাটছে না। তাই ভরসা পেলাম একটু। যারা সুখী তারাই বোঝে দুঃখের কথা।

"আমার দরকারটা কার জন্যে আশা করি ব'লে বোঝাতে হবে না। কেবল একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি ব'লে রাখি আগে: আনা তোমার কাছ থেকে অন্তত: একটা চিঠির প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু খবর্দার। এ-কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়। সে জানতে পারলে

এক বার করবে—হয়তো ও-মুখোর আর পদার্পণই করবে না। যে জেদী মেয়ে!

"সেদিন মরিসের সঙ্গে সন্ধি-আলোচনায় কোনো ফলই ফলেনি। কিন্তু না—কথাটা একটু ভুলদর্শীর মতন হ'ল। ফল ফলেছিল—ইস্পাতের তলোয়ারের সঙ্গে কাঠের তলোয়ারের শক্তি-পরীক্ষায় যেমন ফল ফলে—তেমনি। একটা হয় ভোঁতা—অন্যটা ক্ষতবিক্ষত। মরিস হ'য়ে উঠল অগ্নিশর্মা, ও সব ভদ্রতা ভুলে মোটা মোটা হাজারো অকথা কুকথা শুনিয়ে দিল যাবার সময়। আনার কিন্তু—কেন জানি না—বড় বেশি বাজল—অকস্মাৎ। প্রায় ফিটের মতন হ'ল—মরিস চ'লে যাওয়ার পরই! তাইতে আমার সন্দেহ হয় (ও মুখে এখন যা-ই বলুক না কেন) যে, মনে মনে মরিসের প্রতি ওর কোথায় একটা মমতার মূল রয়েছে লুকিয়ে। আশা করা যাক—এবার সেটাও হবে উন্মূল। তবে যেখানে বিষফোড়া সহজে না পাকে, সেখানে ডাক পড়ে ছুরির: যেখানে মমতায় চোখ অন্ধ সেখানে শক্ লাগানোর দরকার করে আলোর। তাই মোটের উপর আমি দুঃখিত নই ওকে এতটা অন্তর্দাহ সহ্য করতে হ'ল ব'লে। কিন্তু এ-সব থাক গে। দার্শনিক গবেষণা ছেড়ে ব্যাপারটা বলি সংক্ষেপে।

"আনার এর পরেই আসে একটা স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। সঙ্গে প্রবল জ্বর। সবে গত সপ্তাহে সে পথ্য করেছে দিন পনের প্রলাপ ব'কে—কেঁদে কেটে—বেচারী! এত রোগা হ'য়ে গেছে!…তার একটা ছবি কাল নিয়েছিলাম এই সঙ্গে পাঠালাম।"

স্বপন ব্যগ্রভাবে চিঠি পড়া স্থগিত রেখে খামের মধ্যে খোঁজে। কই?…হঠাৎ মনে হয়: এতখানি ব্যগ্রতা!…নিজের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা হয়। ফটো-টা খুঁজে না পেয়ে জোর ক'রেই খুশি হয়।

কিন্তু তক্ষণি ফের চিঠিটাই শেষ পাতায় মন ফাটা।...সত্যিই তো।
এত রোগা হ'য়ে গেছে! তার মন করুণায় যায় ভ'রে!...বাসনার সাথে মধুর! অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে। এত অল্পদিনে এত কৃশ!...কিন্তু তবুও কী সুন্দর! চোখ দুটো যেন আরও বড় দেখাচ্ছে—আর তার মধ্যে এমন একটা ব্যথা—অথচ দৃঢ়তা!...তরে মনের কূলে কূলে ফের আনার প্রতি শ্রদ্ধার জোয়ার ব'য়ে যায়। সঙ্গে একটা নতুন ধরণের টান। আহা, কী ব'লে সে চ'লে এল!...সাগ্রহে ফের চিঠিটা পড়া সুরু করে :

"এ থেকে, দেখতে পাবে সে কত একলা। এবার আসি আমার বক্তব্যে।

"ডাক্তার বলে—চাই প্রশান্তি, বায়ুপরিবর্ত্তন ও সাধুসঙ্গ। অথচ মহামুস্কিল এই যে, তরুণীর পক্ষে বৃদ্ধের সান্নিধ্য সাধু হলেও সঙ্গ হয় না। এবং আনার পক্ষে 'সাধু'র চেয়েও বেশি দরকার এখন 'সঙ্গ'। বুঝলে তো? তাই তোমাকে এ-পত্রাঘাত।

"তোমার কথা আমার মনে হ'ল বিশেষ ক'রে আর-একটা কারণে : আনা জ্বরের ঘোরে তোমার নাম করেছিল বহুবার।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। এ ছত্রটি দুবার পড়ে।

"(এ-সব জনান্তিকে বলা কিন্তু। আনা যে অভিমানিনী!—তোমাকে এ-সব বলেছি জানলে সত্যিই আমাকে ক্ষমা করবে না কখনো—মনে রেখো।) যদিও অসুখ থেকে উঠে অবধি তোমার নাম, প্রসঙ্গ নিষ্ঠুরভাবেই এড়িয়ে চলছে। আশা করি এতে দুঃখ পাবে না?—ওহো, না—এতে দুঃখ হবার তোমার কথা না। কিন্তু এ-সব গবেষণা থাক এখন। হাতে হঠাৎ দুটি গর্দ্দভ লর্ড-বন্ধুর চেহারা আঁকার ফর্ম্মাস রয়েছে। এত খাটতে হচ্ছে! আনা তাই হয়তো আরো একলা বোধ করছে।

"এখন তথা থেকে—তুমি কি এসে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারো না? দক্ষিণ অঞ্চলেই কোথাও? নীচে নয়—বড় ভিড়। পাশে গ্রামে কিম্বা ঘেঁষিয়েছে কোনো ছোটো হোটেলে। মানে, একটু নির্জন কোনো জায়গায় আর কি। ওর সত্যিই বন্ধু বলতে কেউই নেই। ও ওর সমস্ত জীবন মরিসের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এতদিন। এবং পতিপরায়ণার যে বন্ধু থাকে না এ-ও বিশ্ববিদিত। একমাত্র বন্ধু ছিল ওর—নীরা। তবে বুঝছই তো—অন্ততঃ নীরাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে ডাকা যায় না ওকে সঙ্গদান করতে! তাছাড়া গুজব—মরিস আনাকে ডাইভোর্স ক'রেই নীরাকে বিয়ে করবে। আহা অন্তত নীরা বেচারী একটু সুখী হোক। তার তো বিশেষ কোনো দোষই নেই এতে।

"কিন্তু ওরা যা ইচ্ছে করুক, তুমি কি এ-সময়ে সত্যিই আসতে পারো না? ডাক্তার বলছিলেন আনার সবচেয়ে দরকার প্রফুল্ল থাকা ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিশ্রাম। নইলে চাই কি ওর একটা শক্ত কিছু রোগ দাঁড়িয়ে যেতে পারে।"

বুকের মধ্যে হঠাৎ কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে!…

"তাই যদি সম্ভব হয় আসবে চলে পত্রপাঠ? কিন্তু আসো-বা-না আসো—পত্রপাঠ একটা তার করতেই চাও। কারণ তুমি যদি না পারো তবে আমাকেই—কাজ ফেলেও—কোথাও নিয়ে যেতে হবে ওকে। কিন্তু কাজ ফেলার জন্যে তত ভাবি না—ভাবি, মধু-পিপাসিতাকে ইক্ষুরস দেব কোন্ প্রাণে? ইতি।

তোমার—

শুভাকাঙ্ক্ষী পিয়ের বেনার"

"সুলক্ষণ। ইংরাজীতে বলে না, 'এমন মেঘ নেই যার কোনো প্রান্তেই রজতরেখা ঝিলিক মারে না?' তাই একটা আনন্দ সংবাদ দেই। আমার বায়ুপরিবর্ত্তনের খরচপত্রের একটা অপ্রত্যাশিত বিলিব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, ঠিক কালই। আমার-আঁকা আনার সেই প্রকাণ্ড ছবিটা প্রদর্শনীতে ভারি নাম করায় এক আমেরিকান ভদ্রলোক ওটি কিনেছেন নগদ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁক দিয়ে—কালই। আমি আনাকে বললাম এর অন্ততঃ অর্দ্ধেক ওর প্রাপ্য। গরবিনী ফোঁস ক'রে উঠলেন: 'কথ্খনো না বসিয়ে, মডেল আবার কবে ছবি-বিক্রির টাকার অংশীদার হয়? বিলক্ষণ বৈ কি। তবে অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে—শেষটা অভিমানের নিখুঁত অভিনয় ক'রে ওকে দশ হাজার ফ্রাঁক নিতে রাজি করিয়েছি। এত রোখালো মেয়ে—কোথাও দানের একটু গন্ধ পেয়েছে কি রেগে টং! কিন্তু শেষটা কেঁদে সারা। বলে কি জানো? আমিই ওর একমাত্র বন্ধু, আমার দান স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাকে হারাতে চায় না। পাগলী কি না! আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে সেন, জানো? আমাদের এ অর্থসর্ব্বস্ব সভ্যতায় স্নেহাস্পদকে সবই দেওয়া চলে, কেবল অর্থ রইল বেল্লিক আত্মীয় কিম্বা কুলাঙ্গার পুত্রের একচেটে। মানুষ আত্মমগ্ন জীবনের মধ্যে থেকে থেকে ভুলে যেতে বসেছে যে দানের জন্যে উপকৃতের চেয়ে দাতার লাভ কত বেশি।

"আমার শুধু এই দুঃখ রইল সেন, যে ঠিক এই সময়েই তুমি অদৃশ্য হ'লে একটু কারণও না জানিয়ে। গুরু ব'লে তোমার কাছে কিছুই চাইনি কোনো দিনও,—কিন্তু স্নেহাস্পদের কাছ থেকে একটা চিঠির আশা করাও কি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের পক্ষে 'বড় বেশি আশা'?"

শেষ কথা কয়টিতে স্বপনের মন এত ভিজে ওঠে! সে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম আপিসে গিয়ে এক লম্বা টেলিগ্রাম করল:

"বড়ই বাধিত—ঠিক সময়ে জানিয়েছেন ব'লে। ওদের দুজনকে নিয়ে আমি আজই রাত্রের ট্রেনে পাড়ি রওনা হচ্ছি। ওদের খবর খানিকটা এঁচে নিয়েছেন আশা করি। ওদের পিছনে লোক লেগেছে। সে-সব এক অ্যাডভেঞ্চার। আপনার চিঠি আজ না পেলে কাল হয়তো কারো বেড়াতে রওনা হতাম। আমাকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে। তার জন্যে যদি কিছু করতে পারি সেজন্যে আমার আনন্দের অবধি থাকবে না। কেন হঠাৎ চ'লে এসেছিলাম সব দেখা হ'লে বলব। আমার নাম ইচ্ছে করেই দিলাম না ওদের জন্যে। সে-সব সহজেই বুঝবেন। রোমহর্ষক! আপনাকে চিঠি না-লেখার জন্যে অপরাধ ক্ষমা করবেন এ ছাড়া আর কি বলতে পারি। আমি সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ।"

কাব্যোচ্ছ্বাস

স্বপন সব ঠিক ঠাক ক'রে যখন ঘরে এসে ঘড়ির দিকে চাইল দেখল হাতে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে। মনে বেশ একটা স্ফূর্তির হিল্লোল। সে দেখেছে যখনই দ্বিধা কেটে যায় এমন একটা হিল্লোল জাগে এমন আলো···তার মনের দ্বিধাকুণ্ঠ ছায়াবীথিকায়! বসিয়ে বেনারকে তারটা ক'রে দিয়ে হঠাৎ কোত্থেকে-যে একটা দমকা তরল হাওয়া এসে চারদিক স্নিগ্ধ উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে!···

সে হঠাৎ সন্ধ্যাকে উত্তর লিখতে বসে যায়:

"অয়ি গর্ব্বোৎফুল্লে সরোরুহাক্ষি!"

"'এতানি তে সুবচনানি কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি', বৈ কি।

"অবিশ্যি তা ব'লে তোমার পাটকেলটি যে তুলোর মতন লাগে তা নয়।—কিম্বা গরবগুলি বিনয়বচন।

"কিন্তু তুমি আমাকে রাগিয়ে দিলে এ সূত্রে, সাবধান! আর তার ফলও ফলতে যাচ্ছে হাতে হাতে। কী—শুনবে? আমি আজ রাতে চাং ও ইসাবেলার সঙ্গে পারিসই যাচ্ছি। যাচ্ছিলাম—আজই রাতের একটি ইতালিয়ান জাহাজে—কায়রো,—কিন্তু তোমার চ্যালেঞ্জে রোখ্ চেপে গেল—বিদেশিনীর মনের অন্দর-মহলে ফের উঁকি মারতে ছুটব ঘণ্টায় যাট মাইল বেগে—বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে।"

লিখে একটু ভেবে ভনিতা ক'রে ইসাবেলা ও চাঙের কথা লিখল হু হু ক'রে সাড়ে চার পাতা। তারপর লিখল :

"অর্থাৎ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও—আর কি। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবো সাধ্য কি? একদিক থেকে যার জন্তে চুরি করি সেই বলবে চোর, ও অপর দিকে এক রোমাণ্টিকা যান পুনঃ অন্ত রোমাণ্টিকা আসেন।

"ঠাট্টা না। সত্যিই ঠিক করেছি 'সিংহের গর্তের মধ্যে ঢুকে তার দাড়ি ছেঁড়াই' হচ্ছে পন্থা। যদি তুমি অক্রূর 'আসন পাতি পথের ধারে' ব'সে থাকতে—তবে হয়তো বেপথে ছুটতে মনটা আপত্তি করত, কিন্তু তোমার এ রোখালো খোঁটার পরে সে-পথও রইল না। এ-অঙ্কুশের ফলে আমি ছুটব গ্যালপে। সাবধান।"

লিখে একটু ভাবল। একবার মনে হ'ল, নাঃ। ছিঁড়ে ফেলে আর কি। কিন্তু কি ভেবে হেসে বলল : "থাক না।" লিখেই চলল :

"কেবল ভয় হয় যদি ভয় না পেয়ে ক্ষেপে যাও, তা হ'লে? যদি বিষম রেগে যাও, তা হ'লে? যদি হন্ত-দন্ত হয়ে এয়ারোপ্লেনে চেপে উড়েই আসো, তা হ'লে?"

"কিন্তু না, তা হ'লে সেই তো হবে আমার সব অসম-সাহসিকতার চরমতম পুরস্কার।

"কে না জানে মানুষ—

ভয় দেখিয়েই চায় ছুঁতে তার কোথায় প্রেমের তল
ভুল বোঝায়ই গ্রীষ্ম-শেষে নামে সুধার ঢল।

"তাই তো মনে মনে জপি—

আমার রাগের ছন্দে হাসির মালা গাঁথবে সন্ধ্যারাণী
আমার মেঘলা মুখের অমায় আলো ঝরাবে হৃদ্‌খানি।
সে যে একঘেয়ে এই জীবনটারে
তুলবে মাতি' রং-বাহারে
তাই তো আনি মেঘ ডাকিয়ে ভুলবোঝারি আঁখি
চাই ছিঁড়তে বাঁধন ভয় দেখিয়ে তাই তো তোরে বাঁধি।"

তার হঠাৎ মনে হ'ল প্রফুল্লতার যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, কিন্তু আজই না পোষ্ট করলে কালকের ডাকে যাবে না। তাই লিখে চলল :

"কিন্তু আজ আর সময় নেই। মোটর বোট তৈরি থাকবে ঠিক ছটায়। এখন ছটা বাজতে দশ মিনিট। মার্সেল্‌সে পৌঁছেই পারিস রওনা। পারিস থেকে ফের বড় চিঠি দেব। গত দু-তিন মেল যে বড় চিঠি লেখা হ'য়ে ওঠেনি তার জন্তে আগামী দু-তিন মেলে চুটিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। এ-চিঠি এক্ষণি পোষ্ট ক'রে দেব ও কালকের জাহাজেই চলবে এ কলকাতা মুখো।

"কিন্তু তুমি শেষের দিকে অমন নিপুণ অশ্রুবিলাসী ঢং ধরলে কেন বলো তো? ভাবো কি—খুব টক্‌টকে রক্তবর্ণ কথা না ব্যবহার করলেই মনের উচ্ছ্বাস দেখায় পাণ্ডুর? তোমার শেষ কবিতাটা আমাকে সত্যি এত মুগ্ধ করেছে—জানো?

"কিন্তু সত্যি, অমন সব গান গেয়োও না, লিখোও না। তুমি কি ভাবতেও পারো তোমার স্থান আর কেউ কখনো নিতে পারে? ঠাট্টা

ক'রে বলো—বুঝি। কিন্তু তোমার স্বপ্নকুঁড়ি কি নিছক ঠাট্টায় চড়ে দেখা? এ কথা হয়তো বলিনেই দিতাম—কিন্তু আজ আর এক মিনিটও সময় নেই। তুমি আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও। ইতি—

অভাগায় ছন্দরাজ।"

রওনা

চিঠিটা ডাকে দিয়েই সে তাড়াতাড়ি ইসাবেলার ঘরের দুয়োরে আঘাত করতে যাবে—ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বেরিয়ে এল। তার মুখে ঈষৎ উদ্বেগের চিহ্ন: "তোমাকে খুঁজে খুঁজে—"

স্বপন ঈষৎ লজ্জিত সুরে বলে: "একটা জরুরি চিঠি ডাকে দিতে একটু বেরিয়েছিলাম!"

ইসাবেলা হেসে বলে: "ও—তাঁকে বুঝি?"

স্বপন সহাস্যে বলে: "হাঁ। কিন্তু দেরি তো হয়নি। এই দেখ," (হাত-ঘড়ি দেখিয়ে) "ঠিক ছটা—কাঁটায় কাঁটায়।"

—"কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় ছটার সময় কি আমাদের হোটেল করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা কওয়ার কথা, না—মোটর বোটের বাঁশি বাজার কথা?"

স্বপন হেসে বলল: "বাবাঃ—ত্বর আর সয় না!" আচ্ছা, মার্সেল্সে আটটার মধ্যে পৌঁছুলেই তো হ'ল?"—হঠাৎ সে চমকে ওঠে পেছনে একটা ছায়াপাতে। ও—ভ্যালেট।

—"কি?"

—"মসিয়ে—সেই নীল-চশমাকে এমন ধাপ্পা মেরে দিয়েছি।" ভ্যালেটের মুখে প্রতীক্ষমান হাসি।

স্বপন তার হাতে আরও পঞ্চাশ ফ্রাঁর এক নোট গুঁজে দিয়ে বলে : "বেশ বেশ। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে তো?"

—"হ্যাঁ মসিয়ে।"

—"কি ক'রে জানলে?"

—"তার পাশে একটি লোক ছিল তাকে সে পর্টুগীজ ভাষায় বলল, মোটর বোটে আপনারাও বেড়িয়ে ফেরবার সময় তার মোটরটা যেন াজির থাকে। মসিয়ে জানতেন না যে আমি লিস্‌বনে ছবছর কাজ রেছি একটা হোটেলে—পর্টুগীজ বুঝি।"

ভ্যালেটের মুখে গর্বের এমন আভা চক্‌চক্ ক'রে ওঠে!

স্বপন এবার সত্যিই খুসি হ'য়ে ওঠে। বলে : "বেশ বেশ। কিন্তু মামাদের—মানে মাদামের মোটা তোরঙ্গটা?"

—"এতক্ষণ ষ্টেশনে চ'লে গেছে মসিয়ে—দুদিন বাদে পারিসে আপনার াড়ীর ঠিকানায় গিয়ে উঠবে আপনা-আপনি—কোনো ভাবনা নেই। আমি নিজে সব লেবেল এঁটে দিয়েছি। ওই নিন রিসীট।"

স্বপন তাকে খুসি হ'য়ে আরও কুড়ি ফ্রাঁ "পুরবোয়ার" * দিয়ে সাবেলাকে নিয়ে বেরুল। নিজের সুটকেস ও গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ দুটো ও সাবেলার একটা ছোট সুটকেস ও attaché-case সমেত সটাং মোটর বাটে গিয়ে উঠে বসল। বোট ছাড়ল।

ইসাবেলা তীরের দিকে চেয়ে বলল : "আঃ বাঁচা গেল—সে লোকটা নেই।"

একটা নীল-বনেটী মোটর এসে লাগল ঠিক সেই মুহূর্তে। নীল-চশমাওয়ালা লোকটি দ্রুতপদে বেরিয়ে মোটর বোটের দিকে দৌড়ে এসে াত ঘন ঘন নেড়ে চালককে বলল : "দাঁড়াও।"

* Pourboire—বখশিশ

স্বপন তার হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট গুঁজে বলল : "এক সেকেণ্ডও দাঁড়ালে চলবে না, আমাদের বড্ড তাড়াতাড়ি এক মিনিটও সময় নষ্ট না। কেবল একটি কাজ করতে হবে। মার্সেল্সের দিকে আগে চললে হবে না —মাইল খানেক ঠিক উলটো দিকে চ'লে—ঐ প্রকাণ্ড জাহাজটা ডিঙিয়ে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে তবে মার্সেল্সের দিকে ফেরা।"

পাইলট সসম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে বলল : "এ আর কথা কি মসিয়ে? ওর চোখ এড়ানো তো ছেলেখেলা। ঐ যে দূরে তিন চারটে মোটর বোট ভেসে চলেছে ওদের মধ্যে মিশে ওর চোখে আগে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে তারপর অদৃশ্য হ'য়ে যাবো ও সব শেষে মার্সেল্সের দিকে বোটের মুখ ফেরাব।"

—"কিন্তু সময়ে পৌঁছে দিতে পারবে তো?"

পাইলট সগর্বে বলল : "আমি régate (বাচ) খেলতাম মসিয়ে। আর আমাদের এ-বোটটি স্পীডে—হাওয়া।"

নীল-চশমা ফের তাকে বলল চেঁচিয়ে : "শোনো—এক সেকেণ্ড। বিশেষ দরকার।"

পাইলট চেঁচিয়ে বলল : "এক্ষণি ফিরে আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।"

সে চেঁচিয়ে বলল : "কতক্ষণ?"

—"এই এক ঘণ্টা শ'এক ঘণ্টা। এঁরা ফিরে ডিনার খাবেন, তাই সময় নেই।"

সে লোকটা ফিরে তার পশ্চাদ্বর্তী বন্ধুকে কি বলল যেন।

স্বপনের বোট ছাড়ল—মার্সেল্সের উলটো দিকে।

আত্ম-আবিষ্কার !

পাইলট বোটটাকে খুব দূর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলল। তারপর ফিরল সেই মস্ত জাহাজটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে তিন চারটে মোটর বোটের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে নিয়ে। স্বপন ও ইসাবেলা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—বোট মার্সেল্‌স্‌ অভিমুখী হ'তেই।

এতক্ষণ—প্রায় কুড়ি মিনিট—কেউই কথা বলেনি।

স্বপন এবার কেবিনের দু-দুটো বিজলি বাতিই জেলে দেয়। ইসাবেলার মুখ হঠাৎ এত মোহময় দেখায়—সে নীলাভ আলোতে!...

স্বপন হেসে বলল: "জানো ইসাবেল, তোমাকে কি রকম দেখাচ্ছে?"

ইসাবেলাও হাসল: "আবেশ-বিহ্বলা?"

—"না আশ্বাস-উজ্জ্বলা।"

ইসাবেলা এবার হাসল না, কোমল-কণ্ঠে বলল: "সত্যিই। আমার মনের ওপর থেকে যেন পাষাণ গেছে নেমে। উঃ, সকাল থেকে কী উৎকণ্ঠায়ই যে কেটেছে!"

স্বপন প্রথমটা তার দিকে চেয়ে শুধু স্নিগ্ধ হাসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনের কোণে কোথায় জাগে একটা ক্ষোভ। সে যে তার জন্যে বিপদ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে মার্সেল্‌সে ছুটেছে—এ-ভাবে...

ইসাবেলা তার হাতের মধ্যে স্বপনের একটা হাত টেনে নিয়ে বলে: "তোমার ঋণ ভাই, আমি জীবনে ভুলব না।"

স্বপনের ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ যায় কেটে। বিদ্যুতের হাসিতে যেমন কাটে উপচীয়মান অন্ধকার! ইতিপূর্ব্বে কতবার সে আশ্চর্য্য হয়েছে নারীর সহজবোধের অকাট্য প্রমাণে—তবু ফের আশ্চর্য্য হয়। ইসাবেলা কেমন টপ ক'রে ধরল তার মনের কথা! ওর হাতটি নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। এত সহজে তার উচ্ছ্বাস আসে···বাইরে উচ্ছ্বাস বেশি চাপলে যা হয়—ভিতরটা হ'য়ে ওঠে স্পর্শকাতর। তাই বুঝি এত সহজে তার মেজাজ যায় বদলে? হবে···

দুজনে খানিক বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে সেই জাহাজটির দীপাবলি এখনো ঝিক্‌মিক্ করছে।···নীচের থাকে-থাকে-নামা পাহাড় ঐ এক টুকরো বাঁকা চাঁদের আলোয় এক অপরূপ ঘোমটাপরা মূর্ত্তি নিয়ে আকাশের দিকে উদ্যত অধর মেলে।···সেখানেও আর এক আলোছায়ার অভিনয়।···এক ছাই রঙের মেঘের আড়ালে এক টুকরো অনামা পীতাভ রঙ অন্যমনস্ক হ'য়ে কী ভাবে যেন গালে হাত দিয়ে। তার কাছেই আর এক দল মেঘের গায়ে পীতাভ শাড়ী। ঐ চাঁদের ওপর দিয়ে একটা মেঘের স্তম্ভ এসে পড়ে···পীতাম্বরী রূপ বদলায়—হয় নীলাম্বরী!···

ঐ আবার···মেঘ যায় স'রে···সঙ্গে সঙ্গে মেঘবালারা ফের রূপালি হাসি হেসে স্বপ্ন-চোখে তাদের নিকট-সাথী নিশানাথের সাথে শুরু ক'রে ফের রং-ছোড়াছুড়ি। কত কথাই বলে ওরা—কত সোনালি কটাক্ষের প্রসাধন ফুটিয়ে, হরিতাভ আঁচল বুকে টেনে, ধূসরাভ দিঠির লোভ দেখিয়ে!···স্বপনের মনে পড়ে কালই রাতে চাঙের প্রিয় কবি লি-তাই-পের একটি কবিতার জার্মাণ অনুবাদ ও তাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল—একটা টুকরো সে ভুলতে পারেনি আজও—

"Der Mond beschwatzt leichtfertig
Allerleigewolk."

কলকলি' বিহু হাসিয়া আলাপ
করে গো কেমনে অত !
যত আসে তার মেঘ-আলাপিনী
কথাও জুটে কি তত !···

ইসাবেলা হঠাৎ বলে : "কী সুন্দর !"

তার এত কাছে—ও! স্বপনের খুসি যেন উছ্‌লে ওঠে। সে অস্ফুটস্বরে প্রতিধ্বনি করে : "সত্যি।"

হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত শান্তি বিছিয়ে যায় মাথার উপরে ঐ বর্ণময়ীদের মতন। তারও মনের মধ্যেকার টুক্‌রো টুক্‌রো ছন্নছাড়া চিন্তাগুলি আবোল-তাবোল বকতে সুরু ক'রে দেয় ওদের সুরে সুর মিশিয়ে। অমনিই মন্থরকান্তি, স্নিগ্ধ-উদাস, অর্থহীন আবোল-তাবোল।···মোটর-বোট হু হু ক'রে চলতে থাকে। থেকে থেকে একটু কাৎ মতন হয়—কিন্তু আবার তখনি সোজা হ'য়ে আসে। নীলকে পেছনে ফেলে যতই ওরা এগিয়ে চলে ওর মন ততই হ'য়ে ওঠে সহজ-ছন্দী। ইসাবেলারও। সে অনুমান ক'রে ভারি প্রীত হ'য়ে ওঠে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 'পরে।

প্রায় পনের-বিশ মিনিট। স্বপনের মন স্নিগ্ধতায় ভ'রে যায়। ইসাবেলা হঠাৎ বলে বিজলি বাতি নিভিয়ে দিতে।···সত্যিই তো!—এ-কথা কেন মনে হয়নি এতক্ষণ?···চাঁদের আলো এখন আরও কত সুন্দর দেখায় কেবিনের মধ্যে!···বাইরের দিকে চেয়ে থাকে ওরা এক দৃষ্টে।···কোন্ এক সময়ে ইসাবেলা স্বপনের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে।···চাঁদের সোনালি দ্যুতি ওর মুখখানির ওপর ঢ'লে পড়েছে।···স্বপন এক-একবার ফিরে তাকায়! এ-রকম রাত তার জীবনে কটা এসেছে!—

কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ কেন ইসাবেলার নিঃশ্বাস এসে তার গ্রীবায় লাগে। সে একটু কেমন কেমন বোধ করে। মুহূর্তের জন্তে। দূর—সে মনের মাথা সজোরে নাড়ে।…তার মনটা এমন কেন ?

কিন্তু শত চেষ্টায়ও তার মনের সে-স্নিগ্ধতাকে তো কই ধ'রে রাখতে পারে না! যেমন আপনি ঘনিয়েছিল তেমনি আপনিই মিলিয়ে যায়। ইসাবেলার নিঃশ্বাস আরও দু-একবার তারে কানে লাগে। তার চুলের গন্ধে কেমন যেন ফের ক'রে ওঠে মনের মধ্যে।…সে আরও দৃঢ় হয় মনে মনে; বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে।

তখনও ইসাবেলার মাথা স্বপনের কাঁধে। স্বপনের মনে হয় যে বড় দূর দূর ব্যবহার করছে বুঝি সে।…ধীরে ধীরে ওর কটিবেষ্টন ক'রে বসে। ইসাবেলার দেহ এত সহজভাবে সাড়া দেয় ভরসা পেয়ে সে লুকিয়ে ওর দিকে চায়। একবার, দুবার, হঠাৎ তিনবারের পর দুজনের চোখোচোখি হয়। ইসাবেলাও তাকে আড়ে দেখছিল…ধরা প'ড়ে যায়।

মুহূর্তে কি-একটা যেন ওলটপালট হ'য়ে যায়।

বুকের মধ্যে কি-একটা দুর দুর ক'রে ওঠে। সে জোর ক'রে অন্য দিকে থাকে তাকিয়ে। কিন্তু তাকিয়েই বা থাকতে পারে কই? জ্যোৎস্না প্রকৃতির সমস্তই সৌন্দর্য্য যেন মুহূর্তে লুপ্ত হ'য়ে পার্শ্ববর্তিনীর মুখে পড়েছে ঢ'লে। সে ফের আড়চোখে চায়। ইসাবেলার কণ্ঠ থেকে ব্লাউস ঢিলে হ'য়ে নুয়ে পড়েছে…একটু…সামান্য। কিন্তু চাঁদের আলোয় তাতেই বাধে বিপ্লব। স্বপন ভালো ক'রে ভাববারও অবকাশ পায় না। জোরও না।…মনের বিরুদ্ধ স্বর ক্ষীণ হ'য়ে আসে, ইচ্ছাশক্তি স্তিমিত। হঠাৎ ইসাবেলা মাথা একটু তুলে স'রে আসে ওর দিকে। স্বপনের মাথাও মন্ত্রচালিতের মতন ওর দিকে চলে। ওদের গণ্ড প্রায় স্পর্শ করে

পরস্পরকে।…এবার স্বপন ওর কটিবেষ্টন ক'রে একটু কাছে টেনে আনে। চাঁদের আলো…চাঁদের আলো। ইসাবেলার ঈষৎ বিস্রস্ত ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে ওর তুষারশুভ্র কণ্ঠ এমন ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

হঠাৎ স্বপন ফিরে ইসাবেলার ওষ্ঠাধরের 'পরে নত হয়। মনে হয় সে-ও বুঝি…চায়। ঝোঁকের বশে কী করছে ভেবে পায় না—অধর-অধর। ইসাবেলা তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। স্বপন ওকে আরও একটু কাছে টেনে আনে। এবার ইসাবেলাই তাকে চুম্বন করে—একটুখানি মাথা তু'লে। অভাবনীয়!…স্বপনের স্নায়ুর মধ্যে মাদল বেজে ওঠে।…

ইসাবেলা এলিয়ে দেয় নিজেকে আরও একটু। হঠাৎ স্বপনের ভয় হয়…আরও!…না…যদি ইসাবেলা কিছু ভাবে! যদি একটু আপত্তি করে…তবে লজ্জায় যে মাথাকাটা যাবে তার? আশ্চর্য্য!—পরিষ্কার দেখতে পায় বিবেকের চিহ্নও নেই আর…যতদূর দেখা যায় শুধু একটি রঙীন উদগ্র আবেশকম্প্র স্ফুলিঙ্গময়ী বাসনা! সন্ধ্যা, আনা?…সব গেছে মুছে। আছে শুধু একটা অত্যন্ত ঘরোয়া কামনা…একান্ত অসংবৃতা নামজানা—বিবসনা…প্রায়। হায়রে—সে ভাবে—কেবল যদি সঙ্গে একটা নাম-না-জানা ভয়ও না ছায়ার মতন পাশে পাশে না থাকত! ভরসার অভাব যদি কিছুক্ষণের জন্যও উবে যেত! যদি নিশ্চয় জানত—এগুতে গেলে প্রতিহত হ'তে হবে না…থাকত যদি কোনো জামিন!…

একটা অস্পষ্ট অথচ নিশ্চিত চেতনা শুধু জাগে।—এ টান যে কিসের টান ভুল করবার কোনো পথই নেই বটে!…অথচ তবু এক অপূর্ব্ব মাদকতা তার দেহের রোমে রোমে চারিয়ে যায়! লক্ষ তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎকণা যার সঙ্গে জড়িয়ে—এক তীব্র শুচিদাহ…অথচ তাদের জ্বালার সঙ্গে ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে এক অপরূপ মন্ত্রমুগ্ধ কোমলতা…

বহ্নির সঙ্গে মেশানো সুধার প্রবাহ…সমুদ্রের ভিন্ন তরঙ্গের সঙ্গে ক্ষীণ

নিষ্ফল। এক-একবার এক-একটা সজাগ নিষেধ-বাণী ওঠে জেগে… কিন্তু নিষেধের জন্তে।

ইসাবেলার হাত তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে যে এখনও।…

স্বপনের ভাবনা এলোমেলো হ'য়ে যায়।

.. সে ফিরে ইসাবেলাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। তার একটা চেতনা শুধু লোপ পায় না।—তার আর উচিত-অনুচিতের সমস্যা নেই, নেই কর্তব্যের শাসন, নেই বিবেকের নিষেধ—আছে শুধু ভয়ের বাধা…যদি ইসাবেলা "না" বলে।

বলবে কি সত্যিই ?…না, স্বপনের রক্তের প্রতি অণু বলে : "ভয় কোরো না" কিন্তু তার কাপুরুষ অহমিকা যে ভরসা পায় না! যদি "না" বলে ? আশ্চর্য্য, কামনার এই যে-আক্র উদগ্রতার মধ্যেও অপমানিত হওয়া ভয়…প্রতিহত হবার কুণ্ঠা…ও সে-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা কি এতটুকুও ঝাপসা হ'তে জানে না ?

উচিত-অনুচিত, সুনীতি-দুর্নীতি, সন্ধ্যা, বংশগৌরব, বিবেক সব গেছে আবিল হ'য়ে, আছে শুধু এক তীব্র লজ্জাজড়িত ত্রাস : "যদি ইসাবেলা তার অগ্রসারী কামনার স্রোতকে হটিয়ে দেয়—যদি এতটুকু কুণ্ঠার ছায়ার চোখের সামনে নিখিল যায় মুছে ?" এ-কুণ্ঠার নাম যে আত্মসম্মান নয় ? স্পষ্টই দেখতে পায় বৈ কি। এ যে শুধু বাইরের ঠাট বজায় রাখবার প্রয়াস—ফেরবার পথ রাখবার উৎকণ্ঠা তাও পরিষ্কার বুঝতে পারে…কেবল এই বিস্ময় তার চিত্তে জাগে—যে, যে-খরস্রোতের মুখে বড় বড় ঔচিত্য-বুদ্ধির বাঁধও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় তার সামনে একা যুঝতে পারে এমন একটা ঝুটো জিনিষ—এই ঠাট বজায় রাখার দুর্দম প্রয়াস ? স্বপন তার এ তীব্র অনুভূতিকে কি কোনোদিন ভুলবে ? অসম্ভব। সেদিনের এ তো শুধু অনুভূতিই নয়—এ যে একটা উপলব্ধি—

তার স্বরূপের একটা উগ্র প্রতিবিম্ব তার চেতনার পটভূমিকায়। সে নিজেকে এতদিন যা ভেবেছে তার সঙ্গে তার এ-সহসাদীপ্ত স্বরূপের মিল কতটুকু? তার একমাত্র ভয়: ফস্কে যাবার!...ইসাবেলা কী ভাববে এই সঙ্কোচ!...“যদি না বলে”—এই বিভীষিকা!...

স্বপনের মনে এ-সব চিন্তা...দ্বন্দ্ব হাঁ ও না...কামনা ও কুণ্ঠা...অগ্রগতি ও পিছিয়ে আসা...ভিড় ক'রে আসে। স্বল্পপরিসর সময়ের আয়তনে কী বিপুল-প্রমাণ উলটোপালটা চিন্তার বান ডেকে কুরুক্ষেত্র বাধাতে পারে ভেবে বিস্ময়ও জাগে। সব ব্যাপারটা ঘটে যেতে বোধ হয় দু'মিনিটও লাগেনি।...তার মন সবে কোমর বাঁধে আর কি—এমন সময়ে যেন ইসাবেলা হঠাৎ ন'ড়ে ওঠে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ সে ওকে যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতনই ছেড়ে দেয়। তার এত স্পষ্ট স্মরণ আছে এ জ্বালাদীপ্ত কয়েক-মিনিট-ব্যাপী ড্রামার প্রথম থেকে শেষ অঙ্কের যবনিকাপতন অবধি!—তার চেতনার মধ্যে অতি-তীক্ষ্ণাগ্র হয়েছিল শুধু দুটি তাড়না: লুব্ধতা ও ভয়। লুব্ধতা—দেহের, ভয়—মনের। এবং কী আশ্চর্য্য!—একটা যতই তীব্র হ'য়ে উঠছিল অন্যটাও তার সঙ্গে সমান কদমেই বেড়ে উঠছিল! অবশ্য তার সঙ্গে একটা অপমানের লজ্জাও—কিন্তু এ-লজ্জাও ছিল যেন তার চালচিত্র। মূল কাঠামোটি ছিল আশঙ্কার —পাছে ওর চোখে সে মর্য্যাদা হারিয়ে বসে। ছী! কোনোদিন কি সে ভুলবে তার এ গ্লানিভরা আত্ম-আবিষ্কার? কোনোদিন ভুলবে ইসাবেলাকে ছেড়ে দেবার পরই তার সে-দিনকার সেই তীব্র রুদ্ধ আক্ষেপ —করতলগতকে ফস্কে যেতে দেওয়ার দরুণ সে লজ্জালেশহীন অনুশোচনা? বিবেক? কর্ত্তব্য, একনৈষ্ঠিকতার দাবি? হায় রে হায়। কতটুকু ওদের মূল্য? ওরা এসেছিল বটে, কিন্তু কখন? যখন ভরাডুবি হ'য়ে গেছে—তখন।

বেশ মনে পড়ে—পরে কি কি ঘটল: ইসাবেলা তার ছোট্ট খোঁপাটি ঠিক ক'রে নিয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 'অনালিসা' হাসি হেসে একটু ন'রে বসল। সে-হাসি ও দৃষ্টি—বিশেষ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাসটি—তার বুকে কী-রকম বিঁধেছিল! মাথার মধ্যে অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে কি-একটা রোমও শির্ শির্ ক'রে উঠেছিল! হবে না? তার ওষ্ঠাধরে তখনও ওর উষ্ণ কামনার ছোঁওয়া লেগে যে! বিদ্যুতের প্রবাহ প্রতি ধমনীতে তখনও জমাট হ'য়ে যে! আর একবার কি—

কিন্তু আর কি হয়? প্রতি তরঙ্গেরই একটা উত্থান-পতন আছে—প্রতি আগমনীরই একটা নিজস্ব তাল আছে—প্রতি পাওয়ারই একটা মুহূর্ত্ত আছে—মাহেন্দ্র লগ্ন। পেতে হ'লে উঠতি মুখেই এই ছন্দটির সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে ছুটতে হয়। কোনো স্রোতকে তার নামার মুখে ধরতে যাওয়ার মতন বিড়ম্বনা আর নেই। না, যা গেছে সে কখনো আর ফেরে না।

মনে তার ক্রমে ক্রমে ক্ষোভ নিবিড় হ'য়ে কালো হ'য়ে ওঠে।···

মূঢ়···মূঢ় · মূঢ়···মসিয়ে বেনার সাথে তাকে বলেন কাপুরুষ! আনা সাথে তাকে অবজ্ঞা···করতে আরম্ভ করেছে!···সন্ধ্যা!—তার স্মৃতিকে সে ঠেলে দেয়। সন্ধ্যাকে তো সে জিতে নেয়নি, প'ড়ে পেয়েছে যে। সে এক্ষেত্রে অবান্তর। চাড়ের কথা—বাধ্যবরা!···

ইসাবেলা আর একবার হঠাৎ তার দিকে চায়। ঠিক কি সেই মুহূর্ত্তেই সেও তাকায় তার কণ্ঠের, ওষ্ঠের, উরসের দিকে!...লজ্জায় তার কান গরম হ'য়ে ওঠে। ধরা প'ড়ে গেছে। সে যে এখনো কার জন্যে উন্মুখ এটা ধরা প'ড়ে গেছে। কিন্তু ইসাবেলা আর উন্মুখ নয় এ-ও স্পষ্ট দেখতে পায়। মুহূর্ত্তের জন্যে ও বিবশা হ'য়ে পড়েছিল মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ঠেলে ওঠে শুধু লজ্জা, ছায়াহীন, গুণ্ঠনহীন, সর্ব্বগ্রাবনী

লজ্জা। ইসাবেলের চোখে তার স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ল বৈ কি! ছী ছী। চারিদিকে লজ্জার নিকষ কালো উর্মিমালা ঐ সাগরের কালো জলের সাথেই নেচে নেচে তাকে উপহাস করে যেন!···

ইসাবেলা বাতায়নের কাঠের 'পরে কপাল রেখে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। স্বপন বাইরের দিকে চেয়ে। আর তার দিকে একবারও তাকায় না। যদি তাকাতে গেলে দৃষ্টি বিনিময় হয়!···

* * * * * *
* * *

আধঘণ্টা কেটে গেছে।··

ইসাবেলা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপনের মনে গ্লানির পুঞ্জমেঘ জড়ো হচ্ছে।···

আরও আধঘণ্টা।··

সে গ্লানি অবসাদে পরিণত হয়েছে। কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য বিষাদ, সমস্ত চেতনার নিম্নাভিমুখী গতি। কী? তার চরম স্খলন হয়নি? কিন্তু তা'তে সান্ত্বনা কোথায়? শুধু তো একটা মুহূর্ত্তের ভুল-বোঝার জন্যে দুটো উন্মুখ স্রোতের ছন্দের একটুখানি গরমিল হওয়ার জন্যেই সে বেঁচে গেল··শুধু ঘা খাবার ভয়ে তার গতিরোধ,—অপমানের অঙ্কুশে পিছু-হটা!··নয় কি?

তার পরের ঘটনাগুলোও তার মনের পাষাণ ফলকে যেন কেটে কেটে ব'সে রয়েছে। পাথর না লুপ্ত হ'লে দাগ লুপ্ত হবে না। এক-একদিনের স্মৃতি এমনিই চির-নূতন, চির-স্পষ্টই থাকে! শুধু ফিরে তাকালেই সব ফুটে ওঠে···যেন কাল ঘটেছিল।···

বেশ মনে আছে—কী ভাবে এক চিন্তার পরে অন্য চিন্তা ব'য়ে এসেছিল।···

ইসাবেলা তাকে মন্দ ভাববে ? খুব মন্দ হয়তো ভাববে না···য়ুরোপীয়া মেয়েরা এ-সবকে খুব সীরিয়াস চোখে দেখে না সে শুনেছিল—অনেকবার। কিন্তু তবু···তার চোখে তার যে পদবী ছিল দু'ঘণ্টা আগে···দু'ঘণ্টা পরে তার কতটুকু ধ্বংসাবশেষ বজায় আছে ? এর নাম যদি ভূমিকম্প না, তবে ভূমিকম্প বলে কা'কে ?

কিন্তু সব চেয়ে তাকে বিঁধেছিল বিবেক ব'লে তেমন কিছু নেই—অন্ততঃ তার কাছে নেই—এই পরিচয় পেয়ে। তার আদর্শ জগতেও যে ভয়···ও কুণ্ঠাই তাকে স্খলন থেকে বাঁচালো, এর সান্ত্বনা কোথায় ! ছী ছী !···আর সে নিজেকে আদর্শবাদী ব'লে জাহির ক'রে এসেছে সকলের সামনে ?

মুহূর্ত্তের উত্তেজনার চকিত কলোচ্ছ্বাসের সামনে আবাল্য সংস্কার, জন্মগত সততার আদর্শ, বংশগত আত্মসম্ভ্রম, শিক্ষাগত কর্ত্তব্যবোধ, বন্ধুর বিশ্বাস-রক্ষার দায়িত্ব—সব যে-লোক বিসর্জ্জন দিতে পারে···সে কেমন ক'রে বড়াই ক'রে বেড়ায় তার ভিতরকার দেবত্ব নিয়ে ?

সামান্ত ত্বক্‌গত লুব্ধতার কাছে বহু-আয়াস-সঞ্চিত সংযম যে হেলায় লুটিয়ে দিতে পারে, সে কোন্ লজ্জায় বৈদগ্ধ্য, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি দিয়ে লম্বা লম্বা বুলি—তার সর্ব্বাঙ্গ ধিক্ ধিক্ ক'রে ওঠে !···

সে কালের প্রবাহ সম্বন্ধে সম্বিত হারিয়ে বসে আত্মগ্লানিতে।

* * * * * *
* * *

অদূরে মার্সে'লের অগণ্য দীপাবলি, স্বপন সেদিকে তাকায়ও না ; মোটর-বোট মন্থর হ'য়ে এসেছে, তার হুঁশও নেই। হঠাৎ চমকে ওঠে কেবিনের বিজ্‌লি বাতি জ্ব'লে-ওঠায় : ইসাবেলার নির্ম্মেঘ মুখ তার দিকে চেয়ে হাসছে। তার মাথায় সেই কালো কিনারাওয়ালা

হ্যাট। তার মোক্ত রঙের ব্লাউসের ওপর সেই সোনালী রঙের শাল। সেই আগেকার ইসাকেই তো! স্বপন মুখ নিচু করে।

ইসাবেলা হেসে বলে: "চলো মনামি, ছোট স্যুটকেসটা আমিই নিতে পারব—তুমি শুধু আমার attaché-caseটা ধরো। ঐ যে—"

চাং হোয়ার্ফে'র ওপর দাঁড়িয়ে—একটা আর্ক-ল্যাম্পের ঠিক নিচেই।

ইসাবেলা লাফিয়ে নামে। চাং তাকে প্রতি-চুম্বন দেয় বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে।

—"সেন, ইসাকে তোমার তদারকে দিয়ে যে কত নিশ্চিন্ত ছিলাম···"

ইসাবেলা ওর পানে তাকায়: স্বপন চোখ নামিয়ে নেয়।

তিনজনে!

ট্যাক্সিতে চ'ড়ে তিনজনে চলল হোটেল আংলেতেরের দিকে। ইসাবেলা মাঝে,—দুধারে ওরা দুজন।

ইসাবেলা বলল: "পারিসের ট্রেন ক'টায়?"

—"এখনো তিনঘণ্টা। কিন্তু পারিসে আমাদের যাওয়া হবে না।"

স্বপন আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: "সে কি!"

চাং কুণ্ঠিতসুরে বলল: "জানি স্বপন, তোমাকে এ-কথা আমার জানানো উচিত ছিল, কিন্তু উপস্থিত দু-একটা বিশেষ কারণে পারিসে না যাওয়াই স্থির করতে হ'ল—তোমাকে জানানোর উপায় ছিল না। তার করলেও সময়ে পেতে না।"

স্বপন বলল: "আমাকে জানানো না-জানানোর কথা বলছি না, কিন্তু তোমরা পারিসে যাবে না কেন জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

চাং বলল: "ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, পারিস এখন ইসার

পক্ষে প্রীতিকরও হবে না, নিরাপদও না। তাছাড়া ওলো ও উর্সেলা কালকের জাহাজে লণ্ডন রওনা হচ্ছে—ওদের ফ্ল্যাটে আমাদের থাকা সবদিক দিয়ে সুবিধে হবেও বটে।"

স্বপন অবাক। "বলার ধরণটা তোমার ভারি মজার চাং। যেন সবই আমার জানা আছে।"

চাং কুণ্ঠিতসুরে বলল: "মাপ কোরো স্বপন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে ব্যাপারটা একটু খুলে বলার দরকার। চলো বলছি সব।"

বলতে বলতে ট্যাক্সি হোটেল আংলেতেরের প্রকাণ্ড গেটের সামনেকার আলোকিত লাল কাঁকরের উপর দিয়ে সশব্দে ঢুকল।

আলোচনা!

চাং ও ইসাবেলার বৃহৎ শয়নকক্ষেই ওরা স্বপনকে সটান টেনে নিয়ে এল। চাং স্বপনের জন্তে কোনো ঘর রিজার্ভ করেনি—যদি সে রাত্রের গাড়ীতেই পারিসে যায় কি অন্ত কোথাও রওনা হয়?

স্বপন কোথায় যাবে গত এক ঘণ্টা ভেবে মন স্থির করতে পারেনি। এখন পারিসে ফেরার সে-সঙ্কল্প আরও নড়চড় হ'য়ে গেছে। বলল: "আমি কোন্‌দিক পানে রওনা হব সে-কথা থাক। তোমাদের ব্যাপারটাই শুনি আগে।"

চাং একটু চুপ ক'রে রইল। মুখে উদ্বেগের পাতলা ছায়া—কিন্তু এত পাতলা যে খুব লক্ষ্য ক'রে না দেখলে ধরা যায় না। হঠাৎ-ক্লান্ত সুরেই—বলল: "ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি তা হ'লে?" ইসাবেলার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়।

ইসাবেলা একটু অসহিষ্ণু সুরে বলল: "আমি মূর্চ্ছা যাব না গো, যাব না—অত ভয়কাতুরে নই তা ব'লে।"

চাং স্নিগ্ধ হেসে তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "সে জন্যে না ইসা—তবে আমি ভাবছিলাম আজ রাতে না ব'লে যদি কাল সকালে আলোচনা করা যায় খুব দোষ হয় কি? আজ কি তোমার বিশ্রাম দরকার নেই একটু? তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

ইসাবেলার মুখ কোমল হ'য়ে উঠল। বলল : "আমায় ক্ষমা করো চাং। সত্যিই গত কয় ঘণ্টা আমার যে অন্তর্দ্দাহ ও উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে।"

স্বপনের কানে বাজল। সে চোখ নিচু ক'রে রইল।

চাং বলল : "তাই তো বলছিলাম ইসা—"

ইসাবেলা আবদেরে সুরে বলল : "না, আমি সব এক্ষুণিই শুনতে চাই, নইলে কি রাতে আমার ঘুম হবে মনে করো?"

স্বপন বলল : "তোমাকে কি কেউ অনুসরণ করেছিল?"

চাং বলল : "হাঁ—আর আমি তাকে এড়াবার কোনো উপায়ও করতে পারিনি। তারা ছুটেছিল মোটর সাইকলে—দুজন; মনে হ'ল স্পানিয়ার্ডই।"

ইসাবেলা উদ্বিগ্ন সুরে বলল : "তারপর?"

চাং বলল : "ঠিক ওমোর বাড়ীতে ঢুকবার সময়ে দেখি তার গেটের সামনেকার একটি গাছের গুঁড়ির পেছনে একটা লোক।"

ইসাবেলা শিউরে উঠল : "মাগো! গুলি-টুলি ছোঁড়েনি তো?"

চাং বলল : "হয়তো সত্যিই ছুঁড়ত—যদি না ওমো ও উরেজা গেটের কাছেই আমার জন্যে অপেক্ষা করত। আমি তার ক'রে দিয়েছিলাম কিনা ঠিক কখন পৌছব।"

ইসাবেলা আশ্বস্ত সুরে বলল : "ভাগ্যিস্।"

স্বপন বলল : "তারপর ?"

চাং বলল : "তারপর সে বিস্তর আলোচনা, তর্কাতর্কি আমাদের তিনজনে মিলে। সে অনেক কথা। সে-সব বলার কোনো মানেই নেই। তার ফলে যা স্থির করলাম—অবশ্য ইসাবেলা রাজি হ'লে তবে—তা এই যে, ওদের মতেই আমাকে সায় দিতে হ'ল অনেক ভেবে-চিন্তে।"

স্বপন বলল : "কী মত ?—যে তোমাদের পারিসে যাওয়া নিরাপদ হবে না এখন ?"

চাং বলল : "শুধু তাই না। ইংলণ্ডে হঠাৎ রওনা হ'লে জেনেরাল সেরানোর লোকজনের খোঁজ পাওয়াও একটু শক্ত হবে।"

ইসাবেলা বলল : "তা বটে।"

স্বপন বলল : "কিন্তু জেনেরাল সেরানোর গুণ্ডা কি লণ্ডনেই নেই মনে করো ?"

চাং বলল : "আছে, কিন্তু ওরা খবর রাখে যে আমার টাকার যোগাড় করতে পারিস যাওয়া দরকার সব আগে। তাছাড়া পারিসে ট্রেন থেকে নামতে হবে তো ? মার্সেল্সে আমরা কোথায় আছি কেউ জানে না—কিন্তু মার্সেল্স্ থেকে পারিসে যে যে ট্রেন পৌঁছয় ওরা সযত্নে নজরবন্দী ক'রে রাখবে।—সে-সব ফালতো কথা থাক। মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, লণ্ডনে ওমোদের ইস্ট-এণ্ডের একটা ফ্ল্যাটে ওদের সঙ্গে দু-একমাস থাকা সব দিক দিয়েই সুবিধের হবে—খরচের দিক দিয়েও।"

স্বপন একটুক্ষণ পরে বলল : "কিন্তু—টাকার দরকারের জন্যেই যদি—"

চাং হেসে বলল : "জানি বন্ধু, তোমাকে এ কয়দিনেই চিনেছি : ধারের জন্যে কথা নয়,—ধার তুমিও দিতে পারো, মসিয়ে বেনারও। কিন্তু ধারের মুস্কিল এই যে, শোধ দিতে হয়।" ব'লেই টপ ক'রে সুর বদলে

নিয়ে বলল : "মনে কোরো না ভাই তোমাকে আমি পর মনে করি, বিশ্বাস কোরো যদি ধারই করতাম মসিয়ে বেনারের কাছে হাত না পেতে তোমার কাছেই পাততাম—বেশি অসংকোচে। কিন্তু লণ্ডনে তিন-চার মাস ওমোদের সঙ্গে থাকতে বিশেষ খরচ লাগবে না ব'লেই যে সেখানে যাচ্ছি তাও তো নয়। আসল কথা এই যে, লণ্ডনের একটা মস্ত সুবিধে—গুণ্ডামির রোমান্স ওখানে সেভাবে ঘটতে পারে না যেভাবে পারে কন্টিনেন্টে।"

স্বপন বলল : "মানে?"

চাং বলল : "মানেটা ঠিক পরিষ্কার ক'রে বোঝানো শক্ত। তবে কি জানো? দুর্দ্ধান্ত লোকদের অনেক সময়ে একটা প্রভাবগণ্ডি বা পরিমণ্ডল থাকে—শুনে থাকবে হয়তো? জেনেরাল সেরানো-প্রমুখ মানুষ কন্টিনেন্টের গণ্ডিতে যতটা সক্রিয় হ'তে পারেন তার বাইরে তেমনটি না। ইংলণ্ডের পরিমণ্ডল ও-ধাতের লোকের ঠিক সয় না, এবং এটা ওরা সব চেয়ে বেশি জানে।" ব'লে একটু হেসে বলল : "শোনোনি এক-একটা বাড়ীর এক-এক রকম মেজাজ আছে? ভুতুড়ে বাড়ী, রাক্ষুসে বাড়ী, আত্মহত্যাময় বাড়ী—প্রভৃতি? এ-ও তেমনি। কন্টিনেন্টে সেরানোদের মতন মাকড়সারা জাল বিস্তার ক'রে ব'সে থাকেন—আর যুগযুগের জমকালো রোমান্সের আনুকূল্যের ফলে ব'সে-থাকা সহজ হয়। মাকড়সার জালের উপমাটি সুপ্রযুক্তও বটে—কেননা এ-ধরণের চক্রান্তজাল একটু নিবাত যায়গায়ই জমে ভালো। আর কন্টিনেন্টের চেয়ে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, বেপরোয়া ভাবের হাওয়া একটু বেশি। তবে হয়তো কথাগুলো একটু ধোঁয়াটে শোনাচ্ছে—"

স্বপন বলল : "না, বুঝেছি। আর কথাটা ঠিকই মনে হচ্ছে।"

ইসাবেলা বলল : "গ্রাস থেকে মার্সেল্‌সে এলে কী ক'রে ? ওরা পিছু নেয়নি ?"

চাং হেসে বলল : "হঠাৎ একটা সুবিধা হ'য়ে গেল। উয়েদার এক বন্ধুর মোটর-বোট আছে—তিনি টুক্ ক'রে নিয়ে এলেন। ওদের চোখে এমন ধুলো দিয়েছি"...ব'লে চাং পরম তৃপ্তির হাসি হাসল—চাপা সুরে। আর মুখে খানিক আগের উদ্বেগের বাষ্পও নেই। ঠিক যেন শিশুর চিন্তাহীন খুসি।

স্বপনও মৃদু হেসে বলল : "এটা বোধ হয় ওরা আশা করেনি ?"

চাং বলল : "না।"

ইসাবেলা বলল : "আমরা কি তবে কালই রওনা হব নাকি জাহাজে ?"

চাং বলল : "হাঁ—অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

ইসাবেলা বলল : "আপত্তি ? বরং লণ্ডন এখন ঢের বেশি ভালো লাগবে। লণ্ডন আমার কাছে প্রায় নতুন যে। পারিস তো কতবার গিয়েছি।"

চাঙের চোখ দুটি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। সে ইসাবেলার হাতে একটি মিষ্টি চাপড় দিয়ে বলল : "Merci, ma chérie" ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে বলল : "কিন্তু এতক্ষণ আমাদের কথাই হচ্ছে কেবল। তোমার কথা কেউ ভাবছিই না।"

স্বপনের ভারাক্রান্ত মনে যেন কেমন বিষাদ বাজে। সে তবু জোর ক'রে টেনে হেসে বলল : "আমার কথা ভাবার দরকার কি বলো ?—আমার মুণ্ডের ওপর তো আর কোনো হুণ্ডমুণ্ডের কর্তা পুরস্কার ঘোষণা করেননি।"

ইসাবেলা বলল : "কিন্তু তুমি কী করবে ? পারিসে এগুবে, না নীসে ফিরে যাবে ?"

স্বপন হঠাৎ বলল : "আমি আজ রাতে সাড়ে বারটায় চড়ব একটি জাহাজে।"

চাং ও ইসাবেলা সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

স্বপন তাদের প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টির উত্তর দিল শুধু একটু হেসে।

ইসাবেলা বলল : "কোথায় যাবে সে জাহাজ?"

চাং বলল : "অবশ্য যদি বলতে বাধা কিছু না থাকে—"

স্বপন বলল : "না না বাধা কি? আমি কায়রো বেড়াতে যাবো স্থির ক'রে ফেলেছি হঠাৎ।"

ইসাবেলা আশ্চর্য্যসুরে বলল : "কই, এ-কথা তো বলোনি আমায়?"

চাং ঠাট্টার সুরে বলল : "সব কথাই যে তোমাকে বলতে হবে ওঁর—এর মানে কী? তুমিই বা ওঁকে নিজের সম্বন্ধে কী এমন ঘনিষ্ঠ-কথা বলেছ শুনি।"

ইসাবেলা রুখে উঠে বলল : "সব সময়েই কি ঘনিষ্ঠ-কথা ব'লে তবে ঘনিষ্ঠ কথা শোনার অধিকারী হ'তে হয় নাকি?"

চাং হাসল : "তা বটে।"

ইসাবেলা তার পানে চটুল কটাক্ষ ক'রে বলল : "কিন্তু এ-সব বলছি—তর্কস্থলে—academically—মনে রেখো। কারণ আসলে-স্বপনকে যে ঘনিষ্ঠ-কথা কিছু বলিনি তা নয়। বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।...

স্বপন তার দৃষ্টি এড়িয়ে চাঙের দিকে তাকিয়ে বলল : "হাঁ চাং, ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে হয়েছে বৈ কি। ইসাবেলা আমাকে ওর জীবনের অনেক কথাই আজ বলেছে—একলা পেয়ে। ওর মনটা আজ যে-উঁচুপর্দ্দায় বাঁধা ছিল! উঃ।" ব'লে হাসার চেষ্টা পেল।

চাং স্নিগ্ধ সুরে বলল : "ওরে দুষ্টু ! আমাকে খুঁচিয়ে বুঝি নবলব্ধ বন্ধুর অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠা হয় ?"

এবার ইসাবেলা স্বপনের দিকে চেয়েই ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই অত্যন্ত মধু সুরে বলল : "আমি নবলব্ধ বন্ধুর সঙ্গে মুহূর্তে প্রীতির মালাবদল করতে না পারলে কি তুমি আমি এ অবস্থায় পড়ার সুযোগ পেতাম গো দিগ্বিরাজ ?"

চাং বলল : "তোমার জাহাজে কি আজ রাতেই উঠতে হবে ?"

স্বপন বলল : "হাঁ।"

ইসাবেলা বলল : "কখন ?"

স্বপন বলল : "সময় আছে। সাড়ে বারটার পরেও উঠতে দেবে প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারকে।"

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কথা বলে না।

ইসাবেলা তার কফির পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে বলল : "আর আমাদের জাহাজ ছাড়বে কাল কখন ?—সকালবেলা ?"

চাং বলল : "না, বিকেল চারটেয়। কিন্তু এখন তোমার শুতে গেলে কেমন হয় ? যে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

স্বপন উঠে দাঁড়াল : "আমি তা হ'লে চলি এখন।"

চাং বলল : "এখনো তো হাতে প্রায় দুঘণ্টা সময় আছে বললে।—চল না একটু গল্প করি দুজনে মিলে। কতদিন পরে আবার দেখা হবে।"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক ভাবে ইসাবেলের দিকে তাকাতেই চাং বলল : "ও এখন ঘুমুবে কাঠের মতন পাশ না ফিরে। ওকে জানো না তো।"

ইসা হাসল : "কিন্তু স্বপনই যে এখন ঘুমুতে চায় না জানলে কী ক'রে ?"

স্বপন বলল : "আমি মোটেই ক্লান্ত নই—কেবল তা হ'লে একটা ট্যাক্সি মজুত রাখতে বলতে হয় রাতটা নাগাদ।"

চাং "সে আমি এক্ষণি ঠিক ক'রে আসছি" ব'লেই তত্পরে বেরিয়ে গেল।

স্বপনের বুকের রক্ত এমন অস্বস্তিকর তালে বইতে থাকে।...সে ইসাবেলার মুখের দিকে তাকাতে না পেরে উঠে জানালার দিকে অগ্রসর হয়। ইসা তক্ষণি তার হাত ধ'রে এনে তাদের কোণের অটোম্যানটিতে বসিয়ে অত্যন্ত সহজসুরে বলে : "তা হ'লে আজকেই বিদায়?"

সহজসুরও সংক্রামক। স্বপন একটু হেসে বলে : "আমাদের মতন পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধুকে পরের হাতে সঁপে দেওয়াকে কি বিদায় বলে?"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে তার দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে বলে : "এ কথার উত্তর দেব কিন্তু চিঠিতে ;—অবশ্য যদি অনুমতি দাও।"

স্বপন স্পৃষ্ট হয়, বলে : "ইসাবেল, তোমার চিঠি যে আমার কাছে কাম্য তা কি ভরসা দিয়ে বলতে হবে?"

ইসাবেলা ধন্যবাদ দিয়ে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : "আরও একটি অনুরোধ আছে। কিন্তু সে-বিষয়ে একটু ভরসা-প্রতিশ্রুতিই চাই।"

—"কী?"

—"আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কী?—মুখের ক্ষমা নয়—মনের?"

স্বপন বিপন্নমুখে বলে : "ক্ষমা? বাঃ! কিসের জন্যে? যেন তুমি আমার কাছে কতই অপরাধ করেছ।"

ইসাবেলা খানিক তার মুখের দিকে ফের তাকিয়ে থাকে। পরে শুধু বলে : "করিনি?"

স্বপনের বুকের রক্ত আরও উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, বলে : "বাঃ! কিসের জন্যে ?"

—"তাও কি বলতে হবে ?"

স্বপন ম্লান হেসে বলে : "ইসাবেলা, সেজন্যে দোষ তো তোমার নয়।"

ইসাবেলা হঠাৎ বলে : "কারো মিয়ো, একটা খুব বড় রকম মিথ্যে চলে সমাজে যে, পুরুষ এগোয় নারী দেয় সাড়া।"

—"মিথ্যে ?"

—"আলবৎ। আমি নিজে নারী—জানি না ? পুরুষের সাধ্য কি এগোয় যদি নারীর অদৃশ্য ইসারা না থাকে।"

স্বপন নির্ব্বাক নেত্রে চেয়ে থাকে ওর পানে।···

ইসাবেলা বলল : "তোমায় বলিনি যে আমি নিজেকেই জানি সবচেয়ে কম ? অন্ততঃ সেটা যে একটা ঢং ছিল না তার প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলে ?"

স্বপন তবুও কথা কয় না।

মুহূর্ত্তে ইসাবেলার কণ্ঠে বেজে ওঠে ছায়াম্লান অপরাহ্নের সুর। সে বলে : "আমি সত্যিই আবাল্য উচ্ছৃঙ্খল স্বপন। একদিনে কি চরিত্রের মেরুদণ্ড গ'ড়ে ওঠে ?"

—"তুমি সব দোষটাই নিজের ঘাড়ে নিচ্ছ।"

—"না স্বপন। আমি যে জানি এ উগ্র আবর্ত্তের টান কী প্রবলভাবে টানে পুরুষকে। কেউ এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মানি ঝড়ের মতনই এর গতি · যেমন অকারণ ওঠে তেমনি অকারণই মেলায়। কিন্তু প্রকৃতির বহু আয়াসে গড়া এর যন্ত্রতন্ত্র—তাই এ-ঝড় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে দুর্ব্বার।

স্বপন একটু আবছা হাসে : "কিন্তু ঝড় তো একেবারে অকারণ

ওঠে না ইসাবেল। শুনি বায়ুর চাপ এক যায়গায় কমলে তবেই আর-এক যায়গা থেকে হাওয়ার পাহাড় পড়ে ভেঙে। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, নিশ্চয় আমরা অন্তরে অন্তরে তেমনি কোনো বাসনাবুদ্বুদ্ গড়া রচি যাতে বাইরের এইসব মোহ, এইসব তোলপাড় বিপর্যয় ভেঙে পড়বার সুযোগ পায়।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "কথাটা মিথ্যা বলোনি স্বপন —এ-কথার ছায়াধ্বনি আমারও মনে বেজেছে। কে জানে—আমরা যাকে প্রেম বলি তারও প্রকৃতি এই মোহ বাসনার মতন কি না। বিশেষ যখন দেখি প্রতি পদেই মোহ ও প্রেমকে চিনে নিতে এত ঠিকে-ভুল হয়।" ব'লেই একটু থেমে বলে : "কিন্তু তবু কথা দাও, আমাকে তুমি সত্যিই বো—বন্ধুর মতন ভাববে। নইলে সত্যি, আমার মনে একটা বড় ব্যথা চিরদিন খচ্ খচ্ ক'রে বাজবে—মুহূর্তের ঝোঁকে তোমার মতন বন্ধুর বন্ধুত্ব হারালাম ব'লে।"

স্বপনের মন একটু হালকা হ'য়ে ওঠে যেন। সে তার হস্তচুম্বন ক'রে বলে : "কথা দিচ্ছি ইসাবেল। আর তুমিও কথা দাও আমাকে ভুল বুঝবে না, বিশ্বাস করবে সত্যিই তোমাকে যখন বোন ব'লে আদর করেছিলাম তখন আমার মনের মধ্যে এতটুকু ছল ছিল না। আমি দুর্বল—কিন্তু কপট নই।"

ইসাবেলা স্নিগ্ধ হেসে বলল : "তোমরা এ-সব বিষয়ে বড্ড বেশি তিলকে তাল ক'রে দেখ স্বপন—এ-সব ব্যাপারে একটু-আধটু ভুলচুককে বেশি বড় ক'রে দেখে। বন্ধুত্ব বড় জিনিষ, তাই তাকে হারাবার শঙ্কাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যাকে মোহ ব'লে জানছ এবং যার 'পরে মানুষের হাত নেই বললেও বেশি বলা হয় না, তার প্রবল টানের ঝড়ে এত আত্ম-গ্লানির বাড়াবাড়ি কেন বলতে পারো?"

এমন সময়ে দোরের হাতল ঘোরানোর শব্দ। ইসাবেলা স্বপনের হাত ছেড়ে দিয়ে স'রে বসে। স্বপনের এমন বিশ্রী লাগে!···আগে হ'লে দিত কি? চাঙের হাতে স্বপনের ব্যাগ, সুটকেসটা ভ্যালেট ঘরের মধ্যে দোরের কাছে নামিয়ে দিয়েই চ'লে গেল।

স্বপন জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই সে বলল: "আর দুঘণ্টা বাদে ট্যাক্সি হাজির থাকবে। এগুলো আমাদের ঘরেই থাকুক এখন। তুমি যাবার সময় তোমার ট্যাক্সিতে তুলে দেব। কেমন?"

স্বপন বলল: "না না, সে কি হয়? ইসাবেলায় ঘুম ভাঙিয়ে?"

চাং বলল: "ঘুম ভাঙাবে কেন? ইসা তো আর দোর দিয়ে শুচ্ছে না। চলো আমরা লাউঞ্জে ব'সে গল্প করি ততক্ষণ।"

স্বপন বলল: "কিন্তু এত হাঙ্গামে কাজ কি চাং? আমি তার চেয়ে এখনই জাহাজে চ'ড়ে বসি না কেন।" ব'লে একটু ঠাট্টার সুরে বলে: "বিশেষ যখন না উঠলে একটা মস্ত রিস্‌ক্ রয়েছে?"

চাং বলে: "কী?"

—"এত-শত বৈরহিক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পরে তোমাদের মৈলনিক মুহূর্তকে দু-দু ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলে ইসাবেলার ক্ষমা কি আর পাব আমরা?"

ইসাবেলা হেসে বলে: "আশঙ্কাটি তোমার ভিত্তিহীন হ'ত না স্বপন যদি ওর সঙ্গে এখন প্রেম করার শক্তি আমার থাকত। কারণ নভেলি প্রেমে যাই ঘটুক না কেন, জলজ্যান্ত প্রেমে spirit willing থাকলেও অনেক সময়েই flesh জবাব দেয়না জেনো। ঘুমে আমার সত্যি চোখ জড়িয়ে আসছে।"

স্বপন হাসল: "তা হ'লে শুভরাত্রি ইসাবেল।"

ইসাবেলা বলল: "শুভরাত্রি কারো মিয়ো।"

চাং হঠাৎ বলল : "ইসা, আমি এক কাজ করছি। দোরে আমি বাইরে থেকে চাবি দিয়ে গেলাম নিচে, কি জানি : দোর খুলে শোওয়া কিছু নয়। যদিও এখানে কোনো ভয় নেই—সেরালোর শনিচক্রের কেউ জানেই না আমাদের পাত্তা—তবু, বলা যায় না। আর মাত্র এক-দিনের জন্যে—সাবধান হওয়াই ভালো। স্বপনের সুটকেসটা দোরের কাছেই রইল। আমি বারটার সময়ে চোরের মতন নিঃশব্দে চাবি দিয়ে দোর খুলে বের ক'রে নেব।"

ইসাবেলা হেসে বলল : "যেমন ভাবে সেহে চাবি দিয়ে মনের দোর খুলে আমার হৃদয়টিকে চুরি ক'রে নিয়েছিলে ?"

তিনজনেই ওঠে হেসে। হাসি থামলে ইসাবেলা দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে : "Au revoir স্বপন।"

—"Au revoir ইসাবেল।" স্বপন তার হস্তচুম্বন করে।

চাং ইসাবেলার হস্তে চুম্বন ক'রে বলে : "তিন ঘণ্টা ঘুমোও ইসা। তারপরে কিন্তু চোরের মতন নিঃশব্দ ব্যবহার করব না—সাবধান।"

ইসাবেলার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।...

উভয়ে !

ওরা খুঁজে খুঁজে হোটেলটির রাইটিং রুমে এসে বসে। বেশ নির্জন এ সময়ে।

চাং বলে : "কিছু পানীয় ?"

—"চা খেতে ইচ্ছে করছে আজ হঠাৎ।—যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

—"থাকত না যদি চা সম্বন্ধে এরা বর্বর না হ'ত। চা তৈরি আমাদের কাছে ধর্ম বিশেষ, জানো না?"

স্বপন হাসে, বলে: "না।"

—"আমাদের সুং-রাজত্বের সময়কার লিচিং লাই ব'লে একজন কবি লিখেছেন যে জগতে তিনটি জিনিষ সবচেয়ে শোচনীয়: মেকি শিক্ষা দিয়ে ভালো ছেলের মাথা খাওয়া, বাজে লোকের প্রশংসার চাপে ভালো চিত্রের দুর্গতি, আর আনাড়ির হাতে ভালো চায়ের হাহাকার।"

স্বপন খুব হাসে: "ও বাবা—তা হ'লে কী খাওয়া যাবে? কফি?"

—"ধরো, রঙীন কিছু? আপত্তি আছে?"

স্বপন আমতা আমতা করে।

—"আচ্ছা স্বপন, রোমে রোমান হওয়ার নীতি তো আমার বেশ লাগে। বিশেষ সাক্ষাৎ ফ্রান্সে এসে দ্রাক্ষারসে আপত্তি? এসো আজ না-হয় একটু নবধীই করি, শ্যাম্পেন দিয়ে বন্ধু-অর্চনা? না, এ-বিষয়ে তোমার কোন সংস্কারগত আপত্তি—"

স্বপন মুখে বাধা দিয়ে বলে: "না না—তা মোটেই না। কিন্তু কি জানো?—মানে—অর্থাৎ অভ্যাস নেই কি না—কিন্তু তুমি খাও না শ্যাম্পেন।"

চাং বলে: "রফা? বেশ।" ঘণ্টা বাজায়।

ওয়েটার শ্যাম্পেন ও চা-র অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে গেলে চাং বলে: "আচ্ছা স্বপন, আমি পীড়াপীড়ি করছি ভেবো না—কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি বারুণীর 'পরে প্রেজুডিস কি সত্যিই নেই তা হ'লে রাগ করবে?"

স্বপন হেসে বলে: "না, করব না।"

—"তবে?"

—"তবে কি?"

—"রাগ না করাটা কি আমার প্রশ্নের উত্তর ?" চাঙের মুখে স্নিগ্ধ ঠাট্টার হাসি।

ওকে এ-ভাবে প্রশ্ন করতে স্বপন কখনো শোনেনি। একটু আশ্চর্য্য হয় মনে মনে। কোনো বিষয়ে একটুও জোর করা যে ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ! বলে : "কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তরের জন্যে এতটা মাথাব্যথাই বা কেন,—এ পালটা প্রশ্ন যদি ক'রে বসি ?"

—"একটু কারণ আছে বৈ কি।"

স্বপন স্মিতমুখে বলে : "এটাই কি উত্তর ?"

চাং ফিক্ ক'রে হাসে। সমস্ত মুখটা তার খুসিতে উপ্‌ছে পড়ে। কোনো প্রত্যুত্তর বা রসিকতায় কোণঠাসা হ'লে এত খুসি হ'তে স্বপন কাউকে দেখেনি। চাং তার মুখের দিকে চেয়ে বলে :

"When an Oriental meets an Oriental then is the tug of war, এই না ?"

পরিবেষক একটা ট্রেতে ক'রে এক বোতল শ্যাম্পেন, দুটো শ্যাম্পেনের গেলাস ও চায়ের পট্ প্রভৃতি এনে রেখে যায়।

স্বপন চা ঢালতে ঢালতে বলে : "দুটো গেলাস কি করতে ?"

—"আহা চা শেষ হ'লেও কি একবার চেখে দেখবে না ?—যখন প্রেজুডিস নেই বলছ।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তাকায় তার পানে। চাং তো এ-রকম কখনো করে না! পীড়াপীড়ি করছে চাং! অভাবনীয় যে!

চাং স্বপনের গেলাসটা সরিয়ে রেখে হেসে বলে : "শোনো স্বপন। আমি সত্যিই একটা পরখ করতে চাইছিলাম, মাফ কোরো।"

—"কী ? এ-সব বিষয়ে আমার সংস্কারের মূল কতখানি গভীর ?"

—"না, আমি দেখতে চেয়েছিলাম ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুস্থানকে মদ খেতে পীড়াপীড়ি করলে তার মুখ-চোখের অবস্থা কী রকম হয়।"

—"কোনো উত্তর পেলে আমার মুখ-চোখে ?"

—"পাবো না ?—বাঃ !"

—"কিন্তু পেতে চাইছিলে কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

—"এখন পারো। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয় অবিশ্যি। ওমো আমাকে বলল লণ্ডনে এক 'একসেণ্ট্রিক ক্লাবের কে এক পাগলা সমজদার বুড়ো তাকে অর্ডার দিয়েছে সনাতন সংস্কারীকে 'প্রথম প্রলোভনে টেনে নামানো'—এই বিষয়ে একটি ছবি চাই। পুরস্কার এত বেশি যে আমিও একবার চেষ্টা ক'রে দেখব ভেবেছি। তাই একটু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাইলাম। আশা করি এজন্যে কিছু মনে করোনি।"

স্বপন ঈষৎ শুষ্ক সুরে বলল: "না মনে কিছু করিনি—তবে—মানে আমাকে এ-ভাবে পরখ না ক'রে যদি একটু কল্পনাকে রাশ ছেড়ে দিতে তা হ'লেও হয়তো ছবিটা খুব নিরেস হ'ত না।"

চাং হেসে তার টেবিলের ওপর ন্যস্ত হাতটির 'পরে তার করতল রেখে ঈষৎ অনুতপ্ত সুরে বলল: "আমায় এজন্যে ক্ষমা কোরো বন্ধু। আমি স্বীকার করি: এতে তোমার লাগতে পারে। কিন্তু কি জানো? কল্পনা অতি সুন্দর জিনিষ হ'লেও তলায় বাস্তবের ভিৎ একদম না থাকলে সে ভর করে কার ওপর বলো তো? রঙীন লাটিমের মতনই হ'য়ে দাঁড়ায় নাকি—খানিকটা? খাড়া থাকবে কতক্ষণই বা ?"

স্বপনের ক্ষোভ কেটে গেল। সে হেসে বলল: "মানি পদ্ধতিটা নতুন।"

—"নতুন মোটেই না। আমাদের ওধারে এ-রকম প্রত্যক্ষ-দর্শন শিল্পীরা প্রায়ই খোঁজে। তোমাকে একদিন বিখ্যাত জাপানী চিত্রী কুনিসাদার নাম বলিনি ?"

স্বপন হেসে বলল : "না তো। কী করতেন তিনি? সুন্দরী গাইশা মেয়ের কাঁধে প্রিয়তম বন্ধুকে ফেলে উচ্ছন্ন যাওয়ার ছবি আঁকতেন?"

চাং খুব একচোট হাসল : "অতদূর না—তবে না-ই বা বলি কী ক'রে। তাঁর স্ত্রীকে নিজে ডাকাত সেজে দেখিয়েছিলেন প্রচণ্ড ভয়—ভয় পাওয়ার ছবি আঁকতে চেয়ে।"

—"এ-ও কি ভালো করেছিলেন বলতে হবে?"

—"নয় কেন?"

—"কেনই বটে! মানুষের জীবন নিয়ে খেলা?"

—তুমি এ-কথা বললে স্বপন? আর্ট খেলা?

স্বপন একটু অপ্রতিভসুরে বলল : "না-ই হ'ল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর যদি ধরো ভয় পাওয়ার পরে হার্ট ফেলই করত?"

চাং তাচ্ছিল্যের সুরে বলে : "কী এমন তা'তে জগতের ক্ষতি হ'ত শুনি? Wife may come and wife may go but art goes on for ever."

স্বপন একটু ক্ষুণ্ণ সুরে বলে : "ঠাট্টা?"

চাং বিস্মিত সুরে বলে : "আর্ট নিয়ে ঠাট্টা? আমি করি কখনো?"

—"করো বুঝি শুধু স্ত্রী নিয়ে?"

—"তা করি—যদিও এক্ষেত্রে করিনি। আমার সত্যিই মনে হয় মাদাম কুনিসাদা ভয় পেয়ে মারা গেলে হয়তো অমর হতেন—কুনিসাদা এমন একটি ছবি আঁকতেন মৃত্যু-শঙ্কিতার। অন্ততঃ আমাদের ঐতিহ্যের খাতিরে আর্টের জন্যে জীবন দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

—"সত্যিই কেউ দেয় দেখাতে পারো?" স্বপনের টোনে তর্কের সুর বাজে।

—"হসাকাওয়ার নাম শোনোনি—যিনি একটি বিখ্যাত ছবি বাঁচাবার জন্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ?"

—"সত্যি, না গুজব ?"

চাং হাসে : "আর্টকে তুমি এখনো সত্যি ভালোবাসতে পারোনি স্বপন ক্ষমা কোরো। কিন্তু এ-ভালোবাসা আমাদের তেমনি ধাতুগত যেমন হয়তো তোমাদের মেয়েদের মধ্যে পূজাপার্ব্বণকে ভালোবাসা। টাইকো-রাজের সেনাপতিরা যুদ্ধজয়ের জন্তে সত্যিই জমিজমা বখ্‌শিশ না নিয়ে ভালো ছবি বখ্‌শিশ চাইতো। না, এ-ও গুজব ব'লে অবিশ্বাস করবে ?"

—"এ-কথা বিশ্বাস হয়—কিন্তু আমি হসাকাওয়ারই আর্টের জন্তে প্রাণ দেওয়ার কথা বলছিলাম।"

—"কিন্তু তিনি সত্যিই দিয়েছিলেন যে। তাঁর প্রাসাদে হঠাং একবার আগুন লাগে। তার মধ্যে ছিল সেসনের 'ধারুমা' নামে একটি ছবি। আগুন থেকে তাকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় না দেখে তিনি তরোয়াল দিয়ে নিজের দেহ চিরে ছবিটি পুরে ফেললেন। আগুন নিভলে দেখা গেল হসাকাওয়ার দগ্ধ-দেহের মধ্যে ছবিটি অক্ষত আছে। বলবে কি : কাজটা মন্দ করেছিলেন ?"

স্বপন উষ্ণ সুরে বলল : "এ আমার কাছে কিন্তু বড় বেশি বাড়াবাড়ি ঠেকে চাং, তুমিও ক্ষমা কোরো।"

চাং শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে স্নিগ্ধ হাসে : "স্বপন, দরদের জায়গায় তর্ক চলে না। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি : তোমাদের দেশে শুনেছি বিগ্রহ বাঁচাতে গিয়ে ভক্ত প্রাণ দেয়। তাকেও কি দুষবে কুসংস্কারী ব'লে ?"

—"দুষবে না তুমি ?"

—"না ! এ ধুলোর জীবনে স্বপন, প্রাণ কি এতই মহার্ঘ ? না, পদে পদে তাকে আগলে রেখে তাকে বাঁচালেই সে সত্যি বাঁচে ?"

—"তার মানে মানুষকে তুমি ভালোবাসো না।"

—"মানুষকে বাসি, কিন্তু মানুষকে জীইয়ে রাখার প্রবৃত্তিকে না ; তাইতো আমরা—চৈনিকরা—Hygeia-কে গ্রীকদের মতন দেবতার বেদীতে বসাতে পারি না—স্যানিটেশনের দামামা বাজিয়ে জীবনের সব সৌন্দর্যের বাঁশিকে ডুবিয়ে দিতে পারি না। আমরা বলি—রোগ হয় সে-ও সই—কিন্তু জ্যাক জনসনের মতন হিপোপোটামাসের স্বাস্থ্য বা দীর্ঘায়ুতাকেই যেন জীবনপথের পাথেয় না করি।"

স্বপন একটু শান্ত সুরে বলল : "এতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু তাই ব'লে বলবে কি—জীবনের চেয়ে আর্ট বড় ?"

—"সব জীবনের চেয়ে না। লাখে একজন মানুষ মিলতে পারে—যেমন ধর বুদ্ধ, লাওৎসে, সোশি বা সান্ ইয়াৎসেন যাঁদের জীবনের দাম সনিসেটস্থ বা মরুকিনি বা কোরিনের ছবির চেয়েও ঢের বেশি। কিন্তু ব্যতিক্রমের প্রাপ্য যে গৌরব, তা কি সাধারণ মানুষ দাবি করতে পারে কখনো ? ধরো না কেন ঐ অভিজাত হসাকাওয়ারই দৃষ্টান্ত। উনি বেঁচে থেকে যদি সেসনের ছবিটি পুড়ে যেত তা হ'লে ওঁর অলস চা-খেয়ে বেঁচে থাকা জীবন দিয়ে কি সে ক্ষতির পূরণ হ'ত বলতে চাও ?"

স্বপন একটু ভেবে বলে : "কিন্তু এ-প্রশ্ন কি স্বতঃই মনে ওঠে না চাং যে ছবির জন্যেই মানুষ, না মানুষের জন্যে ছবি ?"

চাং শ্যাম্পেনের বোতল থেকে আর-একটু শ্যাম্পেন ঢেলে নিয়ে বলে : "এর উত্তর দিতে হ'লে প্যারাডক্সেই দিতে হবে। বলতে হবে মানুষকে মানুষ বলি তখনই যখন সে একটু-না-একটু অমানুষ হ'য়ে ওঠে।"

স্বপনের হঠাৎ হৃদয়ের কোনো একটা তন্ত্রী বেজে ওঠে—অহৈতুক।

প্রীত হ'য়ে বলে: "এ-কথায় এদেশের সুবোধ লোকে হাসবে কিন্তু। এরা চায় শুধু হিউম্যানিটির জয়গান করতে।"

চাং হাসে। শ্যাম্পেনের গেলাসটি হাতে দোলাতে দোলাতে বলে: "লাওৎসে ব'লে গেছেন একটি লাখ কথার এক কথা:

পরম পুরুষ 'টাও' যারে কহ,—শুনি তার বাণী সুবোধে হাসে?—
হ'ত সে কি 'টাও'—শুনি নাহি যদি হাসিত সুজন কলোচ্ছ্বাসে?"

আজ চাঙের মুখ খুলে গেছে···অকস্মাৎ। স্বপন কখনো কখনো তাকে নিজে থেকে কথা বলতে শুনেছে বটে—কিন্তু এতটা মন খোলা বেপরোয়া ভাবে কখনো না। তার মনটা ধীরে ধীরে প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। তার তর্কের স্পিরিটটা ধীরে ধীরে উবে যায়।

সে হেসে বলল: "এ-ধরণের কথায় আমাদের দেশের কৌলিন্য-পন্থীরাও সাড়া দেবেন চাং। কিন্তু এদেশে এ-ধরণের অ্যাটিচিউডকে এরা শুধু একটা কথা ব'লে উড়িয়ে দেয়—highbrow. এরা বলে দু-একটা মানুষের কীর্তি নিয়ে কী করব যদি দেশজোড়া রটে হাহাকার?"

চাং অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে: "য়ুরোপের শূদ্রপন্থীদের কথা আর বোলো না—যাকে কু হুং মিং ব'লে আমাদের এক চিন্তাশীল বিদ্বান য়ুরোপ-অভিজ্ঞ চৈনিক সুধী L'adoration de la plèbe * ব'লে বিদ্রূপ করেছেন।" ব'লে শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে: "রোমানদের পতন হয়েছিল মানুষকে দাস ক'রে—তাঁদের বংশধর পাশ্চাত্যের সমাধি হবে—তাকে উপাস্য ক'রে। অথচ আমাদের আইডলেটর বলে এমন য়ুরোপ—যে নিজে হচ্ছে Titanic idolator of vulgarity masquarding as Humanity with a capital H."

* গণপূজা।

চাঙের ওষ্ঠপ্রান্তে তিক্ততার আমেজ। ওর মনের দুয়ার ক্রমেই খুলছে যে ও আজ! ব্যাপার কী?

স্বপনের মন সাড়া দেয়, আবার দেয়ও না। সে বলে: "কিন্তু চাং, মানুষকে কি শুধু তার জনকতক বড় মানুষ দিয়েই বিচার করবে? শুধু কীর্ত্তি দিয়ে? ভুলো না যে, নগণ্যদের বনেদের উপরেই গণ্যেরা দাঁড়িয়ে থাকেন।"

চাঙের কণ্ঠে মুহূর্ত্তে আবার সেই স্নিগ্ধ সুর ফুটে ওঠে, বলে: "তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝেছ স্বপন। আমি জীবনকে কীর্ত্তি দিয়ে বিচার করি না; তা যদি করতাম কোনোদিনই তা হ'লে আমি মাদাম সান্ ইয়াৎসেনকে তাঁর জগদ্বিখ্যাত স্বামীর সমকক্ষ বলতাম না জেনে-শুনে যে তাঁর নেপথ্য জীবনের মূল্যকে কোনো কীর্ত্তি দিয়েই মাপা চলে না।"

—"মাদাম সান্ ইয়াৎসেন? তাঁকে তুমি জানো না কি?"

—"হাঁ। আর মনে করি সান্ ইয়াৎসেনের শক্তি ছিলেন—এই অলক্ষিতা নারীটি। ইনি প্রথমে হ'ন তাঁর সেক্রেটারী ও পরে স্ত্রী—তাঁর বিপদের চরম মুহূর্ত্তে—যখন তিনি দেশ থেকে নির্ব্বাসিত। আজীবন এ-মহীয়সী নারী স্বামীর আদর্শের আগুনে নিজের শক্তির ইন্ধন দিয়েই সে-শিখাকে অনির্ব্বাণ রেখে গেছেন। কিন্তু লোকে শিখার আলো-টেই দেখে স্বপন—সমিধ্‌কে গৌরব দেয় ক'জন?"

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

চাং বলতে লাগল: "এঁকে হয়তো লোকে কোনোদিনই জানবে না—কিন্তু তা'তে ক'রে তাঁর মহত্ত্বের মর্য্যাদা একচুলও কমে না। তাঁকে একদিন এ-কথা মুখের উপরই বলেছিলাম জেনেভাতে।"

—"জেনেভাতে?"

—"হাঁ, স্বামীর মৃত্যুর পরে এই অসামান্যা নারী চীনদেশকে প্রায়

ছেড়ে দিয়েছেন বললেই হয়—স্বামীর আদর্শকে ছাড়তে চান না ব'লে। ভয় কা'কে বলে, মিথ্যা কা'কে বলে, কপটতা কা'কে বলে ইনি জানেন না। এখন তিনি লণ্ডনে—যদি ও-অঞ্চলে আসতে,—আলাপ করিয়ে দিতাম। তবে মুস্কিল এই আলাপ ক'রে এঁর মহিমা বোঝা শক্ত।"

—"কেন ?"

—"ইনি অনেকটা তোমাদের দেশের মেয়েদের মতনই। লজ্জাকে ইনি বিশ্বাস করেন—য়ুরোপের মেয়েরা যাকে বহুদিন জলাঞ্জলি দিয়েছে।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে তাকায়।

চাং হাসে : "একটু আশ্চর্য্য হচ্ছ, না ? আশ্চর্য্য হবার কথা বটে, কারণ আমি পাশ্চাত্য নারীর লজ্জাহীন স্বাবলম্বিতারও ভক্ত, আবার প্রাচ্য নারীর লজ্জাবতী সুষমারও ভক্ত যাকে আমরা বলি yuhsien."

স্বপন বলে : "হাঁ ও-কথাটা ইসাবেলা মাঝে মাঝে বলে বটে।"

চাং হেসে বলে : "বলবে না ? ওকে আমি যে ঐ গুণটির অভাবের জন্তে প্রায়ই ক্ষেপাই!—যেমন মসিয়ে বেনার তোমায় ক্ষেপাচ্ছেন আমার সম্পর্কে পুরুষালি নির্ভীকতা ও insouciance-এর অভাব নিয়ে।"

স্বপন একটু অপ্রতিভ হ'য়েও হেসে বলে : "কিন্তু ও-কথা তোমায় বললে কে ?"

—"কে বলো তো ?"

—"চিঠি লিখেছেন বুঝি ?"

—"না টেলিফোনে বলছিলেন।"

—"টেলিফোনে ? কখন ?"

—"এই ঘণ্টা তিনেক আগে। এখানে এসেই তাঁর সঙ্গে প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট কথাবার্ত্তা কই—ইংলণ্ডে যাওয়া এখন উচিত কি না

জিজ্ঞাসা করতে। তিনি সেই সুযোগে আনার সম্বন্ধেও বেশ দু'কথা ব'লে নিলেন।"

স্বপনের কর্ণমূল উষ্ণ হ'য়ে ওঠে : "আমাকে কিছু বলতে বললেন না কি?"

চাঙের ঠোঁটের প্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে : "বৃদ্ধকে কি অতই কাঁচা উকীল মনে কর তুমি? তিনি এমনভাবে কথা বললেন যাতে আনার মর্য্যাদা ষোলো আনা বজায় থাকে—অথচ তিনি নিশ্চয় জানতেন আমি এ-সব তোমার কানে তুলবই।"

—"কী বললেন?"

—"কী আর বলবেন বলো? আনার নিঃসহায়তার ও সাহসের কথা। ইঙ্গিতে একটু দুঃখ জানালেন—যদি তার কোনো শুভার্থী বন্ধু থাকত হাতের কাছে।—এমন বন্ধু যে সর্ব্বদা তার নিজের কথাই ভাবে না—অপরের কথাও একটু ভাবে।"

স্বপন চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ : "আর কী বললেন?"

—"শেষটা একটু সিনিক্যাল হাসি হেসে বললেন—'তবে এ হচ্ছে আব্দার তাও আমি জানি চাং। জগৎ যেমন উপাদানে গড়া তেমনি ভাবেই তো সে সাড়া দেবে। গরমিল হয় তখনই—যখন মানুষের মনে কি হওয়া উচিত সেটার ছবি একটু বেশি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নইলে চিরদিন স্বপ্নের সুষমার রেখাপাতকে ছেড়ে বাস্তবের স্থূলহস্তাবলেপকেই মানুষ একান্ত ক'রে জানত ও বেশ হিসেবী হ'য়ে সুবুদ্ধি হ'য়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে কোনোমতপ্রকারে সুখ-দুঃখের তাসের-প্রাসাদ গড়তে গড়তেই ধুলোর শরীর ধুলোতে দিত অঞ্জলি।'"

স্বপন ঈষৎ তিক্ত হেসে বলে : "আচ্ছা চাং, তোমার কি মনে হয় আমার প্রতি এই কটাক্ষ ক'রে তিনি সুবিচার করলেন? আমার বক্তি

আমি বইতে বাধ্য—এ কোন্ আদর্শের বর্ণপরিচয়ে লেখা আছে শুনি ?"

চাং তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে কোমল স্বরে বলল : "তাঁকে ভুল বুঝো না ভাই। তিনি আনাকে ভালোবাসেন, তাকে যে-কোনো উপায়ে হোক বাঁচাতে চান—দরকার হ'লে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েও,—কারণ জানো তো—ও-বস্তুটি তিনি একদম মানেন না। তার ওপর দেখ, তোমাকেও তিনি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করেন। মানুষ স্নেহের ক্ষেত্রে কবে একেবারে নিঃস্বার্থ হয় বলো ? সে চায় বৈ কি যে তার নিজের ঝক্কি স্নেহাস্পদ একটু একটু বইবে—মাঝে মধ্যে ; মুখে হয়তো এ-কথা স্বীকার করে না—কিন্তু দাবি-দাওয়ার মধ্যে অকথিত অশ্রুত দাবি তো কিছু কম জোরালো নয় ভাই।"

স্বপন একটু নরম হ'য়ে বলে : "তিনি কি এ-ধরণের কোনো ইঙ্গিত দিলেন না কি ?"

চাং হেসে বলে : "পাগল ! এ-সব ক্ষেত্রে মানুষ কি খুলে বলে কখনো কোনো কথা ? তবু মনের গোপন প্রত্যাশার ভাব তো ভাই শুধু স্বপ্নের আদর্শের কথা ভেবে কাটিয়ে ওঠা যায় যায় না। কত রকমের দাবি-দাওয়া, প্রবণতা, গোপন বাসনা যে আমাদের মনের মধ্যে গুঁড়ি মেরে থাকে—জানোই তো। তারা কোনো সূত্রেও খোরাক চাইবে না একটু ? বাঃ।"

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

চাং বলল : "তাইতো আমি মসিয়ে বেনোয়াকে খুসি হ'য়ে বললাম যে, এ সব শুনলে তুমি নিশ্চয় সানন্দেই প্যারিসে ফিরবে এবার। কিন্তু তখন তো জানতাম না তুমি এর মধ্যেই কায়রো পাড়ি দিচ্ছ।"

স্বপনের মন একটু নরম হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু চাঙের এ-কথায় তাকে

একটু বাজল : "সানফ্রেই প্যারিস ফিরব ভাবলে কেন? আমার তো মনে হয় না আমাকে আমার জন্তেই কেউ চায় এখানে। আমার খোঁজ পড়ে—দরকারে।"

চাং একটু দুঃখের সুরে বলল : "এ-কথা কেন বলছ ভাই? অন্তত আমরা তো তোমাকে সত্যিই চাই, জানো। যদি কায়রো যাওয়া না স্থির ক'রে ফেলতে তোমায় নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করতাম—আমাদের সঙ্গে একবার লণ্ডনে যেতে। ওমোও বলছিল।"

স্বপন কোনো কথা বলল না।

চাং তার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলল : "চল না, যাবে?"

স্বপন ভাবতে থাকে।

চাং মৃদু হেসে বলে : "কিন্তু সত্যিকথা বলতে হ'লে বলতে হয় স্বপন যে, তোমার কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়, এতে আমাদেরও স্বার্থ রয়েছে বৈ কি।"

স্বপন ঈষৎ কুণ্ঠিত বোধ করে : "কী স্বার্থ?"

—"তোমার মতন বন্ধু ইসা পাবে কোথায়? আর অন্ত কার হাতেই বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সঁপে দিতে পারব বল?"

স্বপনের বুকের মধ্যে যে আত্মগ্লানি ধোঁয়াচ্ছিল হঠাৎ জ্বলে ওঠে। এতখানি বিশ্বাস! সে সোজা ওর পানে তাকাতেও পারে না আর।

—"কী, কথা কইছ না যে? যাও তো বলো—আমাদের পাশের ঘরটা তা হ'লে তোমার নামে রিজার্ভ ক'রে আসি?"

—"না।"

তার "না"-র মধ্যে এমন একটা রুক্ষ রেশ আহত কাংস্যপাত্রের মতন ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে! চাং তার মুখের দিকে তাকায় শুধু বিস্মিত হ'য়ে।

স্বপনও কোনো কথা বলে না। তার মনের আকাশ ছিন্নছিন্ন ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে উঠেছে।

চাং তার হাতের 'পরে হাত রেখে বলে : "কিছু মনে কোরো না, স্বপন, তোমাকে আজ যেন একটু কেমন কেমন দেখছি। আমার কোনো কথায় কি তুমি কোথাও আঘাত পেয়েছ ?"

এ কোমল বিশ্রব্ধ সুরে স্বপনের হৃদয়ের একটা উঁচু পর্দার নিভৃত তার বেজে ওঠে, সে মুখ নিচু ক'রে বলে : "চাং, আমি কোনো হিসেবেই অসাধারণ নই, না বন্ধু হিসেবে, না প্রেমিক হিসেবে, না—" বলতে যাচ্ছিল "বিশ্বাসের পাত্র হিসেবে—" কিন্তু পারল না।

চাং বিস্মিত কোমল সুরে বলল : "কী হয়েছে বলো তো। তোমার সদাপ্রফুল্ল মুখ এমন মেঘলা তো কখনো দেখিনি। তোমাকে যে ভাই চিরদিন খোলা হাওয়া ব'লেই জেনে এসেছি !..."

স্বপন তার দৃষ্টি এড়াতে মুখ একটু ফিরিয়ে বলে... নিশীথ রাত। মাথার ওপরে পাতলা সবুজ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একজোড়া বিজ্‌লি বাতি এমন স্নানচ্ছন্দে তাদের মধ্যেকার টেবিলের 'পরে নিষণ্ণ !...তার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।...

দুজনের কেউই কথা বলে না।...অদূরে একটা জাহাজের গম্ভীর বাঁশি করুণ সুরে ওঠে বেজে।...জাহাজের বাঁশি তাকে বরাবরই উদাস্ ক'রে তুলত, আজ হৃদয়ের মধ্যে সে বহুকম্প-ধ্বনিত বিষাদসুরে জেগে ওঠে—একটা পথহারা মীড়। কাল কোথায় যাবে সে ?...কেন এমন ঘুরে বেড়াচ্ছে ?... কিসের পথ চেয়ে ? প্যারিস থেকে নীস, নীস থেকে কায়রো। কোনো লক্ষ্যই কি নেই জীবনের ?...বাঁশি একটু থেমে আরও কোমল সুরে বাজতে থাকে !...স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে এবার।...অমনি একটা বাঁধারে এবাও যাবে কাল...সে কোন্ একদিকে !

…পথে-পাওয়া বন্ধু, এমনি পথেই বুঝি ছেড়ে যায়? …আর, দুদিনের পাওয়ার মধ্যেও কি না একটা আবিলতা এসে গেল…তার চোখে উপচীয়মান জলকে সে বহুকষ্টে রোধ করে।…ঠিক এই সময়ে চাং তার মুখের কাছে ঝুঁকে “এ কী?” ব’লেই তার দুটি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিল। “কী হয়েছে ভাই? বলবে না?”…পুরুষের স্বর যে এত কোমল হয় তা স্বপন কখনো জানত না!…এমন বিশ্বাসের—এমন হৃদয়ের প্রতিদানে!—তার কানের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে কেবল ওর দুটি ছোট্ট কথা: “তুমি যে ভাই খোলা হাওয়া!” হায়রে, এ শ্রদ্ধাঞ্জলিকে স্বীকার করারও কোনো পথই নেই যে আর!…তার আত্মসম্ভ্রম যে আজ সহসা-আহত বিহঙ্গের মতই ধূলিক্ষুণ্ণ…পঙ্গু!…সে হঠাৎ গাঢ় কণ্ঠে ব’লে বসে: “চাং আমাকে তুমি বড় বোলো না আর।”

চাং তার হাতদুটির ’পরে নিবিড় স্নেহের চাপ দিয়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল: “সে কি ভাই?”

—“হ্যাঁ, আমি তোমার বিশ্বাসের অযোগ্য—তোমার কাছ থেকে সব গোপন ক’রে তোমার শ্রদ্ধা প্রীতি ভোগ করতে চেয়েছিলাম—কাদার-গড়া দেবতার মতো।” ব’লেই স্তিমিত কণ্ঠে মোটর-বোটের উপর যা যা ঘটেছিল সব একনিঃশ্বাসে ব’লে গেল।

চাঙের মুখের একটি পেশীও নড়ল না। ঠিক প্রস্তরীভূত মূর্তি! স্বপনের মনে কোথায় একটা নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে।…কেন বলতে গেল!…কেন দরদী ব’লে ভুল করল ওকে?…যদি ইসাবেলাকে এজন্যে দুঃখ পেতে হয়?…আরও কত উলটোপালটা চিন্তা।…

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল নিঃশব্দে। স্বপন বলল: “তাই আমি স্থির করেছি প্যারিসে আর ফিরবই না। কেন মিথ্যে মিথ্যে তাকে ব্যথা দেব? তোমাকে বেদনা দিয়েছি এই-ই আমার যথেষ্ট তিরস্কার।”

চাঙের পাথরের মত মুখ ধীরে ধীরে মানুষের মত হ'য়ে উঠল। সে শান্তকণ্ঠে তার দিকে চেয়ে বলল : "এতে আমি বেদনা পাইনি বললে মিথ্যা বলব।—এবং···এবং আমি মিথ্যা খুব কমই বলি।" ব'লে ফের একটু থামল। স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন যেন গুমট ক'রে ওঠে। চাং বলে : "কিন্তু এ-ব্যথা-পাওয়াটা একান্তভাবে আমার নিজেরই—এর সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। তবে একটা কথা জেনো : এর দরুণ তোমাদের প্রতি আমার একটুকু শ্রদ্ধা কমবে না। যদি ফের ঐ অবস্থায়ই কখনো পড়ি তবে ফের তোমার তদারকেই ইসাকে রেখে যাবো। এ-বিদায়রাত্রে আমার এ-কথা তুমি অবিশ্বাস কোরো না।"

স্বপন কী যে উত্তর দিল তা সে নিজেই জানে না।

বোধ হয় চাঙের কানেও সে-সব পৌঁছল না। সে বলল : "এ আমার ঢং নয় স্বপন। শোনো তোমাকে আমার জীবনের একটা মাত্র ঘটনা আজ বলি, যা আমি কখনো কাউকে বলিনি।"

ব'লে একটু থেমে কেমন যেন আবছা হেসে বলল : "তোমার 'আত্ম-আবিষ্কার' কথাটি খুব সত্যি বৈ কি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে কতরকমের জীব লুকিয়ে থাকে · আর কতরকম যে তাদের ক্ষুধা, মতিগতি, কতরকম প্রতারণার খোরাকেই যে তারা বাড়ে···"

পাশের গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বাজে···চাঙের শেষ কথাগুলো ঢাকা প'ড়ে যায়।

মারিয়া

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চাং বলতে লাগল : "ইসা তোমাকে ব'লে থাকবে আমি বণিক পিতার ধনীপুত্র ছিলাম এক সময়ে ; তার ওপর

ক্যান্টন থেকে স্কলার্শিপ পেয়ে বিশেষ ক'রে য়ুরোপীয় চিত্রকলার টেকনিক ও পদ্ধতি শিখতে এদেশে আসি—বলেনি ?"

—"বলেছে।"

—"আমি প্রথমে আসি লণ্ডনে। সেখান থেকে পারিসে। পারিসে মাস ছয়েক মসিয়ে বেনারের কাছে য়ুরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শিখে ইচ্ছে হ'ল একটু বেড়াই। মসিয়ে বেনারও বললেন নানা দেশের ছবি-টবি দেখা মন্দ নয়। আমি চ'লে আসি স্পেনে।"

—"কিন্তু এত দেশ থাকতে আমাটা স্পেনে কেন ?"

চাং হেসে বলল : "ছেলেবেলা থেকে ঘাটের চেয়ে আঘাটার 'পরেই আমার একটু বেশি লোভ। সেইজন্যেই বোধ হয় স্পেন সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে কেমন একটা কৌতূহল আমার মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। শুনেছিলাম স্পেনে মীডিভাল যুগকে এখনো জীইয়ে রাখা হয়েছে। ভারি ঔৎসুক্য বোধ হ'ত। কারণ—য়ুরোপের মধ্যযুগের প্রতি কি জানি কী একটা দুর্নিবার টান ছিল আমার—বোধ হয় আমরা চৈনিকরা একটু মীডিভাল ব'লে। এ আধুনিকতার ঘাটে আমরা কি রকম ঠোক্কর খাচ্ছি জানো তো ? সাধে কি য়ুরোপে আমরা inscrutable ব'লে বিখ্যাত ?"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত সুরে বলল : "আমি আঘাটা বলতে ও-কথা—"

চাং হেসে বাধা দিয়ে বলল : "জানি হে জানি। ও আমি একটা ঠাট্টা করলাম। যাক শোনো।

"মসিয়ে বেনারেরও এতে সায় ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন—সব আগে মাদ্রিদে গিয়ে একটু ভেলাস্কে-র secular গন্ধ ও মুরিলোর picaresque আমেজ লুটে নিয়ে এসো হে। পাছে ইতালির চিত্র-

রেনেস াঁসের ধার্মিক আবহাওয়ায় আমার মনের উপকূলে ভগবদ্ভক্তির মায়াধনু ফুটে ওঠে এজন্যে তাঁর দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। জানো তো?"

স্বপন হেসে বলল : "হাড়ে হাড়ে।"

চাং শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে পড়ল। থেকে থেকে সে এমনি হঠাৎই গম্ভীর হ'য়ে পড়ত। তারপর বলতে লাগল : "স্পেনে এসে আমি আগে খুব বেড়ালাম একচোট। সেভিল, গ্রানাদা, কাতালোঞা, কাস্তিল, সান সেবাস্তিয়ান চক্র দিয়ে মাদ্রিদে পৌঁছে মহাসমারোহে উঠি—মসিয়ে বেনারেরই এক ভূতপূর্ব ছাত্র দন রুবিয়োর অতিথি হ'য়ে—মানে পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে। মসিয়ে বেনারেরই চিঠি ছিল।

"দন রুবিয়ো ছিলেন মাদ্রিদের বিখ্যাত প্রাদো ম্যুজিয়ামের কিউরেটর। কিন্তু আমার বর্ণনীয়া হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী—Dona Maria Rubio."

এক অনির্দিষ্ট প্রত্যাশায় স্বপনের বক্ষ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে : মনে হয় যেন নিজেরই কাহিনী—যেমন বিদেশে প্রিয়বন্ধুর কাহিনী শুনতে শুনতে কত সময়েই হয়।

চাং বলতে লাগল : "এঁর বয়স তখন—মানে, বছর [illegible] আগে—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আমার চেয়ে ঠিক তের বছরের বড়। যৌবনের রক্তচ্ছটা অস্তায়মান—কিন্তু গোলাপী ঘোর তখনও দেহের দিগন্ত-রেখায় ঝিক্‌ঝিক্ করছে। এ-রকম আসন্নপ্রৌঢ়া অথচ যৌবনচঞ্চলা নারী বোধ হয় এদেশে যেমন মনোহর বর্ণে দেখা দেয় প্রাচ্যে তেমন দেয় না, তোমার মনে হয় না?"

—"হয়। আমি এ-রকম কয়েকটি নারী দেখেছি। তাঁদের দেখলে নয়ন তত মুগ্ধ হয়তো হয় না, কিন্তু···কোথায় যে—" ব'লেই সে থেমে গেল।

চাং হেসে পাদপূরণ করল : "তাঁদের শেষ যৌবনের রক্তরাগ অস্তায়মান সূর্যের মৃত্যুশিয়র থেকেও আমাদের মনকে রাঙিয়ে তোলে— তার দিশা মেলে না ; এই না ?—অবিকল ঐ কথাই তাঁর সম্বন্ধেও আমার মনে হ'ত হয়তো। কিন্তু হয়নি কেন জানো—প্রথমটায় ?" স্বপন উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রইল তার পানে, কিন্তু কিছু বলল না।

চাং একটু আবছা হাসল, পরে ধীরে ধীরে বলল : "হয়নি কারণ, তাঁর মধ্যে ছিল একটি অসামান্য পতিনিষ্ঠা।"

—"পতিনিষ্ঠা ?"

—হাঁ। আর সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল, সত্যি। আমাদের দেশেও মেয়েরা খুবই পতিগতপ্রাণা হ'তে পারে। কিন্তু মনা মারিয়ার পাতিব্রত্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।"

—"কেন ?"

—"কারণ তাঁর কাছে পাতিব্রত্য শুধু ব্রত ছিল না—ছিল স্বধর্ম। সাধনালব্ধ আলো ও স্বয়ংপ্রভা আলোর মধ্যে ভেদ নেই ? এ-ও সেই রকম !"

—"কথাটা বলেছ ভালো।"

স্বপনের কথাটা যেন চাঙের কানেই গেল না : "আর-এক রকম পাতিব্রত্য আছে—যেমন তোমাদের হিন্দু সতীর। কিন্তু কেন জানি না —সে-ধরণের প'ড়ে-পাওয়া বাধ্য-বরার সতীত্বে আমার কোনোদিনই তেমন শ্রদ্ধা হয়নি ; যদিও সব আত্মত্যাগের মধ্যেই যে প্রশংসার কিছু-না-কিছু খুঁজলে মেলে এ-কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু মনা মারিয়ার অনায়াসলব্ধ পতিপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছিল এইজন্যে যে, পতিকে তিনি হিন্দু সতীর মত পাতিব্রত্যের প্রতীক হিসেবেই উপাসনা করেননি—সহজ প্রেমে দেহ মন দিয়েই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন—যেমন আমাদের চীনদেশে

চিত্রীরা বরণ করে চিত্র-লক্ষ্মীকে। সমস্ত জীবন তিনি শুধু উৎসর্গ না, আনন্দের আত্মদানে নিজেকে নিবেদন ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁর স্বামীর পায়ে। সকলেই তাঁকে দেখে এই কথাই বলত। আর বাস্তবিক না ব'লে উপায়ও ছিল না।"

স্বপন আবিষ্ট হ'য়ে শুনতে থাকে।

—"আমার কয়েকটি ছবি তাঁর বড্ড ভালো লেগে যায়।"

—"তিনি কি তোমাদের ছবির কিছু বুঝতেন ?"

—"হাঁ। অন্তত: আমাদের ছবির বৈশিষ্ট্য রুবিয়ো-দম্পতী যত ভালো বুঝতেন তত ভালো এদেশে কাউকে কখনো বুঝতে দেখিনি। তবে এটা যে তাঁদের শুধু স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির দরুণই ঘটেছিল তাই নয়—তাঁরা একটু চর্চ্চাও করেছিলেন। এমনকি দন রুবিয়ো একবার লম্বা ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক চীনে ছ'মাস ও জাপানে চারমাস কাটিয়ে আসেন—শুধু চীন-জাপানের ছবি সম্বন্ধে শিখতে।"

—"বটে ?"

—"হ্যাঁ। আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বড় ভালোবাসতেন চীনের সভ্যতা ও চীনা নরনারীকে।"

—"দুজনেই ?"

—"হাঁ। অবশ্য দন রুবিয়োই ছিলেন এ-বিষয়ে স্ত্রীর দীক্ষাগুরু কিন্তু গুরু যদি স্বামী হন তবে শিষ্যা স্ত্রী সহজেই দীক্ষায় ফললাভ ক'রে থাকেন —সব দেশেই, নয় কি ?"

স্বপন একটু হাসল শুধু। চাং ফের গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগল : "এর ঠাট্টাই নয় সবটা। দনা মারিয়া রুবিয়ো স্বামীর দীক্ষাগুণে সত্যিই চৈনিক আর্ট সম্বন্ধে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন। ফল হয়েছিল এই যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে

হ'লে ওর বর্ণপরিচয় থেকে সুরু করতে হ'ত না। এ-চিত্রবর্বর-যুগে এটা বড় কম লাভ নয়, কী বলো—আর্টের দিক থেকে?"

স্বপন হেসে বলল: "কিন্তু এ-লাভটা আর্টের দিক থেকেই বেশি হয়েছিল, না তোমার দিক থেকে, সত্যি বলো তো?"

চাং এ-পরিহাস গায়ে মাখলো না, চিন্তিত সুরে বলল: "আমার দিক থেকে যে খতিয়ে খুব বেশি লাভ হয়েছিল এমন কথা আমি বলতে পারি না। কারণ আমার সময়ে সময়ে এখনো মনে হয় যে, হয়তো মারিয়া আমাদের আর্ট সম্বন্ধে কিছু না জানলেই সব দিক দিয়ে ভালো হ'ত।"

স্বপন বিস্মিত সুরে বলল: "কেন?"

—"এইজন্তে যে, আমাদের আর্ট সম্বন্ধে এত বলা-কওয়ার না থাকলে আমাদের এত ভাব হ'ত না কখনই।"

—"তা কি বলা যায় জোর ক'রে? বাঃ।"

—"যায়। কেননা মারিয়া এমন কিছু উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন না যাঁর সঙ্গে আলাপে লাভবান হওয়া যেত।"

—"এ তুমি ভারি কাঁচা কথা বললে চাং, মাফ কোরো। মেয়েদের সঙ্গে আলাপে আমরা যে প্রধান লাভবান হই সেটা কি তাঁদের উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার দরুণ, না মেয়ে হওয়ার দরুণ?"

চাং চম্‌কে উঠল: "কথাটা তুমি মন্দ বলনি স্বপন, এবং এ-কথা আমি পুরোপুরি অস্বীকারও করি না। কিন্তু আমার ইতিহাসটা একটু বলি এখানে তা হ'লে। নইলে বুঝবে না ঠিক—আমার কথা কেন একটু স্বতন্ত্র ছিল এ-ক্ষেত্রে।

"আমি যখন য়ুরোপে আসি তখন প্রতিজ্ঞা ক'রে আসি যে, বিদেশে শুধু আর্ট-ই হবে আমার একমাত্র উপাস্য দেবী—কোনো অজুহাতেই অন্ত

কোনো দেবীকে ওঁর বেদীতে বসাবো না। রুদ্র সঙ্কল্প করেছিলাম যে কোনো নারীকে আমার মনের অন্দর মহলের চাবি মুহূর্তের জন্তেও দেবো না। অন্দর মহলের চাবি দেওয়া তো দূরের কথা—শপথ করেছিলাম তাকে প্রীতির সদর দেউড়িতে ঢুকবার ছাড়পত্রও দেবো না।"

—"বাপুরে। এমন করিয়োলানাসী প্রতিজ্ঞা কেন?"

—"সে অনেক কথা। সে-সব বলতে গেলে আজ সমস্ত রাতেও ফুরুবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে, য়োকোহামাতে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধুকে হারাই একটি তরলমতি জাপানী মেয়ের জন্তে—যে আমাদের দুজনকে নিয়েই খেলাত। তিনি আত্মহত্যা করেন আমারই প্রতি ঈর্ষায়। তা'তে আমার মনে এত আঘাত লাগে যে আমি অসুখে পড়ি। বাঁচবার আশা ছিল না। সেই থেকে স্থির করি যে, বয়োজ্যেষ্ঠা না হ'লে কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশবই না, এবং বয়োজ্যেষ্ঠা হ'লেও শুধু আর্ট বা স্বদেশ ছাড়া অন্ত কোনো বিষয়ে কথাই কইব না তাঁর সাথে। মানে—" চাংড়ের ঠোঁটে একটা আবছা হাসি ফুটে ওঠে: "শুধু বর্ম্মের 'পরে ভরসা রেখেও নিশ্চিন্ত থাকা নয়—অজ্ঞাতকুলশীলার তূণীরের সব বাণগুলিই ভোঁতা হওয়া চাই, বুঝলে না?"

স্বপন ঘাড় নাড়ল।

"মারিয়া প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কারণ তিনি ছিলেন আমার এক দিদির বয়সী; এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও পাশ করলেন—কেননা শুধু যে আর্ট সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব ছিল তাই নয়, বিশেষ ক'রে চীন জাপান সম্বন্ধেও তাঁর ঔৎসুক্যের অবধি ছিল না। সত্যিই তাঁকে যে আমি শুধু দিদির চোখে দেখতাম তাই না—তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ পনের আনা কথা হ'ত নৈর্ব্যক্তিক প্রসঙ্গ নিয়ে: হয় পিকিনের কুয়োৎসেকীন বিশ্ববিদ্যালয়, না-হয় নানকিনের পোর্সেলেন টাওয়ার; হয় শাংহাইয়ের

পাগোডা, না-হয় ক্যান্টনের কুওমিনটাং; হয় চাং-রাজত্বের কবি লি-তাই-পে, না-হয় সুং-রাজত্বের কবি শু-টং-পো; হয় য়েটোকুর 'ঙ্করামা স্ক্রীন', না-হয় অকুচুর 'মোরগবৃন্দ'; হয় বার্টরাণ্ড রাসেলের চীনসমস্যা, না-হয় লাফকাডিয়ো হার্নের জাপান-উচ্ছ্বাস—এককথায়, একান্ত নিরামিষ কাথাবার্তা আর কি।"

চাং একটু থামল। তার ঠোঁটের কোণায় পূর্বস্মৃতির হাসি ফুটে ওঠে যেন।..."কিন্তু হ'লে হবে কি? তুমি সেদিন তোমাদের নল-দময়ন্তীর গল্পে বলছিলে না—কলির ছিদ্র খোঁজার কথা? শুনেই আমার মারিয়ার কথা মনে হয়েছিল। এত সাবধানে থেকেও কেমন ক'রে যে কী হয়!"

চাং বলতে লাগল: "আমার মধ্যে এ-সন্দেহ প্রথম উদয় হয় একদিন মারিয়ার চোখের একটা দৃষ্টি হঠাৎ সন্ধ্যার ছায়ায় আচম্‌কা নজরে, প'ড়ে যাওয়ার ফলে। তার পরে জাগ্রত মুহূর্তে দূর ক'রে দিতাম সে-দৃষ্টির চিন্তা। কিন্তু স্বপ্নে তার এ-চাহনিকে নানাভাবেই দেখতাম। মনটা কোথায় যেন একটু একটু ক'রে বিবশ হ'তে লাগল ঐ একটা দৃষ্টির পর থেকে। আমি বুঝতে পারতাম সে কথাবার্তার একটু মোড় ফেরাতে যেন চেষ্টা পাচ্ছে অথচ কোনো ধরা-ছোঁয়া যায় এমন প্রমাণও পেতাম না। মনকে তিরস্কার ক'রে বলতাম—এমন পবিত্রচিন্তা, পতিগতপ্রাণা মেয়ের সম্বন্ধে—ছী! একটু একটু ক'রে অধৈর্য্যারমান চিত্তের রাশ আরও ধরতাম টেনে। কথাবার্তার মধ্যে চৈনিক সৌজন্ত দিয়ে সব অন্তরঙ্গতার ফাঁক আপ্রাণ চেষ্টায় বুঁজিয়ে দিতাম।"

চাং ফের সেই আবছা হাসি হাসল: "কিন্তু নিয়তি যে কখন কী খেলা খেলেন ভাই! একদিন Puerta del Sol-এর রাজপথে মারিয়ার সঙ্গে আমি রাস্তা পার হ'তে যেতে একটা ট্যাক্সির নিচে চাপা পড়তে পড়তে

বেঁচে যাই। এই সময়টা আমি বোধ হয় রোখ ক'রেই বেশি খাটতাম—মারিয়ার প্রবর্দ্ধমান চিন্তাকে ঠেকাতে। ইচ্ছাশক্তির জোরে এ-ভাবে মনের এদিককার ছিদ্রগুলি বুঁজিয়ে দিতাম বটে—কিন্তু ফলে কেমন যেন একটু ক্লান্ত লাগত। তা ছাড়া বলেছি য়ুরোপে আসার ঠিক একটু আগেই আমার সেই বন্ধুটির আত্মহত্যার দরুণ পড়ি অসুখে। প্রায় ব্রেণফিভার মতন হয়। য়ুরোপে পৌঁছিয়েও মাঝে মাঝে মাথা ঘুরত। ডাক্তার বেশি পরিশ্রম করতে বারণ করেছিল বছর খানেক। এই সময়ে আমি সে-কথাকে অবহেলা ক'রে বেশি খাটা সুরু ক'রে দিলাম। না খাটলে ঐসব চিন্তা আমাকে এত বেশি পেয়ে বসত!···যাক কী বলছিলাম যেন?"

—"ট্যাক্সি চাপা পড়তে পড়তে—"

—"ও—হাঁ। মারিয়াই এক রকম আমাকে বাঁচায়। ট্যাক্সিটা মোড়ে হঠাৎ বেঁকে, আমি যখন হর্ণ শুনলাম—মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠল—তারপর আর মনে নেই। পরে শুনলাম মারিয়া আমার হাত ধরে হেঁচ্‌কা টানে ও আমি মাটিতে প'ড়ে যাই। সে সময়ে মোটরের বনেট না মাডগার্ড লেগে তার হাতেও খুব লাগে, কিন্তু আমি বেঁচে যাই। কেবল হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগে।"

"যখন জ্ঞান হ'ল—মনে হ'ল কিসের একটা দোলানি। কিন্তু চেতনা তখন ঘোলাটে। মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা। চুপ ক'রে রইলাম। খানিক বাদে সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে এলো।—বুঝতে পারলাম আমি একটা ট্যাক্সিতে। ঝাঁকুনিতে মাথায় বড্ড লাগছিল। কিন্তু কথা বলতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হ'ল আমার মুখের খুব কাছে কার যেন উষ্ণ নিঃশ্বাস। তার পরেই ওষ্ঠে উষ্ণ স্পর্শ অনেকক্ষণ ধ'রে। আমি হঠাৎ চোখ খুললাম। ও তৎক্ষণাৎ সোজা হ'য়ে বসল।

আমার যে এত হঠাৎ জ্ঞান আসবে তা বোধ হয় সে ভাবেনি। ওর দু'চোখে জল।"

চাং বলতে লাগল: "ইচ্ছাশক্তির 'পরে আমার একটু কর্তৃত্ব আছে এ হয়তো তুমি লক্ষ্য ক'রে থাকবে। আমি শুধু তারই জোরে সোজা হ'য়ে বসলাম ও মারিয়ার সঙ্গে সহজভাবেই কথা কইলাম। সে একটু আশ্চর্য্য হ'ল, অপ্রতিভও ;—তবে আমি তাকে বুঝতে দিলাম না কিছু। সে-ও মুখে কিছু বলল না। আমার সেদিনের অভিনয় সে যে ধরতে পেরেছিল এ-কথা সে আমাকে বলেছিল বহুদিন পরে—আমার জীবনের এক স্মরণীয় রাতে। কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।"

চাং বলতে লাগল: "কিন্তু সেদিন থেকে আমরা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের একটু কাছে এসে পড়লাম বৈ কি। মজা দেখ,—বেশি ক'রে খাটছিলাম ওর চিন্তাকেই এড়াতে—অথচ বেশি খাটার জন্যেই মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়ে এসে পড়লাম ওর আরও কাছে। এ-কথা আজও ভাবি আর মনে মনে হাসি। কতরকমই না মৎলব আঁটে মানুষে!"

চাং একটু হাসল: "আমাকে সাত-আট দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হ'ল। ডাক্তারে বলল concussion of the brain-এর রগ ঘেঁষে গেছি। মাথায় তীব্র যন্ত্রণার সময়ে মারিয়া কয়দিন অক্লান্ত সেবা করল। প্রায় সারারাত শিয়রে জেগে ব'সে থাকত বললেই হয়। মাথা টিপে দিত, হাতে ক'রে খাইয়ে দিত, আরও কত কী। কারণ আমার স্নায়ুগুলী কেমন যেন আমার বেদখল হ'য়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু এ দুদিনে একটা বড় রকম পরিবর্তন হ'য়ে গেল: কথাবার্তায় দূরত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব রইল না; পাকেচক্রে প'ড়ে কথাবার্তা একটু নরম দিকেই মোড় নিল, তাকে ঠেকানোর না রইল উপায়, না তাগিদ।

নৈর্ব্যক্তিকতার নীলাভ্র থেকে নামতে হ'ল ঘরোয়া কোমলতার হরিতাঞ্চলে।" ব'লে সে একটু থামল।

—"তারপর?"

—"তারপর থেকেই সুরু হ'ল আমাদের দ্বন্দ্ব। আমরা মুখে আগের মতনই সহজ অনাবিল মিষ্ট ব্যবহারের প্রয়াস পেতাম—কিন্তু মন নাগাল পেতে চাইত যেন আরও কিছুর। অবশ্য ট্যাক্সির প্রসঙ্গটা দুজনেই চলতাম এড়িয়ে। সে কি ভাবত সেই জানে, আমি ভাবতাম ও বুঝি তার ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা বৈ আর কিছুই না।

"কিন্তু শক্তিমত্তার মতন দুর্ব্বলতাও সংক্রামক। আমারও মনের সংযম-মূলও একটু একটু ক'রে আলগা হ'য়ে আসতে লাগল। ক্রমাগতই মনে হ'ত সেই ট্যাক্সির কথা। তার দেহের সেই একান্ত সান্নিধ্য—সেই উষ্ণ স্পর্শ। প্রথম প্রথম এ-সব চিন্তাকে আসবামাত্র দিতাম তাড়িয়ে—কিন্তু রাত্রে নানারকম স্বপ্ন আবার সেখানেও সাধল বাদ।—কিন্তু সে-সব তুমি কল্পনা ক'রেই নিও, কারণ সব বলবার সময় নেই।" স্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে চাং শান্তকণ্ঠে বলতে লাগল: "খতিয়ে বেটা দাঁড়ালো সে বড় বিচিত্র। দুজনেই দুজনের একটু কাছে এসে পড়েছি, সে-ও জানে আমার প্রতি তার টান ঠিক শিল্পী ছোট ভাইয়ের প্রতি দিদিয়ানা নয়—আমিও জানি—বুঝতেই পারছ?—অথচ দুজনেই চলি পা টিপে টিপে। সদা সজাগ বুদ্ধি কেবল ভাবতে থাকে কেমন ক'রে বাইরে হার্মনির একটা ঠাট বজায় রাখা যাবে। প্রতি পা বাড়াবার মুখে পেছনের পায়ে দেহভার ন্যস্ত করা আর কি—কে জানে—অজ্ঞ উদ্যত চরণ নিচে মাটি পাবে—না অতলস্পর্শী গহ্বর?"

স্বপন চমকে ওঠে যেন।

—"কী?"

—"কিছু না। তারপর ?"

—"তারপরের অধ্যায়টা হ'য়ে উঠল আরও বিচিত্র! প্রতিদিনে সে কত কী ছোট ছোট ঘটনা,—বাইরের লোকের কাছে তুচ্ছ অবশ্য—কিন্তু আমাদের কাছে রাফাএলের মাদোনার দৃষ্টির চেয়েও গভীর। কত আত্মপ্রতারণা, ছল ক'রে কাছে আসা, ভয় পেয়ে দূরে স'রে যাওয়া, কত অছিলায় একজনের আর-একজনকে বলতে চাওয়া যে, একটু এগিয়ে এসোই বা—অথচ মুখ ফুটে বলার ভরসা না-পাওয়া—সে এক গিবনের ইতিহাস লেখা যায় হে—মাত্র সে তিন মাসের দোলা নিয়ে। এ-সব তুমি বুঝবে। —কী ? কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলে ?"

—"একটা কথা কেবল : তোমার পালাবার ইচ্ছে একেবারে লোপ পেল কি এরই পরে ?"

—"প্রথম প্রথম পারনি। কিন্তু ছোট ছোট সান্নিধ্যের প্রশ্রয় নিতে নিতে যে-ই একটু বড় বড় প্রশ্রয়ের বা উৎকোচের লোভ জন্মালো, যে-ই মনে হ'ল সে দাবিরও মর্য্যাদা মিলতে পারে হয়তো—সে-ই যেন এদেশের Revolving stage-এর মত মুহূর্ত্তে ঘটল পটপরিবর্ত্তন। যেখানে একটু আগের দৃশ্যে ছিল নিতৃণ ধূ ধূ প্রান্তর—সেখানে পরের দৃশ্যেই জেগে উঠল শ্যামল কুঞ্জবন। আর তার হিল্লোলে—বুঝতেই পারছ"—ব'লে একটু থেমে বলল : "সত্যি স্বপন, হঠাৎ দেখলাম যে পালাবার জোরও পাচ্ছি না। তাছাড়া পালাবার পথে যে একটা সত্যিকার বড় বাধাও ছিল। এ নিশ্চয়ই জানো যে শুধু দুর্ভাগ্যই 'single spy'-এর মতন একা আসেন না তাই নয়—জীবনের প্রতি সৎ-সঙ্কল্পের অরাতিরাও আসেন 'battalion' বেঁধে ? ঠিক এই সময়েই কি আমি সান ফার্নান্দোর আকাডেমিতে মুরিলোর বিখ্যাত সেন্ট ফ্রান্সিসের ছবিটির একটি কপি করছিলাম—দেশে নিয়ে যাবো ব'লে! এ খানিকটা দেশের কাজও বৈ কি ;—সুতরাং শুধু

একটা ফাঁদে পড়বার ভয়ে—একান্ত ব্যক্তিগত কারণে কাজ ফেলে দৌড় দেব—এ-কথা ভাবতেও বাধত। দেখছ তো, সাধু সংকল্পের বিপক্ষে অন্তরায়রা কী রকম সার বেঁধে পাহাড়-প্রমাণ হ'য়ে ওঠে?"

স্বপন মৃদু হাসল, কিন্তু এ-কথার উত্তর দিল না, বলল: "কিন্তু শেষটায় দাঁড়াল কী? পালালে, না—না?"

—"পালানোর ফুর্সৎ মিলল কৈ তখন? যখন মিলল, মানে—পরে, তখন না পালালেই ছিল ভালো।"

—"কি রকম?"

—"বলি। আমার এ-যাবৎ ধারণা ছিল যে, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হওয়ার বুঝি কেবল সুবিধেই আছে, কিন্তু এইবার নতুন ক'রে টের পেলাম যে ওর অসুবিধেও আছে যথেষ্ট। ক্রমাগত ইচ্ছাশক্তির কাছে হাত পাততে পাততে শেষটায় শুধু যে মন আত্মসম্মান হারিয়ে বসে তাই নয়, প্রবৃত্তিও হ'য়ে ওঠে অত্যধিক-রাশটানা-ঘোড়ার-মতন অতিষ্ঠ। তবু এ-ও সওয়া যায়, কিন্তু সওয়া যায় না যখন স্নায়ুরাও প্রবৃত্তির চাপে দেয় ইস্তফা।—আমার সুরু হ'ল অনিদ্রা।

"ঠিক এই সময়ে মারিয়া গিয়েছিল তিন-চার দিনের জন্যে সেভিলে—তার এক ভাইয়ের খুব অসুখে। আমি একটু জোরও পেলাম। দন রুবিয়োও ভাবিত হ'য়ে বললেন, সান সেবাষ্টিয়ানে সমুদ্রের হাওয়া খেতে যেতে—অন্ততঃ দিন পনেরর জন্যে। আমি রাজি হলাম। গেলাম, কিন্তু মারিয়া ফিরে আসার আগেই।"

স্বপন বলল: "তা হ'লে পালাতে পেরেছিলে বলো—শেষটায়?"

চাং ঈষৎ হাসল: "পেরেছিলাম বটে, কিন্তু কেমন পালানো জানো? চাকার প্রতি অংশ উপর দিকে উঠবার সময়ে যেমন ভাবে—মাটি থেকে পালাচ্ছে।"

—"ঠিক বুঝলাম না।"

—"বুঝবে সান সেবাষ্টিয়ানে কার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল শুনলেই।"

—"কার ?"

—"ইসাবেলার। আমি সান সেবাষ্টিয়ানে যে-রবিবারে পৌঁছলাম ও পৌঁছল তার পরের রবিবারেই—এবং ওর স্থানও হ'ল ঠিক আমার পাশের ঘরে। এবার বুঝেছ ?"

—"তবে যে ইসাবেল বলল ও তোমাকে মাদ্রিদেই দেখে প্রথম ?"

—"ও আমাকে প্রথমে দেখে মাদ্রিদেই বটে, কিন্তু আমি ওকে প্রথমে দেখি আমার ঘর থেকে সমুদ্রে স্নান ক'রে উঠে আসতে। দেখেই মুগ্ধ, এবং সেই দিনই মাদ্রিদে চম্পট।"

—"কেন ?"

—"মানুষকে যদি দুর্ভোগ ও মরণের মধ্যে বেছে নিতে বলা যায় তবে কি সে শেষেরটা বেছে নেয়—না প্রথমটা ? মারিয়ার হাতে আমার অন্ততঃ মৃত্যু-ভয় তো ছিল না।"

—"কিন্তু ইসাবেলার হাতেই যে ছিল এ-কথা—"

—"ইসাবেলাকে নৌকায় কাছে পাওয়ার পরেও কি এ-কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে বন্ধু ?"

স্বপনের কর্ণমূল বেয়ে রক্ত ওঠে শির শির ক'রে। কিন্তু সে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল : "কিন্তু ঐ রকম অবস্থায় তুমিও তাকে পেতে এ-কথা ধ'রে নিচ্ছ কেন ?"

—"বলিনি—সে একা এসেছিল সান সেবাষ্টিয়ানে ?—আর হোটেলে আমার পাশেই ছিল তার ঘর ?"

—"তা'তে কী ? যদি সে ধরো না মিশত তোমার সঙ্গে ?"

চাং এবার শুধু হাসল—উত্তর দিল না।

—"হাসলে যে ?"

চাঙের অধর প্রান্তে হাসির রেখা আরও ফুটে উঠল, বলল : "ওটা ঈষৎ গর্ব্বের হাসি ব'লেই ধরতে পারো।"

—"যথা ?"

চাং মুহূর্ত্তে গম্ভীর হ'য়ে পড়ল : "আমার মনের মধ্যে কেমন একটা ধারণা আছে স্বপন যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতে চাইলে না-পেরে হ'টে আসতে আমি পারিই না। তবে বোধ হয় আজ অবধি এদিক দিয়ে কখনো ঘা খাইনি ব'লেই এ-রকম একটা মিথ্যে দর্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—যাকে তোমাদের দর্পহারী লাঞ্ছনার বাস্তব বজ্রে একদিন গুঁড়ো ক'রে দেবেন।" বলতে বলতে তার ঠোঁটের উপর ফের ঈষৎ হাসির আভা ফুটে উঠল : "কিন্তু যতদিন মানুষ ঘা না খায়—ততদিন নিজেকে তো কেমন ক'রে চেনে না ভাই—দর্পকে অসত্যভিত্তি ব'লেও জানে না। নয় ? মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে কি—বিশেষতঃ এ-সব আত্মাদরের ক্ষেত্রে ?—কিন্তু এ-সব গবেষণা যাক—তোমারও রাত হ'য়ে যাচ্ছে। এ-অধ্যায়ের শেষের দিকে আসি এবার।"

ব'লে শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলতে লাগল : "ইসাকে সান সেবাষ্টিয়ানে দেখবামাত্র আমার মনের একটা অংশ উন্মুখ হ'য়ে—যেমন উন্মুখ বোধ হয় আমি কখনো কোনো নারীকে দেখে হইনি আজ অবধি।—কিন্তু আর-একটা স্বর বলতে লাগল : 'পালাও পালাও।'

"ফের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বার আগ্রহও ছিল না। তা ছাড়া ইসাবেলাকে দেখেই কেমন যেন একটু জোর পেয়ে গেলাম—শুধু চোখের-দেখা দেখেই। মনে হ'ল মারিয়ার ভয় আর নেই : চাঁদের আলোয় তারা গেছে নিভে। এ সাতদিনে শরীরও একটু সেরেছিল। তা ছাড়া সেন্ট ফ্রান্সিসের ছবিটাও র'য়ে গিয়েছিল অসম্পূর্ণ : সে আমাকে ডাকছিল নিরন্তর।

"ফিরলাম তো। কিন্তু ফিরে এসেই আবার এক নতুন সমস্যা। দেখলাম মারিয়া বেঁকে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মুখে খুব ভদ্র ব্যবহার করল, কিন্তু যেখানে মন সব চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর সেখানেই দিল আঘাত: ব্যবহার করতে লাগল বড় দূর-দূর। বুঝলাম ও সেভিলে চ'লে যাওয়ার সুযোগে আমি যে ওর কোমল উর্ণজাল কেটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা পেয়েছি তা ও টের পেয়েছে। অথচ এ-সব রাগ বা অভিমান মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। যাকে ছোঁয়া যায় কিন্তু ধরা যায় না তার ছবি আঁকা যায় না—যায় শুধু ইঙ্গিত দেওয়া।"

—"তোমাদের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান এল বুঝি?"

—"ব্যবধান ঠিক না। কিন্তু—কী ব'লে বোঝাই?··· যেটা ঘটল সেটা আমার দিক দিয়ে অভাবনীয়। বলি শোনো।

"মারিয়া আমার কাছে আসাই দিল ছেড়ে। আগে যদি ও স্বামীর মধ্যে থাকত আকণ্ঠ-ডুবে—এখন থেকে দিতে সুরু করল ডুব-সাঁতার। ওর দৃষ্টি, হাসি, ভাবভঙ্গি সবই যেন নীরব তূরীধ্বনিতে ঘোষণা করতে সুরু করল—আমি তোমার নাগালের বাইরে—আমি হচ্ছি ঐকান্তিকা—ও তাঁর একান্ত উপাস্যটি হচ্ছেন পতি-দেবতা। তবু এ-ও আমি সইতে পারতাম—কারণ আমি বিশ্বাস করি প্রতিমা-পূজকের অধিকার আছে প্রতিমা গ'ড়ে পূজা করবার। কিন্তু যেটা সব চেয়ে আমার লাগল সেটা এই যে ও নানা আভাবে নিষ্ঠুরভাবে আমাকে ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল যে, আমি হচ্ছি বিদেশী।"

স্বপন উৎসুক নেত্রে বলল: "তারপর?"

—"এর যা ফল ফলল তাকে বলছিলাম না 'অভাবনীয়'? কিন্তু আবার অভাবনীয়ও পুরোপুরি নয়। মারিয়ার প্রতি কোথায় আমার একটা ঈর্ষার টান ছিল, ও স'রে যেতেই সেটা করল আত্মপ্রকাশ।"

—"ঈর্ষার টান ?"

—"ও যে ওর স্বামীর সম্পত্তি এটা মনে মনে আমাকে কোথায় বিঁধত যেন। এ-সব টান এক ঈর্ষার আলোতেই ধরা পড়ে—তাই একে আমি ব'লে থাকি ঈর্ষার টান। যতদিন ওকে আয়ত্তাতীত মনে হয়নি ততদিন এ-ঈর্ষা নগ্নভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু যেই ও একটু হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল—অমনি আমার মনের মধ্যে জ্ব'লে উঠল ঈর্ষা—ও তার ফলে এক অত্যন্ত কুশ্রী বাসনা।"

স্বপনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলে।

চাং বলতে লাগল: "আমার বেশ মনে আছে আমার এ আত্ম-আবিষ্কারে আমার প্রথম সেই ক্ষোভ। আমি এই? আমি এই?—গর্ব্বী রমণীমনোহারী চাং হচ্ছে আসলে আর পাঁচজনেরই মতন রমণীলোলুপ? আর বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি এই হীন ভাব?—সে-সব বলতেও ঘৃণা হয়। তাই এ-অধ্যায়টা আমি বাদ দিয়ে যাব। তুমি এ-সব কল্পনা ক'রে নিও। হ্যাঁ, শুধু একটি কথা বলা দরকার: আমার প্রবৃত্তিতে একটা হিংস্রতাও খুব প্রবল—যার দরুণ নিষ্ঠুরতায়ও আমি প্রবলভাবে সাড়া দেই। ও আমাকে যেই আঘাত করল সেই আমিও সুযোগ খুঁজতে সুরু ক'রে দিলাম কেমন ক'রে ওকে এই দিক দিয়েই সে-আঘাত সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। শুধু সেইজন্যেই ওদের অতিথি রইলাম তখনো। অন্য কোনো বাসায় গেলে তো সুযোগ পাব না।—তা ছাড়া যন্ত্রণা পাবারও একটা তীব্র নেশা আছে। দূরে গেলে তো তত যন্ত্রণাও পেতাম না। তাই ওদের ওখানেই রইলাম।"

স্বপন একটু আশ্চার্য্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না। চাং ব'লে চলল: "ওকে আঘাত করবার একটা সুযোগও এল অবশেষে। ঠিক এই সময়ে আমার বাবা মারা গেলেন ও

আমাদের সম্পত্তি হ'ল বাজেয়াপ্ত : আমি হ'য়ে পড়লাম একেবারে নিঃস্ব।

"মারিয়ার মন পেণ্ডুলামের মতন এক দমকে নিষ্ঠুরতা থেকে এল দরদের উপান্তসীমায়। বলল : তাদের ওখানে অমনি থাকতে। অন্য সময়ে হ'লে থাকতাম। কিন্তু শুধু ওকে আঘাত দিতেই মাদ্রিদের এক অত্যন্ত দীন পল্লীতে আশ্রয় নিলাম—একটি ছোট্ট গ্যারেটে।

"মুহূর্তে মারিয়ার আগেকার সেই স্নিগ্ধ, কোমল, স্নেহময়ী মূর্তি দীপ্ত হ'য়ে উঠল। সে একদিন গ্যারেটে এসে ঝর ঝর ক'রে কেঁদেই ফেলল—আমার দুর্দ্দশা দেখে। আর সত্যিই সে-সময়ে আমার দৈন্যদশারও হয়েছিল চরম। সে গল্প হয়তো একদিন বলব—যদি ফের দেখা হয়। মাস দুই সময়ে সময়ে সত্যিই অনাহারে কেটেছে—একবেলা খাওয়া তো প্রায়ই। সে-সব অজস্র খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে যাই। শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, মারিয়া প্রায়ই আসত ও মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করত।"

—"তোমার মন তা'তে গলত না একটুও?"

—"না। আমার নিষ্ঠুর হবার ক্ষমতাও যে অসামান্য—ইসা তোমায় বলেনি?"

—"কই না তো।"

—"আমার অসামান্য কল্পনাশক্তিকে আমি নিয়োগ করি নিষ্ঠুরতার নানা পদ্ধতি-উদ্ভাবনে—এ আমি অনেকবারই করেছি—যখনই নিষ্ঠুর হবার রোখ চেপেছে। তারপরে অনুতাপও আসে অবশ্য,—কিন্তু নিষ্ঠুর হবার ভূত যখন আমার মাথায় চাপে তখন—" বলতে বলতে তার ওষ্ঠপ্রান্তে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে : "আমার মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয় স্বপন যে, আমাদের আশে-পাশে অ-কায়া নানান্ অশরীরী ভূত প্রেত দৈত্য দানা

লুকিয়ে আছে যারা একটু ডাকলেই কাউন্টের মেফিস্টফিলিসের মতন পরমানন্দে সাড়া দেয়, এবং ঘাড় মটকে রক্ত না খাক—ঘাড়ে চেপে সহজেই দানব ক'রে তোলে। অন্ততঃ আমাদের দেশে এ-রকম নিষ্ঠুরতার ভূত চাপতে আমি অনেকবার দেখেছি—অত্যন্ত কোমলপ্রবৃত্তি, মহদাশয় মানুষের স্কন্ধেও। কিন্তু বারোটা বাজতে আর দেরি নেই বেশি, এবার এ-সব দার্শনিক মন্তব্য রেখে শেষ অঙ্কটি ব'লে সমাপ্তি টানি।"

স্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে চাং বলতে লাগল: "স্পেনে চীনে ছবির তেমন আদর নেই—মসিয়ে বেনার কখনো কদাচিৎ আমার-পাঠানো দু-একটি ছবি বিক্রি করিয়ে দিয়ে পারিস থেকে কিছু টাকা পাঠাতেন—খরচে গেলে তাতেই কোনোমতে দিন গুজরান হ'ত আমার। কিন্তু সে-আয়ও ক্রমে ক'মে এল। উপায় না দেখে অবশেষে নানা বাজে ছবির কপি সুরু করলাম—জীবিকার জন্যে। ভাবতে পারো?"

স্বপনের মুখ দিয়ে অস্পষ্টস্বরে বেরিয়ে গেল: "বেচারী!"

—"মোটেই না। আমার জীবনের এ-অধ্যায়টা সত্যিই ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী। এইসব দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবনের যে-সব চিত্র দেখেছি—সুন্দর ও অসুন্দর—সে-সব হয়তো আমার চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে যেত যদি প্রাচুর্যের মধ্যেই বরাবর আমার দিন কাটত। তাই এজন্যে আমি দুঃখিত নই।"

—"তারপর?"

—"ঠিক এই সময়ে আমার দেখা ইসার সঙ্গে। আমি প্রাদো মুজিয়ামে ব'সে ভেলাস্কের বিখ্যাত "বয়নরতা"-র কপি আঁকছি এমন সময়ে দেখি পিছনে—সে। দেখতেই চিনলাম। তার পিছনেই রুম রুবিয়ো। তিনি আমাদের আলাপ ক'রে দিলেন।

"ইসাবেলা একটু আলাপের পরেই বলল: 'শুনলাম আপনার কাছে

কয়েকটি চীনে ছবি আছে। আমি বড় ভালোবাসি চীনদেশের ছবি। আমাকে দেখাতে আপত্তি আছে কি?'

"আমি মুস্কিলে পড়লাম। আমার গ্যাজেটে জেনেরাল সেরানোর মেয়েকে আসতে বলতে লজ্জা করল। প্রতি শিল্পীর মধ্যেই একটি স্নব, আছে জানো তো?—দন কবিয়ো তৎক্ষণাৎ ইসাবেলাকে বললেন: 'আমার ওখানে কাল আসবেন—ওঁর ছবিগুলি আমার ওখানেই দেখবার সুবিধে হবে।'

"আমার মনটা কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠল। তার পরদিন দন কবিয়ো ইসাকে ও আমাকে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে।

"তারপরে ইসার সঙ্গে ধীরে ধীরে কেমন ক'রে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হ'ল, প্রীতি বন্ধুত্বে ও বন্ধুত্ব প্রেমে রূপান্তরিত হ'ল, সে-সব আজকের বর্ণনার বিষয় নয়। এ-সূত্রে মারিয়ার কথাই শুধু বলি আজ।"

চাং বলতে লাগল: "মারিয়া প্রথম থেকেই ওকে বিষচক্ষে দেখল তাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণে সেই বিকেলে। প্রথম কারণ—অস্তাচল-চূড়াবলম্বিনী উদীয়মানাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারে না, দ্বিতীয় কারণ —বোধ হয় বলতে হবে না?"

—"না। কিন্তু মারিয়াকে কিছু বললে নাকি তুমি?"

—"না। আমি শুধু তাকে নিষ্ঠুরভাবে বেদনা দিতে সুরু করলাম। সদাশয়, অসন্দিগ্ধমনা, স্নেহান্ধ দন কবিয়ো বেচারী অবশ্য কিছুই জানতেন না—তিনি আমাকে ও ইসাকে তাঁর ওখানে প্রায়ই ডাকতেন। ও—বলতে ভুলেছি—ইসা আমার দু-তিনটি ছবি বিক্রি ক'রে দিয়েছিল, একটি নিজেও কিনেছিল। তা'তে আমার পক্ষে একটু মাঝারি গোছের হোটেলে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়, এবং অন্ততঃ অনাহারের যন্ত্রণার খানিকটা নিরসন হয়।

"ক্রমে ইসাবেলা আমার হোটেলের ঘরেই সোজা আসা শুরু করল। জেনেরাল সেরানোর উদ্ধতা মেয়ে সে—লোকের নিন্দা-প্রশংসা ছিল তার কাছে হাসির বস্তু—কেবল এই এক বিষয়ে পিতাপুত্রীর মধ্যে ছিল গভীর মিল।"

চাং বলতে লাগল: "মারিয়া এবার প্রায় ভেঙে পড়ল। মুখে অবশ্য সে কিছুই বলত না—কিন্তু তার ম্লান মুখ দেখে শেষটায় আমার দয়া হ'ল।—বিশেষ ক'রে এইজন্তে যে, তার প্রতি টান আমার তখনো অস্ত যায়নি। ইসার প্রতি আমি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলাম সত্য—কিন্তু তখনও মারিয়াকে ঢের বেশি ভালোবাসতাম এ-ও সমান সত্য।"

—"শুধুই কি ভালোবাসা?"

—"না। নারীর মধ্যে যতদিন যৌবনের অস্তরাগের শেষ ছটা-টিও খেলে ততদিন সে একটু ইচ্ছা করলেই পুরুষ-পতঙ্গের কাছে দীপশিখা হ'য়ে উঠতে পারে। যৌবনের প্রত্যন্ত-সীমায়ও তার এ-জন্ম-অধিকারে সে বঞ্চিত হয় না: য়ুরোপের বসন্তগোধূলির মতন—আলো—ডুবু-ডুবু হ'য়েও ডোবে না। তার ওপর মারিয়া ছিল সুন্দরী—কোকুবার পারিপাট্যেও অসামান্তা। সে আমায় ডাক দিত—শুধু তার স্নেহে নয়—দেহেও। অবশ্য নিছক দৈহিকও নয়। মনের মধ্যে যেখানেই একটু মঙ্গলস্পর্শ থাকে সেখানেই ইন্দ্রিয়ের নিমন্ত্রণ সরস হ'য়ে ওঠেই—ভূরিভোজনের উপাদান না থাকলেও।"

চাং অন্তমনস্কভাবে একটু থামল, পরে বলতে লাগল: "কিন্তু তবু স্বপন, এমনি আমাদের প্রবৃত্তি যে, ইসাবেলার সঙ্গে একটু সখ্য হ'তে না হ'তেই মারিয়াকে কেমন যেন নিষ্প্রভ ঠেকতে আরম্ভ করল। ঠিক নিষ্প্রভও না। তার আকর্ষণী-শক্তি উজ্জলই ছিল…তবে কি রকম

জানো ? এক-একটা অসুখ আছে না, যার মধ্যে তেষ্টাও পায় অথচ বেশ বোঝা যায় জল খেলে কোনো শান্তিই আসবে না ?"

—"বেশ বলেছ ।"

—"এ যে আমি অনুভব করেছি বহুবার। আর শুধু মারিয়ার সম্বন্ধেই নয়—নানা মেয়ের সম্বন্ধেই—নানান্ সূত্রে। কিন্তু আর নয়, এবার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি ব'লে যবনিকা ফেলি।—সেই রাত্রিটির কথা—যা জীবনে কোনোদিন ভুলব না।"

স্বপন রুদ্ধনিঃশ্বাসে শোনে :

—"সেদিন সকালেই ইসাবেলা আমাকে অনুরোধ করেছে তার পিতার সেক্রেটারীর পদ স্বীকার করতে এবং ভেবেচিন্তে আমিও রাজি হয়েছি। কেন তা বোধ হয় বলতে হবে না ?"

—"ইসাবেলার একটু কাছে আসার জন্যে ?"

—"হাঁ। তা ছাড়া এ তিনমাস দারিদ্র্যের সঙ্গে অশ্রান্ত যুদ্ধ ক'রে একটু বিলাসও চাইছিলাম। আশৈশব বিলাসে মানুষ আমি—এ-অপরাধ ক্ষমণীয়। মানুষ শুধু বীর নয়- কাপুরুষও। স্রষ্টা নয়—প্যারাসাইটও যে।"

স্বপন হেসে বলে : "কা'কে বলছ চাং ?"

চাং-ও হাসে : "তা বটে—তোমার রূপোর, না—সোনার চামচ মুখে জন্ম। তবু এটা বললাম দেখাতে যে, আমি মনেপ্রাণে শিল্পকে ভালোবাসা সত্ত্বেও প্যারাসাইট হ'তেও যে কম ভালোবাসি তা নয়। কারণ যখন সত্য পরীক্ষায় পড়লাম তখন বিলাসের জন্যে চাকরিও স্বীকার করেছিলাম —বিশেষ এমন একটা অকর্মা চাকরি—যার সঙ্গে ছবি-আঁকার কোনো সম্বন্ধই নেই। যাক। যা বলছিলাম।

"মারিয়া কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না—সেদিনই সন্ধ্যাবেলা

ব্যস্ত হ'য়ে আমার ঘরে এসে হাজির। আর ঠিক এমনি সময়েই এলো যে-সময়ে ইসাবেলা আমার ঘর থেকে যাচ্ছে বেরিয়ে। আমি ইসাবেলার জন্তে দোর খুলতেই দেখি সামনে মারিয়া।

"ইসাবেলা তাকে হাত বাড়িয়ে বিদায়-সম্ভাষণ করল—কিন্তু সে উত্তরও দিল না, আমার ঘরে ঢুকেই ইসাবেলার মুখের ওপর আমার ঘরের দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল : "তুমি নাকি ছবি-আঁকা ছেড়ে মোসাহেবি-পদের জন্তে দরখাস্ত করেছ ?"

"অন্ত সময়ে হ'লে আমি রাগ করতাম—কিন্তু আজ আমার মনে কেমন যেন করুণা এল। ওর মুখ ম্লান, নয়নে অস্বাভাবিক জ্যোতি, চোখের পাতা অশ্রু-স্ফীত। গত দু-তিন মাস ধ'রে ওকে যে নানা অছিলায় আকারে-ইঙ্গিতে কত দুঃখ দিয়েছি হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল এক জোটে। শান্ত স্বরেই বললাম : 'মোসাহেবির নয়—সেক্রেটারীর পদ। আর আমি দরখাস্ত করিনি—ইসাবেলা নিজে অনুরোধ করতে এসেছিল।' মারিয়ার চোখদুটি ওর নামে উঠল জ'লে, বলল : 'অনুরোধ ? কা'কে ভোলাচ্ছ চাং ? আমি সবই জানি।' আমি বললাম : 'কী জানো ?' ও বিদ্রূপের সুর ধরল : 'যে কেন তোমাকে ওরা চায়।' আমি বললাম : 'ওরা কারা ? আমাকে সেক্রেটারি হিসেবে চায় তো একা জেনেরাল সেরানো।' জানতাম অবশ্য কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মারিয়া বলল : 'কেন এ প্রবঞ্চনা চাং ? আমি কি জানি না যে—' কথাটা সে অসমাপ্তই রেখে দিল। আমি বললাম : 'কী জানো মারিয়া ? যদি এমন কিছু জানো যা আমার জানলে ভালো হয় তবে বলাই তো ভালো। আর যদি তা বলার মতন না হয় তবে মিথ্যে মিথ্যে কেন নিজে তা নিয়ে দুঃখ পাচ্ছ ?' ওর ঠোঁট এবার কেঁপে উঠল থর থর ক'রে, বলল : 'দুঃখ পাই তো তোমারই জন্তে চাং। তোমাকে ওরা

কী বুঝবে? তোমার মতন শিল্পীকে বারা—ওরা—সেক্রেটারির পরে মোসাহেবের পদে বাহাল করতে চায়? ধিক্।' আমি একটু নরম সুরে বললাম: 'বোসো না মারিয়া—দাঁড়িয়ে কেন?' ও বসল একটি ডাইভানে। আমি পাশে বসলাম। বললাম: 'কী হয়েছে বলো না।' ও মুখ ফিরিয়ে রইল। আমি বললাম: 'আমার ওপর রাগ করছ কেন মারিয়া? বলো তো, সেক্রেটারীর পদ নিয়ে কী-এমন অন্যায় করেছি যে, আমাকে মোসাহেব বলতে পারলে?' ও আমার দিকে তাকালো, বলল: 'বুঝতে কি পারো না কত দুঃখে বলেছি? তুমি কি না শেষটায় ছবি-আঁকা ছেড়ে সেক্রেটারি হ'তে চললে জেনেরাল সেরানোর মতন জঘন্য চরিত্র লোকের?' আমি বললাম: 'কিন্তু ছবি-আঁকা আমি ছাড়ব এ-কথা কে বললে তোমায়? ইসাবেলা এইমাত্র তো আমাকে ভরসা দিচ্ছিল যে, জেনেরাল সেরানোর সেক্রেটারি হওয়া মানে কোনো কাজই নেই। তাই ও-পদে বাহাল হ'লে বরং আমি অজস্র অবসরই তো পাবো—জীবিকার জন্যে অন্যের বাজে ছবি কপি না ক'রে পারব নিজের ইচ্ছামত ছবি আঁকতে।' ও বলল: 'কিন্তু যদি জানোই যে, ও-পদে কোনো কাজই নেই তবে তার জন্যে টাকা নিতে চাও কেন? অথচ আমি যখন সাহায্য করতে চাই তোমার আত্মসম্মান বাধা দেয় তা গ্রহণ করতে।' আমাকে বাজল, তাই এবার ধরলাম কথার চাতুরী, বললাম: 'তুমি তো দন রুবিয়োর মত নিয়ে সাহায্য করতে আসোনি মারিয়া যে নেবো। তাঁকে কি আমায় টাকা-দেওয়ার কথা বলতে পারো?' মারিয়া এ-কথায় কোণঠেসা হ'য়ে উষ্মার সুর ধরল, বলল: 'মিছে আমাকে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? তুমি কেন ও-পদ নিতে যাচ্ছ তুমিও জানো আমিও জানি। তবে কেন মিছে—' ব'লেই সে থেমে গেল। আমি এবার ঈষৎ শুষ্ক সুরে বললাম: 'মারিয়া,

যে-লোক দারিদ্র্যের মধ্যে প'ড়ে বুঝছে সে যদি একটা চাকরি পায় তবে যে তা নিতে গেলে তার এতটা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন আছে আমার মনে হয়নি।' মারিয়া সুর একটু নামিয়ে বলল : 'আমি কৈফিয়ৎ চাইতে তোমার কাছে আসিনি তা তুমি বেশ জানো। আমি এসেছিলাম তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে। কিন্তু দেখছি তা নিষ্ফল।' আমারও রাগ একটু পড়ল তার নরম সুরে, বললাম : 'সাবধান কিসের জন্যে? বলোই না।' ও বলল : 'ইসাবেলাকে তুমি জানো না, এই কথা বলতেই আমার আসা। ও নিঃস্বার্থভাবে তোমার উপকার করেনি।' আমি অবশ্য বুঝেছিলাম যে হাওয়া এইদিকে বইবেই শেষটায়। তবু শান্ত সুরেই বললাম : 'কেমন ক'রে জানলে?' মারিয়ার ঠোঁট ঘৃণায় বাঁকা হ'ল, বলল : 'মাদ্রিদশুদ্ধ লোক জানে। ওর স্বভাব : পুরুষ দেখলেই টোপ ফেলা।' এবার আমি ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে বললাম : 'একজন ভদ্রকন্যার সম্বন্ধে ও-টোনে কথা না বললেই বাধিত হব।' ও এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠল : 'বড় দরদ যে!' আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম : 'ভদ্রকন্যার সম্বন্ধে কুৎসা শুনতে না-চাওয়ার নাম যদি দরদ হয় তবে তা'তে দোষ দেখি না। অন্ততঃ জঘন্য কুৎসা রটানোর চেয়ে দরদ দেখানো ভালো।' মারিয়া আহত সুরে বলল : "জঘন্য কুৎসা!—বলতে পারলে—এতদিন আমাকে দেখে? আমি কি মিথ্যা মিথ্যা কারুর চরিত্রে কখনো—' আর বলতে পারল না—ঠোঁট দাঁতে চেপে চুপ ক'রে গেল। মুখ খড়ির মতন শাদা। আমি কথাটা ব'লেই ভুল বুঝেছিলাম, কারণ বলেছি : মারিয়ার 'পরে আর রাগ আমার ছিল না, ছিল শুধু নিবিড় করুণা; বললাম : 'আমাকে ক্ষমা কোরো মারিয়া—আমি রূঢ় বলেছি।' ওর চোখে এবার জল উপছে পড়ল, কিন্তু আত্ম-সম্বরণ ক'রে বলল : 'শুধু এইজন্যেই ক্ষমা? তুমি কি জানো না

—কেন—' ব'লে থেমে ব্লাউসের হাতায় চোখ মুছে বলল : 'এতদিন কি তুমি আমাকে কিছুই চেনোনি—যে আমাকে এত হীন ভাবতে পারলে ?' আমি ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম : 'তোমাকে হীন আমি কোনোদিনই ভাবব না মারিয়া। তা ছাড়া তোমার ঋণও আমি কোনোদিন শুধতে পারব না।' চাপা-অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ও বলল 'তা হ'লে ওদের সঙ্গে যাচ্ছ কেন ?' আমি বললাম : 'মারিয়া, জানো —কালকে হোটেল-বিলের টাকা দিতে হবে ও আমার কাছে আছে মাত্র চারটি পেসেতা ?' মারিয়া এবার ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল, তার দুই বাহুতে আমার কণ্ঠ-বেষ্টন ক'রে বলল : 'আমি কী করতে পারি বলো, তুমি তো আমার কাছ থেকে ধারও নিতে চাও না—তুমি চাও শুধু আমায় যন্ত্রণা দিতে।'

"তার দেহ-স্পর্শমাত্রেই আমার মন যেন কেমন হ'য়ে গেল। মনে আছে বাঁকা চাঁদের এক ফালি আলো এসে ওর তুষারশুভ্র সুন্দর গ্রীবায় ও সুডোল নগ্ন বাহুতে লুটিয়ে পড়েছিল। ঘনকৃষ্ণ কয়েকটি চূর্ণালক ওর কণ্ঠ বেয়ে বুকের ওপর পড়েছিল ছড়িয়ে। ওর সুন্দর নীল ব্লাউস ঘন ঘন নিঃশ্বাসে উঠছিল পড়ছিল। আমার রক্ত মাতাল হ'য়ে উঠল মুহূর্তে। ওকে বুকে চেপে ধরলাম। সে-ও আর থাকতে পারল না। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে শিশুর মতনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল : 'আমাকে ক্ষমা কর—রূঢ় বলেছি ব'লে।' আমার মনের মধ্যে যেন বিশ্বের কোমলতা নিবিড় হ'য়ে এল। আমাদের ওষ্ঠাধর মিলিত হ'ল—আমার জীবনের প্রথম দীর্ঘ চুম্বনে। সে-স্বাদ আর কখনো পাইনি, ইসাকে পেয়েও না।"

চাং বলতে লাগল উদাস সুরে : "মনে আছে মনের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠেছিল।

'To hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.'

"মনে আছে সে-দীপ্তলগ্নে জগতের প্রত্যেক প্রেমের কবির কাছেই কৃতজ্ঞ মনে হয়েছিল ভেবে যে, প্রেমের এ-অঙ্গীকারে স্বাক্ষর ক'রে তাঁরা এর মূল্য কত বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন···অথচ তবু···"

স্বপন ওর মুখের দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ কেউই কথা বলল না। বাইরে এক সার ঝাউয়ের মধ্যে দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল। চাং যেন কান পেতে কী শোনে তার মধ্যে।···তারপর কি ভেবে যেন আপন মনেই ব'লে চলে: "অথচ তবু আমার কাছে সবই মনে হয় কেমন যেন ছায়াময়। মনে হয় যাকে আমরা প্রেম প্রেম ব'লে এত উচ্ছ্বাসী হ'য়ে উঠি সে বুঝি আলো নয়—কুহেলিকা। অন্ততঃ অনেকখানি কুয়াশাই যে তার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে তাকে এতখানি আয়তন—এতখানি পরিস্ফীতি দিয়েছে এ নিশ্চয়। এ-কথা ইদানীংও মনে হয়েছে—জানি না তোমার হয়েছে কি না কখনো?"

স্বপনের মনের চক্রবালে কেমন একটা বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে আসে, সে বলে: "হয়েছে;—শুধু হয়েছে না—মাঝে মাঝে এখনো হয়—কিন্তু কেন যে—বুঝি না।"

চাং তার কথার যেন প্রতিধ্বনি ক'রেই বলে: "কেন হয়?···সুতি, কেন হয়?...কে জানে? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই আমি পাইনি আজ পর্যন্ত···অথচ এ আমি কতবারই না দেখেছি যে প্রবলতম নিবিড়তম দুর্বারতম আবেগের অঙ্গীকারও জীবনের দৈনিক ঘর্ষণে—স্থূলহস্তাবলেপে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়। কেন? কে বলবে?"

স্বপন বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। এক-টুকরো মেঘ বীণাকৃতি হ'য়ে পশ্চিমাকাশ ছেয়ে গেছে।···চাং ব'লে চলে: "এর কত

দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে। মাৰ্গিরার সঙ্গে মিলনের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার কথাই নেও না। সে-রাত্রে তাকে দয়িতার রূপে এত কাছে পেলাম তো? কিন্তু পেয়ে কোথায় সে আরও কাছে আসবে না গেল দূরে স'রে। সেদিন রাত্রে···বেশ মনে আছে···তাকে পেয়েছিলাম কী অবিস্মরণীয় আনন্দের উন্মাদনায়—স্নেহে কোমলতায়। সমস্ত হৃদয় আমার কারুণ্যে, উচ্ছ্বাসে, মাদকতায় ভ'রে গিয়েছিল তো? কিন্তু তার পরদিনই ভোরে ইসাবেলার সঙ্গে ট্রেনে সুইজর্লণ্ড যাত্রা করার সময়ে সে বিচিত্র লক্ষ্মণ্ডা ইন্দ্রধনুর কতটুকু রঙ অবশিষ্ট ছিল?"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "কিন্তু এতে এত দুঃখই বা পাই কেন আমরা? বলি না কেন জীবনকে সাদা চোখে দেখাই ভালো—প্র্যাকটিক্যাল লোকেদের মতন—to take life as we find?"

চাং আবছা হাসে: "ঐ তো, ভাই। এ তো বুদ্ধির কমনসেন্সের কথা নয়—দরদের কথা, প্রকৃতির কথা। ফুলের কুঁড়ি যারা মাড়িয়ে যায়, দেখেছি তাদেরকে আমাদের দেশে অনেক পুষ্পবিলাসীরা কোনোমতেই বোঝাতে পারে না তারা ওতে কেন বেদনা পায়। শুং-রাজত্বের সময় চিত্রীরা বলতেন একটি পুষ্পিত শাখা চিত্রের অলঙ্কার মাত্র না, প্রকৃতির অমের অতল রহস্যের ইঙ্গিত—আভাষ। এরা জীবনের কাছ থেকে শিল্পের কাছ থেকে চাইত খুবই বেশি। আমি সেই দলের লোক। তাই আমি দুঃখ পাই ভাবতে যে, রঙীন মুহূর্তে প্রেমের যে-রক্ত-শপথ চিরজীবী ব'লে মনে হয়—সহজ মুহূর্তে সে যায় নিঃশেষে মিলিয়ে—কর্পূরেরই মতন শুধু ক্ষণিক গন্ধ বিলিয়ে। আমার বাজে ভাবতে—যে প্রেমের মিলন-লগ্নে যাকে এত প্রবল—এত দীর্ঘায়ু মনে হয়—বাস্তবের রূঢ় আলোয় তাকে এত পাণ্ডুর এত ভঙ্গুর দেখাতে পারে। প্রেমের উন্মাদনাও যদি

দৃঢ়ভিত্তি না হয় তবে সত্যের পীঠ বলব কা'কে ? দাঁড়াব কোন্ অনুভূতির 'পরে ভর ক'রে ?"

ব'লে একটু চুপ ক'রে থেমে বলল : "যেখানে হৃদয় কথা দেয় না, যেখানে প্রকৃতি স্বভাব-কৃপণ সেখানে তার অনৌদার্য্যে আমি তত দুঃখ পাই না স্বপন। আমি দুঃখ পাই হৃদয়ের গৈরিক উচ্ছ্বাসকেও কালের তুষারপাতের স্পর্শে নিঃস্রোত হ'তে দেখলে। নিজের কাছে নিজে চিরজীবন অচেনা র'য়ে গেলাম এর চেয়ে দুঃখ আর আছে ?"

—"তারপরে তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি ?"

—"না। দু'মাস বাদে নানা দেশ ঘুরে যখন জেনেরাল সেরানোর সাথে মাদ্রিদে ফিরি তখন মারিয়া আর এ-জগতে ছিল না।"

স্বপন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল : "মনোদুঃখে ?"

—"না। সে আর এক কাহিনী।—রুবিয়ো-দম্পতী ছুটিতে গিয়েছিল জার্ম্মাণির 'রাইন উপত্যকা' বেড়াতে। সেখানে একদিন নৌকো থেকে দুন রুবিয়ো হঠাৎ কেমন ক'রে জলে প'ড়ে যান ও মারিয়া তাঁকে বাঁচাতে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দেয়। কেউই সাঁতার জানত না—কোথায় তলিয়ে যায় —দুজনেই।"

স্বপন স্তম্ভিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চাং ম্লান হেসে বলতে লাগল : "এ-নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি ভাই, কিন্তু ভেবে কোনো কূল পাইনি। শুধু এই-ই মনে হয়েছে যে মানুষের নানা আচরণে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের প্রত্যাশা ক'রেই হয়তো আমরা এত বেশি ঘা খাই, ভুল বুঝি। ধরো না কেন, আমি ভাবতে ভালোবাসি সে ছিল শুধুই অভিসারিকা। সমাজ ভাবতে ভালোবাসে—সে ছিল শুধুই পতিপ্রাণা। কিন্তু আসলে হয়তো সে এ দুই-ই ছিল—কিম্বা...... কে জানে ? হয়তো দুয়ের একটাও না। কেননা এ-ও হ'তে পারে যে

অন্ত কোনো যোগাযোগে তার এমন এক তৃতীয় রূপ ফুটে উঠত—যা তার এ দুই রূপকেই অস্বীকার করে। অথচ···কী বলব?···যে-মুহূর্তে সে আমার কাছে এসেছিল সে-মুহূর্তে অভিসারিণীর সমগ্র উন্মুখতা ও আত্মদান দিয়ে সে একা আমাকেই চেয়েছিল এ-ও আমি জানি—এবং যে-মুহূর্তে সে স্বামীর জন্যে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল সে-মুহূর্তে যে সে স্বামীকে একান্তভাবেই ফিরে চেয়েছিল এ-ও বিশ্বাস করি।"

—"কিন্তু তা হ'লে দুঃখ পাও কিসে?"

—"এই ভেবে যে তার নিজেরই দুটো সত্য স্বরূপের সংঘর্ষে কেন সে এত দুঃখ পেল? বলবে কি—দুই সত্যের সংঘর্ষে মিথ্যার সৃষ্টি হয়? না, দুই প্রেমের সঙ্ঘাতে ওঠে শুধুই হলাহল। যদি বলো, দুই-ই প্রেম, তবে প্রশ্ন ওঠে—এ-দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে অমৃত ওঠারই বা বাধা কী ছিল?···কিম্বা হয়তো এই-ই জীবনের স্বরূপ? হয়তো···নানা অদৃশ্য বিদেহী শক্তিস্পন্দনেই আমাদের জন্ম—তাদের দ্বারাই আমরা চালিত—যেমন জলায় হাওয়ার সঙ্গে স্রোতের সঙ্ঘাতে বুদ্বুদ—যেমন চলে গ্রহের টানে উপগ্রহ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে বুদ্বুদ ভাবে—সে স্বয়ংসিদ্ধ।··· কিন্তু স্বাধীনতার এ-চেতনাই বা তার এলো কোথা থেকে? উপগ্রহ ভাবে কেন—সে খেয়ালী ভ্রমণানন্দেই আকাশ পথে চলেছে? যন্ত্র-চালিত মানুষ বিচার করেই বা কেন? তবে হয়তো এ-জীবনে নিয়তির এই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বিচারসার নিঃসহায় নির্লক্ষ্য গতির নামই জৈবলীলা। তোমার কী মনে হয়?"

স্বপন চিন্তিত সুরে বলে: "আমি ভেবে কোনো তল পাইনি ভাই। তাই কিছুই বলতে পারি না জৈবলীলার রহস্য-সম্বন্ধে—শুধু এইটুকু ছাড়া যে নিয়তি, লীলা, যোগাযোগ প্রভৃতি কথায় আমার মন ভরে না। আমার মনে হয় কোনো কিছুর দিশা পেলেই মানুষ ঐ ধরণের

কয়েকটা ধ্বনি-সমৃদ্ধ বুলি সৃষ্টি ক'রে ভোলায় পরকে ঠকায় নিজেকে। ওর চেয়ে বরং তোমার সেদিনকার কথাটা আমার বেশি ভালো লাগে—যে, এ-রহস্যপুরীর চাবি আছে, কেবল আমরা সন্ধান পাইনি এ-অবধি। তাই বেদনাকে আমি কাব্যকুয়াশা দিয়ে চাই না ইন্দ্রধনু প্রতিপন্ন করতে। আমি চাই জানতে : বেদনা এলো কেন?—আমি এই প্রশ্নের উত্তর চাই—কেন মারিয়ার মতন সুন্দর জীবনও শেষে এ দুঃখ-দহনের মধ্যে দিয়ে ব্যর্থতার মরুতে হ'ল অবলুপ্ত? কবি বলেন কাঁটাই গোলাপ হ'য়ে ফোটে। কিন্তু ও-ধরণের কথায় আমার সান্ত্বনা নেই। কাঁটার অস্তিত্বই আমাকে বেঁধে। দেহের চেয়েও বেশি—মনে।"

চাং বলল : "ঠিক বলেছ স্বপন। আমার হৃদয়ের তারেও এ-কথা এ-ছন্দে না হোক্, এ-সুরে বেজেছে—একবার নয়—বারবার। কাঁটার গোলাপ হ'য়ে ফোটার কথা বলছিলে না? ও-সান্ত্বনা যে একেবারেই ভুয়ো, এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। জীবনে ফুল যখন পরম হ'য়ে ফোটে তখনই তো কাঁটার শ্রীহীনতা সব চেয়ে খচ খচ করে, জগতের দুঃখে বুদ্ধের মতন মানুষই ক্ষেপে বেরিয়ে যান—শ্রমিকের দুঃখে প্রিন্স ক্রপটকিনের মতন মানুষই কারাবরণ করেন—অধম তারাণের জন্যে খৃষ্টকেই ক্রুসে ঝুলতে হয়। এর সান্ত্বনা কোথায়?"

ব'লে চাং অন্যমনস্কভাবে একটু ভাবল, পরে বলল : "বড় বড় কথা রেখে ছোটো ব্যক্তিগতভাবে এটা হয়তো আরো পরিষ্কার হয়। ইসা ও মারিয়ার কথাই দেখ না। ইসাকে তো আমি—ব'লে থেমে মৃদু সুরে বলল : "সত্যিই ভালোবেসেছি—যেমন ভালো কখনো কাউকে বাসিনি?—কিন্তু তবু ওকে সব চেয়ে কাছে পাওয়ার মুহূর্তেই তো মারিয়ার কাঁটা সব চেয়ে তীক্ষ্ণ হ'য়ে বিঁধেছে! মনে হয়েছে : আমার ইসাকে ভালোবাসার জন্যে যে মারিয়াকে দুঃখ পেতে হ'ল এ-ব্যবস্থার মধ্যে

কোথাও মস্ত একটা অব্যবস্থা আছে। নইলে একজনের সুখে আর একজন অসুখী হবে কেন?"

স্বপন বলল: "কবি বলবেন: দুঃখ শেখায় হার্মনি—দার্শনিক বলবেন: মায়া।"

চাং দৃঢ়স্বরে বলল: "ও-দুয়ের একটায়ও আমার মন সায় দেয় না। ফুলের কলির মধ্যে মাটির ঢেলা সাজিয়ে হার্মনির মালা গাঁথা যায় এ-কথাও যেমনতর কবির সৃষ্টি, সুখ-দুঃখকে প্রাণপণে এড়িয়ে মরুবাসী হ'তে হবে এ-ও তেমনি ধারা দার্শনিকের সমাধান।"

—"কিন্তু ধরো, মারিয়া যদি তোমাকে এড়িয়ে সুখী হ'ত—তা হ'লে?"

—"স্বপন, সুখ ও সার্থকতা কি এক? সুখ যে ঠিক কী বস্তু তার দিশা আজ অবধি আমি পাইনি। কিন্তু যদি ধ'রেও নিই যে মারিয়াকে তার স্বামীর প্রেমের খাঁচায় কর্ত্তব্যের শিকেয় ভুলে বন্ধ ক'রে রাখলেই সে নিটোল সুখী হ'ত—তবু এ-কথা কখনই মানব না যে ঐ এড়িয়ে চলার পথেই সে সার্থকও হ'ত।"

—"কিন্তু হ'ত না এ-কথাই বা প্রমাণ করবে কী ক'রে?"

চাঙের মুখে সেই করুণ হাসি ফুটে ওঠে: "প্রমাণ ভাই আমি কিছুই করতে পারি না; এমন কি তার দরকার সম্বন্ধেও কৃতনিশ্চয় হ'তে পারি না। এক সময় ছিল যখন মনে হ'ত জগৎ বুঝি আমার অনুমোদনকেই কেন্দ্র ক'রে প্রদক্ষিণ করছে—তাই অনেক-কিছু সম্বন্ধেই বিজ্ঞভাবে রায় দিতাম—অনেক-কিছুই মহা উৎসাহে প্রমাণ করতে ছুটতাম। আজ বুঝেছি জগৎ আমাদের সুখ-দুঃখের প্রমাণ-অপ্রমাণের একটুও অপেক্ষা রাখে না। সে চলে তারই একটা নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব নিয়মে। আমার লক্ষ্য—বাঁচাই না; আমার লক্ষ্য—একটু সুন্দর পথ ক'রে চলা—এ-অসুন্দর পরবাসে। এ অবোধ্য ধাঁধায় অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে

খুঁজতে খুঁজতেই আমি চলি, যে দু-এক টুকরো সত্য ও সুন্দরের কণা পাই —দেখি আমার পথচলায় তারা আলো ধরতে পারে কি না। আমার জীবনে একটু আলো তারা ধরে বৈ কি—তাই তো তাদের আদর করি, কিন্তু এ-ভুল বোধ হয় আর করি না যে তারা সবার পথেই আলো ধরে। কারণ আমি দেখেছি : একের আকাশ নিত্যই অপরের আকাশ-কুসুম হ'য়ে ওঠে। আমি শুধু এইটুকু সার বুঝেছি যে, মানুষকে জোর ক'রে খাঁচায় পুরে শান্তি-দিতে-চাওয়া কিছু না।—অশান্তির আকাশে লক্ষ দুঃখ থাকলেও সেইখানেই তার স্থান—পরমরম্য স্বস্তির খাঁচার মধ্যে না। তাই আমাকে সব চেয়ে বাজে যখন দেখি একের সুর অন্যে ঠিক ক'রে দিতে ছোটে, সমাজ, নীতি, দেশ, ধর্ম্মের হাজারো অজুহাতে, যুক্তিতে, অনুশাসনে। টাওইষ্টদের একটি গল্প আমার বড় ভালো লাগে, শোনো।"

চাং বলতে লাগল : "একদা ছিল এক বিরাট বনস্পতি, নাম কিরি। একটি যাদুকর তার কাঠ দিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য্য বীণা তৈরী করেন। এমনভাবে বীণাটি নির্ম্মিত যে জগতের শ্রেষ্ঠতম বীণকারই কেবল তাকে সুরে জাগাতে পারবে। কত বড় বড় গুণী উন্মুখ হ'য়ে আসে কিন্তু কারুর হাতেই সে বেজে ওঠে না। শেষ একদিন এল গুণিরাজ পেইও। বীণার তারে তারে উঠল ঝঙ্কার, আকাশ স্থির হ'য়ে শুনল। চীনসম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'গুণী, কেমন ক'রে তুমি সে-বীণাকে সুরে জাগালে যা জগতের সব বীণকারের হাতে ছিল সুপ্ত? অপরে পারেনি কেন? তুমিই বা পারলে কী ক'রে?' পেইও বলল : 'মহারাজ, অপরে পারেনি কারণ তারা তাদের নিজের সুর বীণায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল— আমি পেরেছি, কেননা আমি বীণাকে বলেছিলাম : তুমি তোমার নিজের সুরেই বাজো। তাই ও সার্থক হয়েছে।'"

চাং বলতে লাগল : "মানুষের সম্বন্ধে এই কথা বারবারই আমার মনে হয়েছে। আমি বোধ হয় কখনো ভুলব না সেদিন রাত্রে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মারিয়ার সেই চাপা কান্না—সে কী করুণ ব'লে? এ-কান্না সে কাঁদল কেন বলো তো? শুধু এইজন্তেই নয় কি যে, সমাজ তাকে পাতিব্রত্যের যে-বাঁধা-শড়কে চলার বিধান ধ'রে দিয়েছিল সে শত চেষ্টায়ও সে-বিধানকে মানতে পারেনি—অথচ ভেবে দেখ, সমাজের এ-বিধান না থাকলে আমার সহবাসে অন্ততঃ সে-রাত্রে সে কী আনন্দই না পেত।"

ঘরের মধ্যে বাইরের হাওয়ায় কোথা থেকে বেহালার একটা বিচ্ছিন্ন মীড় ভেসে আসে।··তার পরই সব চুপ।···বাইরের ঘরে ব্যাঙ কখন গেছে থেমে।···চারধার এত নিশুতি লাগে!···স্বপন চাঙের দিকে চায়; কিন্তু তার দৃষ্টি দূর দিগন্তে নিবদ্ধ···যেখানে শুধু এক টুকরো আলগা মেঘ ধূসর চোখে চেয়ে।···তার ভুরুর উপরেই একবিন্দু পীতাভ রশ্মির টিপ!···

চাং বলতে লাগল : "এ আমার থিওরি নয় ভাই। আমার স্মৃতির ফলকে খোদা রয়েছে মারিয়ার সে-রাতের প্রতি কথাটি। তার মধ্যে তার দেহদানের জন্তে নিরানন্দ এতটুকু ছিল না। ছিল শুধু ভয় : যে-কাঠামোর মধ্যে লোকমত তাকে থাকতে বলেছিল পাছে সে-কাঠামোটার কোনো নড়চড় হ'য়ে যায়। সার্থকতা-অসার্থকতার প্রশ্ন তার মনে একবারও উদয় হয়নি—সেদিক দিয়ে কেউ তাকে ভাবতে শেখালোই বা কবে?—এমন কি সে কখনো বোধ হয় অনুভবই করেনি যে তার নিজের সুরে সমাজ তাকে ভুলেও বাজতে বলেনি—বলেছিল সমাজের মনগড়া সুবিধাজনক সুরে নিজের সুর মেলাতে।"

হঠাৎ বাইরে একটা হাওয়া ওঠে। বৃষ্টি নামে। বাইরের বাগানে

পাতায় পাতায় ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে ঝর্ঝরিণী। স্বপনের বুকের কোথায় কি-একটা উদাস তার বেজে ওঠে যেন এ পথভোলা শব্দে!...একটা বেদনার পূর্ব্বাভাষ...সঙ্গে নবপ্রাপ্তির চূর্ণ আলোক!...

চাং দিগন্তের দিকে চেয়ে যেন আপন মনেই ব'লে চলে: "কিন্তু না। আরও একটা কথা মনে হয়েছে আমার। শুধু যে সমাজই মারিয়ার দুঃখের জন্যে দায়ি তা হয়তো নয়। মনে হয়েছে হয়তো মানুষের মধ্যে একটা হীনতা—দুর্ব্বলতার ইসারা আছে ব'লেই সমাজ এ-ভাবে চড়াও হ'তে পেরেছে।"

—"কী দুর্ব্বলতা?"

—"চাওয়ার দুর্ব্বলতা—কাড়াকাড়ির দুর্ব্বলতা—প্রতিপদে অদৃশ্য শক্তিদের ইঙ্গিতকে লোভে হোক্, ভয়ে হোক্, বাসনায় হোক্—দাসের মতন অনুসরণ করার দুর্ব্বলতা—মেনে-নেওয়ার গ্লানি।"

স্বপন বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল, পরে বলল: "কিন্তু বাঁচতে যে হয় চাং।"

চাং বলল: "জানি সে ট্রাজিডি। এ-ও জানি যে, আমরা জীবনে বাঁচবার জন্যে অনেক সময়েই নানা জিনিষ চাইবার সময়ে মনে করি বুঝি সে-সব না পেলে বাঁচবই না। কিন্তু তবু আমার কেন জানি না মনে হয় —যদিও আমি প্রমাণ করতে পারি না এ-কথা—যে, এই চাওয়ার হীনতাকে না মেনেও বাঁচা চলে। এবং তাইতেই হয় সত্যিকারের বাঁচা; মনে হয়: এ যদি পারতাম তা হ'লেই বুঝি জীবনের চিরকুজ্ঝটিকার হ'ত নিশান্ত। এক এক গভীর মুহূর্ত্তে এর চকিত আভাষ পেয়েছি—মন বলেছে সকসুখ হোক্, বিলাস হোক্, ভোগ হোক্, যাই হোক্ না কেন নিজের জন্যে চাইব কেন? কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত;—ওর পরের ধাপে উঠতে পারিনি। কি ক'রে যে এ-হীনতা থেকে—জীবনের এ-দাসখৎ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে

পারে তার কোনো দিশাই পাইনি ; যদি পেতাম তা হ'লে হয়তো ব'লে দিতে পারতাম আমার ও মারিয়ার মধ্যে এ-স্নেহ সম্বন্ধের কেন পরিসমাপ্তি হ'ব যন্ত্রণায়—কেন বাঞ্ছিত সার্থকতাকে না পেলাম বিরহের শূন্যতায়, না মিলনের পূর্ণতায় ।"

বাইরে বাতাস হু হু ক'রে ওঠে।…স্বপন ওর টেবিলের উপর ন্যস্ত চাঙের একটি হাতের 'পরে হাত রাখে। সহসা মনে হয় যেন কতদিনের চেনা সাথী…

বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় হ'য়ে পড়ে।…দেখতে-দেখতে মেঘের কপালে বিজলীর ভ্রূকুটি ঝিলিক্ মেরে ওঠে।…দিক্…আলাময়!…

চাং স্বপনের মুখের দিকে [illegible] : "আমার মনে হয় কি জানো স্বপন ?"

—"কী ?"

—"কোথায় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রতি পাওয়া ও চাওয়ার মধ্যে এই চির-বিরোধ। তাই আজ হৃদয় [illegible] থেকে অকারণ ঝর ঝর ক'রে ওঠে ঐ নিরাশ্রয় গগনবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিবিন্দুর মতন। তাই মানুষ আজো পাহাড় পর্ব্বত প্রান্তর কান্তারে ছুটে ছুটে বেড়ায় ঐ দিগ্ভ্রান্ত হাওয়ার মতন—দীর্ঘশ্বাসের বোঝা বুকে চেপে। তাই তার দৃষ্টির চক্রবালে আজো রং ধরে, অথচ চক্রবালনেমির-মধ্যে ঊষার দেখা মেলে না।"

চাং বলতে লাগল : "কেবল কখনো কখনো…কোন্ পূত দীপ্ত মুহূর্ত্তে এক টুকরো রশ্মি প্রাণপণে ভেসে ওঠে দিগন্তরেখার ঊর্দ্ধে—কিন্তু জগৎ-জোড়া অন্ধকারের পিছুটানে অর্দ্ধোদয়েই ফের যায় ডুবে। একটুকু শান্তির সুধা রসনায় বইতে না বইতে আমাদেরই সুখের [illegible] কাড়াকাড়িতে পলকে যায় বিষাদ হ'য়ে। তাই বুঝি আমরা যা চাই তা

পাই না, যা পাই—পেলে দেখি তা চাই না। তাই প্রতিপদে আমাদের পথ-চলায় বাতি ধরতে পারে না, ধরে ভয়।"

মেঘের বুকে মৃদঙ্গ বেজে ওঠে। ঢং ঢং ঢং ক'রে বাজে বারো। স্বপন উঠে দাঁড়ায়।

চাং বলে: "কিন্তু এই জল-ঝড়ে জাহাজে উঠবে?"

স্বপন বলে: "না, ট্রেনে।"

চাং আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে: "ট্রেনে! কোথাকার?"

—"প্যারিসের। বারোটা পঁচিশে ছাড়ে বলছিলে না?"

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত